শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্ ।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী ।

—*—

শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভার মুখপত্রী ।

বিংশ বর্ষ—১ম সংখ্যা ।

অশেষক্লেশবিশ্লেষি-পরেশাবেশসাধিনী ।
জীয়াদেষা পরাপত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী ॥

নব বর্ষ ।

অমন্দোদয়-কৃপাসিন্ধু শ্রীগৌরসুন্দরের এবং তদীয় নিজজন শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের একমাত্র কৃপাবলে শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকার বিংশ বার্ষিকী সেবায় ব্রতী হইলাম। মাদৃশ অকিঞ্চন বরাক জীবের শ্রীপত্রিকার বা পাঠকবর্গের অকৃত্রিম সেবায় যোগ্যতা না থাকিলেও কৃষ্ণের শুদ্ধ দাসগণের সহিষ্ণুতা ও উৎসাহ নিদর্শনরূপ মানদ ধর্ম্ম স্বতঃসিদ্ধ জানিয়া এই প্রকার সেবন-চেষ্টা।

বিষয়ের নিন্দা বলিয়া জানিয়া ব্যথিত হইয়া ভগবানের চরণে অপরাধ করেন। শুদ্ধ ভক্তগণের প্রদত্তকল্যাণ-মালাকে নিজ ক্ষুদ্র বিষয় সমূহের সর্ব্বনাশের হেতু বুঝিয়া সন্ত্রস্ত হন। শুদ্ধ হরি কথা প্রচার বন্ধ করিয়া প্রাকৃত শব্দ তাৎপর্য্যপর হইয়া অপ্রাকৃত বিষয় হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত হন।

সজ্জনের ধর্ম্ম সজ্জনকেই তুষ্টি করিতে সমর্থ। কপট সাধুর কাপট্য সংরক্ষণীই কেবল সজ্জন তোষণী নহে। যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকং শ্লোক, কর্ম্মী জ্ঞানী মিছাভক্ত, কপট বৈষ্ণব বেশে প্রভৃতি পন্থ, বাহ্যাভ্যন্তরয়োঃ সমং বত কদা বীক্ষ্যামহে বৈষ্ণবান্ এই মহাপ্রভু বাক্য অবশ্যই কপটীগণের বজ্র সদৃশ কিন্তু অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনে সাধুগণের হৃদয়, কুসুম হইতে কোমল এবং ভক্তির প্রতিকূল চেষ্টা নিরসনে বজ্র হইতেও কঠিন। যাঁহারা বলেন শ্রীপত্রিকা কেবল হরিকথা বলুন্, হরিবিমুখগণের সঙ্গকে বর্জ্জন করিবার পরামর্শ দিবেন না, কেন না তাহাতে পরচর্চ্চা হয় তদুত্তরে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান।
সন্তঃ এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

সাধুর সঙ্গে সাধুর আনন্দ। সাধুসঙ্গই হরিভজনের মূল। অসাধু সঙ্গ হইতেই যাবতীয় হরিবিমুখতা আসিয়া আমাদিগকে গ্রাস করে। অসাধু সঙ্গক্রমে আমাদের চিত্ত হরিভজন বিরোধী। সাধুর বাক্য বিষয়ীর অপ্রিয় কিন্তু সাধুবাক্য হইতে বিষয়ীর অন্তরে সুগুপ্ত অসাধুবৃত্তি যাহাকে আসক্তি বলে সেই হৃদয়গ্রন্থী ছিন্ন হয়। আসক্তি ছিন্ন হইলে অনর্থ-শান্ত জীব সাধু সঙ্গের ফল ভক্তি লাভ করেন। যাঁহার আসক্তি ধ্বংশ হয় নাই তিনি মূর্খতা ছাড়িয়া অসাধুকে, অসাধুবৃত্তির কপট আচ্ছাদনকে সর্ব্বতোভাবে নির্দ্দয় হইয়া ত্যাগ করিবেন। যদি এখানেও জীবের দুর্ব্বলতা থাকে তাহা হইলে সাধুসঙ্গ তাঁহার হয় নাই। সাধুসঙ্গে অনর্থ থাকে না, অনর্থ পোষণের চেষ্টাও থাকে না। বিত্তৈষণা, পুত্রৈষণা, প্রতিষ্ঠাশা, মৎসরতা প্রভৃতি অন্যাভিলাষ চেষ্টাই অসাধুতা। সাধুসঙ্গ প্রভাবে ঐ অনর্থগুলি থাকে না। যদি দুঃসঙ্গ পরিবর্জ্জন না করিয়া কৃষ্ণের অপ্রাকৃত নামকে প্রাকৃত অক্ষর জানিয়া নামাপরাধ অনুষ্ঠিত হয়, বিষয়াসক্তিরূপ দুরভিসন্ধিমূলে যদি নামাপরাধকে নাম বলিয়া প্রচার করা হয় তাহা হইলে কখনই কৃষ্ণের অপ্রাকৃত রূপ গুণ লীলাকে নামের সহ অভিন্নোপলব্ধি হইবে না। শ্রীনাম ও নামী অপ্রাকৃত জগতে

শ্রীপত্রিকার পরিচয় শুদ্ধ ভক্তগণ সকলেই অবগত আছেন। ইহা বিষয়রস বাহিনী সাময়িক পত্রিকা মাত্র নন। শ্রীগৌরসুন্দরের দয়িতবর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, তাঁহার একমাত্র উপাস্য বস্তুর অপ্রাকৃত কথা মলিনচিত্ত জীবের সুকৃতিলাভের জন্য দয়া পরবশ হইয়া কীর্ত্তনোদ্দেশে তোষণী প্রকট করিয়াছিলেন। হরিকথা অপ্রাকৃত তাহাতে বিষয়ীগণ যতই কেন প্রাপঞ্চিকতার আরোপ করুন্ না, অপরাধ নির্ম্মুক্ত হইলে অবশ্যই সেই অপ্রাকৃত কথা তাঁহাদের কর্ণকে ও আমিত্বকে শ্রদ্ধান্বিত করিবে। যেকাল পর্য্যন্ত সাধুনিন্দারূপ অপরাধ বীজ হৃদয়ে গোপনে প্রোথিত থাকে তৎকালাবধি জীব প্রাকৃত মদে মত্ত হইয়া আপনাকে প্রাকৃত পরিচয়যুক্ত, অসহিষ্ণু, অমানদ এবং স্বয়ং প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন গুর্ব্বভিমানে ব্যস্ত থাকেন। এইকালে বচনসর্ব্বস্ব ভক্তাভিমানী প্রতি অনুষ্ঠানেই শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় নিজজন শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের চিত্তবৃত্তির প্রতিকূলাচরণ করেন। সুতরাং তাহারা শ্রীনাম ভজনের ব্যাজে নামাপরাধ করিয়া থাকেন। যাহাতে অপ্রাকৃত চিত্ত সাধুদিগের একমাত্র সন্তোষ লাভ ঘটে, যাহাতে প্রাকৃত চিত্ত কৃষ্ণোন্মুখগণের নিঃশ্রেয়স লাভ ঘটে, সেই শুদ্ধভক্তিকে কৃষ্ণেতর বিষয়াসক্ত মিছাভক্তগণ নিজ নিজ

অভিন্ন বস্তু বলিয়া, নামই চিন্তামণি, নামই অদ্বয় জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, নামই চৈতন্য রসবিগ্রহ, নামই পূর্ণ, নামই শুদ্ধ, নামই নিত্য, নামই মুক্ত এই সকল কথায় শ্রদ্ধা না করিলে শ্রীনামের ভজন দূরে যাক্ শ্রীনামের মহামহিম চরণকমলে অপরাধ করা হয়। অপরাধীগণ স্বীয় স্বীয় অপরাধময় সঙ্গকে সৎসঙ্গ জ্ঞান করিয়া দুঃসঙ্গকে সৎসঙ্গ বলিয়া প্রচার করেন। সুতরাং নামের কৃপা পাওয়া দূরে যাক্ আমাদের ন্যায় দুর্ভাগ্যমাত্র সঞ্চয় করেন।

শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীআচার্য্যপাদ শ্রীরূপ গোস্বামীকে উত্তমা ভক্তি বলিতে গিয়া যে প্রতিকূল অনুশীলন এবং কৃষ্ণেতরাভিলাষ, অনুকূল জ্ঞানে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের আবরণ বর্জ্জন করিতে বলিয়াছেন তাহা অসাধুদিগের বিচারে পরচর্চ্চা বলিয়া স্থির হইলেও অসৎ নিরসন না করিয়া কৃষ্ণানুশীলন বলিলে শ্রদ্ধাহীনজনগণ ভক্তির স্বরূপ জানিতে পারিবে না। দুঃসঙ্গ বর্জ্জন না করিলে হরিভক্তি হয় না একথা শ্রীগৌরসুন্দর নিজ রচিত কবিতায় জানাইয়াছেন। সাধুগণ তাহা শ্রবণ করুন্

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।

সন্দর্শনং বিষয়িনামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোপ্যসাধু।

ভগবত্তাকে জড় বিষয়ের অন্যতম জ্ঞানে যাঁহারা কৃষ্ণানুশীলনের পক্ষপাতী এবং কৃষ্ণকে কৃষ্ণেতর মায়ার সহিত সমতাস্থাপনে রত তাঁহারা অপরাধী। মায়ার সেবাকেই তাঁহারা কৃষ্ণভক্তি মনে করেন। মায়িক চিত্তদ্রবতাকেই ভাব মনে করেন। ইন্দ্রিয়তর্পণকেই প্রেম বলিয়া জানেন। দুঃসঙ্গরত মায়াবাদী ভক্তির অনুষ্ঠান করিলে শুদ্ধভক্ত তাহাদিগকে দুঃসঙ্গজ্ঞানে ত্যাগ করেন। মায়াবাদীর বিচারে দুঃসঙ্গ ও সৎসঙ্গ উভয়েই এক। সৎসঙ্গের পরামর্শ তাঁহার বিচারে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা মাত্র। কিন্তু শুদ্ধভক্তের সেরূপ নির্ব্বিশেষ বিশ্বাস নহে। সুতরাং শ্রীপত্রিকা অসৎ নিরসনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণসেবার কথা বলেন, অনর্থময় মায়িক কথামাত্রকে কৃষ্ণকথা বলেন না। কপটীদল কৃষ্ণসেবা হইতে অনর্থনিবৃত্তি, মুখে স্বীকার করিয়া অনর্থে প্রবৃত্ত ব্যক্তির নিকট দুঃসঙ্গ ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা আচ্ছাদন করেন। কপটীদল বলেন অনর্থ বিশিষ্ট মানব অনর্থ ত্যাগের যত্ন না করিয়া অনর্থ সমৃদ্ধিকল্পে ইন্দ্রিয় তর্পণ মূলে কপটতার আশ্রয়ে লোক ঠকাইবার জন্য কৃত্রিম হরি ভজন করিলেও

বস্তুধর্ম্মপ্রভাবে তাঁহার অনর্থ যাইবে কিন্তু যাহার অর্থ রূপ হরিভজন নাই, অনর্থকে হরিভজন সংজ্ঞামাত্র দিয়াছে সেই অনর্থময় চেষ্টাকে ভজন বলিয়া জাহির করিলে, কপটতাশ্রয়ে পিচ্ছিলচক্ষু জাতভাব প্রভৃতি জানিলে কি প্রকারে বস্তুধর্ম্ম প্রকাশ হইবে বুঝা যায়না। ব্যবধান-যুক্ত কপটতাময় ভজনে কোন ফল হয় না ইহাইতো শাস্ত্রের বা গোস্বামিগণের ও গৌরহরির বাণী। বস্তু সঙ্গ না করিয়া লোকপ্রতারণাফলে কখনই অভীষ্টলাভ ঘটে না। ষ্টপার্ড ফাইলে আবদ্ধ মধু, কাচের বাহিরে অবস্থিত ভ্রমরের ভোগে লাগে না,মেকি জিনিসের দ্বারা আসল বস্তুর সকল কার্য্য হয় না। অপরাধময় নামকে কৃত্রিমতাপ্রভাবে শ্রীনাম বলিয়া প্রচার করা কপটতা মাত্র। অজাতরতি ব্যক্তিকে প্রচ্ছন্ন জড়রসগানরূপ কৃত্রিমসাধন শিখান এবং অনর্থে চিরদিন নিমগ্ন রাখা বঞ্চনা মাত্র। অধিকার বিচার না করিয়া নামভজনের বিনিময়ে নামাপরাধ সঞ্চয় শিখাইয়া লীলায় প্রবেশ করান কপটতা মাত্র। বস্তু শক্তি প্রভাবে নামাপরাধ সঞ্চয়কালে রসময় লীলাগান করিতে করিতে প্রাকৃত অর্থ সঞ্চয়, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি লাভ দেখান কপ-টতা মাত্র। নামাপরাধ হইতে কখনই রসলাভ ঘটে না। বস্তু শক্তি প্রভাবে নামাপরাধ হইতে প্রেমোদয় হয় না।

অপরাধরূপ দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিলে তখন শ্রীনাম বস্তু শক্তি প্রকাশ করেন। নামাপরাধ তাঁহার উপযোগিনী শক্তি প্রকাশ করেন অর্থাৎ জীবকে হরিবিমুখ করেন। প্রাকৃত সহজিয়াদল এই প্রকার লোকপ্রতারণাকার্য্যে এতদিন সত্য আচ্ছাদন করিয়াছিল। শ্রীগৌর হরি ও তদীয় নিজ জন-গণ ঐ কপটতা পরিত্যাগ করিয়া ভজন করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

শ্রীপত্রিকা প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ের রুচির অনুকূল না হওয়ায় তাঁহারা অপ্রাকৃত পত্রিকাপাঠে বিরত আছেন। শ্রীপত্রিকাও তাঁহাদের প্রাকৃত চিত্তবৃত্তির পোষিকা সাময়িক পত্রিকা হওয়া উচিত মনে করেন। উহা তাহাদের প্রাক্তন দুষ্কৃতির ফলমাত্র। শুদ্ধ ভক্তগণ, অপ্রাকৃত রসিক ভক্তগণ এই শ্রীপত্রিকা অনুক্ষণ পাঠ করুন্ এবং প্রাকৃত সহজিয়া দিগকে ভক্তি বিরোধী জানুন্ ইহাই আমাদের প্রারম্ভিকপ্রার্থনা। প্রাকৃত দুঃসঙ্গ না ছাড়িলে কৃষ্ণানুশীলন হয় না। সহজিয়াগণ অপ্রাকৃত বিশ্বাস ছাড়িয়া প্রাকৃত সাময়িক পত্র প্রচার ও পাঠ করুন্। বিষয়ীগণ প্রাকৃত সহজিয়াগণকে মস্তকে লইয়া নৃত্য করুক্ তথাপি শুদ্ধভক্ত শুদ্ধভক্তি পথ ভুলিয়াও কখনই ছাড়েন না।

শ্রীনাম, নামাভাস ও নামাপরাধ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৪৯ পৃঃ পর)

৫ম অপরাধ—শ্রীনামে অর্থবাদ, শাস্ত্রে শ্রীনামের যে অসামান্য ও অসীম মহিমা উক্ত হইয়াছে তাহার মূলে সম্পূর্ণ সত্য নাই ; ঋষিবর্গ জীবের রুচি উৎপাদিত করিবার জন্য সুকৌশলে ঐ সকল অতিশয়োক্তি শ্রীনামের মাহাত্ম্যরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন, এইরূপ কল্পনা বা চিন্তনকে হরিনামে অর্থবাদ কহে।

যথেচ্ছাচারী উচ্ছৃঙ্খল মানববৃন্দের কর্ম্মে রুচি উৎপাদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে শোধিত ও বিধির অধীনতা অভ্যস্ত করাইয়া ক্রমোন্নতির পথে চালিত করিবার নিমিত্ত কর্ম্মকাণ্ডীয় শাস্ত্রে, কর্ম্মের কৈতবপূর্ণ অপার ফলশ্রুতি অবলোকন করিয়া শ্রীনাম মাহাত্ম্য বর্ণনেও তদ্রূপ কৈতব-পূর্ণ অতিশয়োক্তি অনুকৃত হইয়াছে এরূপ অনুমান মনন ও বিশ্বাস করিয়া লওয়া শাস্ত্রের একদেশ দর্শনের এবং শাস্ত্রের যথা তাৎপর্য্য পরিগ্রহের অভাব বিজ্ঞাপন করে মাত্র, বস্তুতঃ শ্রীনাম মাহাত্ম্য বর্ণনে তদ্রূপ অতিশয়োক্তি অনুকৃত হয় নাই। পরন্তু যথা সত্যই কীর্ত্তিত হইয়াছে। কারণ শ্রীনাম, শ্রীনামী হইতে অভিন্ন। অতএব তাঁহাতে কোন প্রকার অসম্ভাবনা স্থান পাইতে পারে না।

শ্রীনামাভাসে মুক্তি লভ্য, সর্ব্বশাস্ত্র ইহা ঘোষণা করেন। হেলায় নাম গ্রহণের ফলে মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ হয়, স্মৃত্যাদি শাস্ত্রেও এরূপ বর্ণিত আছে। এই শ্রুত্যনুগ স্মৃত্যাদি শাস্ত্রবাক্যে অবিশ্বাস করিয়া তাহাতে অর্থবাদ কল্পনা পূর্ব্বক বিতর্ক উপস্থাপিত করা, বিচার সিদ্ধ নহে। কারণ স্মৃতি সম্যক্ প্রকারে শ্রুতির অনুগামিনী, আনুগত্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থলে "শ্রুতেরিবার্থং স্মৃতিরন্বগচ্ছৎ" কথিত হইয়া থাকে। সেই শাস্ত্রশিরোমণি

শ্রুতিশাস্ত্রের অনুগত স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের তথ্য অবগত হইতে অসমর্থ হইয়া গর্হণের প্রয়াস কেবল শাস্ত্রমর্ম্মানভিজ্ঞতা ও নিজ নিজ দুর্ভাগ্যের পরিচয়মাত্র।

"অভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ" এইশাস্ত্র বাক্যানুসারে শ্রীনামই কৃষ্ণ, সূর্য্য উদিত হইবার পূর্ব্বে তাহার আভাসেই যেরূপ অন্ধকার দূরীভূত হইয়া বস্তু নিচয় পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ কৃষ্ণাভিন্ন শ্রীনাম সূর্য্য, চিত্তাকাশে উদিত হইবার পূর্ব্বে তাহার আভাসেই (সঙ্কেত, পরিহাস, স্তোভ ও হেলা ভেদে চতুর্ব্বিধ নামাভাসেই) বহু আয়াসসাধ্য জ্ঞানতঃ লভ্যা মুক্তি ও যজ্ঞাদি পুণ্যতঃ লভ্যা ভুক্তি লব্ধ হইয়া থাকে। অশ্রদ্ধালু ব্যক্তির অবিশ্বাস কখনও উদাহরণ রূপে গণ্য হইবে না। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিই কেবল মাত্র বৈদিক তথ্য অবগতির পাত্র।

"অশ্রদ্ধালোরবিশ্বাসো নোদাহরণমর্হতি।
শ্রদ্ধালুরেব সর্ব্বত্র বৈদিকেষ্বধিকারতঃ॥"

অন্ধ দেখিতে পায় না বলিয়া, সূর্য্য অন্ধকার দূর করেন না সিদ্ধান্ত এরূপ হইতে পারে না। পাণ্ডুরোগগ্রস্ত ব্যক্তির সিদ্ধান্তানুরূপ জগৎ হরিদ্রা বর্ণ নহে। কর্ম্মপ্রাধান্যবাদী কর্ম্মী মহাজনগণ অধিকারী বিশেষের পরোক্ষস্থিত সাধক হইলেও ভক্তি সম্পত্তির অভাবে অবিশুদ্ধ বুদ্ধি; সুতরাং কৈতবপূর্ণ। "হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণাঃ।" কৈতবশীল বস্তু স্বভাবতঃ কৈতব প্রসব করে। অতএব কর্ম্মের ফলশ্রুতি অতিশয়োক্তি পূর্ণ হইবে। তাহাতে বৈচিত্র নাই। কিন্তু সদ্ভক্ত মহাজনগণ সর্ব্ব গুণান্বিত, সুতরাং সর্ব্বগুণান্বিত সদ্ভক্ত আর্ষবাক্যে উক্তরূপ কৈতবপূর্ণ অত্যুক্তির সংস্থান নাই। অতএব ঋষ্যুদিত শ্রীনামের ফল যে যথাসত্য কীর্ত্তিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ সৃজন পূর্ব্বক অর্থবাদ কল্পনা করা অন্যায় ও অপরাধ। শ্রীনামে অর্থবাদকারীর সহিত বাক্য বিনিময়াদি দ্বারা সঙ্গ সংঘটিত হইলে

সবস্ত্রে গঙ্গাস্নান বিধি। দুঃসঙ্গক্রমে অথবা প্রমাদ বশতঃ এই অপরাধ সংঘটিত হইলে অতীব দৈন্যের সহিত শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিকট গমন করিয়া অকপটে নিজ অপরাধ জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাঁহার প্রসাদ প্রার্থনা করিলে দয়াপ্রবণ বৈষ্ণব কৃপায় এই অপরাধ প্রশমিত হইয়া শ্রীনামরস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৬ষ্ঠ অপরাধ—নামবলে পাপে প্রবৃত্তি। এক কৃষ্ণ নামের পাপ সংহরণ শক্তি এত অধিক যে মহাপাতক পরায়ণ ব্যক্তি কোটী জন্মেও তত পাপ অর্জ্জন করিতে পারে না। শাস্ত্রে শ্রীনামের এতাদৃশ পাপ নির্হরণ শক্তি শ্রবণে শ্রীনাম গ্রহণ দ্বারা পাপ মুক্তির আশায় নিঃশঙ্কচিত্তে পাপাচরণ করা এই ৬ষ্ঠ অপরাধের বিষয়।

যে ভাগ্যবান্ জীব পূর্ব্বার্জ্জিত ভক্তিসাধক সুকৃতিবলে শ্রীনামাশ্রয় করেন, সাধুসঙ্গজনিত ভজনক্রমে সত্বর তাঁহার অনর্থ দূর হয়। নাম-ভজনের পারিপাট্যে শুদ্ধ নাম উদিত হইলে তখন আর সাধকের পাপো-দয়ের ভয় সম্ভাবনা নাই। প্রারব্ধ পাপ এবং অপ্রারব্ধ পাপ ও পাপবীজ ধ্বংশীকৃত হইয়া চিত্ত শোধিত হইয়া যায়। সাধক অত্যন্ত সতর্ক ও বিচারপর হইয়া পরম উৎসাহের সহিত সাধন মার্গে অগ্রসর হইলে ভক্তি দেবী কৃপা করিয়া থাকেন। পরম কৃপাময় শ্রীমদ্রূপ প্রভুপাদ আদেশ করিয়াছেন—

> "উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ।
> সঙ্গত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি॥
>
> উপদেশামৃত।

পরম উৎসাহের সহিত নাম ভজন করিতে হইবে, ইহাই বিধি। শ্রীনাম দ্বারা নিজকৃত পাপ ক্ষালন করিয়া লইবার বুদ্ধি এবং পূজ্যপূজা ব্যতিক্রম কখনও শ্রেয়োদান করিতে পারে না।

"প্রতিবধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যপূজা ব্যতিক্রমঃ॥"

রঘুবংশ।

আদৌ শরণাপন্ন হইয়া শ্রীনাম ভজন করিতে হইবে। ভজনের অনুকূল সমূহ স্বীকার এবং প্রতিকূল বিষয়ের অবশ্য বর্জ্জন ইহাই বিধি। বিধি লঙ্ঘনই অপরাধ! অতএব শ্রীনামে অসামান্য পাপ সংহার শক্তি আছে এই ভরসায় পাপবুদ্ধিরূপ অবৈধ কপট আচরণ অবশ্য অপরাধ বাচ্য।

দৈবাৎ পাপ সংঘটন এবং পূর্ব্ব হইতে সঙ্কল্প করিয়া নামবলে শঠতা-পূর্ব্বক পাপের আচরণ এই উভয়ে বহু প্রভেদ। শ্রীনাম পরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে ঐ শেষোক্ত প্রকার পাপোদয় সম্ভব নহে। তবে যদি সঙ্গ দোষে প্রমাদ বশতঃ নামাভাসী ব্যক্তির ঐ পাপ সংঘটন হয় তবে শ্রীনাম তাঁহাকে তাহা হইতে রক্ষা করেন। কিন্তু শঠতা পূর্ব্বক নামবলে সঙ্কল্পিত পাপা-চরণ শ্রীনাম কখনও সহ্য করেন না।

যদি কখনও প্রমাদ বশতঃ এই অপরাধ উৎপন্ন হয় তবে অনুতাপের সহিত শুদ্ধ বৈষ্ণবের চরণাশ্রয় পূর্ব্বক ভজনের নৈরন্তর্য্য দ্বারা এই অপরাধ প্রশমিত হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

বৈষ্ণবজন কিঙ্কর শ্রীগিরীন্দ্র নাথ সরকার।

ভাই সহজিয়া।

(প্রাপ্তপত্র দ্বিতীয়)

তুমি বল আমি গুরুর কার্য্য করি না; কেবল মাত্র সিদ্ধ প্রণালী দিয়া জীবকে সাধন দশা হইতে মুক্ত করি। আমাদের দলে সকলেই

সৌভাগ্যবান্ ভক্ত, রাগানুগ ভক্ত। তাহারা পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রের তোয়াক্কা রাখে না। গুরু নিজেই শিষ্যের শিষ্য সুতরাং বৈধ ভক্তের কাণাচ দিয়াও হাঁটে না। তুমি বল যে শিষ্যানুবন্ধে ভক্তি থাকে না তবে কেন তোমার এ প্রয়াস? তুমি বল আমি শিষ্য করি না তাহা কি সত্য? আজ কালকার দিনে ॥৹ আট আনা দিলে সিদ্ধ প্রণালী পাওয়া যায়। মন্ত্র দিবার আগেই সিদ্ধ প্রণালীর দাম দস্তুর হইয়া যায়। সিদ্ধ প্রণালী না পাইলে সাধকের কোন মঙ্গল নাই। তুমি বল রাগানুগ ভক্তের অনর্থ নিবৃত্তির পূর্ব্বেই সিদ্ধপ্রণালী পাওয়া আবশ্যক। কিন্তু অনর্থ থাকা কালে সিদ্ধপ্রণালীকে অনর্থ জড়িত করা কি তোমার ভাল? ফুল হইবার আগেই পাতায় ফল ধরিবে এরূপ বুঝান কি শঠতা নহে? ভাই সহজিয়া! তুমি যথায় তথায় রস গান শিখাও, রসগান শুনিতে যাও, রসগান গাহিয়া নিজেকে রসিক মনে কর; হাটে ঘাটে বাজারে রসের কুসুম বিছাইয়া দেও। তোমার কি রস ভাল লাগে না? তুমি অপ্রাকৃত রসের এত অনাদর করিতে শিক্ষা করিলে কেন? ভজন রহস্য কি বাহিরে প্রকাশ করিতে আছে?

ভাই সহজিয়া! তোমার প্রদত্ত সিদ্ধ প্রণালী পাইয়া মঞ্জরীগণ অনেক সময় নিজের সেবা ভুলিয়া গিয়া আপনাকে সখী অভিমান করিয়া বসিয়া থাকেন। ভাই! তুমি কি পাদাব্জয়োস্তব বিনা শ্লোকটী ভুলিয়া গেলে? ভাই! মঞ্জরীরা তো কখনও আপনাদিগকে সখী বলে না; মঞ্জরীর পরিচারিকারা নিজের গুরুকে সখী অভিধান করেন। তবে কেন তুমি মঞ্জরীর হৃদয়ের ভাব এবং সেবা ভুলিয়া গেলে। যাহাকে মঞ্জরী রূপে পরিণত করিলে সে কেন দাস্য বিস্মৃত হইয়া গৌরবময়ী সখী হইল, সে কেন মঞ্জরীবৃত্তি ছাড়িয়া পাণ্ডিত্যাভিমান করিল? সে কেন কিশোরী ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া প্রবীণা বৃদ্ধা বর্ষীয়সী হইল? ভাই সহজিয়া

তোমার বাক্য প্রদত্ত বসন উত্তরীয় তাহার কেন ভাল লাগিল না? সে কেন কালিন্দী তট কুঞ্জ পরিত্যাগ করিয়া প্রাকৃত গৃহে প্রবেশ করিল? সে কেন প্রবল ইন্দ্রিয় তাড়নায় গোপনে পুরুষাভিমান করিয়া ফেলিল? ভাই সহজিয়া! তোমার বিচারে বাৎসল্য সখ্য দাস্য রস বাতিল হইয়াছে; মানুষ দেখিলেই তুমি মধুর রসে পারঙ্গত বলিয়া বুঝিয়া থাক সুতরাং নন্দের আশ্রিত জনকে, চিত্রক রক্তক পত্রকের আশ্রিত ভক্তকেও তুমি মঞ্জরী সাজাইয়া দিয়া থাক এবং নিশান্তলীলার গান শুনাইয়া কক্‌খটীর আনুগত্য শিখাও; এ সকল তুমি ভাল বোঝ, কেন না তোমার অভিমানে তাদৃশ যোগ্যতা আছে।

ভাই সহজিয়া! তুমি কেন অপ্রাকৃত অর্চ্চা মূর্ত্তিকে, অপ্রাকৃত হরিনামকে প্রাকৃত বলিয়া ধারণা কর, ভগবানের বৈকুণ্ঠ নাম ও শ্রীমূর্ত্তি কখনই প্রাকৃত নহে তবে তুমি তাহাকে কেন প্রাকৃত বুঝিয়াছ। ভাই তুমি বলিয়াছ যে জড় দ্রব্যগুণে প্রাকৃত বুদ্ধিটী অপ্রাকৃত হইবে। শ্রীবিগ্রহে শিলা ও কাষ্ঠ বুদ্ধি করিলেও, নিত্য শুদ্ধ পূর্ণ মুক্ত চিৎস্বরূপ অভিন্ন নামনামী হরিনামে জড়ীয় অক্ষর বুদ্ধি করিলেও শিলা ও অপরাধ-যুক্ত অক্ষর উচ্চারণপ্রভাবে সকলেরই গোলোক লাভ হইবে। কিন্তু শাস্ত্র ও মহাজন তাহা নিষেধ করিয়াছেন কেন। তুমিত জান সেবোন্মুখ হইলেই কৃষ্ণ নাম, রূপ, গুণ, লীলা শুদ্ধ চিদ্দেহে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া প্রাকৃত ইন্দ্রিয়েরও বিকার উৎপন্ন করে। যস্যাত্মবুদ্ধি শ্লোক হইতে তুমি ত জানিয়াছ যে তোমার জড় শরীরকে সিদ্ধ দেহ মনে করিলে গর্দ্দভতা হয়, তোমার পত্নী পুত্র বন্ধু দিগকে তোমার নিজের জ্ঞান করিলে তোমার গোখরত্ব হয়, অর্চ্চা মূর্ত্তিকে প্রাকৃত জানিলে তোমার নির্ব্বুদ্ধিতা হয়, কৃষ্ণচরণামৃতকে অপ্রাকৃত না জানিলে তোমার রাসভতা হয়, আবার যেষাং স এব ভগবান শ্লোকে তুমি জানিয়াছ যে কুকুর

শৃগাল খাওয়া দেহটাকে যিনি নিজের সেবনোপযোগী সিদ্ধদেহ বলিয়া জানেন তিনি মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পান না, তিনি ভগবানের দয়া পান না, তিনি কপটতার মধ্যে পতিত হন। অর্চ্চে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ শ্লোকে তুমি জানিয়াছ যে হরিনামে অক্ষর বুদ্ধি করিলে শ্রীমূর্ত্তিতে কাষ্ঠ শিলা বুদ্ধি করিলে, বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধি করিলে, অপ্রাকৃত ভগবানে প্রাকৃত জীব বুদ্ধি করিলে, গুরুদেবে মরণশীল জীব বুদ্ধি করিলে চরণোদকে জল বুদ্ধি করিলে, জীব প্রাকৃত নরকে পতিত হয়। এ ছাড়া প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন শ্লোকটী ভুলিয়া গিয়া অপ্রাকৃত গুরুর পাদপদ্ম ছাড়িয়া সহজিয়াদের গুরুর পদে বরণ করিলে? যে সকল মায়াবাদীকে দেখিলে তুমি শিহরিয়া উঠিতে সেই সহজিয়া দিগের ধামাধরা হইয়া আজ কিনা ভাই তুমি বল অপরাধময় নামের শক্তি হইতে ফনোগ্রাফ যন্ত্র গোপী হয়, প্রাকৃত অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ ও ব্যভিচার করিতে করিতে জীব নরকে যাইবার পরিবর্ত্তে গোলোকে যায়। শাস্ত্র সকল অন্যায় করিয়া তোমাকে গালাগালি দিয়াছে তজ্জন্য ভক্তও ভক্তি শাস্ত্রের অপরাধ হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও অপরাধ হইয়াছে। এখন হইতে আমরা আর হরিনাম না করিয়া যাবতীয় ফনোগ্রাফ দিগকে রসিক ভক্ত করিয়া গোলোকে পাঠাইব। আর আমরা যে যার নিজের বিষয় কার্য্যে নিযুক্ত থাকিব, আর ভাই সহজিয়া তোমরা আমাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবে।

ভাই সহজিয়া, তুমি বল শ্রদ্ধাতো সামান্য কথা, যাহাদের লোভ হইয়াছে তাহাদের আবার ক্রম কি? লোভ হইলেই ত বিল্বমঙ্গলের ন্যায় সকলেই শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব প্রভৃতি সাধন ক্রম ত্যাগ করিবে, ভাবাঙ্কুরের লক্ষণ তাঁহাতে প্রকাশের আবশ্যক নাই। প্রত্যেক প্রাকৃত সহজিয়া, প্রত্যেক

চিন্তামণি গুরুর নিকট কৃপালাভ করিয়াই প্রেমের স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া একেবারে বিল্লমঙ্গল ঠাকুর হইয়া অনুরাগ সম্পত্তির অধিকারী হয়। তুমি কথায় কথায় পাপিষ্ঠ লম্পট-গণকে প্রশ্রয় দিবার জন্য তাহাদিগকে প্রেমের পঞ্চমস্তর অনুরাগের মালিক মানিতেছ। ইহা কি ভাই রূপানুগ পথ? তুমি ভাই ভক্তি-রসামৃত ও উজ্জ্বল মান না কেন? বিশেষতঃ লোভ মূলা শ্রদ্ধা, লোভমূলা সাধুসঙ্গ, লোভমূলা ভজন ক্রিয়া, লোভমূলা নিষ্ঠা প্রভৃতি টপকাইয়া হঠাৎ সকলেই বিল্লমঙ্গল হয় না। বিধিমূলা অর্থাৎ শাস্ত্রশাসনভয়মূলা শ্রদ্ধার ক্রম বৈধভক্তিক্রম। আর লোভমূলা শ্রদ্ধা হইতে রাগানুগার ক্রম তোমার বুদ্ধিতে নাই কেন? চরিতামৃতে মধ্য ত্রয়োবিংশে রাগানুগ ভক্তের প্রেমোদয়ের লক্ষণ বর্ণন করিতে গিয়া মহাপ্রভু সনাতনকে বলিলেন/ কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়। তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়। সাধুসঙ্গ হইতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন। সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তন। অনর্থ নিবৃত্তি হইলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়। নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়। রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর। আসক্তি হইতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর। সেই ভাব গাঢ় হইলে ধরে প্রেম নাম। সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ ধাম। (ক্ষান্তি প্রভৃতি নয়টি) এই নব প্রীত্যঙ্কুর যার চিত্তে হয়। প্রাকৃত ক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি হয়। প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ, মান, প্রণয়। রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়। রাগানুগামার্গীয় চিন্তামণি গুরু সকলেরই ভাগ্যে সাধারণতঃ পাওয়া যাইবে এরূপ নহে। সাধনাভিনিবেশেন কৃষ্ণতদ্ভক্তয়োস্তথা। প্রসাদেনাতিধন্যানাং ভাবো দ্বেধাভিজায়তে। আদ্যস্ত প্রায়িকস্তত্র দ্বিতীয়ো বিরলোদয়ঃ। সুতরাং ভাই সহজিয়া তুমিইতো জান অনর্থযুক্ত

বৈধ সাধক মাত্রেই রাগানুগামার্গীয় পরম দুর্ল্লভ কৃষ্ণভক্ত প্রসাদজ-ভাব বিল্বমঙ্গল নহেন।

ভাই সহজিয়া! সাধনভক্তি রাগানুগার নাই একথা তোমার নিতান্ত ভুল। তুমি একটী বিল্বমঙ্গলের উদাহরণ দিয়াই রাগানুগা মার্গের সকল সাধককে একেবারে অনুরাগে উঠাইয়া দিবে, একথা শ্রীরূপ গোস্বামী বিশ্বাস করেন না। তোমার এইরূপ ভ্রম বিশ্বাস শুনিয়া আমার একটী গল্প মনে পড়িল। কোন ভৃত্য নিতান্ত ক্ষিপ্রতা সহকারে কোন দূরদেশ হইতে অত্যল্প কালের মধ্যে পদব্রজে আগত হইলে তাহার প্রভু বিস্ময় সহকারে ভৃত্যের কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তদুত্তরে ভৃত্য কহিলেন তাহা হইলে আমি বোধ করি হাঁটিয়া আসিবার কালে খানিক পথ ভুলিয়া ফেলিয়া আসিয়াছি। ভাই সহজিয়া, তোমার ভক্তিমার্গে হাটাটা-ও কি এইরূপ? সকলে কিছু বেলুনে চড়িয়া নির্দ্দিষ্ট পথ বাদ দিতে পারে না। সেতুর সাহায্য ব্যতীত লঙ্কায় পৌছান সকলের ভাগ্যে ঘটে না।

ভাই সহজিয়া, তোমার কথায় আমি বুঝিয়াছি অপরাধযুক্ত নাম ও শুদ্ধ নামে তোমার অভেদ জ্ঞান, আমি বুঝিয়াছি ভোগময় বিলাসকাননই তোমার বিচারে বৃন্দাবন, সংসারক্ষেত্র তোমার শ্রীক্ষেত্র, শ্রীনবদ্বীপ ভূমি ত অন্য কর্ম্ম ভূমির ন্যায় প্রাকৃত রসাভিনয়ের রঙ্গমঞ্চ, তোমার পূয় শোণিত-ময় দেহখানাকে অপ্রাকৃত বলিয়া তোমার বিশ্বাস, কপটভাব প্রদর্শনে কৃত্রিম অচেতন হওয়াই তোমার অন্তর্দ্দশা, থিয়েটারে বেশ্যার মুখে হরিনাম শুনিয়া তুমি এই সংসার পার হইবে, পেশাদার নর্ত্তকী গায়ক রসগান করিয়া তোমাকে পারকীয় ভাব শিখাইয়া হরিনাম শুনাইবে, পেশাদার কথক পয়সা লইয়া তোমাকে ভাগবতের গল্প করিয়া তোমাকে বিষয় হইতে উদ্ধার করিবে, আচার্য্য বংশীয় ব্যবসায়ী গুরুর নিকট তুমি কতি-

পয় রজত ভেট দিলেই তোমার বৈষ্ণবতা সুসিদ্ধ হইয়া যাবতীয় দুঃসঙ্গকে হজম করিবার মন্ত্র পাইবে, তুমিও জল আচরণীয় হইবে তোমার সকড়ি স্পৃষ্ট হইবে, তোমার পক্ষে তাহারা এবং তাহাদের পেটেলগণ ওকালতি করিয়া প্রাকৃত সহজিয়াগিরিই ভাগবত ধর্ম্ম বলিয়া গগনভেদী চিৎকার করিবে, সুর মান তাল রাগ শিখিলেই অপরাধময় কীর্ত্তন তোমাকে হরি কীর্ত্তনীয়া করিবে, থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায় তোমার পোষক, মায়াবাদীগণ তোমার চাতুরী বুঝিতে অক্ষম, সুতরাং তুমি তোমার সাধুতার ছলে ব্যবসাটা বেশ চালাইতে পারিবে। এ সকল করিলে তো তোমার আসল পাওনা কমিয়া যাইবে এ কথা বুঝিতেছ না কেন? দেখ তোমার জন্য শ্রীজীব গোস্বামী ৯২ সংখ্যায় ভক্তি সন্দর্ভে লিখিয়াছেন "নাম গ্রহণাদীন্যপি যদি কর্ম্মাদৌ তৎসাদগুণ্যাদ্যর্থং প্রযুজ্যন্তে তদা তস্য (ধর্ম্মস্য) পরত্বং নাস্তি তুচ্ছফলার্থং প্রযুক্তত্বেন তদপরাধাদিত্যর্থঃ। তথৈব ক্ষয়িষ্ণুফলদাতৃত্বঞ্চ ভবতীতি ভাবঃ।" হরিনাম গায়ক সজ্জায় নাম বিক্রয় করিয়া, মন্ত্রজীবী হইয়া মন্ত্র বিক্রয় করিয়া, দেবল হইয়া অর্চ্চন বিক্রয় করিয়া, কৌপীন লইয়া স্বীয় জিহ্বোপস্থ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়তর্পণের তরে ভিক্ষা করিয়া, আচার্য্য পণ্ডিত গোস্বামী হইয়া শ্রীগ্রন্থ বিক্রয় করিয়া সেই সেই অর্থ দগ্ধোদরের সেবায়, কুটুম্ব ভরণের উদ্দেশে, প্রতিষ্ঠা দলবৃদ্ধি কামনায় নিযুক্ত করিলে কি উপকার হইবে? শুদ্ধভক্তগণ ও সাধারণ লোকে সহজিয়াকে দুঃসঙ্গ জ্ঞানে ত্যাগ করিবে।

ভাই সহজিয়া, তুমি ইন্দ্রিয় দমনে অপরাক হইয়া সিদ্ধির ভানে রাধাগোবিন্দের লীলা রহস্য ইন্দ্রিয় পরায়ণ বিশৃঙ্খল লোকসমাজে গান গাইয়া সেবা কল্পনার নামে কবিতা লিখিয়া কাঞ্চারসের দোকান খুলিতেছ, কেহ তোমাকে বাধা দিতে আসিলে তোমার গুরু প্রাকৃত সহজিয়া ছিলেন এবং সেই চক্রবর্ত্তীজীবি বৃন্দাবনস্থ সহজিয়া গুরু তোমাকে উহাই

শিখাইয়াছেন বল। তুমি ভক্তির অনধিকারী সুতরাং ক্রম পন্থা ছাড়িয়া উচ্ছৃঙ্খলতাই হরি ভক্তির তাৎপর্য্য অনধিকারীকে শিখাইতেছ ইহাতে কি ভাই তোমার অপরাধ হইতেছে না। বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিঃ শ্লোক ও অনুগ্রহায় ভক্তানাং শ্লোকের বিকৃতার্থই সহজিয়া কুলের মূলমন্ত্র বলিয়া তোমার শুদ্ধ ভক্তি বিনাশ করাটা কি ভাই ভাল হইল? ভাগবতের শ্লোক সাহায্যে বৈকুণ্ঠবস্তুকে মায়িক বস্তু মাত্র বলিয়া সাব্যস্ত করাটা কি ভাই তোমার সাধুর ধর্ম্ম প্রচার হইল? ভাই সহজিয়া,তোমার আমার মত কতশত হরি বিমুখ বিষয় লোলুপ রাবণ অভিমন্যু প্রভৃতি ফস্কা গেরো (শূন্যগ্রন্থি) হরি পাইয়াও প্রাকৃত বুদ্ধিতে জড় দুঃখে কষ্ট পাইয়াছে তবে কেন ভাই দেখিয়া শুনিয়া অপ্রাকৃত বৈষ্ণব পরমহংস ধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিতেছ? শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিতেন, এক বৃদ্ধা অন্তিমকালে তাহার মুমূর্ষু পুত্রের মুখে ঘৃত ঢালিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেমন বাবা বল হইতেছে। সকলেই বলে ঘি খাইলে বল হয়। প্রাকৃত সহজিয়া দিগের বিক্রীড়িতং ও অনুগ্রহায় শ্লোকের ব্যখ্যাদ্বারা আত্মবঞ্চনাও এই বুড়ির ন্যায় বিচার।

ভাই সহজিয়া, তুমি বিচার দেখাও যে সাধনে অনর্থযুক্ত কামী, রাস লীলা গান করিলে তাহার অনর্থ ছাড়ে, যাহার অনর্থ নাই তাহার সম্বন্ধে রাসলীলা শ্রবণের আবশ্যকতা অপেক্ষা প্রাকৃতসহজিয়ার আবশ্যকতা বেশী। তোমার আরও যুক্তি এই যে অনর্থস্রোত কখনই রুদ্ধ হইবে না, সুতরাং অনর্থ থাকিতে থাকিতে রাসলীলা আরম্ভ করিয়া দেওয়া উচিতই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। অনর্থের বোঝা ঘাড় হইতে নামাইবে না, তাহাকে বানর শিশুর ন্যায় ক্রোড়ে রাখিয়া কৃষ্ণেতর সেবা বৃত্তি চরিতার্থ করিবে তাহা হইলে আর অনর্থতো কোনদিন তোমাকে ছাড়িবে না। উহাকে গর্হণ করিতে করিতে ক্রমপন্থায় হরি সেবা প্রবৃত্তির পরিমাণ বাড়িয়া গেলেই

ক্ষান্তি আসিলে অনর্থ ছাড়িয়া যায়। তবে শ্রদ্ধা না হইতে হইতেই প্রথম মুখে সাধনকালে এঁচড়ে পাকাইবার উদ্দেশে প্রাকৃত রস হইতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ না হইলে রাসলীলা আরম্ভ করিয়া দিলে সাধুসঙ্গ হইবে না। সজ্জনকে অসাধু বুদ্ধি ও অনর্থময় সহজিয়াকে সাধু জ্ঞান হইবে। সুতরাং অসৎকে সাধু মনে করিয়া তাহার নিকট সাধুত্বের নামে অসাধুতা শিখিলে অপ্রাকৃত রাসলীলা ইন্দ্রিয়তর্পণে পরিণত হয়। ইন্দ্রিয় পিপাসা বৃদ্ধি হইয়া অনর্থ বাড়ে। আবার সাধন কালের অগ্রে রাসলীলা শ্রবণের ফলে অনর্থ নিবৃত্তি একথা কোন ভক্ত বা শাস্ত্র বলেন না। শ্রীনাম অপরাধ মুক্ত হইয়া উচ্চারিত হইলে অন্তঃকরণ প্রাকৃত বিষয় বা অনর্থ হইতে অবসর পায় তখন কৃষ্ণরূপের স্ফূর্তি হয়। কৃষ্ণরূপ স্ফূর্তি হইলে কৃষ্ণ গুণের উদয় হয়। কৃষ্ণগুণের স্ফূর্তি হইলে পরিকর সেবায় উল্লাস হয় এবং তাহা হইতে কৃষ্ণলীলায় চিত্ত প্রবেশ করে। ভাবুক ও রসিক-গণকেই ভাগবতীয় রাসলীলা পাঠের অধিকারী বলা হইয়াছে, প্রাকৃত সহজিয়াকে বা কামুককে রাসলীলা পড়িতে বলা হয় নাই। যাহারা অনর্থে মগ্ন, কামে ভ্রান্ত তাহাদের জন্য ভাগবতের রস নহে। যদি হরি স্মরণে সরসং মনঃ যদি বিলাসকলাসু কুতূহলং তাহা হইলে গীতগোবিন্দ পড়, নতুবা মায়ার স্মরণে ভোগময় ইন্দ্রিয়পর হইয়া জয়দেবের বর্ণিত অপ্রাকৃত রস আস্বাদনে অসমর্থ হইলে প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া পড়িবে। আমি বলি রাসলীলা আরম্ভ করার বদলে অনর্থ থাকা কালে অপরাধ ছাড়িয়া শ্রীহরিনাম করিলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়। অন্তঃকরণ শুদ্ধ না হইলে রূপ, গুণ, পরিকর বৈশিষ্ট্য ও লীলা স্ফূর্তি হয় না। অনর্থকালে প্রথমেই রাসলীলা নহে।

ভাই সহজিয়া, তুমি মনে কর তোমার মত প্রাকৃত সহজিয়াগণই বৈষ্ণব। সহজিয়াকে হরিবিমুখ বলিলে শুদ্ধ ভক্তের অপরাধ হয়।

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ, যস্যাত্ম বুদ্ধিঃ কুণপে, নৈষাং মমাহমিতিধীঃশ্ব শৃগালভক্ষ্যে প্রভৃতি শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা ভক্তগণ না করুন্ তাহা হইলে তুমি লোক ঠকাইয়া ভক্ত সাজে আদর পাইতে পার। তুমি বল, তুলসী পাতার ছোট বড় ভেদ নাই, শুদ্ধ বৈষ্ণব, অবৈষ্ণব, বৈষ্ণব বিদ্বেষী, ভক্তের প্রচ্ছন্ন শত্রু, ভক্ত নামের কলঙ্ক, মায়াবাদী, অভিনয়কারী কপট বৈষ্ণব সকলেই এক। কিন্তু আমরা জানি তোমার এরূপ শত্রুতা করিবার উদ্দেশে সহজিয়াদিগকে বৈষ্ণব মনে করিয়া হরিগুরু বৈষ্ণবকে লোক চক্ষে ঘৃণিত করা তোমার উচিত নহে। তুমি সাধারণ জীবের চক্ষে প্রথমেই ধূলি দিতে পার সত্য কিন্তু ভগবানকে বা শুদ্ধ ভক্তকে কতক্ষণ ঠকাইবে। তোমার হৃদয়ের ভাব ও অসাধুবৃত্তি তাঁহাদের অপরিজ্ঞাত নহে। সোজাসুজি প্রাকৃত সহজিয়া মত ছাড়িয়া দাও। ভগবানে বিশ্বাস কর। উচ্ছৃঙ্খল কপট প্রেমচেষ্টা দেখাইতে গিয়া শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ পঞ্চরাত্র বিধি ছাড়িয়া দিলেই তোমার উৎপাতে ভক্তগণ তিষ্ঠিতে পারিবে না। সহজিয়াগণ পাপ করায় তাহাদের মুখদর্শনে ধার্ম্মিক অভক্তগণেরও পাপ হয়, ভক্তগণের অপরাধ হয়। মরণান্তে সহজিয়ারা পাপের সমুচিত শাস্তি পায়। ইহলোকে সমাজে লোকে ঘৃণা করে। তাহাদিগকে সৎপথে অনিবার চেষ্টা করিলে তাহারা শুভাকাঙ্ক্ষীকে শত্রু জ্ঞান করে। তাহাদের পুণ্যময় সংসারে কোন আস্থা নাই, বৈধ ধর্ম্মের অমর্য্যাদা করাই তাহারা ভক্তি বলিয়া বুঝিয়াছে। মূর্খতা ও বিশৃঙ্খলতাই অনুরাগের পথ সহজিয়াগণ মনে করেন। ভক্তের শত্রু বলিয়া ভগবান্ সহজিয়ার প্রতি নারাজ।

ভাই সহজিয়া, তুমি মনে কর বিষ্ণু কলেবর শ্রীনামকে কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গের শ্রীমূর্ত্তিকে প্রাকৃত মনে করিলেও কিছু কিছু সুফল হয়। মঙ্গল কিছুই লাভ হয় না। লাভের মধ্যে অপরাধমাত্র লাভ ঘটে।

ভাই বিপথগামী তোমার দলে লোক বাড়াইবার জন্য তুমি সহজিয়া মত কেন গ্রহণ করিলে? পাছে দলে লোক কমিয়া যায়, শুদ্ধভক্তির কথা না বুঝিয়া পাছে তোমাকে ছাড়িয়া দেয় এই ভয়ে কি ভাই কৃষ্ণের নিত্য সৌন্দর্য্য ও মধুরিমা ভুলিয়া সহজিয়া মতে প্রবেশ করিতে হয়? সহজিয়ারা ইন্দ্রিয়তর্পণের মাশুল স্বরূপ তোমাকে যে অবৈধ উৎকোচ দিয়াছে, তোমাকে বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, তোমার ক্রম পন্থায় কাঁটা দিয়াছে তাহাতেই তুমি ধন্য হইয়াছ, বৃষভানুনন্দিনীর অমল সেবা ছাড়িয়াছ; প্রাকৃত রসগানে মত্ত হইয়াছ তাহাদের বাধ্যবাধকতা তোমাতে এত বেশী কেন হইল?

সহজিয়ারা দেহারামী, দ্রবিণারামী, জনতারামী, লোভারামী, পাষণ্ডারামী; ভাই বিপথগামী তোমাকে কেন সহজিয়ারা 'ভুল ভুলাইয়ার' মধ্যে ঢুকাইল, গোলোক ধাঁদার মধ্যে ফেলিল। তুমি কেন তোমার নিজ অপ্রাকৃত স্বরূপকে প্রাকৃত সহজিয়া বলিয়া সনাক্ত করিলে? শুদ্ধভক্তের বিরোধী কেন জানিলে? প্রাকৃত সহজিয়ার সেবাফলে ঐশ্বর্য্যে, লোকবলে, মোহিনী শক্তিতে কেন তুমি মূঢ় হইলে? প্রতিষ্ঠাশা আসিয়া কেন তোমার মাধবেন্দ্রপুরীর নির্ম্মল প্রেমে জঞ্জাল আনাইল? প্রাকৃত ভোগকে কেন তুমি অপ্রাকৃত বলিলে? স্বরূপ দামোদরের প্রেমভক্তি ভুলিয়া তুমি কেন মায়াবাদকে প্রেম মনে করিলে? প্রতিষ্ঠাশার বশবর্ত্তী হইয়া কপটকে প্রেমিক বলিলে? তুমি কেন জড় ভূতপ্রেতবাদ লইয়া শ্রীরূপের উপদেশামৃতকে ছাড়িয়া দিলে? জড় জগতে প্রাকৃত সহজিয়ার বল বেশী বিশেষতঃ কলিকালে হরিকথার ছলেও কলি অজ্ঞাতভাবে প্রবেশ করেন। ভাই সহজিয়া তোমাকে দূর হইতে দণ্ডবৎ। দয়া করিয়া তুমি যে বিষয় লোলুপ হইয়া নিত্যকালের জন্য শুদ্ধ ভক্তগণকে ছাড়িয়াছ তাহা কৃষ্ণের অমায়ায়

দয়ারই পরিচয়। একাদশের ভিক্ষুর গানের মধ্যে আমার মনে পড়ে এই শ্লোকটী আছে

"নূনং মে ভগবান্ তুষ্টঃ সর্ব্বদেবময়ো হরিঃ।
যেন নীতো দশামেতাং নির্ব্বেদশ্চাত্মনঃ প্লবঃ॥"

গর্ভস্তোত্র।

শ্রীমদ্ভক্তি বিনোদ ঠাকুর।

(ঊনবিংশ খণ্ড প্রকাশিত ৩৫৮ পৃষ্ঠার পর)

মৎস্যাশ্বকচ্ছপনৃসিংহবরাহহংসঃ
রাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ যথাধুনেশ
ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে॥১৫॥

হে ঈশ! তুমি পূর্ব্বে মৎস্য, অশ্ব, কচ্ছপ, বরাহ, নৃসিংহ, হংস, ক্ষত্রিয়, বিপ্র এবং দেব এই সকলে অবতার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে এবং ত্রিভুবনকে যদ্রূপ পালন করিয়াছ এক্ষণেও তদ্রূপ পালন কর অধিকন্তু এই ভূমি ভার হরণ কর। হে যদূত্তম! তোমাকে বন্দনা করি।

আত্মারাম অবতারের ব্যাখ্যায় ভগবানের অসংখ্য অবতারের বর্ণনা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ সমুদয় অবতার তিন ভাগে বিভক্ত হয়। রাজসিক ও তামসিক অবতারের বিষয় এস্থলে বক্তব্য নহে যে হেতু ঐ সকল অবতারের কোনপ্রকার উপাসনা কর্ত্তব্য নহে। সত্ত্বগুণের

যে অবতার তাহাই সাধুগন কর্ত্তৃক সর্ব্বকালে বিচার্য্য। এজন্য মৎস্য প্রভৃতি অবতারের উল্লেখ এস্থলে করিয়াছেন। সত্ত্বনিধি বিষ্ণু ও সর্ব্বকালে এবং সর্ব্ব অবস্থায় জীবের নিকট অবতাররূপে প্রত্যক্ষ হন।

চৈতন্যবিশিষ্ট জীবের কীট হইতে সাধু মানব দেহ পর্য্যন্ত বহুবিধ অবস্থা। এই অবস্থা নানাবিধ হইলেও বিজ্ঞানশাস্ত্রের দ্বারা কতকগুলি লক্ষণানুসারে পণ্ডিতেরা শ্রেণীবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। জল কীটের মধ্যে অনেকগুলি নির্দ্দণ্ডী ও কতকগুলি বজ্রদণ্ডী। বিমানচারী ও ভূচর জীবের মধ্যে অনেকগুলি মেরুদণ্ডী, এই প্রকার বহুবিধ লক্ষণের দ্বারা মৎস্য কচ্ছপ বরাহ প্রভৃতি জীবের অবস্থায় শ্রেণী প্রকাশক হয়। পুনরায় ক্ষুদ্রাকার হইতে বৃহদাকার মানব ও অসভ্য মানব হইতে সুসভ্য মানব এই প্রকারে অনেক প্রকার শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে। জীবের সমস্ত অবস্থাতেই মঙ্গল স্বরূপ সত্ত্বনিধি বিশ্বব্যাপী বিষ্ণু জীবের সহচর। অতএব জীবের যতপ্রকার শ্রেণী বিভক্ত অবস্থা, বিষ্ণুর ততপ্রকার আবির্ভাব অবতার স্বীকার করা যায়। শ্রেণী বিভাগের প্রণালীও ভিন্ন ভিন্ন। কেহ বা জীবের নির্দ্দণ্ডী অবস্থা হইতে শ্রেণী বিভাগ করিতে করিতে মৎস্য অবতার হইতে অবতারের ব্যাখ্যা করেন, কেহ বা মানবের আদিম অবস্থা হইতে বিচার করিয়া ঋষভ দেব হইতে অবতারের আরম্ভ দৃষ্টি করেন। বিষ্ণু সর্ব্বকালেই পালন কর্ত্তা। জীবের যে অবস্থায়ই স্থিতি হয় ঐ অবস্থার ভাবানুযায়ী ঈশ্বর ভাব উদয় হইয়া পালন করে। অবস্থা বিচারই এই সকল তটস্থ অবতারের একমাত্র কারণ। মৎস্য অবতার হইতে শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব পর্য্যন্ত তটস্থাবতার বলিয়া স্বীকার করা যায়। শ্রীকৃষ্ণাবতার তটস্থ নহেন স্বরূপ তত্ত্ব। মানবের সমুদয় বিচার সিদ্ধান্ত হইলে আত্মপ্রত্যয়ে কৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশ পায়। কৃষ্ণতত্ত্ব বিচারের দ্বারা ও বহুদর্শিতার দ্বারা উদ্ভাবিত হয় এমত নহে। এই তত্ত্ব

জীবের চিরসঙ্গী কিন্তু জীব যতদিবস মূর্খতাবশত আত্মপ্রত্যয় বৃত্তি স্বীকার করে নাই ততদিবস কৃষ্ণতত্ত্ব অপ্রকাশিত থাকে। সাত্বত বংশেই এই পরমতত্ত্বের আবির্ভাব হয় এজন্য দেবগণ যদূত্তম বলিয়া ভগবানকে সম্বোধন করিলেন। সাত্বতগণই সাধু যেহেতু তাহারা কুতর্কের দ্বারা আত্মপ্রত্যয়কে অস্বীকার করে না। জীবের নির্দ্দণ্ডী অবস্থায় মৎস্যাবতার, বজ্রদণ্ডী অবস্থায় কচ্ছপাবতার ও মেরুদণ্ডী অবস্থায় বরাহ অবতার বলা যায়। ঐ মেরুদণ্ডের দণ্ডায়মান অবস্থায় প্রথমে নৃসিংহ, পরে বামন, পরে পরশুরাম, পরে রামচন্দ্র ও অবশেষে জ্ঞানের পূর্ণাবস্থায় পরব্যোমস্থিত দেব দেব নারায়ণ এ সমুদয় অবতার দৃষ্ট হয়। ইহাতে জীবের ক্রমশোন্নতিই বিচারিত হইতে পারে। কিন্তু সাত্বত কুল যখন যুক্তির হস্ত হইতে বিচারকে উদ্ধার করতঃ কেবলানুভবানন্দে নিযুক্ত করেন তখন স্বরূপতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সমুদয় অবতার স্বীকার করত ভগবান জীবকে উন্নতি ও পালন করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐ সমস্ত অবতারের গৌণ কার্য্যে যদিও ভার হরণ দেখিতে পাওয়া যায় তথাপি মায়াগুণ গ্রহণে জীবের গলগ্রহরূপ ভার শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত কোন অবতারেই সাক্ষাৎ উপনীত হয় না। ইহাই কৃষ্ণের বিশেষ মাহাত্ম্য।

মানবের আদিম অবস্থানুসারে যাঁহারা অবতার প্রণালী বিচার করিয়াছেন তাঁহারা ঋষভ দেব হইতে আরম্ভ করেন। পৃথু অবতারে মানবেরা কৃষিকর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিল এই প্রকার চব্বিশ অবস্থায় চব্বিশটী অবতারও দৃষ্ট হয়। ক্রমে ক্রমে অবতারদিগের দ্বারা জীবের উৎকর্ষতাই দৃষ্ট হয়। নারদাবতারে ভক্তিমার্গ সংস্থাপন ও ব্যাসাবতারে সমস্ত জ্ঞানের পরম আধার যে শ্রীমদ্ভাগবত তাহা প্রকাশিত হয়। এ প্রণালীক্রমেও কৃষ্ণতত্ত্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ফলত সমস্ত উন্নতি ও জ্ঞানের ফলই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব। ইহাই জীবের শেষ প্রাপ্য। শ্রবণই জ্ঞানের সংগ্রহ, কীর্ত্তন জ্ঞানের ব্যাখ্যা, বিষ্ণুস্মরণই ধারণা, অর্চ্চনই পূজা ও প্রতিষ্ঠা এবং বন্দনই জ্ঞানের চরমকার্য্য। বন্দনার সহিত জ্ঞানের সমাপ্তি হয়। বন্দনার পর দাস্য সখ্য ও বাৎসল্য ও মধুর রূপ দ্বিবিধ আত্ম নিবেদন। অতএব দাস্য সখ্য ও আত্ম নিবেদনই জ্ঞানশূন্য ভক্তিবাচ্য। দেবতারা এই জ্ঞান গর্ভ স্তবে কেবল বন্দনা পর্য্যন্ত অধিকার দৃষ্টি করিবেন। জ্ঞান হীন যে ভক্তি তাহার ব্যাখ্যা করিবার যোগ্য স্থল বোধ করিলেন অতএব দেবগণ কহিলেন হে যদূত্তম আমরা তোমাকে বন্দনা করি। প্রথম শ্লোকে প্রপত্তি স্বীকার করায় যে দাস্য প্রকাশ করিয়া ছিলেন সে উপাসনারূপ দাস্য নহে। কেবলানু-ভবানন্দ রূপ স্বরূপ তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও সংস্থাপনরূপ যে কৃষ্ণদাস্য তাহাই প্রথম শ্লোকের প্রপত্তির অর্থ। দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর এই চারিটী রস ব্রজলীলাতে পূর্ণরূপে অবস্থান করে। এই অল্পবুদ্ধি লেখকের যদি সাবকাশ হয় এবং তদীয় প্রভু চৈতন্যদেব যদি তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করেন তবে কোন সময়ে চরম ফল স্বরূপ পূর্ব্বোক্ত চারিটী রসপূর্ণ ভাগবতের ব্রজলীলা লিখিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

এই টীকা পাঠ করিয়া ইহার মর্ম্ম যে ব্যক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয় তাঁহার সম্বন্ধ জ্ঞানের উদয় হয় এবং মায়া ভাব উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। অতএব বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবেশিকা স্বরূপ এই টীকা সকল লোক পাঠ করিয়া অমৃত হউন। শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্রের পদযুগে প্রণাম করত সমস্ত বৈষ্ণব গণের পাদপদ্ম আমার মস্তকে ধারণ করিলাম।

সম্বন্ধ তত্ত্ব চন্দ্রিকা সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গোদিত স্বভক্তি প্রকরণং।

শ্রীশ্রীরূপানুগ ভজনদর্পণ।

(শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।)

শ্রীগুরু শ্রীগৌর চন্দ্র, বৃন্দাবন যুবদ্বন্দ্ব, ব্রজবাসী জন শ্রীচরণ।
বন্দিয়া প্রফুল্ল মনে, এ ভক্তিবিনোদ ভনে, রূপানুগ ভজন দর্পণ॥১

বহুজন্ম ভাগ্য বশে, চিন্ময় মধুর রসে, স্পৃহা জন্মে জীবের হিয়ায়।
সেই স্পৃহা লোভ হঞা, ব্রজধামে জীবে লঞা, রূপানুগ ভজনে মাতায়॥
ভজন প্রকার যত, সকলের সার মত, শিখাইল শ্রীরূপ গোসাঞী।
সে ভজন না জানিয়া, কৃষ্ণ ভজিবারে গিয়া, তুচ্ছকাযে জীবন কাটাই॥
বুঝিবারে সে ভজন, বহুযত্নে অকিঞ্চন, বিরচিল ভজন দর্পণ।
ব্রজে রাধা কৃষ্ণসেবা, করিতে উৎসুক যেবা, সুখে তেঁহ করুন্ শ্রবণ।
লোভেতে জনম পাই, অতি শীঘ্র বাড়ী যাই, শ্রদ্ধা রতি তবে হয় প্রীতি।
সহজ ভজন রতি, নাহি চায় শিক্ষামতি, তবু শিক্ষা প্রাথমিক রীতি।
পুত্র স্নেহ জননীর, সহজ হৃদয়ে স্থির, দূষিত হৃদয়ে শিক্ষা চাই।
কৃষ্ণ প্রেম সেইরূপ, নিত্যসিদ্ধ অপরূপ, বদ্ধজীবে অপ্রকট ভাই।
সেইত সহজ রতি, পাইয়াছে অপগতি, শিক্ষানুশীলন যদি পায়।
সে রতি জাগিয়া উঠে, জীবের বন্ধন ছুটে, ব্রজানন্দ তাহারে নাচায়॥২

যোগ যাগ সব ছার, শ্রদ্ধা সকলের সার, সেই শ্রদ্ধা হৃদয়ে যাহার।
উদিয়াছে এক বিন্দু, ক্রমে ভক্তিরস সিন্ধু, লাভে তার হয় অধিকার।
জ্ঞান কর্ম্ম দেব দেবী, বহুযতনেতে সেবি, প্রাপ্তফলে হৈলে তুচ্ছজ্ঞান।
সাধুজন সঙ্গাবেশে, শ্রীকৃষ্ণ কথায় শেষে, বিশ্বাসত হয় বলবান॥

সেইত বিশ্বাসে ভাই, শ্রদ্ধা বলি সদা গাই, ভক্তিলতা বীজ বলি তারে।
কর্ম্মীজ্ঞানী জনে যারে, শ্রদ্ধা বলে বারে বারে, সেই বৃত্তি শ্রদ্ধা হইতে নারে॥
নামের বিবাদ মাত্র, শুনিয়াত জ্বলে গাত্র, লৌহে যদি বলহ কাঞ্চন।
তবু লৌহ লৌহ রয়, কাঞ্চনত কভু নয়, মণি স্পর্শ নহে যতক্ষণ॥
কৃষ্ণভক্তি চিন্তামণি, তার স্পর্শে লৌহখনি, কর্ম্মজ্ঞানগতশ্রদ্ধা ভাব।
হঞা যায় হেম ভার, ছাড়িয়াত কুবিকার, সে কেবল মণির প্রভাব॥৩

অথ কৃষ্ণভক্তি।

ছাড়ি অন্য অভিলাষ, জ্ঞানকর্ম্ম সহ বাস, আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন।
শুদ্ধ ভক্তি বলি তারে, ভক্তি শাস্ত্র সুবিচারে, শ্রীরূপের সিদ্ধান্ত বচন॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মৃতি, সেবার্চ্চন দাস্য নতি, সখ্য আত্ম নিবেদন নয়।
সাধন ভক্তির অঙ্গ, সাধকের যাহে রঙ্গ, সদা সাধুজন-সঙ্গময়॥
সাধন ভক্তির বলে, ভাবরূপা ভক্তি ফলে, তাহা পুন প্রেমরূপ পায়।
প্রেমে জীব কৃষ্ণ ভজে, কৃষ্ণভক্তি রসে মজে, সেই রস শ্রীরূপ শিখায়॥৪

শ্রদ্ধা দুই প্রকার, অতএব সাধনভক্তিও দুই প্রকার।

শ্রদ্ধাদেবী নাম যার, দুইটী স্বভাব তার, বিধিমূল রুচিমূল ভেদে।
শাস্ত্রের শাসনে যবে, শ্রদ্ধার উদয় হবে, বৈধী শ্রদ্ধা তারে বলে বেদে॥
ব্রজবাসী সেবে কৃষ্ণে, সেই শুদ্ধ সেবা দৃষ্টে, যবে হয় শ্রদ্ধার উদয়।
লোভময়ী শ্রদ্ধা সতী, রাগানুগা শুদ্ধামতি, বহুভাগ্যে সাধক লভয়॥
শ্রদ্ধাভেদ ভক্তিভেদ, গাইতেছে চতুর্ব্বেদ, বৈধী রাগানুগা ভক্তিদ্বয়।
সাধন সময়ে যৈছে, সিদ্ধিকালে প্রাপ্তি তৈছে, এইরূপ ভক্তিশাস্ত্রে কয়॥
বৈধী ভক্তি ধীর গতি, রাগানুগা তীব্রা অতি, অতি শীঘ্র রসাবস্থা পায়।
রাগবর্ত্ম সুসাধনে, রুচি হয় যার মনে, রূপানুগ হৈতে সেই ধায়॥৫

রূপানুগ ভজন জানিতে হইলে রসতত্ত্ব জ্ঞানের আবশ্যক।

রূপানুগ তত্ত্ব সার, বুঝিতে আকাঙ্ক্ষা যাঁর, রসজ্ঞান তাঁর প্রয়োজন।
চিন্ময় আনন্দ রস, সর্ব্বতত্ত্ব যাঁর বশ, অখণ্ড পরম তত্ত্ব ধন॥
যাঁর ভানে জ্ঞানীজন, ব্রহ্মলয় অন্বেষণ, করে নাহি বুঝি বেদ মর্ম্ম।
যার ছায়ামাত্র বরে, যোগীজন যোগ করে, যার ছলে কর্ম্মী করে কর্ম্ম॥
বিভাবানুভাব আর, সাত্ত্বিক সঞ্চারি চার, স্থায়ীভাবে মিলয় সুন্দর।
স্থায়ীভাব রস হয়, নিত্য চিদানন্দময়, পরম আস্বাদ্য নিরন্তর॥
যে রস প্রপঞ্চ গত, জড়কাব্যে প্রকাশিত, পরম রসের অসন্মূর্ত্তি।
অসন্মূর্ত্তি নিত্য নয়, আদর্শের ছায়া হয়, যেন মরীচিকা জলস্ফূর্ত্তি॥ ৬

স্থায়ীভাবই রসের মূল।

রসের আধার যিনি, তাঁর চিত্ত রস খনি, সেই চিত্তের অবস্থা বিশেষে।
শ্রদ্ধা নিষ্ঠা রুচ্যাসক্তি, ক্রমে হয় ভাব ব্যক্তি, রতি নামে তাঁহার নির্দ্দেশে॥
বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ ভাব, সর্ব্বোপরি স্বপ্রভাব, প্রকাশিয়া লয় নিজ বশে।
সকলের অধিপতি, হঞা শোভা পায় অতি, স্থায়ীভাব নাম পায় রসে॥
মুখ্য গৌণ ভেদে তার, পরিচয় দ্বিপ্রকার, মুখ্য পঞ্চ গৌণ সপ্তবিধ।
শান্ত, দাস্য, সখ্য আর, বাৎসল্য মধুর সার, এই পঞ্চ রতি মুখ্যাভিধ॥
হাস্যাদ্ভুত বীর আর, করুণ ও রৌদ্রাকার, ভয়ানক বীভৎস বিভেদে।
রতি সপ্ত গৌণী হয়, সব কৃষ্ণ ভক্তিময়, শোভা পায় রসের প্রভেদে॥৭

মধুর রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রস।

যেই রতি জন্মে যার, সেই মত রস তার, রস মুখ্য পঞ্চবিধ হয়।
গৌণ সপ্তরস পুন, হয় রতির অনুগুণ, রতির সম্বন্ধ ভাবাশ্রয়॥
পঞ্চমুখ্য মধ্যে ভাই, মধুরের গুণ গাই, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসরাজ বলি।
গুণ অন্য রসে যত, মধুরেতে আছে তত, আর বহু বলে হয় বলী॥৮

গৌণ রস আছে যত, সব সঞ্চারির মত, হঞা শৃঙ্গারের পুষ্ট করে।
শ্রীরূপের অনুগত, ভজনে যে হয় রত, স্থিতি তার কেবল মধুরে॥
মধুর উজ্জল রস, সদা শৃঙ্গারের বশ, ব্রজরাজনন্দন বিষয়।
ঐশ্বর্য্য সুগুপ্ত তাতে, মাধুর্য্য প্রভাবে মাতে, তাহার আশ্রয় ভক্তচয়॥৮

মধুরারতির আবির্ভাবের হেতু।

মধুরের স্থায়ী ভাব, লভে যাতে আবির্ভাব, বলি তাহা শুন এক মনে।
অভিযোগ ও বিষয়, সম্বন্ধাভিমানদ্বয়, তদীয় বিশেষ উপমানে॥
স্বভাব আশ্রয় করি, চিত্তে রতি অবতরি, শৃঙ্গার রসের করে পুষ্টি।
অভিযোগ আদি ছয়, অন্যে রতি হেতু হয়, ব্রজদেবীর তাহে নাহি দৃষ্টি॥
স্বতঃসিদ্ধ রতি তাঁরে, সম্বন্ধাদি সহকারে, সমর্থা করিয়া রাখে সদা।
কৃষ্ণসেবা বিনা তাঁর, উদ্যম নাহিক আর, স্বীয় সুখ চেষ্টা নাহি কদা॥
এই রতি প্রৌঢ়া হয়, মহাভাব দশা পায়, যার তুল্য প্রাপ্তি আর নাই।
সর্ব্বাদ্ভুত চমৎকার, সম্ভোগেচ্ছা এ প্রকার, বর্ণিবারে বাক্য নাহি পাই॥৯

মধুরা রতি রূপ স্থায়ী ভাবের উন্নতি ক্রম।

রতি প্রেম স্নেহ মান, প্রণয় ও রাগাখ্যান, অনুরাগ ভাব এই সাত।
রতি যত গাঢ় হয়, ক্রমে সপ্ত নাম লয়, স্থায়ী ভাব সদা অবদাত॥
স্নেহাদি যে ভাব ছয়, প্রেম নামে পরিচয়, সাধারণ জনের নিকটে।
যে ভাব কৃষ্ণেতে যাঁর, সেই ভাবে কৃষ্ণ তাঁর, এ রহস্য রসে নিত্য বটে॥
ভক্তচিত্ত সিংহাসন, তাতে উপবিষ্ট হন, স্থায়ীভাব সর্ব্বভাবরাজ।
হ্লাদিনী যে পরাশক্তি, তাঁর সার শুদ্ধাভক্তি, ভাবরূপে তাঁহার বিরাজ॥
বিভাবাদি ভাবগণে, নিজায়ত্তে আনয়নে, করেন যে রসের প্রকাশ।
রস নিত্যানন্দ তত্ত্ব, নিত্য সিদ্ধ সার সত্ত্ব, জীব চিত্তে তাহার বিকাশ॥ ১০

অথ বিভাব।

রত্যাস্বাদ হেতু যত, বিভাব নামেতে খ্যাত, আলম্বন উদ্দীপন হয়।
বিষয় আশ্রয় গত, আলম্বন দুই মত, কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্ত সে উভয়॥
নায়কের শিরোমণি, স্বয়ং কৃষ্ণ গুণমণি, নিত্য গুণ ধাম পরাৎপর।
তাঁর ভাবে অনুরক্ত, গুণাঢ্য যতেক ভক্ত, সিদ্ধ এক সাধক অপর॥
ভাব উদ্দীপন করে, উদ্দীপন নাম ধরে, কৃষ্ণের সম্বন্ধ বস্তু সব।
স্মিতাস্য সৌরভ শৃঙ্গ, বংশী কম্বু ক্ষেত্র ভৃঙ্গ, পদাঙ্ক নূপুর কলরব॥
তুলসী ভজন চিন, ভক্তজন দরশন, এইরূপ নানা উদ্দীপন।
ভক্তিরস আস্বাদনে, এই সব হেতুগণে, নির্দ্দেশিলা রূপ সনাতন॥ ১১

মধুর রসে আলম্বন রূপ বিভাব।

শ্রীনন্দনন্দন ধন, তদীয় বল্লভাগণ, মধুর রসের আলম্বন।
গোপীগত রতি যাঁহা, গোপী চিত্তাশ্রয় তাঁহা, কৃষ্ণমাত্র বিষয় তখন॥
যাহা রতি কৃষ্ণগত, রত্যাশ্রয় কৃষ্ণচিত, গোপী তাঁহা রতির বিষয়।
বিষয় আশ্রয় ধরে, স্থায়ীভাব রতি চরে, নৈলে রতি উদ্গত না হয়॥
বিভাবেতে আলম্বন, রসে নিত্য প্রয়োজন, ব্রজে তাই কৃষ্ণ গোপীনাথ।
মদন মোহন ধন, ব্রজাঙ্গনা গোপীজন, বল্লভ রসিক রাধানাথ॥
স্বীয়া পরকীয়া ভেদে, রস রসান্তরাস্বাদে, নিত্যানন্দে বিরাজে মাধব।
বড় ভাগ্যবান যেই, নিজে আলম্বন হই, আস্বাদয়ে সে রস আসব॥ ১২

তথা নায়ক শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ।

সুরম্য মধুরস্মিত, সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিত, বলীয়ান্ তরুণ গম্ভীর।
বাবদূক প্রিয়ভাষী, সুধী সপ্রতিভাশ্বাসী, বিদগ্ধ চতুর সুখী ধীর॥
কৃতজ্ঞ দক্ষিণ প্রেষ্ঠ, বরীয়ান্ কীর্ত্তিমচ্ছ্রেষ্ঠ, ললনা মোহন কেলিপর।
সুনিত্য নূতন মূর্ত্তি, কেবল সৌন্দর্য্য স্ফূর্ত্তি, বংশীগানে সুদক্ষ তৎপর॥

ধীরোদাত্ত ধীরশান্ত, সুধীর ললিত কান্ত, ধীরোদ্ধত ললনা নায়ক ।
চেটকবিট বেষ্টিত, বিদূষক সুসেবিত, পীঠমর্দ্দ প্রিয় নর্ম্মসখ ॥
এ পঞ্চ সহায় যুত, নন্দীশ্বরপতিসুত, পতি উপপতি ভাবাচারী ।
অনুকূল শঠ ধৃষ্ট, সদক্ষিণ রসতৃষ্ণ, রসমূর্ত্তি নিকুঞ্জ বিহারী ॥ ১৩

তদীয় বল্লভাগণ

সুরম্যাদি গুণ গণ, হইয়াছে বিভূষণ, ললনা উচিত যত দূর ।
পৃথুপ্রেমা সুমাধুর্য্য, সম্পদের সুপ্রাচুর্য্য, শ্রীকৃষ্ণবল্লভা রসপূর ॥
বল্লভাত দ্বিপ্রকার, স্বীয়া পরকীয়া আর, মুগ্ধ মধ্যা প্রগল্ভেতি ত্রয় ।
কেহ বা নায়িকা তাহে, কেহ সখী হইতে চাহে, নিজেত নায়িকা নাহি হয় ॥
নায়িকাগণ প্রধান, রাধা চন্দ্রা দুই জন, সৌন্দর্য্য বৈদগ্ধ গুণাশ্রয়া ।
সেই দুই মধ্যে শ্রেষ্ঠ, রাধিকা কৃষ্ণের প্রেষ্ঠ, মহাভাব স্বরূপ নিলয়া ॥
আর যত নিত্যপ্রিয়া, নিজ নিজ যূথ লঞা, সে দু'য়ের করেন সেবন ।
শ্রীরূপ অনুগজন, শ্রীরাধিকা শ্রীচরণ, বিনা নাহি জানে অন্যধন ॥ ১৪

নায়িকাগণের অষ্ট অবস্থা সেবা ।

শ্রীকৃষ্ণ সেবিব বলি, গৃহছাড়ি কুঞ্জে চলি, যাইতে হয় অভিসারী সখী ।
কুঞ্জসজ্জ করে যবে, বাসকসজ্জা হন তবে, উৎকণ্ঠিতা কৃষ্ণপথ লখি ॥
কাল উল্লঙ্ঘিয়া হরি, ভোগ চিহ্ন দেহে ধরি, আইলে হন খণ্ডিতা তখন ।
সঙ্কেত পাইয়া বৈসে, তবু কান্ত না আইসে, বিপ্রলব্ধা নায়িকাত হন ॥
মানের কলহে হরি, যান চলি দুঃখ করি, কলহান্তরিতা সন্তাপিনী ।
মথুরাতে কান্ত গেল, বহুদিন না আইল, প্রোষিত ভর্ত্তৃকা কাঙ্গালিনী ॥
নিজায়ত্তে কান্তে পেয়ে, ক্রীড়া করে কান্তলয়ে, স্বাধীনভর্ত্তৃকা সে রমণী ।
নায়িকা মাত্রের হয়, এই অষ্ট দশোদয়, বিপ্রলম্ভ সম্ভোগ-বোধিনী ॥ ১৫

ক্রমশঃ

সমালোচনা।

(১)

আমরা শ্রীপত্রিকায় সমালোচনার জন্য শ্রীরাধাকুণ্ড প্রবাসী সম্প্রতি শ্রীকুলিয়া নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীব্রজমোহনদাস মহাশয়ের প্রকাশিত ব্রজদর্পণ, মথুরা বৃন্দাবন দর্পণ, রাধাকুণ্ড ও গোবর্দ্ধন দর্পণ, কাম্যবন দর্পণ, বর্ষাণ নন্দীশ্বর ও জাবট দর্পণ, বনযাত্রা সম্বন্ধীয় বিবরণ ও ব্রজভূচিত্রাবলী নামক সাতখানি গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। ব্রজ মণ্ডল মানচিত্র ও ব্রতোৎসব নির্ণয় নামক দুইখানি বিস্তৃত তালিকা ও পাইয়াছি।

সংগ্রহকার লেখক মহাশয়ের বহু পরিশ্রমের ফল ভগবদ্ভক্ত মহোদয়-গণ গ্রন্থাকারে লাভ করিয়া সকলেই আনন্দিত হইবেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের লীলার বিবরণ এবং বর্ত্তমান সময়ের জ্ঞাতব্য ও দ্রষ্টব্য বিষয়ের বিবরণ সহ এই সকল গ্রন্থ পরমোপযোগী হইয়াছে। গ্রন্থগুলির মুদ্রাঙ্কণ পারিপাট্য ও বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। গ্রন্থগুলি লেখক মহাশয়ের নিকট নবদ্বীপ ডাকঘর জেলা নদীয়া ঠিকানায় পাওয়া যাইবে। শ্রীপত্রিকার মলাটে গ্রন্থগুলির নাম ও মূল্যাদি প্রদত্ত হইল। ভক্তিরত্নাকর লেখক চক্রবর্ত্তী শ্রীল নরহরি দাসের ন্যায় শ্রীধামের স্থান নিরূপণ বিষয়ে উদাসীন-ভক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সকলেরই যত্ন করা কর্ত্তব্য। ইহাতে সম্প্রদায়ের বৈভব পরিজ্ঞান ঘটে নতুবা বস্তুজ্ঞানাভাবে ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া লোক সমাজে অনভিজ্ঞতা প্রচার করা, বিরক্ত ভক্তগণের প্রশংসার বিষয় নহে। যাঁহারা ভজনানন্দী নহেন অথচ তাদৃশ অভিমানে বৃথাপ্রমত্ত তাঁহারা এই সকল অনুসন্ধান করিয়া কৃষ্ণানুশীলন করিলে তাহারা স্বয়ং এবং সম্প্রদায় তাঁহাদের সেবা লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারেন।

ষট্ সন্দর্ভাদি লিখিত তত্ত্বে অভিজ্ঞতা, ধাম বিষয়ক অভিজ্ঞতা, সাধু

জীবন সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা প্রভৃতি অবশ্য প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানে বিরহিত হইলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের যতিবৃন্দ অপরাপর সমাজের নিকট হাস্যাস্পদ একথা তাঁহারা আলোচনা করেন না। অর্থ সংগ্রহ, প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ, মূর্খতা ও ইন্দ্রিয়তর্পণ প্রভৃতি অসাধু বৃত্তি ত্যাগ করাই প্রকৃত উদাসীন বৈষ্ণব জীবনের আদর্শ।

আমরা এই রাধাকুণ্ড প্রবাসী লেথক মহাশয়ের শ্রীমাথুর মণ্ডলের গবেষণাময় অনুষ্ঠানে যার পর নাই প্রীত ও বিশ্বস্ত হইয়াছি। শ্রীনবদ্বীপ ধাম সম্বন্ধেও তিনি প্রকৃত ভৌগলিক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আমাদিগকে ধন্য করুন্। কাল্পনিক অনুমান বা অপ্রামাণিক নিদর্শনের মূল্য অল্পই।

ব্রতোৎসব নির্ণয় তালিকাটী অসম্পূর্ণ। অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় উহাতে সংযোজিত হওয়া প্রার্থনীয়। তিরোভাবোৎসবের নির্দ্দিষ্ট শকবৎসরাদি অপ্রামাণিক অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হইয়াছে মাত্র। যাহা হউক এরূপ উৎসাহ ও প্রশংসনীয়।

(২)

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান চন্দ্রিকা বা বেদাঙ্গ কোষমালা। ঢাকা ধামারণ নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন জ্যোতিঃশাস্ত্রি সঙ্কলিত। মূল্য ৸০ আনা। এই গ্রন্থে গণিত ও ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্রে ব্যবহৃত অধিকাংশ শব্দের সংজ্ঞা সংস্কৃত মূল বঙ্গানুবাদ সহ প্রদত্ত হইয়াছে। জ্যোতিষ পাঠার্থী গণের ইহা পরমোপযোগী। গ্রন্থকারের নিকট পূর্ব্ব শিমুলিয়া ডাকঘর জেলা ঢাকায় গ্রন্থ খানি পাওয়া যায়।

(৩)

কলিকাতা পশুক্লেশ নিবারণী সভার ১৯১৬ সালের বার্ষিক বিবরণী। শ্রীপত্রিকার পাঠকবর্গ জীবমাত্রেরই প্রতি দয়ার প্রয়োজনীয়তা অবগত আছেন। সাধারণ ব্যবহারিক নিষ্ঠুরতা প্রতিষেধ কল্পে এরূপ নীতি

প্রসারিণী সভা সমিতি হইতে সমাজে নানা সদ্গুণের মহত্ত্ব প্রচারিত হয়। এবার ও আমরা সভার ইতিহাস ও উদ্দেশ্য শীর্ষক প্রবন্ধে ভারতেশ্বরী স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার উক্তি পাঠ করিলাম। "ভগবানের নিঃসহায় ও নির্ব্বাক্ সর্গসমূহে মানবের দয়া ও বদান্যতা প্রসারিত না হইলে কথনই মানব সভ্যতাকে সম্পূর্ণ বলা যায় না।,,

---

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বৈকুণ্ঠ নাথ বাচস্পতি মহাশয় কয়েক দিবস পূর্ব্বে কৃষ্ণনগর টাউন হলে "জীবের স্বরূপ ও ধর্ম্ম" বিষয়ে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করেন। অনেক কৃতবিদ্য সম্ভ্রান্ত ভদ্র মহোদয়গণ উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতা শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শুদ্ধ প্রিয় সেবকোত্তম শ্রীল মন্মথ নাথ রায় ভক্তি প্রকাশ মহাশয়ের তিরোভাব দিবস শ্রাবণ শুক্লা চতুর্থী। আশাকরি ভক্তি প্রকাশ মহাশয়ের পরিচিত ভক্তগণ সকলেই আগামী বর্ষ হইতে তাঁহার বিরহ মহোৎসবের যত্ন করিবেন।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শুদ্ধ প্রিয়তম সেবক শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়ের তিরোভাব দিবস আশ্বিন কৃষ্ণা চতুর্থী। এ বৎসর ১৮ই আশ্বিন ৪ঠা অক্টোবর বৃহস্পতিবারে শ্রীগোদ্রুম স্বানন্দ সুখদকুঞ্জে তাঁহার বিরহোৎসব হওয়া ভক্তগণের ইচ্ছা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামান্তর্গত শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে শ্রীস্বানন্দসুখদ কুঞ্জে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তৃতীয় সাংবৎসরিক তিরোভাব মহোৎসবের জমা খরচের সংক্ষিপ্ত তালিকা। শ্রীযুক্ত কমলা প্রসাদ দত্ত, শ্রীমতী কাদম্বিনী মিত্র, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিমলা প্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী, শ্রীযুক্ত বিরজা প্রসাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত বনমালী দাস ভক্তানন্দ ও শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত, প্রত্যেকে

১০৲ টাকা করিয়া ৬০৲ টাকা। শ্রীমতী সৌদামিনী ঘোষ ৫৷৷০ শ্রীযুক্ত কুমুদকান্ত ভৌমিক, শ্রীমতী কৃষ্ণ বিনোদিনী মিত্র, শ্রীমতী নৃপেন্দ্র বালা চৌধুরাণী, শ্রীমতী বিদ্যুল্লতা ঘোষ, রামজীবনপুরের দশজনভক্ত একত্রে, শ্রীযুক্ত শৈলজা প্রসাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত সীতানাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ ও ডাক্তার সিদ্ধেশ্বর ঘোষ মজুমদার প্রত্যেকে ৫৲ টাকা করিয়া ৪০৲ টাকা। শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর মিত্র ৪৲ শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর রায়, শ্রীযুক্ত অন্নদা প্রসাদ নারায়ণ বাবু, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র নাথ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত শৈলজা প্রসাদ দত্তের মাতা প্রত্যেকে ২৲ টাকা করিয়া ৮৲ টাকা। শ্রীযুক্ত কুঞ্জ বিহারী দাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত গদাধর সাউ, শ্রীযুক্ত গয়ারাম ঘোষ, শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র নাথ সরকার সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য, শ্রীমতী দাক্ষায়ণী, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন হালদার, বাবু ভূপেন্দ্র নাথ মিত্রের পরিবার, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র নাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত বসু, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সাহা, শ্রীযুক্ত ললিত লাল ভক্তিবিলাস, শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী বসু, শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী মিত্রের পরিবার, শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দাস কর অধিকারী সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য, শ্রীযুক্ত হর লাল সাহা, শ্রীযুক্ত হীরা লাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত শীতলানন্দ সরকার ও শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন ব্রহ্ম প্রত্যেকে ১৲ টাকা করিয়া ১৯৲ টাকা। শ্রীযুক্ত মাণিক লাল মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পীতাম্বর দাস শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র মোহন দাস শ্রীযুক্ত শিব প্রসাদ দাস শ্রীযুক্ত একাদশী সাউ শ্রীযুক্ত গোপীনাথ সাউ শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ মান্না প্রত্যেকে ৷৷০ আনা করিয়া ৩৷৷০ টাকা। এবং হাওলাত ৬৷১০ একুনে ১৪৬৷১০ জমা হইয়া ভোগ রাগাদির জন্য (চাউল, ডাউল, ঘৃত, তৈল, তরকারী প্রভৃতি) দ্রব্যাদি সংগ্রহে ১১৪৷৷৵১৫ এবং অন্যান্য খরচ (কাষ্ঠ, আলোক, পত্র, মজুরী, মৃৎপাত্র প্রভৃতিতে ব্যয়) হইয়াছে ৩১৷৷১৫। মোট ১৪৬৷১০।

অকিঞ্চন শ্রীরাধারমণ দাস ২৪।৬।১৭

শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী (সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য)।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

---*---

শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভার মুখপত্রী।

বিংশ বর্ষ—২য় সংখ্যা।

অশেষক্লেশবিশ্লেষি-পরেশাবেশসাধিনী।
জীয়াদেষা পরাপত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী॥

সজ্জন—কৃপালু।

হরিবিমুখজীবগণ অনেক সময় সজ্জনের লক্ষণ বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা নিজ নিজ অনর্থময় দর্শনে সজ্জন শব্দের অন্যরূপ লক্ষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু সজ্জন লক্ষণ যাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন-গোস্বামিকে বলিয়াছেন তাহা এই ;—

কৃপালু (১) অকৃতদ্রোহ (২) সত্যসার (৩) সম (৪)।
নির্দ্দোষ (৫) বদান্য (৬) মৃদু (৭) শুচি (৮) অকিঞ্চন (৯)॥
সর্ব্বোপকারক (১০) শান্ত (১১) কৃষ্ণৈকশরণ (১২)।
অকাম (১৩) নিরীহ (১৪) স্থির (১৫) বিজিত ষড়্‌গুণ (১৬)॥
মিতভুক্ (১৭) অপ্রমত্ত (১৮) মানদ (১৯) অমানী (২০)।
গম্ভীর (২১) করুণ (২২) মৈত্র (২৩) কবি (২৪) দক্ষ (২৫) মৌনী (২৬)॥

বৈষ্ণবের প্রথম লক্ষণ, তিনি কৃপালু। শ্রীগৌরহরি সজ্জনের উপাস্য এবং কৃপালুগণের মূলাধার ও মূল পুরুষ। গৌরবিমুখ জন কখনই যথার্থ কৃপালু বা অপর পঞ্চবিংশ গুণের অধিকারী হইতে সমর্থ হন না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন ;—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণাঃ মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

যাঁহার ভগবানে অপ্রাকৃত ভক্তি বা সেবন প্রবৃত্তি আছে তিনি সকল গুণের অধিকারী। যিনি হরি সেবা বর্জ্জিত তাঁহার মহদ্‌গুণ কি প্রকারে থাকিতে পারে, সর্ব্বদাই তাঁহার চিত্তরথ হরি ব্যতীত অন্য অস্থায়ী বাহ্য বস্তু প্রাপ্তির উদ্দেশে বিষয়-সেবনমার্গে ভোগ-প্রবৃত্তিতে ধাবমান হইতেছে সুতরাং হরিবিমুখজনে গুণের আভাস দেখা গেলেও ঐ গুণ গুলি নিত্যকাল তাঁহাতে থাকে না, কালে গুণ সমূহ দোষে পরিণত হয়।

দয়ানিধি গৌরহরি কৃপাসমুদ্র। তাঁহার শুদ্ধ-সেবকগণেই কৃপালুতা লক্ষণ আছে এবং অন্যে কৃপালুতার ছায়া দেখা গেলেও তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে সত্য সত্যই নিষ্ঠুরতা মাত্র। গৌরসুন্দর দয়ানিধি বলিয়া, নয় প্রকারে জীবকে দয়া করিয়াছেন। দয়ানিধির দয়া পাইয়া শ্রীদামোদর স্বরূপ গোস্বামী সেগুলি শ্লোকাকারে রচনা করিয়াছেন। এই গৌরহরির দয়া অপ্রাকৃত পূর্ণ নিত্য শুদ্ধ মুক্ত চৈতন্যরসময়ী সুতরাং কোন প্রকারে জীবের মন্দ উদয় করাইতে পারে না।

১। বদ্ধজীব অন্যাভিলাষ, কর্ম্মাচ্ছাদন ও জ্ঞানাবরণ রূপ তিন শ্রেণীর দুঃখের ধূলীতে নিজের কল্যাণ ভুলিয়া গিয়া গৌর পদাশ্রয় ছাড়িয়া গৌরবিমুখ হইয়াছে। দয়ানিধি গৌরহরি তাঁহাদিগের প্রতি করুণা করিয়া তাঁহাদের আধিভৌতিক আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক

খেদত্রয়রূপ ধূলী সহজে উড়াইয়া দিয়া স্বীয় ত্রিতাপনাশিনী চরণসেবা প্রদান করিয়াছেন।

২। বদ্ধজীব অন্যাভিলাষ, কর্ম্মাবরণ; জ্ঞানাচ্ছাদনরূপ ত্রিবিধ মলযুক্ত। প্রাকৃত জগতে মহাজন বা আদর্শ সজ্জায় ত্রিবিধ মলবাহক, বদ্ধজীবের প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুর হইয়া নিজ নিজ মলভারে জীবকে বিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের অধিকারোচিত শাসনে যে সকল শাস্ত্রী বা শিক্ষক বদ্ধজীবকে হস্তের মধ্যে পাইয়া বসিয়াছেন তাঁহাদিগকে বিচারনৈপুণ্যে, স্ব স্ব সঙ্কীর্ণ প্রাকৃত মর্য্যাদায় আচ্ছন্ন করিয়া হৃদয়কে বিবাদ সঙ্কুল করিয়াছেন। দয়ানিধি গৌরহরি শিক্ষক বা শাস্ত্রসম্প্রদায়ের যাবতীয় বিবাদ, পরমার্থে নিতান্ত তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর জানাইয়া দিয়াছেন। শাস্ত্রীয় বিবাদে আচ্ছন্ন থাকিলে জীবের কখনই নিজের প্রতি দয়া করা হইবে না। গৌরহরিকে দয়ানিধি জানিলেই সকল শাস্ত্রের বিবাদ মিটিয়া যায়।

৩। বদ্ধজীব শুদ্ধভক্তি আশ্রয় কর তাহাতেই আত্মা সুপ্রসন্ন হইবে। কৃষ্ণের সেবাই জীবের বিমলানন্দ। সেবন ধর্ম্ম প্রাকৃত বস্তুতে উদ্দিষ্ট হইলে জ্ঞান, কর্ম্ম বা অন্যাভিলাষ হয়। ঐগুলি ত্যাগ করিবার পরামর্শই গৌরহরির দয়া। পরমার্থে ভক্তি ব্যতীত অন্য পথ নাই ইহার সম্যগ্ ধারণা চেষ্টাই অমন্দোদয়া দয়া।

৪। কৃষ্ণসেবা করিলেই জীবাত্মা প্রাকৃত মল হইতে নির্ম্মল হন।

৫। মায়া সেবাকে দুঃসঙ্গ জানিয়া তাহা বর্জ্জনপূর্ব্বক সজ্জনসহ কৃষ্ণসেবা করিলেই জড়রস নিরস্ত হইয়া কৃষ্ণের অপ্রাকৃত রস লাভ করেন

৬। জড়ভোগতাৎপর্য্যপর জড়রসবর্জ্জিত হইলে কৃষ্ণভক্তি রসোদয়ে ভক্ত সমদৃক্ হন।

৭। কৃষ্ণের অভাবজনিত খেদ ধূলী উড়িয়া গেলে নির্ম্মল শুদ্ধ সেবক কৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তির কৃপায় আমোদিত হন।

৮। শাস্ত্র বিবাদ প্রশমিত হইলে কৃষ্ণতত্ত্ব রসোদয়ে হ্লাদিনীশক্তির কৃপায় আনন্দে উন্মত্ত হন।

৯। কৃষ্ণের অপ্রাকৃত সেবন করিতে করিতে হিংসা দ্বেষ শূন্য হইয়া সর্ব্বত্র কৃষ্ণভাব সন্দর্শন পূর্ব্বক কৃষ্ণমাধুর্য্য মর্য্যাদায় সর্ব্বদা অবস্থান করেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের দাসগণ দয়ানিধি নিজ মহাপ্রভুর নিকট এই নয় প্রকার দয়া পাইয়া এইরূপ কৃপাময় সুতরাং ভক্ত নিজ স্বভাব হইতেই কৃপালু। তিনি কৃপাহীন হইলে দয়ানিধি গৌর তাঁহাকে নিজগণে স্বীকার করেন না।

কেহ নিষ্ঠুর হইয়া মনে করিতে পারেন শ্রীগৌরহরি, অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী বা জ্ঞানীকে সর্ব্বোত্তম স্বীকার না করিয়া একমাত্র হরির শুদ্ধ সেবকগণকে দয়া করিলেন কেন? ভক্তিহীনজনের দুর্ব্যবহার অনুমোদন করিলেন না কেন? ইহাতে কি তাঁহার দয়ানিধি নামে দোষ স্পর্শ করিল না? প্রাকৃত সহজিয়া যাহারা মুখে দয়ানিধি গৌরের অনুগত, দয়াল নিত্যানন্দের অনুগত, দয়ার্ণব ঠাকুর নরোত্তমের অনুগত, মূর্ত্তিমান্ দয়াময় বৈষ্ণব ঠাকুরের অনুগত বলিয়া প্রকাশ্যভাবে কপটতার সাহায্যে স্বার্থপ্রচারে নিপুণ তাহারা পূর্ব্বোক্ত নয়প্রকার দয়ার কোন অংশ পাইল না কেন? এতদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে তাদৃশ পূর্ব্বপক্ষকারী, ভগবান্ এবং তদ্ভক্তকে কৃপাময় বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নন। তিনি নিজ আপাত মধুর ইন্দ্রিয়তর্পণময় স্বার্থকেই কেবল দয়া বলিয়া জানিয়াছেন। যে তাঁহার ইন্দ্রিয়তর্পণে সামান্যমাত্র ব্যাঘাত করিবে তিনিই কৃপারহিত ভক্ত নহেন, ভগবান্ নহেন। তাঁহার কল্পিত গৌরহরি ভগবান্ নহেন পরন্তু বিলাসসহায় ক্রীড়াপুত্তলীমাত্র। কিন্তু সজ্জন কৃপালু। সজ্জন অসতের সঙ্গ ত্যাগ করায় আপনার নিজের প্রতি অত্যন্ত দয়াবিশিষ্ট হইয়াছেন। যাঁহারা

জড়বুদ্ধিতে দয়া পরবশ হইয়া নিজ হরিবিমুখ ইন্দ্রিয়গুলির সন্তর্পণে ব্যস্ত এবং প্রতিষ্ঠাশায় কপটতা দ্বারা ভোগময় সংসারকে মূর্খজনের নিকট হরিসেবাময় বলিয়া প্রচার করেন তাঁহারা কৃপালু নহেন। সজ্জনগণ কৃপালু। যিনি ইন্দ্রিয়পর দুর্ব্বল জীবদলের জড়াভিনিবেশ প্রবল করিবার উদ্দেশে সত্য ধর্ম্ম আচ্ছাদন করেন অপ্রিয় সত্য বাক্য বলিয়া কাহারও নিকট অসামাজিক হইতে ইচ্ছা করেন না, বাজে লোকের নিকট মোড়ল হইবার যত্ন যাঁহার প্রবল, তিনি কখনও সজ্জন হইতে পারেন না, তিনি কখনও দয়ালু হইতে পারেন না। দয়ালু হইতে হইলে সত্য আচ্ছাদন কোন ক্রমেই উচিত নহে। মুখে শুদ্ধসেবক বলিয়া দয়াময় বৈষ্ণব ঠাকুরের অমর্য্যাদা করিয়া কুমত আচরণ ও প্রচার করা দয়ার অভাবমাত্র॥ সজ্জন সর্ব্বদাই দয়ালু।

শ্রীশ্রীরূপানুগ ভজন দর্পণ।

(শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩২ পৃষ্ঠার পর)

প্রধানা নায়িকা শ্রীমতী রাধিকার সখীগণের বর্ণন।

নায়িকার শিরোমণি, ব্রজে রাধা ঠাকুরাণী, পঞ্চবিধ সখীগণ তাঁর।
সখী নিত্যসখী আর, প্রাণসখী অতঃপর, প্রিয়সখী এই হৈল চার॥
পঞ্চম পরম প্রেষ্ঠ, সখীগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বলি সব শুন বিবরণ।
কুসমিকা বিন্ধ্যাবতী, ধনিষ্ঠাদি ব্রজ সতী, সখীগণ মধ্যেতে গণন॥
শ্রীরূপ রতিকস্তুরী, শ্রীগুণমণিমঞ্জরী, প্রভৃতি রাধিকা নিত্য সখী।
প্রাণসখী বহু তাঁর, বাসন্তী নায়িকা আর, প্রধানা তাহার শশীমুখী॥

কুরঙ্গাক্ষি মঞ্জুকেশী, সুমধ্যা মদনালসী, কমলা মাধুরী কামলতা।
কন্দর্পসুন্দরী আর, মাধবী মালতী তার, শশীকলা রাধাসেবা রতা॥
ললিতা বিশাখা চিত্রা, তুঙ্গবিদ্যা চম্পলতা, ইন্দুলেখা রঙ্গদেবী সতী।
সুদেবীতি অষ্ট জন, পরম প্রেষ্ঠ সখীগণ, রাধাকৃষ্ণ সেবে এক মতি ॥ ১৬

অথ সখী সাধারণ সেবা।

রাধাকৃষ্ণ গুণ গান, মিথাসক্তি সম্বর্দ্ধন, উভয়াভিসার সম্পাদন।
কৃষ্ণে সখী সমর্পণ, নর্ম্মবাক্য আস্বাদন, উভয়ের সুবেশ রচন॥
চিত্তভাব উদ্ঘাটন, মিথশ্ছিদ্র সংগোপন, প্রতীপ জনের সুবঞ্চন্।
কুশল শিক্ষণ আর, সংমিলন দুজনার, ব্যজনাদি বিবিধ সেবন॥
উভয় কুশল ধ্যান, দোষে তিরস্কার দান, পরস্পর সন্দেশ বহন।
নায়িকার দশাকালে, প্রাণ রক্ষা সুকৌশলে, সখী সাধারণ কার্য্য জান॥
যেবা যে সখীর কার্য্য, বিশেষ বলিয়া ধার্য্য, প্রদর্শিত হবে যথা স্থানে।
রূপানুগ ভজে যেবা, যে সখীর যেই সেবা, তদনুগ সেই সেবা মানে॥ ১৭

শ্রীরাধিকার পঞ্চপ্রকার সখীর মধ্যে যাঁহাদিগকে প্রথমে কেবল সখী বলিয়া উক্ত করা হইয়াছে তাঁহাদের কিরূপ অবস্থান।

পঞ্চসখী মধ্যে চার, নিত্যসিদ্ধ রাধিকার, সে সকলে সাধন না কৈল।
সখীবলি উক্ত যেঁহ, সাধন প্রভাবে তেঁহ, ব্রজরাজপুরে বাস পাইল॥
সেই সখী দ্বিপ্রকার, সাধনেতে সিদ্ধ আর, সাধন পরা বলিয়া গণন।
সিদ্ধা বলি আখ্যা তাঁর, গোপীদেহ হইল যাঁর, করি রাগে যুগল ভজন॥
কৃষ্ণাকৃষ্ট মুনি জন, তথা উপনিষদগণ, যে না লৈল গোপীর স্বরূপ।
সাধন আবেশে ভজে, সিদ্ধি তবু না উপজে, ব্রজভাব প্রাপ্তি অপরূপ॥
যে যে শ্রুতি মুনিগণ, গোপী হঞা সুভজন, করিল সখীর পদ ধরি।
নিত্য সখী কৃপা বলে, তৎসালোক্য লাভ ফলে, সেবা করে শ্রীরাধা শ্রীহরি॥

দেবীগণ সেইভাবে, সখীর সালোক্য লাভে, কৃষ্ণ সেবা করে সখী হয়ে।
ব্রজের বিধান এই, গোপী বিনা আর কই, না পাইবে ব্রজ যুবদ্বয়ে ॥ ১৮

সর্ব্ব সখীগণের পরস্পর ভাব।

পরম চৈতন্য হরি, তাঁর শক্তি বনেশ্বরী, পরাশক্তি বলি বেদে গায়।
শক্তিমানে সেবিবারে, শক্তি কায়ব্যূহ করে; নানা শক্তি তাহে বাহিরায় ॥
আধার শক্তিতে ধাম, আহ্বয় শক্তিতে নাম, সন্ধিনী শক্তিতে বস্তু জাত।
সম্বিৎ শক্তিতে জ্ঞান, তটস্থে জীব বিধান, হ্লাদিনীতে কৈল সখী ব্রাত ॥
নিত্য সিদ্ধ সখী সব, হ্লাদিনীর সুবৈভব, হ্লাদিনী স্বরূপ মূল রাধা।
চন্দ্রাবলী আদি যত, শ্রীরাধার অনুগত, কেহ নহে রাধা প্রেমের বাধা ॥
প্রেমের বিচিত্র গতি, প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে সতী, চন্দ্রা করে রাধা প্রেম পুষ্ট।
সব সখীর এক মন, নানাকারে নানা জন, ব্রজ যুব দ্বন্দ্বে করে তুষ্ট ॥ ১৯

ব্রজগত মধুররতির আলম্বন বর্ণিত হইল, উদ্দীপন বর্ণিত হইতেছে যথা

কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভক্তগত, গুণনাম সুচরিত, মণ্ডল সম্বন্ধি তটস্থাদি।
ভাব যত অগণন, ও রসের উদ্দীপন, হেতু বলি বলে রসবেদী।
মানস বাচিক পুন, কায়িকাতে তিন গুণ, নাম কৃষ্ণ শ্রীরাধামাধব।
নৃত্য বংশী গান গতি, গোদোহন গোআহুতি, অঘোদ্ধার গোষ্ঠেতে তাণ্ডব।
মাল্যানুলেপন আর, বাস ভূষা এই চার, প্রকার মণ্ডন শোভাকর।
বংশী শৃঙ্গ বীণারব, গীত শিল্প সুসৌরভ, পদাঙ্কভূষণ বাদ্যস্বর ॥
শিখি পুচ্ছ গাভি যষ্টি, বেণু শৃঙ্গ প্রেষ্ঠ দৃষ্টি, অদ্রিধাতু নির্ম্মাল্য গোধূলি।
বৃন্দাবন তদাশ্রিতা, গোবর্দ্ধন রবিসুতা, রাস আদি যত লীলা স্থলী ॥
খগভৃঙ্গ মৃগকুঞ্জ, তুলসিকা লতাপুঞ্জ, কর্ণিকার কদম্বাদি তরু।
শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধি সব, বৃন্দারণ্য সুবৈভব, উদ্দীপন করে রস চারু ॥
জ্যোৎস্নাঘন সৌদামিনী, শরৎপূর্ণ নিশামণি, গন্ধবহ আর খগচয়।
তটস্থাখ্য উদ্দীপন, রসাস্বাদ বিভাবন, করে সব হইয়া সদয় ॥ ২০

বিভাব সমাপ্ত, অনুভাব বর্ণিত হইতেছে।

বিভাবিত রতি যবে, ক্রিয়াপর হয়ে তবে, অনুভাব হয়ত উদিত।
চিত্তভাব উদ্ঘাটিয়া, করে বাহ্য সুবিক্রিয়া, যথন যে হয়ত উচিত॥
নৃত্য গীত বিলুণ্ঠন, ক্রোশন তনু মোটন, হুঙ্কার জৃম্ভন ঘন শ্বাস।
লোকানপেক্ষিতামতি, লালাস্রাব ঘূর্ণা অতি, হিক্কাদয় অট্ট অট্ট হাস॥
গাত্রচিত্র যত সব, অলঙ্কার সুবৈভব, নিগদিত বিংশতি প্রকার।
উদ্ভাস্বর নাম তার, ধম্মিল্য স্রংসন আর, ফুল্ল ঘ্রাণ নীব্যাদি বিকার॥
বিলাপালাপ সংলাপ, প্রলাপ ও অনুলাপ, অপলাপ সন্দেশাতিদেশ।
অপদেশ উপদেশ, নির্দ্দেশ ও ব্যপদেশ, বাচিকানুভাবের বিশেষ॥ ২১

অনুভাব সমাপ্ত, অথ সাত্ত্বিক।

স্থায়ী ভাবাবিষ্ট চিত্ত, পাইয়া বিভাব বিত্ত, উদ্ভট ভাবেতে আপনায়।
প্রাণ বৃত্তে ন্যাস করে, প্রাণ সেই ন্যাস ভরে, দেহ প্রতি বিকৃতি চালায়॥
বৈবর্ণ রোমাঞ্চ স্বেদ, স্তম্ভ কম্প স্বর ভেদ, প্রলয়াশ্রু এ অষ্ট বিকার।
সঞ্চারি যে ভাবচয়, হর্ষামর্ষ আর ভয়, বিষাদ বিস্ময়াদি তার॥
প্রবৃত্তি কারণ হয়, লীলাকালে বসে লয়, আপনে করায় অনুক্ষণ।
ধূমায়িতা উজ্জ্বলিতা, দীপ্তা আর সুউদ্দীপ্তা, এই চারি অবস্থা লক্ষণ॥
যার যেই অধিকার, সাত্ত্বিক বিকার তার, সে লক্ষণে হয়ত উদয়।
মহাভাব দশা যথা, সুউদ্দীপ্তা ভাব তথা, অনায়াসে সুলক্ষিতা হয়॥ ২২

সাত্ত্বিক ভাব সমাপ্ত, ব্যভিচারী বা সঞ্চারি ভাব।

নির্ব্বেদ বিষাদ মদ, দৈন্য গ্লানি শ্রমোন্মাদ, গর্ব্বত্রাস শঙ্কা অপস্মৃতি।
আবেগ আলস্য ব্যাধি, মোহ মৃত্যু জড়তাধি, ব্রীড়া অবহিথা আর স্মৃতি।
বিতর্ক চাপল্য মতি, চিন্তৌৎসুক্য হর্ষ ধৃতি, ঔগ্রাসয়া নিদ্রামর্ষ সুপ্তি।
বোধ এই ভাবচয়, ত্রয়োস্ত্রিংশৎসবে হয়, ব্যভিচারি নামে লভে জ্ঞপ্তি।

অতুল্য মধুর রসে, উগ্রালস্থ না পরশে, আর সব ভাব যথাযথ।
উদি ভাবাবেশ সুখে, স্থায়ীভাবের অভিমুখে, বিশেষ আগ্রহে হয় রত।
রাগাঙ্গ সত্ব আশ্রয়ে, রসযোগ সঞ্চারয়ে, যেন স্থায়ী সাগরের ঢেউ।
নিজ কার্য্য সাধি তূর্ণ, সাগর করিয়া পূর্ণ, নিবে আর নাহি দেখে কেউ॥২৩

ভাবাবস্থাপ্রাপ্ত স্থায়ীভাবের উত্তর দশা।

সাধারণী সমঞ্জসা, স্থায়ী লভে ভাব দশা, কুব্জা আর মহিষী প্রমাণ।
একা ব্রজদেবীগণে, মহাভাব সংঘটনে, রূঢ় অধিরূঢ় সুবিধান॥
নিমেষ সহতা তায়, হৃন্মন্থনে খিন্নপ্রায়, কল্পক্ষণ সৌখ্যে শঙ্কাকুল।
আত্মাবধি বিস্মরণ, ক্ষণ কল্প বিবেচন, যোগে বা বিয়োগে সমতুল॥
অধিরূঢ় ভাবে পুন, দ্বিপ্রকার ভেদ শুন, মোদন মাদন নামে খ্যাত।
বিশ্লেষ দশাতে পুন, মোদন হয় মোহন, দিব্যোন্মাদ তাহে হয় জাত॥
দিব্যোন্মাদ দ্বিপ্রকার, চিত্র জল্পোদ্‌ঘূর্ণা আর, চিত্রজল্প বহুবিধ তায়।
মোহনেতে শ্রীরাধার, মাদনাখ্য দশা সার, নিত্য লীলাময়ী ভাব পায়॥
সাধারণী ধূমায়িতা, সমঞ্জসা সদা দীপ্তা, রূঢ়ে তথোদ্দীপ্তা সমর্থায়।
সুদ্দীপ্তা শ্রীরাধাপ্রেম, যেন উজ্জ্বলিত হেম, মোদনাদি ভাবে সদা ভায়॥২৪

উজ্জ্বল রস দুই প্রকার, সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ, তত্র বিপ্রলম্ভ॥

শ্রীউজ্জ্বল রস সার, স্বভাবত দ্বিপ্রকার, বিপ্রলম্ভ সম্ভোগ আখ্যান।
বিনা বিপ্রলম্ভাশ্রয়, সম্ভোগের পুষ্টি নয়, তাই বিপ্রলম্ভের বিধান॥
পূর্ব্বরাগ তথা মান, প্রবাস বৈচিত্ত্য জ্ঞান, বিপ্রলম্ভ চারিত প্রকার।
সঙ্গমের পূর্ব্ব রীতি, লভে পূর্ব্ব রাগ খ্যাতি, দর্শনে শ্রবণে জন্ম তার॥
অনুরক্ত দম্পতির, অভীষ্ট বিশ্লেষ স্থির, দর্শন বিরোধী ভাব মান।
সহেতু নির্হেতু মান, প্রণয়ের পরিণাম, প্রণয়ের বিলাস প্রমাণ।
সাম ভেদ ক্রিয়া দানে, নত্যুপেক্ষা সুবিধানে, সহেতু মানের উপশম।
দেশ কাল বেণু রবে, নির্হেতুক মানোৎসবে, করে অতি শীঘ্র উপরম॥

বিচ্ছেদ আশঙ্কা হইতে, প্রেমের বৈচিত্ত্যা চিত্তে, প্রেমের স্বভাবে উপজয় ।
দেশ গ্রাম বনান্তরে, প্রিয় যে প্রয়াস করে, প্রবাসাখ্য বিপ্রলম্ভ হয় ॥ ২৫

অথ সম্ভোগ ।

দর্শন আশ্লেষান্বিত, আনুকূল্য সেবাশ্রিত, উল্লাসে আরূঢ় যেই ভাব ।
যুবদ্বন্দ্ব হৃদি মাঝে, রসাকারে সুবিরাজে, সম্ভোগাখ্যা তার হয় লাভ ॥
মুখ্য গৌণ দ্বিপ্রকার, সম্ভোগের সুবিস্তার, তদুভয় চারিটি প্রকার ।
সংক্ষিপ্ত সংকীর্ণ জান, সম্পন্ন সমৃদ্ধিমান, পূর্ব্ব ভাবাবস্থা অনুসার ॥
পূর্ব্ব রাগান্তরে যাঁহা, সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ তাঁহা, মানান্তরে সংকীর্ণ প্রমাণে ।
ক্ষুদ্র প্রবাসাবসানে, সম্পন্ন সমৃদ্ধিমানে, সুদূর প্রবাস অবসানে ॥
সম্পন্ন দ্বিবিধ ভাব, আগতি ও প্রাদুর্ভাব, মনোহর সম্ভোগ তাহায় ।
স্বপ্নে ঐ সব ভাব, যবে হয় আবির্ভাব, তবে গৌণ সম্ভোগ জানায় ॥ ২৬

সম্ভোগের প্রকার

সন্দর্শন সংস্পর্শন, জল্পবর্ত্ম নিরোধন, রাস বৃন্দাবন লীলা ভুরি ।
জলকেলি যমুনায়, নৌকা খেলা চৌর্য্য তায়, ঘট্টলীলা কুঞ্জে লুকাচুরি ॥
মধুপান বধূবেশ, কপট নিদ্রা আবেশ, দ্যূতক্রীড়া বস্ত্র টানাটানি ।
চুম্বাশ্লেষ নখার্পণ, বিম্বাধর সুধাপান, সম্প্রযোগ আদি লীলা মানি ॥
সম্ভোগ প্রকার সব, সম্ভোগের মহোৎসব, লীলা হয় সদা সুপেশল ।
সেই লীলা অপরূপ, উজ্জ্বল রসের কূপ, তাহে যার হয় কৌতূহল ॥
চিদ্বিলাস রসভরে, রতিভাব দশাধরে, মহাভাব পর্য্যন্ত বাড়য় ।
যে জীব সৌভাগ্যবান, লীলাযোগে সুসন্ধান, ব্রজে বসি সতত করয় ॥ ২৭

রসতত্ত্ব সম্পূর্ণ হইল, এখন উজ্জ্বল রসাশ্রিত লীলা জ্ঞাতব্য ।

রসতত্ত্ব নিত্য যৈছে, ব্রজলীলা নিত্য তৈছে, লীলারস এক করি জান ।
কৃষ্ণ যে সাক্ষাৎ রস, সকলই কৃষ্ণের বশ, বেদ ভাগবতে করে গান ॥
শ্রীকৃষ্ণ পরম তত্ত্ব, তাঁর লীলা শুদ্ধ সত্ত্ব, মায়া যাঁর দূরস্থিতা দাসী ।

জীব প্রতি কৃপা করি, লীলা প্রকাশিল হরি, জীবের মঙ্গল অভিলাষী ॥
ব্রহ্মাশেষ শিব যার, অন্বেষিয়া বার বার, তত্ত্ব নাহি বুঝিবারে পারে।
ব্রহ্মের আশ্রয় যিনি, পরমাত্মার অংশী তিনি, স্বয়ং ভগবান বলি যাঁরে ॥
সেই কৃষ্ণ দয়াময়, মূলতত্ত্ব সর্ব্বাশ্রয়, অনন্তলীলার এক খনি।
নির্ব্বিশেষ লীলা ভরে, ব্রহ্মতা প্রকাশ করে, স্বীয় অঙ্গকান্তি গুণমণি ॥
অংশে পরমাত্মা হয়ে, বদ্ধ জীবগণে লয়ে, কর্ম্মচক্রে লীলা করে কত।
দেবলোকে দেব সহ, উপেন্দ্রাদি হয়ে তেঁহ, দেব লীলা করে শত শত ॥
পরব্যোমে নারায়ণ, হয়ে পালে দাসজন, দেবদেব রাজ রাজেশ্বর।
সেই কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়, ব্রজে নর পরিচয়, নর লীলা করিল বিস্তার ॥ ২৮

সমস্ত লীলার মধ্যে ব্রজলীলার শ্রেষ্ঠতা।

কৃষ্ণের যতেক খেলা, তার মধ্যে নর লীলা, সর্ব্বোত্তম রসের আলয়।
এ রস গোলোকে নাই, তব বল কোথা পাই, ব্রজধাম তাহার নিলয় ॥
নিত্যলীলা দ্বিপ্রকার, সান্তর ও নিরন্তর, যাহে মজে রসিকের মন।
জন্মবৃদ্ধি দৈত্য নাশ, মথুরা দ্বারকাবাস, নিত্যলীলা সান্তরে গণন ॥
দিবারাত্র অষ্টভাগে, ব্রজজন অনুরাগে, করে কৃষ্ণ লীলা নিরন্তর।
তাহার বিরাম নাই, সেই নিত্যলীলা ভাই, ব্রহ্মরুদ্র শেষ অগোচর ॥
জ্ঞান যোগকর যত, হয় তাহাদূর গত, শুদ্ধ রাগ নয়নে কেবল।
সে লীলা লক্ষিত হয়, পরানন্দ বিতরয়, হয় ভক্ত জীবন সম্বল ॥ ২৯

ক্রমশঃ

শক্তি পরিণত জগৎ।

"অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্। ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম।"
এই কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু কাশীবাসীগণকে বলিয়াছিলেন। প্রকাশানন্দ

প্রমুখ সন্ন্যাসীগণ সেই কালে নির্ব্বিশেষ মতে বিবর্ত্তবাদ বিশ্বাস করিতেন। রজ্জুতে সর্প প্রতীতি যেরূপ রজ্জুর বস্তুত্ব বিচারে সত্য নহে কিন্তু অনুভবকারীর তাৎকালিক সত্য প্রতীতিবিশেষ সেইরূপ এই বিচিত্র বিশ্বের অবস্থান জীবের নিকট ভ্রমময় প্রতীতি মাত্র বস্তুতঃ বিশ্বের বস্তুত্ব বিচারে ইহাই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। যাঁহারা এই রজ্জুসর্পবাদকে জগদধিষ্ঠানের উদাহরণ বলিয়া গ্রহণ করেন তাঁহারা বিবর্ত্তবাদী বা মায়াবাদী বা জগৎ মিথ্যাভ্রম জাত বলেন। পক্ষান্তরে জগৎকে যাঁহারা নিত্যানন্ত অবিকারী শক্তিমান্ ভগবানের বহিরঙ্গ নাম্নী শক্তির বিকার বলেন তাঁহারা পরিণামবাদী। অবিকারী শক্তিমান্ ভগবানের অন্তরঙ্গাশক্তি শক্তিপরিণত হইয়া বৈকুণ্ঠ গোলোকাদি নিত্য বিরাজমান। বদ্ধজীব ভোগ্য জড় জগৎ নশ্বর, হরিভোগ্য জড়েতর চিজ্জগৎ নিত্য। জড়জগতে দ্বৈত ও ভেদজ্ঞানে বস্তুর জড়ত্ব জন্য অনেকত্ব॥ চিজ্জগৎ পরিণতিতে অদ্বয়জ্ঞানে বস্তুর একত্ব হইলে ও শক্তিগত নিত্য অনন্ত বৈচিত্র তথায় বিরাজমান। ভগবানের তিন প্রকার শক্তির কথা উল্লিখিত আছে। প্রথম প্রকার অন্তরঙ্গা শক্তি হইতে অপ্রাকৃত বিচিত্রতাময় নিত্য চিজ্জগৎ; দ্বিতীয় প্রকার বহিরঙ্গা শক্তি হইতে প্রাকৃত বিচিত্রতাময় নশ্বর অচিৎ জড়জগৎ; তৃতীয় প্রকার তটস্থা শক্তি হইতে অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত উভয় জগদ্ দ্বয়াত্মক ভেদাভেদ জীব জগৎ। শক্তি পরিণত হইয়া এই তিন প্রকার জগৎ প্রকট করেন। নির্ব্বিশেষ মতমূলে বিবর্ত্তবাদীগণ ব্রহ্মশক্তিকে অজ্ঞান ভ্রমমূলা এবং নিঃশক্তিকত্বই ব্রহ্মের পরিচয় বলিয়া জানেন। তাঁহাদের মতে যেখানে শক্তিমানের শক্তির কথা উল্লিখিত হয় উহা খণ্ডজ্ঞানানুভূতি বলিয়া আংশিক জ্ঞান বা পূর্ণজ্ঞানাভাবে ভ্রমময় প্রতীতি বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়। তাদৃশ বিচার

প্রাকৃত নশ্বর জড় জগতের অভিজ্ঞতাশ্রয়ে উদ্ভূত এবং নিত্য সবিশেষত্বের অনভিজ্ঞতাব্যঞ্জক।

কেবলাদ্বৈতবাদী ভগবত্তা বুঝিতে পারেন না বলিয়া অথবা তাঁহার বিচারে ভগবান অনন্ত শক্তিমান্ হইতে পারেন না, এরূপ নয়। অজ্ঞান ময় প্রাকৃত বুদ্ধি বিশিষ্ট জীবের বিচার সঙ্কীর্ণ বলিয়া ব্রহ্ম বৃহৎ নয়, পরমাত্মা ব্যাপক নহেন বা ভগবান্ অসংখ্য পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তির যুগপৎ আশ্রয় স্থল নন এরূপ নয়। নির্বিশেষবাদী বুঝিতে পারেন না বলিয়া অচিন্ত্য শক্তিমান ভগবত্তা থাকিবার আবশ্যক নাই, পেচক সূর্য্যকিরণ দেখিতে সমর্থ নয় বলিয়া ভাস্করের অস্তিত্ব নাই বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু যুবার ধর্ম্ম উপলব্ধি করিতে অসমর্থ বলিয়া মানব জীবনে যৌবন নাই এরূপ বিচার করা উচিত নহে। মায়াবাদ স্থাপন করিতে হইলে শক্তিমাত্রই জড় হেয়ও চিদ্ধর্ম্মবর্জ্জিত জানিয়া নিঃশক্তিক ব্রহ্ম ধারণা প্রবল করিতে হয়, তদনুকূলে অসংখ্য যুক্তিতর্ক উদাহরণ প্রভৃতি আসিয়া সত্য জ্ঞানকে আচ্ছাদন করে, খণ্ডজ্ঞান দ্বারা অখণ্ড অদ্বয় বস্তুর পরিমাণ করিবার ধৃষ্টতা উপস্থিত হয় এবং ভগবত্তাকে বা নিত্য শক্তি সমূহে সন্দেহ উৎপন্ন হইয়া নানা প্রলপিত বিজ্ঞতা আসিয়া জীবকে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক করিয়া ফেলে।

বিবর্ত্তবাদী বস্তু সত্তাকে ব্রহ্ম বলেন এবং বস্তু ধর্ম্মের আংশিক প্রতীতি জন্য খণ্ডজ্ঞান ত্রিগুণজাত অপূর্ণ বা মিথ্যা বলেন। খণ্ডজ্ঞান সাহায্যে অখণ্ডজ্ঞানের উপলব্ধি হইতে পারে না বলিয়া জড় জগতের সহিত ব্রহ্মের কোন প্রকার অন্বয়তা নাই কেবল ব্যতিরেকতা আছে এরূপ সিদ্ধান্ত করেন। জীবের বিচার খণ্ডজ্ঞান সম্ভূত সুতরাং জীবের এবং জড় জগতের স্বরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া অদ্বয় ব্রহ্ম বলিয়া ধরিয়া লইলে বিবর্ত্তবাদের সাহায্য প্রয়োজন হয়। এই মতের প্রতিকূলে শক্তিপরিণাম উচ্চৈস্বরে

বলেন বদ্ধজীবের বদ্ধত্ব এবং তদ্বিপরীত মুক্তত্ব অবস্থাদ্বয় অন্যায়পূর্ব্বক এক করিয়া লইবার ভিক্ষা বিবর্ত্তবাদীকে দিতে তিনি প্রস্তুত নন। "দেহে আত্ম বুদ্ধি হয় বিবর্ত্তর স্থান" অর্থাৎ অচিৎ বস্তু দেহের সহিত চিদ্বস্তু দেহীর সমতা জ্ঞানই বিবর্ত্তের উদাহরণ অথবা চিদাচিৎ শক্তিদ্বয়কে ঐক্য বুদ্ধি। দেহকে বা জড়কে ব্রহ্ম বা আত্ম বলিয়া ধারণা করাই ভ্রান্তিময় প্রতীতি, অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহে, ভক্তের অপ্রাকৃত দেহকে প্রাকৃত কলেবর মনে করাই বিবর্ত্তের উদাহরণ পরন্তু বস্তু মানিয়া তদ্ধর্ম্ম বা শক্তি রহিত করিবার চেষ্টাই বিবর্ত্তবাদ উদাহরণের স্থল। বস্তু হইতে এক প্রকার শক্তিবলে মায়িক কালাভ্যন্তরে নশ্বর প্রাকৃত জগৎ পরিণত হইল, বস্তুকে বিকৃত করিল না, অন্য প্রকার শক্তিবলে কালাতীত রাজ্যে অপ্রাকৃত জগৎ নিত্যকাল উদিত রহিল, বিচিত্র হইয়াও নশ্বর জড়ের ন্যায় হেয় হইল না আবার বস্তুর তৃতীয় প্রকার তটস্থা শক্তি কখন ও প্রথম প্রকার বহিরঙ্গা শক্তির সহ আপনাকে অভিন্ন বুঝেন, কখনও বা ভিন্ন বুঝেন এবং কখনও বা যুগপৎ ভিন্নাভিন্ন বুঝেন। শক্তিমান্ শক্তিপরিণতি জন্য জড়ের ধর্ম্মের ন্যায় বিকার বিশিষ্ট হেয় হইলেন না; ইহাই তাঁহার অবিচিন্ত্য মহাশক্তি, যে শক্তি কেবলাদ্বৈতবাদী মায়িক ধারণায় উপলব্ধি করিতে পারেন না।

আজ কালকার জড়বিজ্ঞান বিদ্গণের মতে পরমাণু কোন বস্তুত্বে স্থান পায় না। তাঁহারা তড়িৎশক্তির সূক্ষ্ম উন্নত আলোচনা করিয়া জানিয়াছেন যে পরমাণুর কেন্দ্রে কেবল মাত্র ধনতড়িৎ কণ ও তৎ পরিধিতে ঋণতড়িৎ কণ শক্তিমাত্র বিরাজ করে। এতদুভয়ের সামঞ্জস্যই পরমাণুর অধিষ্ঠান। শক্তি হইতে দ্রব্যের অস্তিত্ব। শক্তি বিচ্ছিন্ন বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা জড়ের পরিচয়ে ঐহিক জ্ঞানের গম্য নহে। পরমাণু দ্বারা জগৎ গঠিত এবং সেই পরমাণুগুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় এইরূপ ধারণা বৈজ্ঞানিকগণ পোষণ

করিতেন। এক্ষণে ইলেক্ট্রণ থিয়রি বা বিদ্যুৎকণ ধারণার অভ্যুদয়ে ধন ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণ সমীকরণেই পদার্থ পরমাণুর উদ্ভব ধারণা প্রবল হইতেছে। প্রাকৃত জগতে বস্তু দেখিতে গিয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মাণু-সন্ধানে পরমাণুসত্তা শক্তিতে পর্য্যবসিত। স্থূলভাবে বস্তুদর্শন ঘটিল না। শক্তি অবশ্যই আধার অপেক্ষা করে। কাহার ও বিবেচনায় শক্তির অচঞ্চলা অবস্থাই বস্তু বলিয়া পরিজ্ঞাত। যেখানে শক্তি অপ্রকাশিত সেখানে বস্তু জড় বলিয়া বিদিত। শক্তি ও শক্তিমান অবিচ্ছিন্ন তত্ত্ব। কিন্তু বস্তুর পরিচয় পাইতে হইলে তাহার শক্তি বা কার্য্যের অনুপলব্ধিতে স্বতন্ত্রভাবে বস্তুর অধিষ্ঠান জ্ঞাতার জাড্যই প্রতিপন্ন করে।

জড় জগতে নিহিত শক্তি সমূহ দ্বারা, জড়ে অভিনিবিষ্ট বদ্ধজীব বিশ্বের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া বস্তুকে জড় এবং শক্তিকে তদ্বিপরীত ধর্ম্ম বিশিষ্ট মনে করিয়া বস্তুর দ্বৈতধারণায় প্রবৃত্ত হন। আবার শক্তির তারতম্য বিচার আসিয়া মানব ধারণা জড়কে স্বল্প শক্তির অবস্থা বিশেষ বলিয়া অদ্বয় ধারণা স্থির করে। বিবর্ত্তবাদাশ্রয়ে জড় নিঃশক্তিকত্ব, খণ্ডজ্ঞানের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন মনে করেন। প্রভাকর ভাস্করাদি বিকারবাদী বিশ্বকে বস্তুর বিকার স্থির করিয়া বিবর্ত্তবাদীগণের প্রতিপক্ষতা আচরণ করেন। এতদুভয়ের সামঞ্জস্য চিন্তা জড়ধারণায় সম্ভবপর নহে একথা অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈত মত প্রকাশকগণ প্রাকৃত বিচারক দিগকে ভূয়োভূয়ঃ বলিয়া থাকেন এবং তাহাদের নিকট শক্তি শক্তিমান্ অভিন্ন হইলেও বস্তুর অবিকারিণী শক্তি প্রভাবে বিচিত্রতার নিত্যতা এবং বিকারিণী শক্তি প্রভাবে বিচিত্রতার অনিত্যতা প্রতিপাদক জড় জগৎ উভয়ই উদিত একথা বলিয়া থাকেন। প্রাকৃত বিচারকগণ যুগপৎ দ্বৈতাদ্বৈত ধারণা করিতে অক্ষম কেন না তাঁহারা অচিন্ত্য শক্তিমত্তা ভগবানেই সম্ভব এরূপ জড়ে কোন উদাহরণ না দেখিয়া জড়াতীত রাজ্যে

তাহার অস্তিত্বে সন্দেহপর হন। অবতারী ভগবানের ব্যক্তিগত অধিষ্ঠানকে ও অজ্ঞান সমষ্টি প্রভৃতি আখ্যা দিয়া জড় নির্ব্বিশেষকেই চিন্মাত্র বলিয়া স্থাপন করেন। জড় প্রত্যক্ষবাদীগণ জড় নির্ব্বিশেষ সত্তাকে পরমতত্ত্ব বলিয়া জানেন অবার কেহবা কেবল, নিগুর্ণ, চেতা সাক্ষী এই বিশেষ চতুষ্টয়কে অজ্ঞাতভাবে স্বীকার করিয়া অবতারীতত্ত্বকে দয়া করিতে ও অগ্রসর হন। জড় জগৎ নশ্বর হইলেও জীব প্রতীতিতে মিথ্যা নহে। বিবর্ত্তবাদাশ্রয়ে খণ্ডজ্ঞানময় জীবপ্রতীতির উপযোগিতা থাকিলেও জগতের অধিষ্ঠান সম্বন্ধে উহার প্রয়োগ সিদ্ধ হইলে তাদৃশ প্রতীতি ও বিবর্ত্তবাদ মূলক জীব জ্ঞান প্রসূত বলিয়া বিবর্ত্ত বা মিথ্যা মাত্র। এক জ্ঞাতার বিবর্ত্ত প্রতীতি সত্ত্বে ও জগতের অধিষ্ঠান অপর সকলের নিকট মিথ্যা নহে। বিবর্ত্তবাদের চিন্তা ও বিবর্ত্তেরই প্রকার ভেদ সুতরাং তাহা ও বিবর্ত্ত।

সার্ব্বভৌমোপাধি পরীক্ষার ফল।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩০

উত্তীর্ণ আচার্য্যগণের তালিকা।

ভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য।

সাধারণ বিভাগ।

শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র নাথ সরকার সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য

সাং বামন পাড়া, মাজু ডাকঘর, জেলা হাবড়া।

সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য।

সাধারণ বিভাগ।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দাস অধিকারী

সাং পুরুলিয়া, চাচুড়ি পুরুলিয়া ডাকঘর, জেলা যশোহর।

শ্রীহরিনাম মাহাত্ম্য।

সদীশ্বর প্রভুপাদ ভকতিবিনোদ।
পতিতপাবনপদ কৃষ্ণপ্রেমামোদ॥
সর্ব্বদা শ্রীমুখে নাম গুণের কীর্ত্তন।
পুনঃ পুনঃ চিত্তে মোর হতেছে স্মরণ॥
লিখিব শুনেছি যাহা শ্রীনাম মাহাত্ম্য।
নাম রূপ গুণ লীলা কৃষ্ণের তাদাত্ম্য॥
রসামৃত মূর্ত্তি হয় কৃষ্ণের স্বরূপ।
সেই রূপ হরিনাম মাধুর্য্যের কূপ॥
কৃষ্ণে নামে ভেদ নাই সেব্য ও ভজন।
নিত্য রূপ গুণ লীলা প্রাকট্য সাধন॥
উপায় উপেয় নাম যত্নাগ্রহে ভজে।
কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-যোগে নামরসে মজে॥
নাম হৈতে শুদ্ধভক্ত শুদ্ধসত্ব পায়।
ভক্তিলতা ক্রম ধরি বৃন্দাবনে যায়॥
সিদ্ধভাবে লীলোদয় যুগল সেবন।
স্বস্বরূপে সিদ্ধভাবে স্ফুরে ব্রজবন॥
কৃষ্ণনাম চিন্তামণি পূর্ণানন্দ তত্ত্ব।
মুক্তকুলে গায় সদা জানি শুদ্ধ সত্ব॥
রসময় শ্রীবিগ্রহ অক্ষয় আকার।
রস রূপে ভক্তচিত্তে করে অধিকার॥
মিশ্র সত্ব রজস্তম সম্বন্ধ না জানে।
নামীতে নামের ভেদ কভু নাহি মানে॥

ক্রমোন্নতি পথ ধরি সদ্গুরু কৃপায় ।
নাম নামী এক বস্তু সাধনে মিলায় ॥
কীর্ত্তন করিবে সদা অক্ষরাত্ম নাম ।
নির্ব্বন্ধিত প্রতি দিন বলে অবিরাম ॥
আলস্য ছাড়িয়া নিষ্ঠা অনন্য সাধন ।
শ্রদ্ধা রতি বাড়ি হয় রস আস্বাদন ॥
রস হৈতে নাম নহে নাম হৈতে রস ।
অগ্রে নাম শেষে রস হয়ত সুরস ॥
কলিকা হইতে ফুল জানিবে নিশ্চয় ।
ফুল হ'তে কভু নহে কলিকা উদয় ॥
সকল গঙ্গায় মাত্র এক ঢেউ বয় ।
বহুবিধ তরঙ্গের অবগতি নয় ॥
সকল বৈষ্ণব শাস্ত্রে নাম মহাধন ।
নবধা ভক্তির শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রের বচন ॥
ঐকান্তিক ভাবে কর কৃষ্ণনামাশ্রয় ।
ভক্তিবিনা কভু কার চিত্ত শুদ্ধি নয় ॥
সাধনের ক্রমসিঁড়ি ক্রমে ক্রমে ধর ।
শ্রদ্ধা নিষ্ঠা ভাব উঠি রস লভে নর ॥
রসোদয় পূর্ব্বাবস্থা ভাবের বিকাশ ।
হ্লাদিনী স্বরূপ ভাব প্রেমেতে প্রকাশ ॥
সেই ভাগবতী রস জানে ভাগ্যবান ।
জড়ীয় বিকার তথা নাহি অবস্থান ॥
নামাভাস যার তার নহে এ বিচার ।
পরম মঙ্গল হয় সাধনে তাহার ॥

ক্রম পথ ধরি নামে সর্ব্বস্বার্থ মিলে।
সুদুর্ল্লভ নামে রস পাবে অবহেলে ॥
মন্ত্রার্থ কৃষ্ণের নাম রূপ গুণান্বয়।
শ্রদ্ধাহীনে দিলে নাম অপরাধ হয় ॥
সজ্জাতি সৎকুল আর বল বিদ্যাধন।
ইথে নামে অধিকারী নহে কদাচন ॥
লিখেছেন প্রভু মোর নাম চিন্তামণি।
যাতে কৃষ্ণ নাম তত্ত্ব সিদ্ধান্তের খনি ॥
"ভজনে অনর্থ নামে যেই ক্ষণে যায়।
চিৎস্বরূপ নাম নাচে ভক্তের জিহ্বায় ॥
নাম সে অমৃত ধারা নাহি ছাড়ে আর।
নাম রসে জীব জিহ্বা নাচে অনিবার ॥
নাম নাচে জীব নাচে নাচে প্রেমধন।
জগৎ নাচায়, মায়া করে পলায়ন ॥
অধিকার না লভিয়া সিদ্ধ দেহ ভাবে।
বিপর্য্যয় বুদ্ধি জন্মে শক্তির অভাবে ॥
সাবধানে ক্রম ধর যদি সিদ্ধি চাও।
সাধুর চরিত দেখি শুদ্ধ বুদ্ধি পাও ॥"
সকল বৈষ্ণব শাস্ত্রে শুদ্ধ নামাশ্রয়।
ভজন প্রণালী বিজ্ঞে অনুভূত হয় ॥
শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র শিক্ষাষ্টক আর।
শ্রীরূপ বর্ণিলা নাম মাহাত্ম্য অপার ॥
সতের প্রসঙ্গে শ্রদ্ধা ভক্তির উদয়।
রতি প্রেম অনুক্রমে কৃষ্ণ-সেবা পায় ॥

চিত্ত কর্ণ রসায়ন কৃষ্ণগত প্রাণ।
পরম বৈকুণ্ঠসুখ লভে ভাগ্যবান॥
ভাগবত শ্লোকে দেখ রূপানুগক্রম।
শ্রদ্ধোদয়ে সাধুসঙ্গ ভজন বিক্রম॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে শ্রদ্ধা নিষ্ঠা হয়।
রুচ্যাসক্তি ভাব প্রেম নাম ক্রমোদয়॥
শ্রদ্ধাকরি নাম ভজে সাধুকৃপা পাঞা।
ইতরে বিরাগ নিত্য স্বরূপ বুঝিয়া॥
ইহাকেই বলি ভক্তি পথ অনুক্রম।
ভক্তি যোগে সর্ব্বসিদ্ধি যদি ধরে ক্রম॥

ক্রমশঃ

দীনহীনা শ্রীমতী বিদ্যুল্লতা
বনগ্রাম।

শ্রীনাম, নামাভাস ও নামাপরাধ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১২ পৃষ্ঠার পর)

৭ম অপরাধ—শ্রদ্ধাহীন জনে নামোপদেশ, শ্রীনামে যাঁহার শ্রদ্ধা উদিত হয় না, তাঁহাকে শ্রীনাম উপদেশ করা একটী নামাপরাধ।

শ্রদ্ধাই ভজনের মূল। শ্রদ্ধাই ভক্তি মন্দিরের প্রধান ও প্রথম সোপান। আধার না থাকিলে যে রূপ আধেয় বস্তুর স্থিতির সঙ্গতি হয় না তদ্রূপ শ্রদ্ধোদয়ের পূর্ব্বে শ্রীনাম প্রদান করিলে আধারের অভাবে শ্রীনাম ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকেন। কুস্থানে শ্রীনামরূপী কৃষ্ণের বাসস্থান নির্দ্দেশ করা কথনই

সেবা অর্থাৎ ভক্ত্যনুকূল নহে; পরন্তু প্রতিকূল, প্রাতিকূল্য অবশ্য বর্জ্জনীয়। অকরণে অভক্তির প্রশ্রয় প্রদত্ত হইয়া থাকে। অতএব ভক্তির প্রতিকূল বলিয়া উহা একটী নামাপরাধ।

শ্রদ্ধাবান্ মহাত্মাই ভক্তির অধিকারী। শ্রীনামপরায়ণ শ্রীনামরসরসিক শুদ্ধ ভক্ত সদ্গুরু, শ্রদ্ধাবান অনুগত শিষ্যের প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া তাহাকে অতুলনীয় অসামান্য শ্রীনাম চিন্তামণি প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রদ্ধা অনুদিত দেখিলে নাম তত্ত্ব শ্রীগুরুদেব কৃপা শক্তি দ্বারা সমূহ বৈদিক মুখ্য তত্ত্ব শিষ্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া তাহার শ্রদ্ধা উদিত করতঃ উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করণানন্তর তাহাতে শ্রীনামরূপ ভক্তিবীজ আরোপণ করেন। ক্রম উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক শ্রদ্ধোদয়ের পূর্ব্বে অনুদিত শ্রদ্ধজনে যথা তথা যে নাম রস প্রদানের অপূর্ব্ব অদ্ভুত প্রণালী শ্রুত হয়, তাহা (যখন ভক্তি তত্ত্ব সম্মত নহে) প্রতিষ্ঠা ও জনসংগ্রহাদি অবান্তর উদ্দেশ্য পূর্ণ বলিয়া অতীব হেয় ও গর্হণীয়। আচার্য্য উল্লঙ্ঘনে উপলক্ষিত হইয়া শ্রীনাম বিনিময়ে ঐ রূপ প্রাকৃত মর্ত্ত্য লাভ-বুদ্ধিকে গর্হিত বলিয়া প্রচার করা ভক্তি পোষক বলিয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। এরূপস্থলে "তৃণাদপি" শ্লোকের সম্মান রক্ষা করিয়া অভক্তির ও ব্যভিচার প্রচারে প্রশ্রয় দেওয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদনুগত মহামান্য আচার্য্যগণের অনুমত নহে। শ্রীনাম প্রচার ছলে প্রাকৃত বিষয়ার্জ্জন ও ক্রম উল্লঙ্ঘন নিরঙ্কুশ হওয়া ও শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগত শ্রীস্বরূপ, রূপ, সনাতন ও ভক্তিবিনোদাদি বৈষ্ণবাচার্য্য মনীষিবৃন্দের কথনই অভিপ্রেত ছিল না। অসময়ে ঠাকুর ঘরে শব্দ বিশেষ শুনিয়া, রক্ষিত দেব ভোগ্য নৈবেদ্য কাহার ও দ্বারা অপব্যবহৃত হইতেছে এই সন্দেহে সন্দিগ্ধ সেবকের পক্ষে "ঠাকুর ঘরে কে"? এই জিজ্ঞাসা দ্বারা "তৃণাদপি" শ্লোকের মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হয় না; পরন্তু "আমি কলা খাই না" উত্তর দ্বারাই মর্য্যাদা লঙ্ঘন জ্ঞাপিত হইয়া পড়ে।

কাল দোষে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে, সেই গ্লানি খণ্ডন পূর্ব্বক সদ্ধর্ম্ম স্থাপনের জন্য অবস্থার গুরুত্বানুসারে ভগবানের অথবা তাঁহার প্রিয় নিত্য সিদ্ধ ক্ষমতাপন্ন ভক্তের অবতার হইয়া থাকে ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে ধর্ম্মের গ্লানি খণ্ডিত হওয়া শ্রীভগবানের বাঞ্ছিত এবং

"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥

শ্রীগীতা।

সাধু মার্গানুগমন, ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম।

বিদ্যা, ধন, সজ্জাতি ও সৎকুল প্রভৃতি শ্রীনাম ভজনে যোগ্যতা প্রদান করিতে পারে না। শ্রীনাম মাহাত্ম্যে সুদৃঢ় বিশ্বাসই শ্রীনাম ভজনের অধিকার লক্ষণ। অশ্রদ্ধালু ব্যক্তি শ্রীনাম প্রাপ্ত হইলে কেবল মাত্র নামে অবজ্ঞা করিবে। বানরকে দিব্যাম্বর প্রদান করিলে সে তাহার সদ্ব্যবহারের অজ্ঞতা নিবন্ধন ছিন্ন করে মাত্র। প্রাণাধিক ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন শ্রীনাম সে পাত্রে কিরূপে অর্পিত হইতে পারে, যথায় তিনি অবজ্ঞাত হইবেন? সেরূপ পাত্রে অর্পণ কথনই ভক্তি হইতে পারে না। শ্রীনামের প্রচার করিতে হইবে বলিয়া ঘৃণ্য প্রতিষ্ঠাদি প্রাকৃত বিষয় লোভে যথা তথা পাত্রাপাত্র নির্ব্বিশেষে শ্রীনামোপদেশ করা কথনই সাধু উদ্দেশ্য হইতে পারে না। ভুবনমঙ্গল শ্রীগৌর সুন্দর বহির্ম্মুখ জীবের শ্রদ্ধা উদিত করিবার জন্য খোল করতাল নাম মহাত্ম্যসূচক গীত উচ্চ প্রথা সংকীর্ত্তনের নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। উক্ত রূপ সংকীর্ত্তনে জীবের শ্রদ্ধা হইলে উদিত তাঁহারা শ্রীনাম ভজনের অধিকারী হইয়া সদ্গুরু বিচার পূর্ব্বক তাঁহার নিকট শ্রীনাম গ্রহণ করিবেন ইহাই পরম করুণ শ্রীশচীনন্দনের উচ্চ সংকীর্ত্তন প্রচারের উদ্দেশ্য বলিয়া ভজন কৃতী শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ অনুভব করেন। কিন্তু অধুনা তদ্রূপ নাম মাহাত্ম্য জ্ঞাপক উচ্চ কীর্ত্তনের পরি-

বর্ত্তে খোল করতালে হাঁকিয়া ডাকিয়া সর্ব্ব ধর্ম্মের সর্ব্বাধিকারীগণ সমাকীর্ণ সাধারণ সভায় অতি নিগূঢ় রসকীর্ত্তনের ঘটা দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন "অন্তরঙ্গ সহ কর রস আস্বাদন"। কিন্তু আধুনিক প্রচারক মহোদয়েরা বলেন "নাম রসবিগ্রহ অতএব অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া এই রস পান করিতে ও করাইতে পারিলেই মঙ্গল"। এই সমূহ দুর্ম্মতি নিরাশ মানসে শ্রীগৌরাঙ্গ নিজ জন শ্রীমদ্ভক্তি বিনোদ ঠাকুর নিত্য কাল বলেন

"না উঠিতে বৃক্ষোপরি, টানা টানি ফল ধরি,
দুষ্ট ফল করিলে অর্জ্জন"।

উপমাস্থলে ইহা বলা যায় যে ইক্ষু রস বিগ্রহ বটে কিন্তু পেষণ রূপ সাধন ক্রিয়া বর্জ্জন পূর্ব্বক কোটী কল্প কাল কেবল বল্কল লেহন করিলে কি রস মিলিবে? না কেবল মাত্র উহাতে জিহ্বা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া বিষম জ্বালা প্রদান করিবে? শ্রীনাম রস বিগ্রহ বটেন, কিন্তু ক্রম পন্থানুরূপ সাধন মার্গ পরিত্যাগ করিয়া এক বারে সেই অপ্রাকৃত রস লাভ হইবার নহে। তৈলাধার পাত্র, পাত্রাধার তৈল নহে। সাধন সময়ে শ্রীনাম উপায় স্বরূপ এবং সিদ্ধি কালে উপেয় স্বরূপ রস বিগ্রহ।

সুশ্রদ্ধ জনেই শ্রীনাম প্রদান কর্ত্তব্য। যদি প্রমাদবশে অশ্রদ্ধালু জনে শ্রীনাম উপদেশ সংঘটন হইয়া পড়ে, তবে সদ্গুরু, বৈষ্ণব সমাজে তাহা বিজ্ঞাপিত করিয়া সেই দুষ্ট শিষ্য পরিত্যাগ করেন। অকরণে ক্রমশঃ স্বয়ং ভক্তি সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া সেই শিষ্যানুরূপ গতি প্রাপ্ত হয়েন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবৈষ্ণব জন কিঙ্কর শ্রীগিরীন্দ্র নাথ সরকার সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য।

গৌর গৃহে হুজুগ্‌।

শুদ্ধ হরিজনগণ শুনিয়াই বিস্মিত হইবেন যে কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে কুলিয়ায় আগন্তুক এক শিলটিয়া ভেকধারী বৃন্দাবনের চিত্রাঙ্কণাদিতে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া এক্ষণে তৎপ্রতিষ্ঠা সূত্রে কয়েকটী প্রবন্ধ দ্বারা পাঠকগণকে শ্রীনবদ্বীপ ধামের সম্বন্ধে অভিনব ভ্রান্ত ধারণায় উপনীত করাইতে প্রয়াস পাইতেছেন। তিনি কেন এই সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহা আমরা এখনও জানিতে পারি নাই। কাহার কোন অভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিতেছেন এবং সেই পরিণতিতেই বা তাঁহার কি উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে জানিতে না পারিলে আমরা তাদৃশ চেষ্টার সফলতা বুঝিতে পারিনা। নিরপেক্ষ আলোচনা ও সাপেক্ষ অভিসন্ধি দুইটী সমফল প্রদ নহে। নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধান ব্যতীত অবান্তর উদ্দেশ্যযুক্ত চেষ্টা কথনই হরি-সেবা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। মহাজন পথের অন্তরায় হইয়া মহতের লঙ্ঘন করিতে গিয়া যে দম্ভ প্রকাশিত হয় তাহা কথনই হরিজনগণ অনুমোদন করেন না। সমৎসরকে হরিজনগণ আদর করুন্ আর না করুন্, মৎসরতা প্রবল হইলে জীবকে অগাধ কুতর্ক পাথারে ডুবাইয়া দেয়, হরি বিস্মৃতি ফলে হরিজনের আসনকেও অনুচ্চ বলিয়া প্রতীতি হয়।

কয়েকদিন পূর্ব্বে দুএকটি সাময়িক পত্রে এই মর্ম্মে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় যে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ রামচন্দ্রপুর গ্রামে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে একটী নবচূড়া বিশিষ্ট রাধাবল্লভের মন্দির গৌরাঙ্গের জন্মস্থান সন্ধান করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে ঐ মন্দির নদীগর্ভস্থ ও সৈকত প্রোথিত হইয়া লোক লোচনের অদৃশ্য হইয়াছে। এক্ষণে কতিপয় বর্ষীয়ান্ গোচারকগণের নিদর্শনমত সৈকত শিখর উন্মোচনের জন্য প্রয়াস

আবশ্যক। কুলিয়া নিবাসী মৃত কান্তি রাঢ়ী হুগলীতে মোক্তারী করিবার সময় তথাকার কদমতলার পূর্ণিমা কাগজে এ বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লিখিয়া বর্ত্তমান উদ্যোগকারীকে সম্প্রতি এই অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে বাবলা বৃক্ষ ও গোয়ালাদের বাক্য নিদর্শনস্বরূপ কার্য্য করিবে। এতদুদ্দেশে অর্থ ও নানাপ্রকার সাহায্য আবশ্যক। প্রথমতঃ এই সকল কথা প্রচার করিয়া বঙ্গের ধনীগণের ভাণ্ডার হইতে অর্থসংগ্রহ দ্বিতীয়তঃ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহাশয়ের অধস্তন বিপুল সমৃদ্ধিমান্ ভূম্যধিকারিগণের ভাণ্ডার হইতে অর্থ সংগ্রহ তৃতীয়তঃ মহামান্য শ্রীল শ্রীযুক্ত বঙ্গদেশের গবর্ণর বাহাদুরের নবদ্বীপ শুভাগমনের স্মৃতিচিহ্ন উপলক্ষ করিয়া কাল্পনিক স্মৃতির জাগরণ উদ্দেশে অর্থ সংগ্রহের বিজ্ঞাপন। এই তিন প্রকারে অর্থ সংগ্রহ এবং নানা সহানুভূতি সংগ্রহ পূর্ব্বক শ্রীমহাপ্রভুর জন্মভিটা মায়াপুর যোগপীঠ সম্বন্ধে দুর্ব্বল হৃদয় অনুসন্ধানরহিত জনগণের হৃদয়ে সন্দেহের আভাস স্থাপনই মুখ্য উদ্দেশ্যরূপে প্রচারিত হইয়াছে। অবশ্যই অর্থ সংগ্রহাদির কেন্দ্রত্রয় কুবেরের ভাণ্ডার তৎসম্বন্ধে কাহারও কোনও সন্দেহ নাই। তবে সংগ্রাহকের বা উদ্যোগকারীর উহার প্রাপ্তিবিষয়ে কেহ কেহ সন্দেহ করেন।

আমরা লোকমুখে আরও শুনিয়াছি যে এ সম্বন্ধে দুএকটা কুতর্কিত প্রবন্ধ কিছুদিন হইতে স্বল্পপ্রচার কোন সাময়িক পত্রে প্রচারিত হইয়াছে কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ প্রবন্ধগুলি নিতান্ত মূল্যহীন অসারজ্ঞানে কেহই ঐগুলি আমাদের নিকট পাঠান নাই বা প্রকাশিত প্রবন্ধ পাঠাইয়া তাদৃশ বিচারের যুক্তিহীনতা লোক সমক্ষে আমাদিগকে দেখাইয়া দিবার প্রয়োজনীয়তা জানান নাই। লেখকটী একদিন আমাদের সহ দেখা করিয়া তাঁহার প্রস্তাবিত কল্পনাজাত অনুমানিক বিষয়গুলি সংক্ষেপে বলিতে উদ্যত হইলে তৎসম্বন্ধে প্রামাণিক কথা গুলি শ্রবণ করিয়া উদ্দেশ্যসাধনে

বিফল মনোরথ হন এবং যাহাতে তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ কোন প্রকারে আমাদের হস্তে পতিত না হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান হন। আমরাও তৎপরে কোনদিন তাঁহার গোপনীয় হৃদয়গহ্বর উদ্ঘাটনের প্রয়াসী হই নাই।

এ সম্বন্ধে আমাদের কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই মনে হয় হুগ্লীস্থ মোক্তার কিছু দেওয়ানের সময়ের লোক নহেন বা তাঁহার উত্তরাধিকারী নহেন যে তাঁহার হৃদয়ের কথাগুলি অপরের অগোচরে তিনিই আকর্ণিত করিয়াছেন এবং উক্ত মোক্তারের সহ দেওয়ানের প্রত্নতত্ত্বাধিকারের কোন প্রসঙ্গই আমাদের জানা নাই সে ক্ষেত্রে দেওয়ান মহাশয় আদৌ গৌর-জন্মস্থান নিরূপণে কোন প্রয়াস করিয়াছিলেন কিনা তৎসম্বন্ধেই প্রমাণা-ভাব। দেওয়ান মহাশয় ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে গৌরজন্মস্থান নিরূপণে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন কিনা তাহারও প্রমাণাভাব। তাহা শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমায়াপুর ত্যাগের ২৮২ বৎসর পরে সিদ্ধ হইতেছে সুতরাং ব্যবধান নিতান্ত অল্প নহে। মোক্তার মহাশয়ের কেবল উক্তিই সে সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ নহে। তাহার কথিত দেওয়ান মহাশয়ের নিরূপণ কিরূপে দেওয়ানের অনুগত গৌড়ীয় মণ্ডলী অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়াছিলেন সে সকল বিষয়েও কোন প্রামাণিক ইতিবৃত্ত আমরা পাই নাই। আজ কালকার উপন্যাস প্লাবিত বঙ্গে কোন নবন্যাসের অঙ্গও এসকল কথায় বিভূষিত হয় নাই। নবচূড়া বিশিষ্ট মন্দিরটী রাধাবল্লভের না রামচন্দ্রের? এখন সেই রামচন্দ্রদেব কোথায় কি ভাবে পূজিত হইতেছেন মোক্তার বা দাস মহাশয় তাহার কি কোন খবর রাখেন? নিদয়ার গোচারকগণ রামচন্দ্রদেবকে রাধাবল্লভ দেখিতেই অভ্যস্ত আবার সেই গোপের অনুগগণ সীতাপতিকে রাধাবল্লভ দেখিতেই ব্যস্ত। গোপগণের এরূপ অলৌকিক প্রেমদর্শন সাধারণকে বুঝান বড়ই কঠিন। প্রথমতঃ লোকসকল সীতা-

পতি দর্শন করেন, সেই মূর্ত্তিতে গোয়ালা গণের কথায় রাধাবল্লভ দেখেন আবার তাহাতে শিলটিয়া ভক্তের মোক্তার মহাশয়ের কথায় গৌরাঙ্গের জন্মস্থান দর্শন সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গের ষড়ভুজ ভিন্ন ভিন্ন দর্শনে একই ক্ষেত্রে দেখা গেল। যাঁহারা রামচন্দ্রদেব ব্যতীত অন্য কিছু দেখিলেন, তাহাদের দর্শন কিন্তু প্রত্যক্ষ নহে নিজ নিজ বাক্‌প্রসূত মনোনয়নে দেখা মাত্র।

দাস মহাশয়ের প্ররোচনায় কৃষ্ণনগরের উকীল বাবুরা যে আবেদনে সম্মতি দিয়াছেন সেই আবেদন কথিত কথা গুলি তাঁহারা সে সময় ভাল করিয়া বুঝিয়া লয়েন নাই এক্ষণে তাঁহাদের অনেকেই তৎসম্বন্ধে প্রকৃত সত্য জানিতে চাহেন। আবেদনের প্রতিকূলে কয়েকটী প্রবন্ধ প্রচারিত হইয়াছে। আমরা এথানে আপাততঃ কতকগুলি উদ্ধৃত করিলাম। প্রথম প্রবন্ধটী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া আনন্দ বাজারে প্রকাশিত।

"শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় বিগত ২রা ভাদ্র তারিখের সংখ্যায় শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মভবন উদ্ধার সম্বন্ধে যে কয়েকটী কথা লিখিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া দুঃখিত হইয়াছি। প্রবন্ধ লেখক মহাশয়, ৺ কান্তি চন্দ্র রাঢ়ীর একটী স্বকপোল কল্পিত গল্পের উপর নির্ভর করিয়া ও তাহা বেদসত্য মানিয়া, বঙ্গেশ্বরেরর নিকট, একটী বড়লোকের গৃহপ্রাঙ্গণস্থিত ঠাকুর বাড়ীর কথা প্রসঙ্গে, তাহা আমাদের দেশের ঠাকুর শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম-ভবন বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সাহসী হইয়াছেন। কে না অবগত আছেন যে উক্ত রাঢ়ী মহাশয় "নবদ্বীপ মহিমা" নামক একখানি পুস্তক লিখিয়া তাহার দুই সংস্করণে দুই প্রকার কথা লিখিয়াছিলেন। তথন জগৎ স্পষ্টই দেখিয়াছিলেন যে তাঁহার সিদ্ধান্তে কোনরূপ স্থিরতা নাই।

উক্ত মতে আরও দেখা যায় যে, শ্রীব্রজমোহন দাস নামক একব্যক্তি ঐরূপ একটা অসার প্রমাণ লইয়া গবেষণা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তিনি যে সকল কথা সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা আমরা বহুদিবস হইতে

শুনিয়া আসিতেছি। ঐ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধ বৈষ্ণব সমাজের মুখপত্র শ্রীসজ্জন তোষণী ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া দাস মহাশয়ের সংগৃহীত কথায় সমস্ত ব্যাপার ও ঐ সকল বাক্যের সম্পূর্ণ অসারত্ব জগতকে দেখাইয়াছিল। ১৩০২ সালের সজ্জন তোষণী পত্রিকা পাঠে অবগত হইবেন যে বিল্বপুষ্করণীর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সারদাকণ্ঠ পদরত্ন মহাশয় ঐ সকল কথা আলোচনা করে রামচন্দ্রপুরের গৃহদেবতার মন্দির অথবা তত্রস্থ গঙ্গগর্ভ নিহিত অন্যান্য অট্টালিকার মধ্যে কোনটিই যে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মভবন বা স্থান নহে এবং পক্ষান্তরে বর্ত্তমান মায়াপুর নামক স্থানটী যে শ্রীমায়াপুর চন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মভিটা তাহা মুক্তকণ্ঠে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সে আজ ২২ বৎসরের কথা; অর্থাৎ রাঢ়ী মহাশয় পূর্ণিমাতে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহার এক বৎসর পূর্ব্বের কথা দাস মহাশয় সেই রাঢ়ী মহাশয়ের পদানুসরণ করিয়াছেন মাত্র।

আমরা আলোচ্য প্রবন্ধে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অজিত নাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নাম দেখিতে পাইয়া মনে করিতে পারি না যে তাঁহার ন্যায় একজন কবিকুমুদ কলানিধি এইরূপ একটী ভিত্তিশূন্য গবেষণায় নাম দিবেন। তিনি বারংবার শ্রীমায়াপুরে শচীপ্রাঙ্গণে বড় বড় সভাতে দণ্ডায়মান হইয়া ভগবৎ সমক্ষে নিজের মুখে ঐ মায়াপুর স্থানটীই যে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মস্থান তাহা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন এবং সকল কথা ধামপ্রচারিণী সভার বিবরণ পত্রে মুদ্রিত আছে। তিনি হঠাৎ ভ্রমপথে যাইবেন ইহা বিশ্বাস যোগ্য হয় না।

দাস মহাশয়ের জানা উচিত যে গভর্ণমেণ্ট রক্ষিত কাগজাদিতে সাধারণের বড় একটা প্রবশোধিকার নাই। অনেক চেষ্টার পর যাহা দেখিবেন তাহাও অতি সামান্য। এমত অবস্থায় তিনি কেন লোকদিগকে ভ্রান্তপথে

লইতে ইচ্ছা করেন, এবং মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর যে তাঁহার কথায় ভুলিয়া গিয়া নিজের কাগজ পত্র না দেখিয়া তাঁহার নবদ্বীপ আগমনের স্মৃতি, দাস মহাশয়ের প্রস্তাবমত রক্ষা করিবেন তাহা আমাদের মনে স্থান পায় না। এসম্বন্ধে প্রকৃত মৌলিক গবেষণা অনেক সংগৃহীত আছে। তাহা আবার প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলে, দাস মহাশয় বিবৃত কথা-গুলি স্বপ্নবৎ বোধ হইয়া যাহারা বর্ত্তমান আবেদন পত্রে স্বাক্ষর দিয়াছেন তাঁহাদের স্বাক্ষর তুলিয়া লইতে হইবে।

রাঢ়ী মহাশয়, যখন বৈষ্ণব দিগের প্রাণ এবং বঙ্গের গৌরব শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মস্থানে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ তাঁহার গৃহদেবতার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, স্থির করিলেন, তখন কি তিনি ভাবিতে পারেন নাই যে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের পিতার নাম গৌরাঙ্গ ছিল। এ কথা যে কোন ব্যক্তিই জানেন। অভিধানে ও একথা ছাপা আছে। পিতার স্মরণার্থে হয়ত সেই সময়ে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ তাঁহার রামচন্দ্রপুরের গৃহটীকে গৌরাঙ্গ ভবন নাম দিয়াছিলেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের পিতা গৌরাঙ্গ সিংহের জন্মস্থান যে দেওয়ানের নবদ্বীপ বাসের ৪০।৪৫ বৎসর পূর্ব্বে লুপ্ত হইয়াছিল তাহাতেই বা সন্দেহ কি? শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মগৃহ দেওয়ানের নবদ্বীপ আগমনের ১৫০ দেড় শত বর্ষ পূর্ব্বে গঙ্গাদেবীর ঘন ঘন পরিবর্ত্তনে ভূতলশায়ী হইয়াছিল। মহাপ্রভু প্রকটের ৩০৭ বৎসর পরে দেওয়ান, নবদ্বীপ মণ্ডলে গঙ্গার পশ্চিম পারে রামচন্দ্রপুর গ্রামে মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র মহাশয় বিগত বর্ষে শ্রীমায়াপুর শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশনে বলিয়াছিলেন যে, তিনি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রিয় ছিলেন এবং যখন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নদীয়া জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটের আসনে উপবিষ্ট ছিলেন তিনি ও তাঁহার সাহায্যের জন্য

তাঁহার অধীনে ঐ কর্ম্ম করিতেন এবং সেই সময়ে তাঁহার অনুরোধক্রমে স্বয়ং বহু কষ্ট ও পরিশ্রম করিয়া ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের রেনেল সাহেবের সার্ভের নথি বাহির করিয়া ঐ যোগপীঠ শ্রীমায়াপুর সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিত আছে তাহা দেখিতে পাইয়া ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে দেখাইয়াছিলেন এবং গভর্ণমেন্টের কুইনকুনিয়াল সেটেলমেন্টের রেকর্ড [১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে] যাহা তাঁহার হাতে ছিল তাহা হইতে শ্রীমায়াপুরের নাম ও স্থান বাহির করিয়াছিলেন। স্বয়ং অন্বেষণ করিয়া তিনি স্বহস্তে ঐ সকল তথ্য বাহির করিয়া ও স্বচক্ষে দেখিতে পাইয়া আধুনিক যে সকল ব্যক্তি শ্রীমায়াপুরের স্থান সম্বন্ধে বৃথা কুতর্ক তুলিয়াছিলেন তাহাদিগের অনভিজ্ঞতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং তাঁহাদিগের উক্ত ক্রিয়া কেবল মাত্র বাল-চাপল্যের হেতু নির্দ্দেশ করেন। তিনি যখন ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া জিলায় কানুনগো পদে অধিরূঢ় ছিলেন, তখন বল্লাল দিঘী, চরবল্লালদিঘী প্রভৃতি খড়িয়া নদী ও গঙ্গার মধ্যস্থিত স্থানগুলি স্বয়ং মাপ জরিপ করিয়াছিলেন। গঙ্গার পূর্ব্বপারের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার কিছুই অবিদিত নাই। তিনি হুজুগ ও কলহ প্রিয় নব্য ব্যক্তিগণের বৃথাবাক্যে মুগ্ধ নহেন। অতএব এই শ্রীমায়াপুরের যাহাতে উন্নতি হয় তজ্জন্য সকলকেই সাহায্য করিতে আহ্বান করেন।

আমরা এই সকল কারণে সকলের নিকট অনুনয় করিয়া বলি যে, আপনারা সত্য রক্ষা করুন্; এই সত্য সংরক্ষণ জন্য আমরা ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রমাণ দিব তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যে সভার শীর্ষে ত্রিপুরেশ্বর রহিয়াছেন এবং যাহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুর শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি এল এবং যে সভার সভ্যগণ সকলেই উচ্চপদস্থ, বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাঁহারা কি বর্ত্তমান শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটাকে প্রকৃত যোগপীঠ বলিয়া

স্থির রাখেন নাই এবং অবোধের ন্যায় উহাকে প্রকৃত স্থান বলিয়া আসিতেছেন? অবশ্য মানব মাত্রেই জানেন যে শ্রীমায়াপুরই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদি স্থান এবং অন্যান্য সকল প্রয়াস যাহা কল্পনা হইতে উদ্ভূত হইতেছে তাহা সম্পূর্ণ অলীক ও ভ্রমপূর্ণ।"

শ্রীসাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত ভূষণ
নবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভার সভ্য।

নদীয়া জেলার মুখপত্র "বঙ্গরত্ন" এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল।

যত অলীক, অভিনব ব্যবসাদারী কথা লইয়া গৌরাঙ্গের দেশ হাবুডুবু খাইতেছে। ভক্তের প্রাণে তীব্র যাতনা জাগিতেছে, যে প্রভুকে এতদিন মায়াপুরে মোহান্ধকারের জ্যোতিঃ বলিয়া জানিতাম—যে স্থান পবিত্র বলিয়া মনে করিতাম; সে স্থান নাকি মিথ্যা। এ অযৌক্তিক কথা প্রচার করিয়া ধর্ম্ম স্থানের অপলাপ করিতে আমাদের হৃদয়ে যেন বজ্রাঘাত বিদ্ধ হইতেছে। মায়াপুর ভিন্ন গৌরাঙ্গের জন্মভূমি অন্য কোথাও আছে বলিয়া কেহ কখন শুনে নাই, ভবিষ্যতে শুনিব বলিয়াও মনে ছিল না। আজ একি শুনি? যুগ যুগান্তর কাটিয়া গেল; বহু শতাব্দী গত হইল; আজ ভুইফোড়ের ন্যায় এক অমূলক বার্ত্তা সহরে প্রচার, গৌরাঙ্গের জন্মস্থান, নুতন উদ্ভাবন করা হইয়াছে, যাহা অবিশ্বাসের কথা তাহা কেহ কখনই বিশ্বাস করিবেনা।

ধর্ম্মভূমি গৌরাঙ্গের জন্মস্থান যে মায়াপুর আছে, তাহার অপলাপ করিয়া নুতন স্থানে প্রভুর জন্মভূমি, এ কথা কেহই বলিতে সাহস করিবেন না। যাহা শাস্ত্রে নাই যাহা মানব বিবেকে ধারণা হয় না তাহার নূতনত্ব করিতে গেলে পাগলের প্রলাপ ব্যতীত আর কি বলিয়া গ্রহণ করিব। ভক্তবৃন্দ তোমরা একবার স্থির প্রাণে এই অপূর্ব্ব বার্ত্তার

কথা আলোচনা করিয়া দেখ ধর্ম্মরাজ্যে ধর্ম্মস্থানে কি মহাবিভ্রম মহা বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। শুনিলাম নূতন স্থানের সত্যতা প্রতিপন্নকল্পে তৎস্থান দর্শনার্থ মহামান্য গবর্ণার বাহাদুর মহোদয়ের চিত্তাকর্ষণের জন্য কোন কোন ধার্ম্মিক পুঙ্গব অশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

চিরপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ-মূলক ইতিহাসের শীর্ষস্থান বঙ্গের ধর্ম্মপূজিত গৌরাঙ্গের জন্মস্থান মায়াপুরের কথা কি মাহামান্য গবর্ণর বাহাদুর একবারও চিন্তা করিবেন না?

যাহা প্রসিদ্ধ তাহা চিরদিন প্রসিদ্ধ থাকিবে। ইহাও একটী আলোচনার কথা। যাহা নূতন তাহার যুক্তি প্রমাণ ও সত্যতা সম্বন্ধে অনেক নিদর্শনের আবশ্যক। যুক্তি প্রমাণহীন অনুষ্ঠানের আলোচনা আমরা এখন করিব না। তবে ইহা সত্য।

অদ্যাপি যাতি দেবত্বং মহদ্ভিঃ সুপ্রতিষ্ঠিতং।"

ঐ পত্রিকায় কোন এক ব্যক্তির লিখিত একটী প্রবন্ধও প্রকাশিত হইয়াছে তাহা এই—

"বঙ্গদেশের মহামান্য গবর্ণর বাহাদুরের নবদ্বীপে শুভাগমন উপলক্ষে একখানি আবেদন পত্র তাঁহার নিকট প্রেরিত হইয়াছে। আবেদন কারীর মধ্যে কয়েকটী পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকও আছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন কুলিয়ার দহের সন্নিকট রামচন্দ্রপুরের চরে একটী ভুগর্ভস্থিত মন্দিরের আনুমানিক অধিষ্ঠান আছে ও সেই মন্দিরের একটী চূড়া মহামহোপাধ্যায় ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রভৃতি দেখিয়াছেন। সুতরাং উহাই তাঁহাদের মতে গৌরাঙ্গের জন্মস্থান, সুতরাং তাহাকেই গৌরাঙ্গের জন্মস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেই গবর্ণর বাহাদুরের নবদ্বীপ আগমনের যোগ্য স্মৃতিচিহ্ন হইবে। গৌরাঙ্গের সময়ের নবদ্বীপ কি রামচন্দ্রপুর না মায়াপুর? হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছিলিন জিলা বর্দ্ধমান এলাকায়

সীমান্তে মায়াপুর নগরে হোসেন সাহার গুরুর সমাধি স্থান আছে, ইনি নাকি গৌরাঙ্গের সময়ের নবদ্বীপের ফৌজদার ছিলেন। বিল্বপুষ্করণীর ব্রাহ্মণগণ, কায়স্থ কৌস্তভ নামক একখানি ন্যূনাধিক শত বর্ষ পূর্ব্বের প্রচারিত গ্রন্থে সেন বংশীয়দিগের মায়াপুর নগরে রাজধানীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন এইদুই স্থান এখনও বর্ত্তমান। এসকল কথা ছাড়িয়া দিয়া ফটিক বা কেশব গোপের কথায় বা ড্রাফটস্‌ম্যান ব্রজমোহন দাসের কথায় শত বর্ষ পূর্ব্বের নদীয়াকে চৈতন্য দেবের জন্মস্থান বলা সমীচীন নহে। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ তাঁহার পিতা গৌর সিংহের স্মৃতির জন্য তীর্থবাসের সময় তাহার সময়ের নদীয়ায় একটী নবচূড়ার মন্দির করিলেই কি তথায় গৌরাঙ্গের জন্মস্থান হইয়া যাইবে এরূপ যুক্তি কখনই ঠিক হইতে পারে না। যদি পূর্ব্ব স্মৃতির সহিত বর্ত্তমান গবর্ণর বাহাদুরের শুভাগমন স্মৃতি সংযোগ করিতে হয়, তাহা হইলে এতৎ সম্পর্কে বল্লাল সেনের স্তূপ উদ্ঘাটিত করিলে প্রকৃত প্রস্তাবে সত্যের মর্য্যাদা স্থাপিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ শিশির কুমার ঘোষ, ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, শ্যামলাল গোস্বামী, রাধিকানাথ গোস্বামী, মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ মনীষিবৃন্দ মায়াপুরকেই গৌরাঙ্গের জন্মস্থান বলিয়াছেন, রামচন্দ্রপুরকে গৌরের জন্মস্থান বলেন নাই নবদ্বীপের বিগ্রহ ব্যবসায়ী কতিপয়ের প্ররোচনায় মোক্তার কান্তি রাঢ়ী বা ড্রাফটস্‌ম্যান ব্রজমোহন দাসের এই উদ্‌যোগ আমরা অনুমোদন করি না।

নবদ্বীপ বাসী।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ৭৯ বার্ষিক জন্মদিবসীয়

বিদ্বৎসঙ্ঘের বিবরণী।

বিগত ৩রা সেপ্টেম্বর ১৮ই ভাদ্র সোমবার বেলা ৬টার সময় রামমোহন লাইব্রেরী হলে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উনাশীতি বার্ষিক জন্মদিবস উপলক্ষে বহু বিদ্বজ্জনাকীর্ণ একটী বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে গণ্যমান্য ব্যক্তির মধ্যে রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, কুমার বাহাদুর রাজেন্দ্র নারায়ণ রায়; রায় সাহেব দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী, কুমার শরদিন্দু কুমার রায়, শ্রীযুত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত ও সার আশুতোষ চৌধুরী উপস্থিত হইয়াছিলেন। অমৃত বাজার পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহোদয় সভাপতির আসন পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও সম্পাদিত ৩৮ খণ্ড সুন্দর বাঁধা পুস্তক সুশোভিত ছিল। রামমোহন লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষগণ সভাগৃহকে উত্তমরূপে সজ্জিত রাখিয়াছিলেন। অনেকে সভাতে যোগদান করিয়া ও স্থানাভাবে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়া ছিলেন।

অধিবেশনের প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত কালীকুমার চট্টোপাধ্যায় বি, এ রচিত একটী সুললিত গান গীত হইয়াছিল। নবদ্বীপের পণ্ডিতকুলের মুখপাত্র মহামহোপাধ্যায় কবিকুমুদকলানিধি অজিত নাথ ন্যায়রত্ন কবিভূষণ মহাশয় সর্ব্বাগ্রে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুর আবিষ্কারের কথা ও সেই স্থান পুনরুজ্জ্বল করিবার প্রধান উদ্যোগী বলিয়া প্রকাশ করেন। মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় তৎপরে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ইংরাজী ভাষায় অগাধ পারদর্শিতা এবং সমাজে উচ্চপদাসীন হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের একমাত্র বর্ত্তমানকালের প্রবর্ত্তক বলিয়া উল্লেখ করেন। তাঁহার প্রদর্শিত পথে সকল

শিক্ষিত সমাজকে অনুসরণ করিবার জন্য আহ্বান করেন। তিনি আরো বলেন যে শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মই সর্ব্বধর্ম্ম সার এবং সকলধর্ম্মের উৎকৃষ্টাংশ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মে নিহিত আছে। বৈষ্ণব ধর্ম্মই বঙ্গবাসীগণের একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। ভক্তিবিনোদ মহাশয় প্রতিবাদীগণের বিপুল প্রতিকূল চেষ্টার মধ্যে স্বীয় প্রতিভাবলে শ্রীমায়াপুরকে শ্রীগৌরাঙ্গের সমকালীয় নবদ্বীপ নগর বলিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথ নাথ তর্কভূষণ মহাশয় স্বীয় স্বভাব সুলভ বাগ্মিতায় শ্রোতৃবৃন্দের বিপুল আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া বলেন যে ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষকে উপলব্ধি করিতে হইলে বাঙ্গালী জাতির অনেক অভাব পূরণ করিতে হয়। তিনি যে বিশুদ্ধ ধর্ম্মের উপদেশ বাঙ্গালীকে প্রদান করিয়াছেন তাহা উত্তমরূপে জানিতে হইলে ষট্সন্দর্ভাদি দুরূহ সংস্কৃত গ্রন্থসকল প্রকৃতভাবে আলোচনা করা আবশ্যক, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেইরূপ গ্রন্থ অদ্যাপিও বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালী পাঠকদিগের উপযোগী করিয়া প্রকাশিত হয় নাই। ভক্তি-বিনোদ মহাশয়ই মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মের বর্ত্তমান কালের প্রবর্ত্তক। তিনি প্রচলিত উপধর্ম্মযাজী বৈষ্ণবগণের সহিত একমত ছিলেন না।

বিখ্যাত বাগ্মী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল বলিলেন যে বাঙ্গালাদেশ এক্ষণে যোগ্যব্যক্তিদিগের সম্মান করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ন্যায় মহাপুরুষের স্মৃতি ও আলোচনা কল্পে এই প্রকার সভা বিশেষ প্রয়োজনীয়। বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের লিখিত শ্রীকৃষ্ণসংহিতা, শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত ও জৈবধর্ম্ম নামক গ্রন্থত্রয় প্রত্যেক শিক্ষিত বঙ্গবাসী পাঠ করুন এবং তল্লিখিত উপদেশ গুলি ধারণা করিয়া পালন করুন্। ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের ধর্ম্ম বিষয়ে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতা

ছিল না, সুতরাং জীবের ধর্ম্মকেই তিনি শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম বলিয়াছেন। ষট্‌সন্দর্ভাদি যাহাতে বঙ্গদেশে বিদ্বৎ সমাজে আদর লাভ করে তদুদ্দেশে অবশ্যই যত্ন করা উচিত। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় এতৎ সম্বন্ধে কিছু বলিয়া শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্মৃতি সমিতি কর্ত্তৃক প্রদত্ত গ্রন্থ গুলি যাহাতে সুরক্ষিত হইয়া পাঠকবর্গের মধ্যে প্রচারিত হইতে পারে তদুদ্দেশে রামমোহন লাইব্রেরীকে উপহার স্বরূপ প্রদান করেন। রামমোহন লাইব্রেরীর সুযোগ্য সম্পাদক ডাক্তার প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বারিষ্টার মহোদয়,ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পুস্তকাবলী পরম শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্মৃতি সভাকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে সভা ভঙ্গ হয়।

আবার আমরা মিলেছি সকলে, তোমার জনম দিবসে।
স্মরিলে তোমাকে দুঃখ যাই ভুলে, ভরে যায় হৃদি হরষে।

আজিও আমরা তোমারি অভাবে,
জীবিত রয়েছি তোমারি ভাবে,
জানে না হৃদয় কি সুরে গাহিলে,
মোদের অভাব প্রকাশে।

ধনজন আর বিষয় বিভব,
চাহনিক তুমি নামের গৌরব,
শুধু, প্রেমিকের নামের প্রচার,
চেয়েছ প্রেমিক সকাশে।

যেথা হতে তুমি এসেছিলে হেথা,
অবিদ্যা নাশিয়া চলে গেছ সেথা,
(মোদের) পাষাণ হৃদয়ে, পীযূষ বয়েছে,
ধন্য তোমার পরশে।

রচয়িতা—শ্রীকালীকুমার চট্টোপাধ্যায় বি, এ।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত
শ্রীসজ্জন তোষণী।

—•‡*‡•—

শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার মুখপত্রী।

বিংশ বর্ষ—৩য় সংখ্যা।

—

অশেষক্লেশবিশ্লেষি-পরেশাবেশসাধিনী।
জীয়াদেষা পরাপত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী॥

—

সজ্জন—অকৃতদ্রোহ।

ইতিপূর্ব্বে আমরা সজ্জনের কৃপালুতার আদর্শ বর্ণন করিয়াছি। অবান্তর উদ্দেশ্য হৃদয়ে গোপনে পোষণ করিয়া জগতে লোকের নিকট বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত হইলে তাদৃশ আচরণ কখনই তাঁহাকে কৃপালু বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে না। যিনি যথার্থ হরি বিমুখ বাহিরে লোকবঞ্চনার জন্য বৈষ্ণব নামে আখ্যাত তাঁহার ও অন্তরে হিংসা নাম্নী প্রবৃত্তি থাকা উচিত নহে। যিনি যথার্থ বৈষ্ণব তাঁহার নিজ স্বভাবক্রমে অন্তরে বাহিরে হিংসা প্রবৃত্তি নাই। বৈষ্ণব সজ্জন কৃপালু। কৃপা যেরূপ মনুষ্যের ভূষণ, হিংসা সেরূপ কদর্য্যতা। বৈষ্ণব অপরের প্রতি কৃপা

বিশিষ্ট কিন্তু হিংসা বশে বিদ্রোহী নহেন। বিদ্রোহিতা বৈষ্ণবে দেখা গেলে তাঁহাকে কৃপালু বলা যায় না। আবৃত সত্য পরোপকারের জন্য প্রকাশিত হইলে তাহা কৃপা বলিয়াই জানিতে হয় পরন্তু অপকার মানসে সত্যের আবরণে অসত্য প্রচার করিলে ঐ কৃপাই হিংসা নামে অভিব্যক্ত হয়।

২ বৈষ্ণবের ছাব্বিশটী গুণের দ্বিতীয় গুণ অকৃতদ্রোহিতা। বৈষ্ণবই জগতে একমাত্র অকৃতদ্রোহ। তিনি পরের হিংসা করেন না। হিংসা দুই প্রকারে দেখা যায়। প্রকাশ্য ভাবে পরহিংসার জন্য কায়মনোবাক্যে যত্ন করিলে একপ্রকার হিংসা হয়। অপর প্রকার, জীবের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবার সঙ্কল্পে অন্যায়কারী জীবকে প্রতিনিবৃত্ত না করিয়া হিংসা। বৈষ্ণব, জীবকে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞান আবরণ হইতে উন্মুক্ত হইয়া হরিসেবা করিতে বলেন ; ইহাতে তাঁহারঅকৃতদ্রোহিতা জানা যায়। অবোধ অপরিণামদর্শী জীব মনে করেন বৈষ্ণব অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর বিদ্বেষ করিয়া থাকেন কিন্তু তিনি কৃপালু বলিয়া অত্যন্ত দয়াপরবশ হইয়া জীবের কল্যাণ কামনা করেন, হিংসা করেন না। যে বৈষ্ণব জীবের প্রতি করুণ হইয়া হরিসেবার উপদেশ করেন তিনি অকৃতদ্রোহ। রজস্তমো গুণের বাধ্য হইয়া যিনি অন্যের হিংসা করেন তাঁহাকে সকলেই হিংসাপর অবৈষ্ণব বলিয়া জানেন। বৈষ্ণবের স্বভাবে এই দুই প্রকার হিংসা কখনই স্থান পায় না।

অহিংসাই পরম ধর্ম্ম। পশুমাংস ভোজন লোভে, মৎস্যের চর্ম্ম শোণিত ভোজন বাসনায়, অণ্ডাভ্যন্তরস্থ কলল ভোজন মানসে, আমরা নানা প্রকার জীব হিংসার অভিনয় জ্ঞাত আছি। ধর্ম্মের আবরণে নানাপ্রকার কুযুক্তির অবতারণায় হিংসাবৃত্তির সমর্থন করিতে কাহাকে কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্ব্বল প্রাণীর প্রতি হিংসা, দুর্ব্বল মানবের প্রতি

অত্যাচার নীতিশাস্ত্রের শাসনে নিরস্ত হয়। নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যের নিবারণ কল্পে, সুসভ্য মানব সমাজে নানাপ্রকার বিধি বিধান আইন ও লৌকিক ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ প্রচারিত হইয়াছে। জীব আত্মবিস্মৃত হইয়া স্বার্থ জ্ঞানে এই নীতি অতিক্রম করেন তাহাতে সমাজের অন্যান্য সভ্যের অসুবিধা ঘটে। কৃত্রিম উপায়ে হিংসা বৃত্তির প্রশমন হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কেবল হরিসেবাপর হইলে জীব হিংসা রহিত হইতে পারেন।

অবৈষ্ণবের হিংসা করিলে পাপ হয়। পাপ করিলে, পাপিষ্ঠ ব্যক্তি অশান্তি ভোগ করে; সুতরাং হিংসা করা অবৈষ্ণবের কর্ত্তব্য নহে। বৈষ্ণব কাহারও প্রতি হিংসা করিতে পারেন না। যেরূপ বন্ধ্যা স্ত্রী পুত্র প্রসবে অসমর্থা, যেরূপ জল হইতে দুগ্ধ পাওয়া যায় না, সেইরূপ বৈষ্ণবের হিংসা অসম্ভব। সমাজের কল্যাণের জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র এবং নয়বিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে উপকার করিলে উপকার করিবে, হিংসা করিলে হিংসা করিবে ইহাতে দোষ নাই। কিন্তু উদারমতি বৈষ্ণব বলেন, অবৈষ্ণব বৈষ্ণবের হিংসা করিলে বৈষ্ণব উহা নীরবে সহ্য করিবেন।

যে কালে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নিজ পাণ্ডিত্য প্রতিভায় প্রমত্ত হইয়া শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের নিকট জয়পত্র সংগ্রহ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের হিংসা করিয়াছিলেন তখন আদর্শ চরিত্র গোস্বামীদ্বয় অম্লান বদনে জয়পত্র লিখিয়া দেন; ইহাই বৈষ্ণবের অকৃতদ্রোহিতা। আবার যখন শ্রীজীব গোস্বামী নিজ গুরুহিংসক বৈষ্ণবদ্বেষী প্রতিভাসম্পন্ন পণ্ডিতের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া নিজের অসামান্য অহিংসাবৃত্তি দেখাইয়াছিলেন তখন শ্রীজীবের কৃপার্দ্রহৃদয় হিংসাদোষে দুষ্ট হয় নাই। যে কালে রামচন্দ্র খাঁ নামক ধনী বিপ্র শ্রীহরিদাস ঠাকুরের প্রতি হিংসা করিতে গিয়া বারবনিতা

প্রেরণে ক্লেশ দিতে প্রয়াস করিয়াছিল, সেকালে মহাত্মা হরিদাস ঠাকুর রামচন্দ্র খাঁর সম্বন্ধে কোন প্রতিহিংসা করেন নাই। ইহাই বৈষ্ণবের অকৃতদ্রোহিতা। জগাই মাধাইয়ের প্রতি ভগবানের অনুকম্পা, বারবনিতার প্রতি হরিদাস ঠাকুরের দয়া, সার্ব্বভৌমের প্রতি গৌরহরির কৃপালুতায় কোন প্রকার হিংসা নাই। বাসুদেবের সমস্ত পৃথিবীর পাপের জন্য নিজে শাস্তি গ্রহণ, খৃষ্টের ক্রুসে হিংসিত হইবার পরেও বিদ্রোহীর প্রতি দয়া প্রভৃতি হরিজনের অহিংসা নাম্নী চিত্তবৃত্তির পরিচায়ক। শ্রীগৌরসুন্দর এই জন্যই বলিয়াছিলেন "তরোরপি সহিষ্ণুনা।"

তরু সম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভর্ৎসনা তাড়নে কাকে কিছু না বলিবে॥
কাটিলেই তরু যেন কিছু না বলয়।
শুকাইয়া মরে তবু জল না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তাকে দেই আপন ধন।
ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ॥

শ্রীহরিনাম মাহাত্ম্য।

(২)

দেবপূজ্য নামাশ্রয়ী পবিত্র করুণ।
গর্ব্বিত উৎপথগামী নহে কদাচন॥
অকপট স্পৃহা শূন্য সরল ধীমান্।
সর্ব্বভূতে হিতৈষী সে মুক্ত অভিমান॥
বহু নামাশ্রয়ী জন বহু বল তাঁর।
স্বল্প নামাশ্রয়ী নহে সমান তাঁহার॥

ঐকান্তিক ভজে নাম-কৃষ্ণে সেবা করে।
নাম ছাড়ি লীলা সাধিলেই সেই মরে॥
শাস্ত্রযুক্তি না বুঝিয়া কোমল শ্রদ্ধায়।
নামের ভজনে সেই মধ্যমতা পায়॥
মধ্যম শ্রদ্ধায় শাস্ত্র যুক্তি কিছু জানি।
নামশাস্ত্র নামযুক্তি বিনা নাহি মানি॥
নামের ভজন লভে দৃঢ় শ্রদ্ধা নামে।
উত্তমতা পায় নাম ভজে সর্ব্ব যামে॥
কপটতা বলে যেই চলে বিশৃঙ্খলে।
রাগানুগ রূপানুগ দম্ভের সম্বলে॥
লোভমূলা শাস্ত্রযুক্তি নাম দাতা গুরু।
বৈধ বলি ছাড়িলেই অনর্থের স্থরু॥
ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব লক্ষণ।
বৈষ্ণব বৈষ্ণবতর বৈষ্ণব প্রধান॥
উত্তম মধ্যম ভেদে ত্রিবিধ বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের ক্রম এই শাস্ত্র অনুভব॥
যার যত নামে রতি ভজন চতুর।
নাম পরায়ণ সেই বৈষ্ণব ঠাকুর॥
তাঁহার দর্শনে অন্যে স্ফুরে কৃষ্ণনাম।
বহু বল সুমহৎ বৈষ্ণবের তম॥
মহাজন শাস্ত্রে শিক্ষা ক্রমপথ ধরি।
কীর্ত্তন করিবে নাম অপরাধ ছাড়ি॥
সেরূপ বৈষ্ণব ক্রম করিয়া বিচার।
সেবা মৈত্রী দয়া দীক্ষা শিক্ষা ব্যবহার॥

বহু শাস্ত্রে বহু বাক্যে চিত্তভ্রম হয় ।
তাই মহাজন পথ বুদ্ধিমান লয় ॥
নামাশ্রয় ক্রম পথ সদ্‌গুরু যে জন ।
শ্রদ্ধাবানে উপদেশ দেন মহাজন ॥
সত্য সত্য জানিয়াছি হরিনাম সার ।
গতি পতি হরিনাম অন্য নাহি আর ॥
অন্য যুগে ভিন্নোপায়ে পায় প্রেমধন ।
এ কলিতে কিন্তু নহে সম্ভব কখন ॥
কলিযুগে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার ।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার ॥
অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার ।
শ্রীচৈতন্য বাক্য এই সর্ব্ব বেদ সার ॥
সর্ব্ব বেদ শাস্ত্রে দেখি নামের মহিমা ।
নাম বলে লভে জীব মহিমার সীমা ।
সাধন সে হরিনাম, নাম সাধ্য ধন ।
অনায়াসে লভে প্রেম নামাশ্রিত জন ॥
নাম গানে স্বল্পমানি অন্য অঙ্গ সাধে ।
সর্ব্বফল নাহি পায় নাম অপরাধে ॥
নাম চিন্তামণি জীবে সর্ব্বফল দেয় ।
হেন নাম ত্যজি মূঢ় করে অন্যাশ্রয় ॥
নাম কৃপা করি প্রকাশয় রূপ গুণ ।
আপন ভজনে জীবে করে সুনিপুণ ॥
গোপীদেহ দান করে প্রেমেতে ডুবায় ।
শ্রীনাম ভজিয়া পায় যেই যাহা চায় ॥

দশ অপরাধ ছাড়ি নির্জ্জনে বসিয়া।
নিরন্তর করে নাম আদর করিয়া॥
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন।
অতি সত্য জানিবে এ গৌরাঙ্গ বচন॥
জয় জয় নামানন্দ মুরারি মুকুন্দ।
বিরমিত ধ্যান পূজা বর্ণাশ্রম দ্বন্দ্ব॥
মধু হৈতে নাম অতি সুমধুর হন।
পরম অমৃত মোর জীবন ভূষণ॥
জয় জয় কৃষ্ণনাম ভুবন মঙ্গল।
নাম রূপ গুণ লীলা অভিন্ন সকল॥
নামের শ্রবণে হয় রূপের উদয়।
রূপের শ্রবণে নামে গুণ প্রকাশয়॥
গুণের শ্রবণে নাম পরিকরময়।
এ চারের শ্রবণেই লীলা স্ফূর্ত্তি হয়॥
শুদ্ধ নাম সেবে যেই ক্রম পথ ধরি।
বিশুদ্ধ সেবক সেই তার করে হরি॥

কবে কৃষ্ণ কৃপা হবে, আমার দুর্দ্দৈব যাবে,
ঘুচিবে অন্তর অবসাদ।
কৃষ্ণ রাম নাম গানে, কৃষ্ণ নামামৃত পানে,
পাইব শ্রীকৃষ্ণ সেবাস্বাদ॥
অনুকূল হবে বিধি, পাব কৃষ্ণ গুণনিধি,
সঙ্গে গোপী. শ্রীরাই কিশোরী।
হেরি রূপ অপরূপ. চিদানন্দ রস কূপ,
মত্ত হব সংসার পাশরি॥

কৃষ্ণ কৃপা আশা করি, আছি কৃষ্ণ নাম ধরি,
কবে হবে কৃপা দীন প্রতি।
দিন মোর বৃথা যায়, কৃপা না পাইনু হায়,
নাম মোর একমাত্র গতি॥

দীনহীন
শ্রীমতী বিদ্যুল্লতা ঘোষ।

শ্রীরূপানুগ ভজন দর্পণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৭ পৃষ্ঠার পর)

অষ্টকাল বর্ণন।

রাত্রিশেষে প্রাত, পূর্ব্বাহ্ন মধ্যাহ্ন পর, সায়ংকাল প্রদোষ ও নক্ত।
এই অষ্টকাল হয়, রাধাকৃষ্ণ লীলাময়, স্মরে যাহা অনুক্ষণ ভক্ত॥
নিশি অবসানে হরি, ভোগকুঞ্জ পরিহরি, স্বীয় গৃহে করয় গমন।
প্রাতে লীলা গোদোহন, সুখাদ্য দ্রব্য ভোজন, পূর্ব্বাহ্ণে করেন গোচারণ॥
মধ্যাহ্ণে বিপিনদেশে, রাধাসঙ্গ সুখাবেশে, নিত্য নিত্য করেন বিলাস।
অপরাহ্ণে গোষ্ঠাপন, সায়ংকালে গোদোহন, প্রদোষে সুহৃৎসহ বাস॥
রাত্রে পুনঃ কুঞ্জপ্রাপ্তি, রাধাসঙ্গ সুখাবাপ্তি এইরূপ লীলা অষ্টকাল।
নিত্যলীলা এই হয়, বিরাম ত কভু নয়, চিদানন্দ পরম রসাল॥৩০

অথ নিশান্ত্য লীলা।

নিশান্ত হয়েছে দেখি, ত্রাস্ত হয়ে বৃন্দাসখী, জাগাইতে ব্রজযুবদ্বন্দ্বে।
উপায় করয় কত, রব করায় নানামত, শুকসারী গায় নানা ছন্দে।
প্রিয়াপ্রিয় রবে হরি, সুখশয্যা পরিহরি, প্যারী সহ উঠিল তখন।
তাৎকালিক রতি শোভা, রতজনের মনোলোভা, সখীগণ করে দরশন॥

ককৃখটীর স্বর শুনি, চমকি উঠিয়া ধনী, প্রিয় সহ করয় প্রয়াণ।
আগামী সংকেত বলি, নিজ নিজ গৃহে চলি, স্বশয্যায় করয় শয়ন॥
শয়োত্থান কালে তথা, হয় কত লীলা কথা, দুঁহের মন্দিরে মনোহরা।
মুখ প্রক্ষালন স্নান, বাস ভূষা পরিধান, স্বীয় স্বীয় কাযে হয় ত্বরা॥৩১

অথ প্রাতর্লীলা।

স্নাতা বিভূষিতা সতী, গৃহে রাই রসবতী, সখীসহ করে আলাপন।
যশোদা প্রেরিতা বালা, কুন্দলতা সুকোমলা, জটিলারে জানায় তখন॥
ওগো জটিলে শুন, যশোদার বিজ্ঞাপন, শ্রীরাধায় তথায় লইব।
করিবেন পাককার্য্য, একথা হইল ধার্য্য, পাকান্তে বধূকে আনি দিব॥
যদিও কৃষ্ণেরে ভয়, তথাপি সম্মত হয়, শুনিয়া যশোদা বিজ্ঞাপন।
সখীসহ রাধা যায়, প্রণমিয়া যশোদায়, পাককার্য্য করে সম্পাদন॥
কৃষ্ণ নিদ্রা পরিহরি, গোষ্ঠে গোদোহন করি, সখাসহ স্নানান্তে ভোজন।
কৃষ্ণভূক্ত শেষ যাহা, সখীগণ সঙ্গে তাহা, রাধিকা করেন আস্বাদন॥৩২

অথ পূর্ব্বাহ্নলীলা।

সখাগণ ধেনুগণ, লয়ে কৃষ্ণ যান বন, গোষ্ঠলোক সঙ্গে সঙ্গে যায়।
মাতা পিতা আদি যত, সঙ্গে যায় শত শত, শ্রীকৃষ্ণ দর্শন লালসায়॥
নানাছল উপদেশে, বিদাইয়া সবশেষে, শ্রীরাধায় সংকেত করিয়া।
দূর বনে যায় হরি, রাধার সংকেত স্মরি, রাধাকুণ্ডে গোবর্দ্ধন হঞা॥
হেথা কুন্দলতা সখী, লয়ে রাধা গুণবতী, জটিলারে করে সমর্পণ।
জটিলা সন্তুষ্ট হয়ে, আদেশে শ্রীরাধা লয়ে, করিবারে সূর্য্যের অর্চ্চন॥
ছল পেয়ে সখীগণ, করে নানা সংঘটন, রাধাকুণ্ডে অভিসার তরে।
তুলসী মালিকা লয়ে, কৃষ্ণে দেয় দূতী হয়ে, কৃষ্ণবার্ত্তা আনে রাধাঘরে॥৩৩

অথ মধ্যাহ্নলীলা।

সূর্য্যপূজা ছল করি, গৃহ হৈতে অভিসরি, সখীসঙ্গে রসবতী রাই।
রাধাকুণ্ড তীরে যায়, শ্রীকৃষ্ণ দর্শন পায়, দুঁহে মত্ত মিথঃ সঙ্গ পাই॥

সাত্ত্বিক সঞ্চারি ভাব, বিকার ভূষণ লাভ, বাম্য আর উৎকণ্ঠাতে লোল।
স্মর যজ্ঞে ব্রতী হয়ে, ললিতাদি সখী লয়ে, প্রাপ্ত সুখে হইল বিভোল॥
দোলা বনলীলা ভূরি, জলকেলি বংশী চুরি, মধুপান অর্কার্চ্চন পুনঃ।
কত কত লীলা করে, সখীসঙ্গে অতঃপরে, বিলাসে মগন দুইজন॥
রাধাকুণ্ডে এইরূপ, নিত্যলীলা অপরূপ, সর্ব্বদিন হয় সংঘটন।
প্রেমচক্ষু খুলে যার, নয়ন গোচর তার, নৈলে নাহি হয় দরশন॥৩৪

অথ অপরাহ্নলীলা।

কান্তসনে বিহরিয়া, স্বকীয় মন্দিরে গিয়া, স্নানকরি নিজ রম্যবেশে।
কৃষ্ণ সুখালোকানন্দে, রহে ধনী পরানন্দে, সখীগণ সহ কৃষ্ণাবেশে॥
গোচারণ হইতে কান্ত, আসিবেন হয়ে শ্রান্ত, সেই শ্রান্তি করিবারে দূর।
নানাবিধ ভক্ষ্যপেয়, প্রস্তুত করেন তেঁহ, উপহার দিবেন প্রচুর॥
শ্রীরাধারমণ হরি, সখাগণ সঙ্গে করি, ধেনু বৃন্দ লইয়া তখন।
শ্রীরাধা দর্শন সুখ, লভি ব্রজ অভিমুখ, চলিলেন শ্রীবংশীবদন॥
পিতামাতা আদিসবে, আগুবাড়ি আসি তবে, আনন্দে দেখয়ে কৃষ্ণমুখ।
শ্রীগাত্র মার্জ্জন করি, যশোমতি লয়ে হরি, আদর করিয়া পায় সুখ॥৩৫

অথ সায়ংলীলা।

সায়ংকালে বনেশ্বরী, দিয়া নিজ সহচরী, কৃষ্ণার্থে পাঠায় ভোজ্য কত।
কৃষ্ণভুক্ত অবশেষ, সখী আনে যথাদেশ, পেয়ে রাধা হয় পুলকিত॥
হেথা বন হৈতে হরি, ব্রজমুখে আইসে ফিরি, ধেনু আর সখাগণ সনে।
যতনেতে যশোমতি, দাস দাসী লয়ে সতী, ব্যস্ত কৃষ্ণ শরীর মার্জ্জনে॥
রম্যবেশ পরাইয়া, শ্রান্তি দূর করাইয়া, কতমতে করেন লালন।
কৃত গোদোহন হরি, গৃহেতে প্রবেশ করি, নানাদ্রব্য করেন ভোজন॥
সখাগণে সঙ্গে করি, ভোজন করিয়া হরি, পিতামাতায় করেন সন্তোষ।
দিবসের কথা যত, আলোচিতে নানামত, উপস্থিত হয়ত প্রদোষ॥৩৬

অথ প্রদোষলীলা।

প্রদোষ আইল দেখি, হরষিত যত সখী, অভিসারে করয় যতন।
বৃন্দা উপদেশ মত, যমুনা পুলিন গত, কল্পবৃক্ষ কুঞ্জে কৈল মন॥
সিতাসিত নিশাধরি, তার যোগ্য বেশ করি, রাধাকে করায় অভিসার।
হেথা কৃষ্ণ গুণমণি, গোপসভা শিরোমণি, করে কত গুণের বিচার॥
শ্রান্ত হয়ে বাছা মোর, কক্ নিদ্রা অকাতর; বলি যশোমতী কৃষ্ণ লঞা।
শয্যায় শায়িত করে, একাকী নিভৃত চরে, নিদ্রা হেরি অন্যগৃহে যাঞা॥
আপনে একক পায়, তবে শয্যা ছাড়ি যায়, কুঞ্জে গিয়া হইল উদয়।
প্রফুল্লিত বৃন্দাবন, দেখি কৃষ্ণ আগমন, সখীসব আনন্দিত হয়॥৩৭

অথ নক্তলীলা।

কত পরিচর্য্যা করি, যুবদ্বয়ে তুষ্ট করি, বৃন্দা দোঁহার সাধিল মিলন।
সখীগণ মিলি তবে, সেই প্রেম মহোৎসবে, গান নর্ম্ম প্রহেলী নটন॥
সুলপন রসলাস্য, করি নানাবিধ দাস্য, যুগল বিলাস দেখে কত।
শ্রেষ্ঠ সখীগণ ঘেরি, বাড়ায় রতি মাধুরী, উজ্জ্বল সেবায় থাকে রত॥
গন্ধমাল্য সুতাম্বূল, ব্যজনাদি হিমজল, পাদ সম্বাহনা আদি যত।
যার যেই সেবা করে, প্রেমানন্দে অতঃপরে, রাধাকৃষ্ণে দেয় নানা সুখ।
বিশ্রান্তি আলাপ ছলে, নিভৃত নিকুঞ্জ স্থলে, নিদ্রা আসি হইল সেবোন্মুখ।
সুকুসুম শয্যোপরি, নিদ্রা যায় রাধাহরি, চারিদিকে সুপ্ত সখীগণ।
সুখনিদ্রা ভাব লখি, বনেশ্বরী বৃন্দাসখী, নিভৃত করিল বৃন্দাবন॥
বৃন্দার শাসন মানি, নিস্তব্ধ সকল প্রাণী, বনবাসী পশুপক্ষীগণ।
কুঞ্জে রাধাদামোদর, সখীসঙ্গে নিদ্রাপর, বৃন্দা একা প্রহরী তখন॥৩৮

নিত্যলীলার ভেদ, পীঠ ও উপকরণ।

এইরূপে নিত্যলীলা করে দুইজন।
দিন ভেদে লীলা ভেদ করিব বর্ণন॥

রাধাকুণ্ডে গোবর্দ্ধনে লীলা দিনমানে।
রাত্রিলীলা যামুন পুলিনে বৃন্দাবনে ॥
বৃন্দাবন ষোল ক্রোশ লীলা আয়তন।
মহীধর চতুর্দ্দিকে বহুতীর্থগণ।
সরোবর রূপে শোভা করে অনুক্ষণ ॥
আছেন মানস গঙ্গা গিরিরাজ পাশে।
নৌকা লীলা করে কৃষ্ণ যথায় উল্লাসে ॥
সুজ্যোৎস্না মোক্ষণ মাল্যহার গৌরীসর।
সুমন বনারিধ্বজ গন্ধর্ব্ব সাগর ॥
তথায় অরিষ্টকুণ্ড আর রাধাকুণ্ড।
সর্ব্বতীর্থরাজ যথা শোভে তরু ষণ্ড ॥
রাধাকুণ্ড উত্তরে যে ঘাট মনোহর।
তন্নিকটে অষ্টদল স্বরূপ চত্বর ॥
অনঙ্গ রঙ্গ অম্বুজ কুঞ্জ মনোহর।
যাঁহা ললিতার গণ সেবে নিরন্তর ॥
ললিতানন্দদ কুঞ্জ আছয়ে তথায়।
তন্নিকটে বহু কুঞ্জগণ শোভা পায় ॥
তাহার ঈশানে কুঞ্জ মদন সুখদ।
স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ বড় সুখপ্রদ ॥
বিশাখা আনন্দ নাম কুঞ্জ সুখপ্রদ।
রাধাকুণ্ড পূর্ব্বভাগে চিত্রানন্দ নাম।
চিত্রসখী কুঞ্জ যথা রাধার বিশ্রাম ॥
রাধাকুণ্ডে অগ্নিকোণে পূর্ণেন্দু সংজ্ঞক।
ইন্দুলেখা কুঞ্জ কৃষ্ণ আনন্দবর্দ্ধক ॥

রাধাকুণ্ড দক্ষিণে চম্পকলতা কুঞ্জ।
পরম আনন্দপ্রদ নাম হেম কুঞ্জ ॥
কুণ্ডের নৈঋত কোণে কুঞ্জ মনোহর।
শ্যামকুঞ্জ নাম রঙ্গ দেবী কুঞ্জবর ॥
রাধাকুণ্ড পশ্চিমে অরুণ কুঞ্জ নাম।
তুঙ্গবিদ্যা সেবে তথা নিত্য রাধাশ্যাম ॥
সুদেবীর কুঞ্জ রাধাকুণ্ড বায়ু কোণে।
হরিৎ কুঞ্জ বলি খ্যাত কৈল সখীগণে ॥
এই অষ্ট সখী কুঞ্জ যথা সর্ব্বকাল।
রাধাকৃষ্ণ লীলা করে পরম রসাল ॥ ৩৯

সেই কুঞ্জাদি কিরূপ এবং বহির্ম্মুখ মায়াবদ্ধ জীবের তাহাতে কি সম্বন্ধ ॥

কুঞ্জ কুণ্ড সরোবর গিরি গোবর্দ্ধন।
বৃক্ষলতা শ্রীযমুনা সব বৃন্দাবন ॥
চিদানন্দ মণিরত্ন বিনির্ম্মিত সব।
কিছুমাত্র নাহি তথা মায়ার বৈভব ॥
যেই জীব সিদ্ধ হয় সখী কৃপা বলে।
প্রেমমৃষ্ট চক্ষে সব দেখে কুতূহলে ॥
মাংসময়ী দৃষ্টিযোগে বহির্ম্মুখ জন।
মায়িকাবরণ মাত্র করে দরশন ॥
মায়ার যে দেশ কাল নাহিক তথায়।
চিদাবৃত্তি দেশকাল তথা শোভা পায় ॥
পরম দয়ালু কৃষ্ণ জীবে দয়া করি।
প্রকট করিল সব স্বয়ং অবতরি ॥
মায়াবদ্ধ জীব তথা যায় অনুক্ষণ।

কৃষ্ণ কৃপা বিনা নাহি পায় দরশন ॥
যে জীবের কর্ম্মক্ষয়ে সাধুসঙ্গ হয় ।
সেইমাত্র ব্রজবন দর্শন করয় ॥
বহির্ম্মুখ জীব তথা রহিতে না পারে ।
শীঘ্র জড় মায়া আকর্ষিয়া লয় তারে ॥
ব্রজধামে যেই জীব যায় একবার ।
ক্রমে বলবতী হয় সুকৃতি তাহার ।
সুকৃতি প্রবল হইলে সাধুসঙ্গ হয় ।
সাধুসঙ্গ ব্রজ লাভ সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥ ৪০

ইতি রূপানুগ ভজন দর্পণে রস লীলাদির তত্ত্ব বিবৃতি নাম প্রথমাংশ সমাপ্ত ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যার্পণমস্তু ॥

শ্রীমায়াপুর কোথায় ?

ভেকধারী শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস মহাশয় এই সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ ২৩শে ভাদ্রের একখানি সাময়িক পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন শ্রীব্রজমণ্ডল হইতে × × × × মানচিত্রাদি অঙ্কন করিতে আসিয়া আমাকে অত্যন্ত অশান্তি ভোগ করিতে হইতেছে। কৃষ্ণনিষ্ঠ বুদ্ধিই শমতা তাহার অভাবেই অশান্তি। শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধিঃ এবং তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং ভাগবতের এই শ্লোকদ্বয় হইতে আমরা অশান্তির কারণ উপলব্ধি করিতে পারি। কৃষ্ণ নিষ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া প্রাকৃত বিবাদের বোঝা লইয়া প্রাকৃত বুদ্ধিতে শ্রীধামের সন্ধান ও মানচিত্র অঙ্কনাদি করিলে অশান্তির কারণ হইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবত

স্পষ্টই বলিয়াছেন "মানব হরিপ্রপন্ন না হইলে তাহার নিজ শরীর, বান্ধব ও সম্পত্তির নিমিত্ত বিপুল শোক, বাসনা, পরিভব:ও লোভে ভীত হইয়া অশান্তি ভোগ করে। অশান্ত জীব নিজ ভোগ্য প্রাকৃত বস্তু অন্যায়-পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে অগ্রসর হয়।" ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ শ্লোক হইতে জানা যায় কৃষ্ণেতর দ্বিতীয় বস্তুর অভিনিবেশ হইতে যাবতীয় ভীতি জন্য অশান্তির উৎপত্তি। ভেকধারী দাসজী অশান্তির মধ্যে কেন প্রবেশ করিতেছেন বুঝা যায় না। তিনি অবশ্যই জানেন যে আদর্শ ভাগবত কখনই রাগদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া অশান্তির মধ্যে প্রবেশ করেন না। ভগবদ্ভক্তের বিষয় ভগবান ও তাঁহার ধাম, তাহাতে অশান্তি নাই। বিষয়ীর অপ্রাকৃত ধামগত ধারণায় অশান্তি আছে। ভক্তের ধাম ধারণা ও বিষয়ীর ধামোপলক্ষণে বিষয় ধারণা সমবস্তু নহে। ধাম এক হইলেও ঐ ধামের সহ তাঁহাদিগের উভয়ের ব্যবহার এক নহে। কেহ বা রাগ দ্বেষের বশবর্ত্তী হয় আবার ভগবদ্ভক্ত বিষয়মুক্ত হইয়া নিষ্কপট শুদ্ধ হরিসেবা করেন। হরিধাম সেবা করিতে গিয়া কাহারও অশান্তি উপস্থিত হয়, ভগবদ্ভক্তের পরমোল্লাস হয়। ভগবদ্ভক্ত ও অভক্ত উভয়েরই বিষয় সত্য কিন্তু সেই বিষয় লইয়া ব্যবহার বৈষম্যে পরস্পরের আকাশ পাতাল ভেদ। নিষ্ঠুরের হস্তের ছুরিকা অপরের হিংসায় নিযুক্ত হয় আবার তাদৃশ ছুরিকা শ্রীমদ্ভাগবতের পত্র বিচ্ছিন্ন করিয়া পাঠের সুযোগ করিয়া অপ্রাকৃত সেবাসুখ দেয়। ধার্ম্মিকের অর্থ পরের উপকারে ব্যয়িত হয়, অপকারীর অর্থ পর হিংসা করে। সকল দ্রব্যে ও ব্যাপারে সদ্ব্যবহার এবং অসদ্ব্যবহার জন্য দুই প্রকার ফল হইতে পারে। এমন যে শ্রীকৃষ্ণ বস্তু, অঘ বক পুতনার ও হিংসার বিষয় হইয়াছিল আবার গোপীজনের ঐ বস্তুই বল্লভ স্বরূপে হৃদ্দেশ অধিকার করিয়াছিল। কেবল অনুকূল ও প্রতিকূল অনুশীলনে অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত অবস্থা হয়।

শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীভক্তিবিনোদ, ভগবদ্ধামের নিষ্কপট সেবা করিয়া জগতে অশেষ কল্যাণরাশি আনয়ন করিয়াছেন। আবার বিরোধী উপসম্প্রদায়স্থিত বিষয়ীগণ সেই ভগবদ্ধামের অপ্রাকৃত ধারণাকেও নিজ ভোগময় রাজ্যজ্ঞানে ধামবাসী মনে করিয়া কিরূপ কদর্য্য ভাবে বিকৃত করেন ইহাও জন সাধারণ সকলেই দেখিতেছেন। অযোগ্যের হস্তে মুক্তার মালার আদর নাই, অপব্যবহার আছে। অপ্রাকৃত ভগবৎ তত্ত্বকে কুৎসিত করিয়া কিরূপ ভাবে যথেচ্ছাচারী উপধর্ম্মযাজিগণ প্রাকৃত করিয়া কলুষিত করিয়াছেন তাহা শুদ্ধ ভক্তমণ্ডলী প্রতিক্ষণেই উপলব্ধি করিতেছেন। আবার ভগবদ্ধামের অপ্রাকৃত ধারণাকে বিষয় চেষ্টায় জর্জ্জরিত করিয়া কিরূপে দুর্ভাগা লোকদিগকে ভ্রমপথে লইয়া যান। শ্রীবৃন্দাবন শ্রীনবদ্বীপ প্রভৃতি ধামগুলি কেবল বিষয়ীর বিষয় ক্ষেত্র বা হিংসার মঞ্চক্ষেত্ররূপে প্রকাশিত হইতেছে। লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবের মধ্যে শ্রীমূর্ত্তি লইয়া ব্যবসা, হরিকথা লইয়া ব্যবসা, কৌপীন লইয়া ব্যবসা, তিলক মালা লইয়া ব্যবসা, যোষিৎ ও যোষিৎসঙ্গী লইয়া ব্যবসা, ধাম লইয়া ব্যবসা, পাণ্ডিত্য ও গ্রন্থ লইয়া ব্যবসা কতই না চলিতেছে। আবার এই নরকপ্রদ অপকর্ম্ম গুলিই সহজিয়াগণের মতে শাস্ত্রসিদ্ধ, মহাজন পথানুমোদিত অনুষ্ঠান বলিয়া গগনভেদী চিৎকারও উঠিতেছে। সেই জন্যই বলি বর্ত্তমানকাল কলি অর্থাৎ বিবাদযুগ বা হরিবিমুখতার যুগ।

যিনি কলি অর্থাৎ বিবাদকে আশ্রয় করিয়া হরিসেবা করিতে প্রবৃত্ত তাঁহাকে শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ দূরে বর্জ্জন করেন। জিহ্বাপর মানবগণ অপ্রাকৃত ধামে মৎস্য ব্যবহারের অসুবিধায় কেহ কেহ মৎস্য বহুল পল্লীতে পল্লীতে আখড়া বাঁধেন আবার তীর্থ উপলক্ষণে নগরাদি পাইলে তাঁহাদের জিহ্বা ও উপস্থ বেগের স্রোত তাদৃশ তীর্থের বিপণীর মধ্য দিয়া অবাধে প্রবাহিত করিতে পারেন। কুলিয়া নগরে কোন কোন স্থলে উপধর্ম্মযাজির মধ্যেও

আস্থাবতারের (মৎস্য সেবা) পূজা এবং কৃষ্ণসেবার নামে প্রতিষ্ঠা কনক কামিনীলুব্ধ নেড়ানেড়ীর ধর্ম্ম গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। পরাক্ষিত মহারাজ বিবাদাশ্রিত ব্যক্তিকে এই ধরণীমণ্ডলে পাঁচটী স্থান মৌরশী মকররী করিয়া দিয়া গিয়াছেন। শুদ্ধ বৈষ্ণব বলেন বিবাদপ্রিয়গণ গুরুপারম্পর্য্যক্রমে সেই পাঁচ প্রকার ভিটায় বাস করিয়া জগতে নিজ নিজ ধর্ম্মানুষ্ঠানের পরিচয় দেন। মুখ্য উদ্দেশ্য গোপন রাখিয়া কেহ কেহ অবান্তর হরিকথার অবতারণা করিয়া স্ব স্ব উদ্দেশ্য সফল করেন।

কপটতাই দ্যূতক্রীড়ার স্থান। যে কোন মাদক দ্রব্য সেবনই পান দোষের স্থান। অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী, যোষিৎ, যোষিৎ সঙ্গীও স্ত্রৈণ ইহারা সকলেই যোষিন্নিবাস। পশুহিংসা ও পশু ক্লেশাদির স্থান সুনা বা কশাই খানা। টাকা পয়সা প্রভৃতি কাঞ্চনের স্থান। এই পাঁচ ভিটায় বিবাদ বা কলি স্থান পাইয়াছেন। বৈষ্ণবগণ বলেন যেখানে ভগবানের অপ্রাকৃত স্থান তথায় এই পাঁচ প্রকার দোষ নাই। সেই স্থান ভগবানের ধাম, সেই দেবদুর্ল্লভ স্থানকেই শ্রীনবদ্বীপ এবং ভগবানের জন্মস্থানকে শ্রীমায়াপুর কহে। অর্ব্বাচীনগণের মুখে সংস্কৃত শব্দ শ্রীমায়াপুর উচ্চারণ দোষে অন্য প্রকারে শব্দিত হইতে পারে তাহাদের অনুচর তত্তদ্ ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের দ্বারা স্বার্থবশে সেই কথাই অনুমোদিত হইতে পারে সত্য, ব্যক্তি বিশেষের বৈষয়িক স্বার্থ জড়িত হইতে পারে তাহা হইলেও উহাই শুদ্ধভক্তের অপ্রাকৃত শ্রীমায়াপুর শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থান। যিনি শুদ্ধ ভক্তিতে অবস্থিত উহা তাঁহারই গোচর হয়। সেথানে কলি প্রবেশ করিতে পারে নাই। কলি বৈরীদাসগণ তথায় অপ্রাকৃত সেবার অধিকার পাইয়াছেন। বিবাদ সম্বল কুতার্কিকগণের দলাদলি তথায় প্রবেশাধিকার পায় নাই। উলুক সূর্য্যকিরণ দেখিতে পায় না বলিয়া সূর্য্যের অধিষ্ঠানে সন্দেহ করা, বানরে লেখা পড়া শেখেনা বলিয়া

অক্ষরাদির সাহায্যে সভ্যতা বিস্তার ও শিক্ষার আবশ্যক নাই এরূপ ধারণা কখনই স্থির সত্য বলিয়া গৃহীত হয় না।

শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ বলেন যে সকল মাটী আজ পর্য্যন্ত নিশ্চয় বাহির দ্বীপ নয়, দ্বীপের মাঠ, অন্তর্দ্বীপের মাঠ ও নবদ্বীপের মাঠ বলিয়া আজ ৩।৪ শত বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহার অন্তর্ভুক্ত স্থানে শ্রীমায়াপুর অবস্থিত। শুদ্ধভক্তগণ বলেন বাহির দ্বীপে অর্থাৎ যাহা অন্তর্দ্বীপ নহে তথায় শ্রীমায়াপুর বসাইতে যাওয়া অসামান্য ধৃষ্টতা মাত্র। যে স্থান আজও মৌজা বাহিরদ্বীপ বা রামচন্দ্রপুর বলিয়া বিখ্যাত সেই বাহির দ্বীপকে অন্তর্দ্বীপ বলা এবং নিগূঢ় অন্যাভিসন্ধিমূলে তথায় শ্রীমায়াপুর অনুসন্ধান করা সত্যের বিশুদ্ধ অপলাপ ব্যতীত আর কিছু নহে। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে যে কালে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ রামচন্দ্রের নবচূড়ার মন্দির স্থাপন করিয়া স্থানটীর রামচন্দ্রপুর নাম দেন, তখনও উহা মৌজা বাহিরদ্বীপ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল এখনও তাহাই আছে। এই ঘটনার সাত বৎসর পরে দেওয়ানের মৃত্যু হয়। পরে সেই ৺ রামচন্দ্রদেব বিগ্রহ কান্দির রাজবাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হয় কেন না তৎকালেই ঐ মন্দিরটী ভাগিরথীর গর্ভে পতিত হয়। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে দেওয়ানের পুত্র প্রাণ কৃষ্ণ প্রাচীন নদীয়ার স্থান সমন্বিত বাগোয়ান পরগণা খরিদ করেন। ১৮০৩ সালে কিস্‌মত রামচন্দ্রপুরের রাজস্ব বাকি পড়ায় এবং পূর্ব্বাধিকারীগণের রাজস্ব দেওয়া লাভজনক না হওয়ায় নিশ্চিন্তিপুরের কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত বন্দোবস্তের কথা হয়, সেই গ্রাম সে সময়ে মায়াপুর বলিয়া পরিচিত ছিল না। অন্তর্দ্বীপের মধ্যে শ্রীমায়াপুর যেখানে ভগবানের গৃহ বৈষ্ণবগণ চিরদিন বলিয়া আসিতেছেন, এমন কি দুই শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী

ঠাকুর মহাশয় উহাই তৎকাল প্রচলিত সুপ্রাচীন বৈষ্ণবের উক্তি বলিয়া তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দুই শত বৎসর পরে কান্তি রাঢ়ীর অধস্তনগণ রামচন্দ্রপুরকে মায়াপুর বলিলে লোকে হাস্য করিবে। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ বলেন যে সময়ে গঙ্গার স্রোত সেনবংশীয়দের ভগ্ন প্রাসাদের নিম্ন তল বাহিনী হইয়া বর্ত্তমান মায়াপুর গ্রামের উত্তরাংশ দিয়া গঙ্গা নগরের দিকে বেগবতী হইয়াছিলেন সেই কালেই গঙ্গার দক্ষিণাংশ শ্রীমায়াপুর নামে বিশেষরূপে আখ্যাত হইয়া নদীয়া সংজ্ঞা হইতে লোকমুখে পৃথক্ হন এবং উত্তরাংশ টোটা, তারণ বাস, গঙ্গানগর ও নদীয়া নামে পূর্ব্বের ন্যায় পরিচিত ছিলেন। গঙ্গাগর্ভের উন্নত ভূমিগুলির কতক অংশ পরে চর নদীয়া বা চর নেদয়া বা রুদ্রপাড়া নামে খ্যাতি লাভ করে, নদীয়া রাজবংশের রাজা রুদ্র রায়ের কালে নবদ্বীপ রুদ্রপাড়া গ্রামে। ঐ রাজবংশের কতিপয় বংশধর অদ্যাপিও প্রাচীন মায়াপুরের অংশ (বর্ত্তমান নাম) বামনপুকুর গ্রামে বাস করিতেছেন। প্রাচীন নদীয়া নগরের উত্তরাংশের কতক ভূমিখণ্ডের নাম মায়াপুরের অংশবিশেষ বর্ত্তমান কালে বামনপুকুর নামে আখ্যাত হইয়াছে। বর্ত্তমান মায়াপুর এবং বামনপুকুরের মধ্যে বল্লালদিঘী নামে নিম্নতল ভূখণ্ড আছে উহার দক্ষিণ পার্শ্বে কতক ভূমিকে মায়াপুরের পাড়ে স্থিত বল্লালদিঘী পল্লী বলে। মায়াপুর স্থিত দীঘির পাহাড় বল্লালদিঘী এবং পুষ্করণীর অপর পারে ব্রাহ্মণ নিবাস হেতু মায়াপুর নগরের কিয়দংশ বামনপুকুর নামে দুইটী পাড়া স্থাপিত হইয়া মায়াপুরকে তিন নামে বিভক্ত করে। দীঘির উত্তর পশ্চিমাংশের প্রাচীন মায়াপুরের ভূখণ্ড দেড় শত বর্ষের সংজ্ঞিত ব্রজপত্তন বরোজপোতা ও বামনপুকুর। গোবিন্দের কড়চা নামক গ্রন্থ যাহা বিদ্বদ্বর শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় প্রচার করিয়াছেন তাহাতে বল্লাল সাগরের নিকটে শ্রীমহাপ্রভুর গৃহ বলিয়া বর্ণনা আছে। পরম

ভাগবত পণ্ডিত স্বধামগত শ্রীঅদ্বৈতবংশ্য শ্রীরাধিকা নাথ দাস গোস্বামী মহাশয় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নামীয় পত্রে শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীযুক্ত লোকনাথ গোস্বামী মহাশয়ের অপ্রাকৃত মধুর আলোক দর্শনের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও এই গোস্বামী মহাশয়ের আলোক দর্শনের প্রায় ৫।৭ বৎসর পূর্ব্বে ঐ স্থানেই দুই তিন বার অপ্রাকৃত আলোক দর্শন করেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবত বলেন অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়, কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥ গঞ্জাম প্রদেশীয় বিপ্রবর শ্রীগোপাল স্বাহা, সারণ প্রদেশের বিপ্রবর শ্রীপ্রভুনাথ মিশ্র এবং প্রাচীন ভেকধারী ভক্ত শ্রীরাধারমণ দাস বাবাজী প্রভৃতি অনেকেই এই অপ্রাকৃত আলোক দর্শন করিয়াছেন। যাহারা পরমার্থে অধিকারী নন তাহাদের নিকট এই সকল কথা শ্রদ্ধার সহিত আদর পায় না বটে কিন্তু ভৌগলিক প্রত্নতত্ত্বের ও ঐতিহ্যের নিগূঢ় গবেষণার ফলে উহাই আবার সুদৃঢ়ভাবে স্থিরীকৃত হয়, তবে যাহাদের ভজন বল নাই ভজন করিতে গিয়া অশান্তি আসিয়াছে কৃষ্ণৈক নিষ্ঠা নাই তাহারা স্বভাবক্রমে মহতের অলৌকিক অনুভবে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না। অপরাধ ফলে মহতের হিংসা করিতে গিয়া অশান্তিরূপ বিষয়ে পাতিত হন আমরা কেবল তাঁহাদের অশান্তিময় অবস্থা দেখিয়া দুঃখিত হই। যদি কেহ বলেন যে গোবিন্দের কড়চা গ্রন্থখানি শ্রীচৈতন্য ভাগবত বা ভক্তিরত্নাকরের ন্যায় প্রামাণিক নহে, দীর্ঘিকার পূর্ব্বপশ্চিমাবস্থান সম্ভবপর নহে এবং বল্লালদিঘী অন্যূন দেড়শত বর্ষ পূর্ব্বের খড়িয়া গর্ভ তাহা হইলেও শ্রীমায়াপুর অর্থাৎ তাৎকালিক গঙ্গার দক্ষিণাংশ দ্বিখণ্ডে বিভক্ত হওয়ায় দক্ষিণাংশ মায়াপুরের বল্লালদিঘী এবং পূর্ব্ব খড়িয়ার উত্তরাংশ (মায়াপুরের) বামনপুকুর নামে অভিহিত হইবার বাধা দেখা যায় না, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের লীলায় ভগবদ্ গৃহ ব্যতীত

অন্যান্য ভূখণ্ড সমুদ্র গর্ভস্থ হইয়াছিল কিন্তু দ্বারকায় ভগবদ্ গৃহ তদবধি আজ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ভাবে বিরাজমান আছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের লীলায় ও যোগপীঠ মায়াপুর, গঙ্গা বা জলঙ্গী দ্বারা ধৌত হন নাই। যেস্থান মৃতকান্তি রাঢ়ীর অধস্তনগণ প্রভুর জন্মস্থান অন্তর্দ্বীপের পরিবর্ত্তে বহির্দ্বীপে অবস্থিত শ্রীমায়াপুর বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন সেই মন্দিরের স্থিতি কেবলমাত্র ছয় বর্ষকাল পরিমিত ছিল ইতিহাস প্রমাণ করিবে। প্রভুর বাড়ী কখনই প্লাবিত হয় না ইহাই অপ্রাকৃত রহস্য। দেওয়ানের মন্দির সুতরাং প্রভুর গৃহ নয়। জলকর দমদমা, শ্রীনাথপুর, চর নেদয়া, প্রভৃতি পূর্ব্ব গঙ্গা গর্ভ সমূহ; বল্লালদিঘী, খড়ে আবড়া, মোল্লার জোল, বুনো ডোবা প্রভৃতি খড়িয়ার পূর্ব্ব গর্ভ সকল আজও লোক মুখে ও মানচিত্রাদিতে প্রাচীন স্মৃতির জাগরণ করাইতেছে, বল্লালের ভগ্ন প্রাসাদ স্তুপ, বল্লালদিঘী খাত, বল্লালদিঘী পাড়া, বিত্তি বল্লালদিঘী, ও চর বল্লালদিঘী, এই পাঁচটি স্থান বল্লালের পূর্ব্বস্মৃতির পরিচায়ক। শান্তিপুরের লেখক সাহিত্যিক মোজাম্মেল হক মহাশয়ের জনশ্রুতি মূলে ধারণা এই যে শ্রীমায়াপুর গ্রামে তিন শত ষাট ঘর লোকের বাস ছিল, এবং ঐ গ্রাম বা পাড়া ব্যক্তিয়ার খিল্‌জির সময় হইতে আছে। এক্ষণে কেবল ১২৫ বর্ষ পূর্ব্বে শালিগাঁ নিবাসী রোমজান মণ্ডলের আগমন কাল হইতে ঐ গ্রামকে মায়াপুরের বদলে মেয়াপুর বলে। দাসজী যদি নিরপেক্ষ হইয়া সত্যানুসন্ধান করেন তাহা হইলে তিনিও শ্রীমায়াপুরের সত্য গোপন করিতে সমর্থ হইবেন না, অবশ্য এইরূপ সত্য কথা বলিলে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক সম্প্রদায় তাঁহাকে আরও অশান্তির মধ্যে ফেলিতে পারেন কিন্তু আমরা বলি গৌরদাস্য রূপ সত্যের আশ্রয় হইতে দাসজী বিচ্যুত না হন; তিনি, দুর্ব্বল হৃদয় অনুসন্ধান রহিত কতিপয় স্বার্থান্ধ ব্যক্তির চিত্ত রঞ্জনে চাটুকারিতা

করিতে সমর্থ হইতে পারেন এবং নিজ স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লইতে পারেন সত্য কিন্তু তাঁহার ঐরূপ সত্য অপলাপ করায় বৈষ্ণব মহত্ত্বে দোষ স্পর্শ করিবে। দাসজী অবশ্যই জানেন যে বৈষ্ণবের নামের সহিত পরম পবিত্র সত্য বস্তু অনন্যভাবে সংশ্লিষ্ট। সেই বৈষ্ণবের দাস্যব্রতে দীক্ষিত হইয়া সত্য আচরণ পূর্ব্বক অলীক ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার শ্রোতৃবৃন্দকে ভ্রমান্ধকূপে পাতিত করিতেছেন। দাসজী এতদূর বলিতে অগ্রসর হইয়াছেন যে তিনি মহতের লঙ্ঘন করিয়া মহাজন পথে দোষ দিয়া অলৌকিক পরমার্থে অবিশ্বাস করিয়া স্বীয় প্রতিভা বিস্তারে জগৎকে মোহান্ধকূপে ডুবাইয়া দিতে পারেন। তাঁহার পক্ষে এইপ্রকার আস্ফালন বৈষ্ণব স্বভাবানুমোদিত নহে। তাহার ন্যায় বৈষ্ণবের পাঁচ প্রকার কলি বা বিবাদের স্থান পরিত্যাগ করিয়া নিরপেক্ষ কথা বলাই ভাল। আমাদের পরামর্শ যদি তাঁহার ভাল না লাগে তাহা হইলে তিনি উপধর্ম্মযাজী বৈষ্ণব নামে পরিচয়াকাঙ্ক্ষী দলে যোগদান করিতেও পারেন তাহাতে আমরা বাধা দিব না। এই সকল অনুসন্ধান প্রাকৃত দম্ভ শক্তি বলে সম্পন্ন হইতে পারেনা বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। তাঁহার সংগৃহীত প্রাচীন দলিলাদি, নিরপেক্ষ কিম্বদন্তি, প্রাচীন মহাজনদিগের উক্ত প্রমাণ ও মৌখিক বৃত্তান্ত বর্ত্তমান শ্রীমায়াপুরকেই শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান বলিয়া স্থির করাইবে। চাটুকার বৃত্তি গ্রহণ করিয়া গৌণভাবে কোন দলের অভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার জন্য তিনি যে সকল প্রয়াস করিবেন সকলগুলিই ব্যর্থ হইবে। তাঁহার উক্তিতে "ঠাকুর ঘরে কে, আমি কলা খাই নাই" বলায় চতুরতার অভাব জ্ঞাপন করিয়াছে। প্রাকৃত বুদ্ধিতে স্বীয় ভোগ বাসনা প্রবল রাখিয়া ধামবাসী নামধারীগণের উচ্ছিষ্ট রুটী যাহা তাঁহার উদর পোষণের জন্য আছে স্থির করিয়াছেন, ছিন্ন কন্থায় লজ্জানিবারণের দম্ভ যাঁহাকে আজও ছাড়ে নাই অপ্রাকৃত

ব্রজের রজোরূপ বিচিত্র শয্যাকে যিনি প্রাকৃত শরীরের ভোগময় শয্যা জ্ঞান করেন তাঁহার একেবারে যে কোন অভাব নাই তাহা কেহই স্বীকার করেন না। ভক্তবর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ বাবু বা বামাচরণ বাবু প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিয়া যে প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছেন তাহা পাঠে আমরা বুঝিলাম যে দাসজীর পরমার্থ বিষয়ে আদৌ আস্থা নাই। লৌকিক ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটবেই অধিক শ্রদ্ধা। বৈষ্ণবদাসের এরূপ কুরুচি লক্ষ্য করিয়া আমরা বাস্তবিকই বিস্মিত হইয়াছি। বৈষ্ণবের স্বভাব সত্যসারময়, অসার কথায় বৈষ্ণব কখন প্রজল্প করেন না। আমরা আচার্য্য পাদ শ্রীল রূপ গোস্বামীর নিকট হইতে জানিয়াছি যে শ্রীকৃষ্ণ বা তদীয় ধামাদির প্রতিকূল অনুশীলন করিলে সাধকের ভক্তি থাকেনা। কাশীবাসী শ্রীপ্রকাশানন্দের নির্ব্বিশেষ মত প্রচারের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর একদিন বলিয়াছিলেন আমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতেছে। আজ গৌড়ীয় শুদ্ধ ভক্ত সমাজ তাঁহাদের প্রভুর আনুগত্য করিয়া বলিতেছেন শ্রীগৌরাঙ্গের ধাম শ্রীমায়াপুরের প্রতি মৃত কান্তি রাঢ়ী সম্প্রদায় কটাক্ষ ও হিংসা করিতেছেন। বৈষ্ণব অকৃতদ্রোহ শ্রীমায়াপুর নিত্যধাম গোলোকের ভৌম প্রকটিত বৈকুণ্ঠ বস্তু। অবান্তর উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা যেন কোনদিন শ্রীগৌরধামের অবজ্ঞা না করি, নামাপরাধের 'সতাং নিন্দা' নামক প্রথম অপরাধে অপরাধী না হই। অসত্যকে বা অপচেষ্টাকে যেন সত্য বলিয়া কোনদিন গ্রহণ না করি, নমঃ শুদ্ধ বৈষ্ণবেভ্যঃ।

শ্রীরঘুনাথ দাস।

প্রার্থনা রস বিবৃতি।

(উনবিংশ বর্ষে প্রকাশিত ৩৮০ পৃষ্ঠার পর)

আকুতি, উৎকণ্ঠা, ব্যগ্রতা।

পীরিতি. প্রেম।

তুচ্ছ, ক্ষুদ্রোপলব্ধি। বিষয়কে যাহারা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন তাঁহারা সংসার বাসনা বিশিষ্ট। রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি ন চেজ্জয়া নির্বপনাদ্‌গৃহাদ্বা ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোভিষেকং। নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থোপগমো যদর্থঃ। মহীয়সাং পাদরজোভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

বিষয় ছাড়িয়া, নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য। সন্দর্শনং বিষয়িনামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোপ্যসাধু এই শ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশটী বিষয় সঙ্গ ও বিষয়ী সঙ্গ ত্যাগের নিদর্শন। বিষয় না ছাড়িলে অপ্রাকৃত বৃন্দাবন ও কৃষ্ণসেবার উদয় সম্ভাবনা নাই। জীবের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুগুলিই বিষয়। কৃষ্ণসেবার উদয়ে বিষয়ের নিবৃত্তি হয় নতুবা বিষয়ীগণ স্ত্রীপুত্র কথা রসে, পণ্ডিতগণ শাস্ত্রপ্রবাদ রসে, যোগীন্দ্রগণ মরুন্নিয়মজক্লেশ রসে, তপস্বীগণ তপস্যা বিষয় রসে, যতিগণ জ্ঞানাভ্যাস বিধিবিষয়রসে বিষয়ে প্রমত্ত থাকিলে তাহাদের বৃন্দাবন দর্শন লাভ ঘটে না। নিজ নিজ প্রাকৃত ভোগময় বিষয় ছাড়িলে শুদ্ধ মন বৃন্দাবন সহ অভিন্নতা লাভ করে। অন্যের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন, মনে বনে এক করি জানি। শ্রীমহাপ্রভু শ্রীমুখেই একথা জানাইয়াছেন।

রূপ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের অগ্রণী। তিনি শ্রীমহাপ্রভুর নিকট হইতে ভক্তিতত্ত্ব শ্রুত হইয়া শ্রীগৌর পদাশ্রিত ভক্তগণের জন্য শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি নামক দুইখানি অত্যুৎকৃষ্ট ভক্তিগ্রন্থ রচনা করেন। তাহাই শুদ্ধ ও অন্তরঙ্গ ভক্তগণের একমাত্র অবলম্বন। তাঁহার রচিত নাটকগুলিও প্রভূত গৌরব ও শ্রদ্ধাসহ ভক্তগণ পাঠ করেন। ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব, দানকেলিকৌমুদী প্রভৃতি নাটক ব্যতীত হংসদূত, উদ্ধব সন্দেশ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ, নাটক চন্দ্রিকা নাম্নী অলঙ্কার, পদ্যাবলী, স্তবমালা, প্রযুক্তাখ্যাত চন্দ্রিকা, মথুরা মহিমা, কৃষ্ণ গণোদ্দেশ, লঘুভাগবতামৃত ও উপদেশামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সনাতন রূপ দ্বারা মহাপ্রভু বৈষ্ণবোচিত দৈন্য প্রকাশ করেন। কৃষ্ণলীলায় তিনি রূপমঞ্জরী নামে প্রসিদ্ধ।

রঘুনাথ। হিরণ্য গোবর্দ্ধন নামক প্রভূত সমৃদ্ধিসম্পন্ন বৈষ্ণবপ্রায় কায়স্থ কুলে ত্রিবেণীর সন্নিকট কৃষ্ণপুর গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী ইহাঁর দীক্ষাদাতা। গৃহত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের শেষ ষোড়শ বর্ষ কাল স্বরূপ গোস্বামির আনুগত্যে অন্তরঙ্গ সেবায় ব্রতী ছিলেন। পরে রূপ সনাতনের নিকট বৃন্দাবনে আসিয়া তাঁহাদের তৃতীয় সহোদর প্রতিম ছিলেন। তাঁহার রচিত স্তবাবলী, দানচরিত, মুক্তাচরিত গ্রন্থ গৌড়ীয় অন্তরঙ্গ সমাজে পরম শ্রদ্ধায় পঠিত হয়। ব্রজ লীলায় ইনি রসমঞ্জরী কাহারও মতে রতিমঞ্জরী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঠাকুর মহাশয়ের সহিত ইহাঁর দর্শন লাভ ঘটিয়াছিল। ইহাঁর অতুলনীয় বৈরাগ্য ও রূপানুগত্যে দৃঢ় ভজন উদাহরণ স্বরূপ সর্ব্বদা গীত হয়॥১॥

ক্রমশঃ।

গৌরগৃহ কোথায় ?

রসিকবাবুর একখানি সাময়িক পত্রের ভাদ্রসংখ্যায় শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ দত্ত গৌরগৃহ নির্ণয় করিতে গিয়া যে সকল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছেন তাহা ভ্রমসঙ্কুল। তিনি হাণ্টার সাহেবের লিখিত ১৯০৩ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ হইতে কুলিয়ানগরস্থ কোন আখড়াধারী বাবাজীর বাচনিক প্রমাণ বলে গৌরগৃহ নদীগর্ভজাত হইয়াছে বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ঐ প্রসঙ্গে তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার কল্পিত স্থাপ্য বিষয়ে ক্ষতি হইবে বিবেচনা করিয়া কতক অংশ ছাড়িয়া দিয়াছেন তাহা এই :—

It was from Nadia that the last Hindu king of Bengal, on the approach of the mahammadan invader in 1205, fled from his palace in the middle of dinner.

এই নদীয়ায় শ্রীগৌরাঙ্গ, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দির শেষভাগে উদয় হইয়াছিলেন। নির্ণয়কারীর কুলিয়ানগরস্থ আখড়াধারী মহান্ত মহাশয় কি তখন সেনবংশীয়দিগের ভগ্নপ্রাসাদের স্তূপের নিকটে আখড়া বান্ধিয়াছিলেন? হাণ্টার সাহেবের লেখনী হইতে বুঝা যায় যে বর্ত্তমান বামনপুকুর, গঙ্গানগর, সিমুলিয়া, শ্রীমায়াপুর, বল্লালদিঘী, তারণবাস, চর নেদয়া প্রভৃতি গ্রাম সমূহই প্রাচীন নবদ্বীপ। তিনি লিখিয়াছেন "নবদ্বীপের গঙ্গাগর্ভে গৌরগৃহ লীন হইয়া গিয়াছে তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত" ইহা ভগবৎ সম্বন্ধে নির্ব্বিশেষ বাদীর মতের ন্যায়। মায়াবাদী যতই বলুন না কেন ভগবানের নাম রূপ গুণ লীলা অনিত্য ও কাল ক্ষোভ্য প্রত্যেক ভগবদ্ বিশ্বাসী তাহার প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। "অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়। কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥" ভগবানের সম্বন্ধে যে কথা ভগবানের ধাম সম্বন্ধেও সেই কথা। সমগ্র দ্বারকানগরী

জলমগ্ন হইলেও ভগবদ্ গৃহ চিরদিন অক্ষুণ্ণ আছে। গঙ্গা এবং জলাঙ্গী প্রাচীন নবদ্বীপের অধিকাংশ ভূমি গ্রাস করিলেও শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ যাবচ্চন্দ্র দিবাকর অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। ভগবদ্ ইচ্ছাক্রমে চরণামৃতময়ী গঙ্গা কোনদিনই হরিসেবার বিরোধিনী নহেন। অনেকে ভ্রমবশতঃ শ্রীগৌর বস্তুকে অপর বস্তু ধারণা করে, গৌর গৃহকে অন্য গৃহ মনে করে, কিন্তু নিষ্কপট ভজন পরায়ণ হইলেই শ্রীমায়াপুর যোগপীঠের অপ্রাকৃত আলোক দেখিতে পান। লেখক মায়াবাদ অবলম্বনে একাই সকলের মুখপাত্র কিন্তু শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ অনেকেই সে ধারণা পোষণ করেন না। আমরা জানি বর্ত্তমান কালে ন্যূনাধিক বিশ সহস্র শুদ্ধ ভক্ত শ্রীগৌরগৃহ বিলুপ্ত হয় নাই, বিলুপ্ত হইতে পারে না এরূপ বিশ্বাস করেন। সুতরাং তাঁহারা সর্ব্ব শব্দের বাহিরে নহেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে বর্ত্তমান কুলিয়ানগরে ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় ভিন্ন ভিন্ন কালে অনেকগুলি গৌরজন্ম স্থান কুলিয়াবাসীগণ কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছে ইঁহারাও সর্ব্বের অন্তর্গত। আরও লেখক কয়েকটী উপাদান সংগ্রহ করিয়া আর কয়েকটী উপাদান গোপন করিয়া নিজের উদ্দেশ্য সাধনার্থ যথেষ্ট মনে করিয়াছেন। প্রবন্ধ পাঠে যতদূর জানা যায় চৈতন্য ভাগবত লিখিত কুলিয়া শব্দটী কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর যে প্রকার স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম মুখে আনিতে নাই সেইরূপে সন্তর্পণের সহিত ত্যক্ত হইয়াছে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের মানচিত্র দেখিতে গিয়া তিনি কোলের গঞ্জের স্থান নিরূপণে অবগুণ্ঠন বিশিষ্ট হওয়ায় কুলিয়া ও নদীয়ার মধ্যবর্ত্তী গঙ্গা দেখিতে পান নাই। ইহাই কি তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনার্থ?

তিনি লিখিয়াছেন ছয়টী কারণ হইতে গবেষণা ক্রমে তিনি গৌরগৃহ নিরূপণ করিতে সমর্থ হইবেন। তাহার প্রথম হেতুবাদ এই যে চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য মঙ্গল, চৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গের

নবদ্বীপে জন্ম গ্রহণের কথা উল্লিখিত আছে। কিরূপে তিনি কুলিয়া এবং তৎসন্নিহিত প্রদেশ গুলিকে গঙ্গার পশ্চিমপারে অবস্থিত করাইয়া কুলিয়াকে নবদ্বীপ করাইলেন সে প্রবন্ধ আমার এখনও হস্তগত হয় নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন একথা বলিলে কুলিয়া বা মালঞ্চপাড়া রামচন্দ্রপুরে জন্মগ্রহণ করা বুঝায় না। প্রাচীন নদীয়ায় সেন বংশীয়গণের ভগ্ন প্রাসাদ স্তুপ আজও বর্ত্তমান। প্রাচীন নদীয়ায় আজও কাজীর নগর, গৃহ, সমাধি ও বংশ দেদীপ্যমান। নূতন নবদ্বীপ বা কুলিয়া পাহাড়পুর প্রভৃতি স্থানে গৌরসুন্দর কয়েকবার গিয়াছিলেন মাত্র। নদীয়া বলিলে সৈয়দ ও লোদী বংশের রাজ্যকালে কোন্ কোন্ ভূমিকে নির্দ্দেশ করে তাহা মুসলমানগণের রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহ পাঠ করিলে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইবে। নদীয়ার মায়াপুর, নদীয়ার কাজীর নগর, নদীয়ার তন্তুবায়ের নগর, নদীয়ার তারণবাস, নদীয়ার রুদ্রপাড়া, নদীয়ার মালঞ্চপাড়া, নদীয়ার গঙ্গানগর, নদীয়ার পারডাঙ্গা, নদীয়ার চীনেডাঙ্গা, নদীয়ার কুলিয়া, নদীয়ার কুলিয়ার গঞ্জ, নদীয়ার জান্নগর, নদীয়ার গাদিগাছা, নদীয়ার সুবর্ণবিহার, নদীয়ার রাত্বপুর, নদীয়ার সিমুলিয়া, নদীয়ার রামচন্দ্রপুর, নদীয়ার মাউগাছি, নদীয়ার হাটডাঙ্গা, নদীয়ার মাজদে প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রামই নগর ও নগর সমীপবর্ত্তী উপকণ্ঠ বলিয়া নদীয়া নামে আখ্যাত হইত। তজ্জন্যই ভক্তি রত্নাকরের সুবিচক্ষণ লেখক লোকের ভ্রম নিরাশ কল্পে সকল গ্রামেরই কথা ভিন্ন ভাবে নয়টি দ্বীপ বিভাগ করিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ইহাতে আধ্যাত্মিকতা দেখাইতে গিয়া অনেকে ভ্রম করেন। যাঁহারা ভ্রম করেন তাঁহারা ৮ কান্তি রাঢ়ী দলীয় অর্থাৎ গঙ্গার পশ্চিম প্রদেশকে রাঢ়দেশ বলে পূর্ব্বাংশকে বঙ্গদেশ বা নদীয়া বলে। যিনি রাঢ়দেশের শোভা বিস্তার করিতে অগ্রণী তিনিই কান্তি রাঢ়ী। ইহাই আধ্যাত্মিক অর্থ আর

মায়াপুরকে আধ্যাত্মিক কর্ত্তার আধ্যাত্মিক করিবার যে প্রয়াস তিনি স্বয়ং অধ্যাত্মে লীন হইয়া গেলে আর তাঁহাকে আধ্যাত্মিক করিতে হয় না।

দ্বিতীয় হেতুবাদ মূলে নবদ্বীপের দক্ষিণাংশে শ্রীগৌরাঙ্গের আবাস ভূমি ছিল একথা সত্য। শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ হইতে উত্তরাংশে ও উত্তর পশ্চিমাংশে প্রাচীন নদীয়া ছিল এই কথারই পোষকতা করে সুতরাং লেখক রামচন্দ্রপুরে নবদ্বীপের দক্ষিণ স্থির করিলে উত্তরাংশ নবদ্বীপ বারগোয়ার ঘাটে তাঁহার যুক্তি তরণী তীরস্থ হয়! ঐ সকল ভূমির অধিকাংশই নদীয়া অতিক্রম পূর্ব্বক রাঢ় দেশের অন্তর্ভুক্ত হইবে। লেখক মহাপ্রভুর জন্মস্থান নবদ্বীপের দক্ষিণে সাব্যস্ত করিয়া সেই রামচন্দ্রপুরে দেওয়ানের মন্দিরে গৌর গৃহ রাখিয়া উত্তরাংশে আমাদিগকে তাঁহার নবদ্বীপ সহর দেখাইয়া দিন। গাবতলা বা রামচন্দ্রপুর প্রভৃতি জায়গায় যদি মহাপ্রভুর গৃহ স্থির হয় তাহার উত্তরেই নদেয়া তারণবাস প্রভৃতি গ্রাম এবং তৎপূর্ব্ব দক্ষিণে শ্রীমায়াপুর এবং তাহার উত্তরে বামনপুকুর শিমুলিয়া হইতে রুদ্রপাড়া পর্য্যন্ত নদীয়া সহর বিস্তৃত ছিল। সুতরাং মহাপ্রভুর বাড়ীর উত্তর পশ্চিম কোণে মহাপ্রভুর সময়েও প্রাচীন নদীয়ার কতক ভূমি ছিল একথায় কোন দোষ হয় না। ঐ প্রমাণ অনুসারে মায়াপুরই মহাপ্রভুর জন্মস্থান স্থির হয়।

তাঁহার তৃতীয় হেতুবাদ এই যে মহাপ্রভুর একটী ঘাট ছিল। শ্রীমায়াপুরের নিকটেই পশ্চিম দক্ষিণ কোণে যাহাকে এখন শিবের ডোবা বলে ঐখানেই মহাপ্রভুর বাটীর নিকটস্থ ঘাট ছিল।

চতুর্থ হেতুবাদে বারকোণা ঘাট ও হুলগাড়ী বা ভেট্‌কী মারীর বিল ঐ সকল স্থানে ছিল ঐ স্থানের নিকটেই মাধাইয়ের ঘাট। একডালা মহৎপুরে মাধাইএর ঘাট নিশ্চয় কোনদিন ছিল না। শ্রীমহাপ্রভুর

কীর্ত্তন পথ অনুসরণ করিলে আমরা নাগরীয়া ঘাটে পৌছিতে পারি তথা হইতে নিকটেই গঙ্গানগর তাহা বর্ত্তমানকালের সকল প্রাচীন লোকেই স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। তথা হইতে নদেয়া ও তারণ বাসের মধ্য দিয়া শিমুলিয়া যাইবার পথ। শিমুলিয়া হইতে কাজীর বাড়ী এবং তথা হইতে তন্তুবায়ের নগর যাহা এখনও চক্ষুকর্ণের বিবাদ মিটাইয়া দিতে পারে সেই সকল পাড়া আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে। ১৫০ বর্ষের পূর্ব্বের দলিলের মধ্যে তন্তুবায় নগরের উল্লেখ রহিয়াছে উহা এখন বামন পুকুরিয়ার মধ্যে পড়িয়াছে। লেখক কষ্ট কল্পনা করিয়া রাঢ় দেশীয় রাঢ়ী মহাশয়ের পূর্ব্বনিবাসে তন্তুবায় নগর কল্পনা করিতে গিয়াছেন ইহাতে আমরা অধিক পাণ্ডিত্য দেখিতে পাইলাম না। তন্তুবায় নগর হইতে শাখারী পাড়া হইয়া শ্রীধরের বাড়ী এবং ঐ স্থান হইতে গাদিগাছা পারডাঙ্গা মাজিদা হইয়া মায়াপুরের বাড়ীতে আসা এখনও কীর্ত্তন করিয়া পরিক্রমা করিয়া দেখিতে পারেন। কুলিয়া চিনেডাঙ্গা পাহাড়পুর চিরদিনই গঙ্গার পশ্চিম পারে ছিল ঐ সময় পোলতায় বিলে গঙ্গা বহতা ছিল না। ছুলগাড়ী বিল ও ভেটকীমারীর বিলের নিকটেই পুরাতন পার ডাঙ্গা ছিল ঐ স্থান গঙ্গা শিথস্থি হওয়ায় কিছুদিন পূর্ব্বে কুলিয়ার মিউনিসিপ্যাল আফিসের নিকট উঠিয়া গিয়া পার ডাঙ্গা নাম দিয়াছিল। এ ঘটনা ১৫০ দেড় শত বৎসরের মধ্যে। পারডাঙ্গা শব্দে গঙ্গার শিথস্থি জমি অপর দিকে পয়বস্থি হইয়া তাদৃশ নামের উদয় করায়।

কান্দিবংশের ইতিহাসে দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দের গৌরাঙ্গের জন্মস্থান বলিয়া রামচন্দ্রপুরে মন্দির স্থাপন আখ্যায়িকা ইংরাজি ১৮৭৪ সালের পূর্ব্বে কল্পিত হয় নাই সুতরাং মন্দির ধ্বংশের ৭৫ বৎসর পরে ইতিহাস লেখক অনেক বিষয় ভ্রম করিয়া থাকিতে পারেন। আবার শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহনজী স্থাপনের কথায় অনেক প্রমাদ

ঘটিয়াছে। দেওয়ান মহাশয় রামচন্দ্রদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া রামচন্দ্রপুর গ্রামের পত্তন করেন; পরে ৫।৭ বৎসরের মধ্যে মন্দির নদীগর্ভজাত হইলে সেই মূর্ত্তি কান্দিতে স্থানান্তরিত করা হয়। যখন ঐ মন্দির পুনরায় দেখা গিয়াছিল তখনই প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ভ্রম করিয়া গৌরাঙ্গের জন্মস্থান ও অপর চারিটী ঠাকুরের নাম সন্নিবিষ্ট করেন। এই সকল কথার ধারাবাহিক তর্কমূলে ইতিহাস প্রচারিত নাই। দেওয়ান যদি গৌরাঙ্গের জন্মস্থানের জন্য কিছু যত্ন করিয়া থাকিতেন তাহা হইলে তাহার নির্দ্দিষ্ট জন্মস্থান প্রকৃত হইলে কখনই বিনষ্ট বা জলমগ্ন হইত না। ভগবদ্‌গৃহ কখনই জলমগ্ন হয় না। শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে এমন কি ১২৩০ সালের বন্যার জল পর্য্যন্ত যাইতে পারে নাই। ভগবদ্ জন্মস্থান যোগপীঠ আধিদৈবিক আক্রমণের বস্তু নহে বিশেষতঃ দেওয়ানের নামে কল্পিত বিচার সঙ্গত বলিয়া ধরিলেও বৈষ্ণব গ্রন্থগুলির সহিত নানাপ্রকারে বৈষম্য হইবে আমরা প্রবন্ধান্তরে তাহা আলোচনা করিব।

যেরূপ যোগপীঠে বর্ত্তমান কালে সন্দেহের অবতারণা করা হইয়াছে সেই প্রকার তর্কসমূহ বিচার করিলে বাহিরদ্বীপে কখনই গৌরগৃহ হইতে পারে না। কান্দির রাজবংশের ভিন্ন ভিন্ন মোকর্দ্দমার দাখিলি কুর্চিনামা ভিন্ন ভিন্ন কিনা পাঠক অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পারেন। তজ্জন্য ঐ বংশের কিছুদিন পূর্ব্বের ইতিহাস লেখক ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণা পাটবের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারিনা। ঐতিহাসিক গণের মধ্যে কেহ বলেন জগন্নাথের পুত্র গৌরাঙ্গ, কেহ বলেন জগন্নাথের ভ্রাতুষ্পুত্র গৌরাঙ্গ, কেহ বলেন গৌরাঙ্গের পুত্র গঙ্গা গোবিন্দ, কেহ বলেন গৌরাঙ্গের ভ্রাতুষ্পুত্র গঙ্গা গোবিন্দ। কেহ বলেন রামচন্দ্রপুরে রাধাবল্লভ স্থাপিত হইয়াছেন, কেহ বলেন কৃষ্ণজী গোবিন্দজী গোপীনাথজী ও মদনমোহনজী। কেহ বলেন ঈশ্বর স্থাপিত হইয়াছিলেন। কেহ

বলেন রামচন্দ্রদেব স্থাপিত হইয়াছিলেন। কেহ বলেন গঙ্গা গোবিন্দের পিতা বা পিতৃব্য গৌরাঙ্গের ঐ স্থানে জন্ম হয় আবার কেহ বা মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিতেও সঙ্কুচিত হন না। প্রাচীন ম্যাপগুলি দেখিলে ঐ সকল স্থান কেবল জলমগ্নই দেখা যায়। তবে স্থানে স্থানে চর জমি পয়বস্থি হইয়াছিল। যাহার যাহা মন তিনি প্রমাণ পান আর না পান হুজুগ্ করিবার জন্য অনর্থক বাচালতা করেন। শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ তাদৃশ নহে; ইহা লৌকিক এবং অলৌকিক উভয় প্রকার প্রমাণমূলে সুপ্রতিষ্ঠিত। চিনাডাঙ্গায় বেদাঙ্গ ভট্টাচার্য্য বা বেদ্ড়া ভট্টাচার্য্যদিগের বাড়ীর কথা সকলেই জানেন উহা কুলিয়ার নিকটে অবস্থিত হইলেও নদীয়ার নিকটবর্ত্তী চিনাডাঙ্গা হইবার আপত্তি নাই। ঐস্থান প্রাচীন নদীয়া হইতে ২।৩ মাইলের মধ্যেই অবস্থিত। মহাপ্রভুর সময় হইতে কুলিয়া গ্রামে দেবানন্দ, মহেশ্বর বিশারদ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের বাস ছিল জানা যায়। আজও বিল্বপুষ্করিণীর পণ্ডিতগণ এবং কৃষ্ণনগরের মহারাজা এবং অন্যান্য কৃষ্ণনগরীয় স্থান সমূহ নদীয়া নাম মুখেই খ্যাত হন। যদি এখনকার নদীয়ার কেন্দ্র ৭ মাইল হাটিয়া কৃষ্ণনগরে আসিতে পারে তবে ১৫০ দেড় শত পূর্ব্বে চিনাডাঙ্গা ও কোলেরগঞ্জ নদীয়া শব্দবাচ্য হইবার বাধা নাই। তাহা হইলে শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ হইতে নদীয়ার স্থান সমূহ ২।৪ মাইল দূরেও সেই প্রসিদ্ধি লাভ করে। আজও বাংলা দেশ হইতে পুরুষোত্তমে যাত্রী গিয়া উপস্থিত হইলে নদীয়া আগত বলিয়াই তদ্দেশবাসীর নিকট পরিচিত হয়। যেখানে পণ্ডিত নিবাস গৌড়ীয় বৈষ্ণবের স্থান তাহাই তত্তৎকালীয় নদীয়া হইয়া যায় সুতরাং শ্রীমায়াপুর যোগপীঠকে গৌরাঙ্গের জন্মস্থান বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধা নাই। তত্তৎবিষয়ে অনুকূল অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণ সহ যোগপীঠকে গৌর জন্ম স্থান প্রবন্ধান্তরে দেখাইব। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের ও ফণীভূষণ

বাবুর গবেষণা দুই হইয়াও অভেদ এবং নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বিবাদ মূলে বদ্ধ।

মেজর রেণালের ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে বর্ত্তমান নবদ্বীপের ভূমিতে স্রোতস্বতী ভাগীরথী ধারা চিত্রিত আছে। সহর নবদ্বীপ বা নবদ্বীপ বলিয়া যে স্থান আজকাল দেখান হইতেছে উহা ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের পরেও স্রোতস্বতী ভাগীরথী। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের হুদ্দাবন্দী কাগজে পোল্‌তার বিলে স্রোতস্বতী ভাগীরথী ছিলেন, প্রদর্শিত হয়। তজ্জন্যই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় কুলিয়াকে নবদ্বীপের সীমা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ভক্তিরত্নাকরে প্রাচীন বৈষ্ণবের উক্তি বলিয়া কোলদ্বীপকেই কুলিয়া বলিয়াছেন। গদখালির কোল, (তেঘরির) কোল আমাদ, কোলের ফেরি, কোলের গঞ্জ প্রভৃতি কোলদ্বীপের ভূমি সমূহ বর্ত্তমান কালে নদীয়ার সংলগ্ন ভূমি জ্ঞান করা হইতেছে। কোলদ্বীপে পারমাদিয়া, মাঁদিয়া গঙ্গার পশ্চিম পারে। পূর্ব্ব পারে পারডাঙ্গা।

প্রাচীন মানচিত্রে গঙ্গা ও জলঙ্গী সঙ্গমে প্রাচীন নবদ্বীপ স্থিত বলিয়া উল্লিখিত আছে। গঙ্গা ও জলঙ্গীর ধারাদ্বয় প্রাচীন নবদ্বীপের দুই পার্শ্বে প্রবাহিত হইয়া প্রাচীন নদীয়াকে দ্বীপরূপে পরিণত করিয়াছিল। গঙ্গা ও জলঙ্গী সঙ্গমের স্থানটী শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ। বর্ত্তমান কালের খড়ে আবড়া এবং জলকর দম্‌দমা বাঙ্গোড়। এই কথা ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল তারিখের রোবকারীতে কমিশনর শ্রীযুক্ত ড্যাম্পিয়ার সাহেব লিখিয়াছেন। তিনি এতৎসম্বন্ধে প্রমাণস্বরূপ নদীয়ার জিলা জজ শ্রীযুক্ত মুর সাহেবের ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখের রায় হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীযুত মুর সাহেব লিখিয়াছেন "যে স্থলে পূর্ব্বে প্রাচীন নবদ্বীপের উভয় পার্শ্বে গঙ্গা ও জলঙ্গী সঙ্গত হইয়াছিলেন উহাই কাশিমপুর জলকরের দক্ষিণ সীমা।" প্রাচীন নবদ্বীপ, বর্ত্তমান

দেড় শত বর্ষের নবদ্বীপের উত্তরাংশে অর্থাৎ শ্রীমায়াপুরে। জলঙ্গী কোনদিন রামচন্দ্রপুর বা গাবতলায় প্রবাহিত হয় নাই। নবীন নবদ্বীপের পূর্ব্বে, পূর্ব্ব দক্ষিণে এবং উত্তরাংশ শ্রীমায়াপুরে গঙ্গার সহ সঙ্গত হইয়াছিল। এই কথাই ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ১২ই আগষ্ট তারিখে শ্রীযুত চিফ্ জষ্টিস্ পেথারাম এবং জজ র‍্যাম্পিনী মহোদয় দৃঢ়ভাবে স্থির করিয়াছেন। এই দুই জন মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টের জজ স্থির করিয়া লিখিয়াছেন "১৭৮০ খৃষ্টাব্দের মেজার রেণাল সাহেবের মানচিত্রে বিল্বপুষ্করণীর নিম্নে গঙ্গা ও খড়িয়া দুই নদী, তিন স্থানে মিলিত হইয়াছে দেখা যায়।" (১) বর্ত্তমান নদীয়ার উত্তরাংশে অর্থাৎ প্রাচীন নদীয়ায় শ্রীমায়াপুরে জলকর দমদমা ও বাঙ্গোড় (বর্ত্তমান) (২) প্রাচীন নদীয়ার দক্ষিণাংশে অর্থাৎ গাদিগাছার উত্তরে (৩) মহীশোড়া দ্বীপের নিম্নভাগে। প্রাচীন নদীয়া রামচন্দ্রপুর মনে করিলে তথায় ঐ দুই নদীর মিলন স্থান রেণেলের ম্যাপে অঙ্কিত নাই। শ্রীমায়াপুরেই অঙ্কিত আছে দেখা যায়। কলিকাতা রিভিউ VOL. VI. 1846 পৃষ্ঠা ৪২২ লিখিত আছে Old Nadia which was swept away by the river, lay to the north of the existing Nădia. The old town was on the Krishnagar side of the river.

শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিগত ১৮ই আশ্বিন ৪ঠা অক্টোবর বৃহস্পতিবারে শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়ের দ্বিতীয় বার্ষিক বিরহ মহোৎসব শ্রীস্বানন্দসুখদ কুঞ্জে

সুসম্পন্ন হইয়াছে। অনেকগুলি ভক্ত ও ধামবাসীগণ এই মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। পরম ভাগবত শ্রীযুত গয়ারাম ঘোষ এই সদনুষ্ঠানের উদ্যোগ করিয়া আমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন। শুদ্ধভক্তগণের উদ্দেশে সেবা প্রবৃত্তি বড়ই আশাপ্রদ।

পরম ভাগবত শ্রীযুত ললিত লাল ঘোষ ভক্তিবিলাস মহাশয় শ্রীমায়াপুর শ্রীবাস অঙ্গনে মহাপ্রকাশ সেবা প্রকাশের জন্য বিশেষ উৎসাহান্বিত হইয়াছেন। তিনি শুদ্ধাভক্তির বিশেষ পক্ষপাতী এবং হরিসেবায় সর্ব্বদা নিরত। সকল শুদ্ধ সেবকগণ তাঁহার নিরপেক্ষ হরিসেবার সহায়তা করিয়া আমাদিগকে ধন্য করুন্। বিগ্রহ ব্যবসায়ীদিগের চেষ্টা নিতান্ত ফল্গু এবং ভক্তিবিলাস মহাশয়ের শুদ্ধ অনুষ্ঠান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

আগামী ৬ই কার্ত্তিক ২৩শে অক্টোবর ২৩ পদ্মনাভ মঙ্গলবার ও তৎপরদিবস বুধবার দৌলতপুরে গৌড়ীয় শুদ্ধ বৈষ্ণব সম্মেলনের আয়োজন হইতেছে। দৌলতপুর খুলনার অব্যবহিত পূর্ব্ব ষ্টেশন। এখানে একটি কলেজ আছে। ভক্তানন্দ শ্রীল বনমালি দাস অধিকারী মহাশয় এই ইষ্টগোষ্ঠীর উদ্যোগকারী। আমরা আশা করি বঙ্গদেশের যাবতীয় শুদ্ধ ভক্ত এই শুদ্ধ বৈষ্ণব সম্মেলনে একত্রিত হইয়া শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের আচার ও প্রচার করেন। অশুদ্ধ সম্প্রদায় সমূহ যাহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের নামে সমাজে প্রতিপন্ন না হয় এবং শুদ্ধ সেবকগণকে জগৎ আদর করিয়া লাভবান্ হন তাহার প্রতি সকল সহৃদয় গৌরপদাশ্রিতগণ সবিশেষ যত্ন করেন। যুক্তবৈরাগ্য স্বীকার করিয়া ফল্গু বৈরাগ্যের কপটতা বুঝিয়া যাঁহারা গৌরচরণাশ্রয়ে গান্ধর্ব্বিকা গিরিধরের ভজন করেন এবং দুঃসঙ্গের আদর করেন না এরূপ শ্রীরূপানুগ শুদ্ধভক্তগণ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ প্রভুর একান্ত আশ্রিত। অশুদ্ধ উপধর্ম্মযাজিগণের সহিত শুদ্ধ বৈষ্ণবের ইষ্টগোষ্ঠী সম্ভবপর নহে তাই শুদ্ধ বৈষ্ণব সম্মেলনের আবশ্যকতা।

শ্রীগৌরচরণাশ্রিত শুদ্ধ সেবকগণ ভারতের নানাস্থানে বাস করিয়া গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরেরই ভজন করেন। তাঁহারা দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া মহাজন পথে ভজন করেন বলিয়া বিষয়ীগণের হিংসার উদয় হয়। শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকা শুদ্ধভক্তগণের জীবন এবং অশুদ্ধ সম্প্রদায়ের আদরের বস্তু নহে। শুদ্ধভক্তিকে আদর না করিয়া বিষয়মিশ্র ভক্তির উপলক্ষণে কতিপয় সাময়িক পত্র শ্রীসজ্জনতোষণীর অনুকরণে কয়েক বৎসর হইতে প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। শুদ্ধভক্তগণ ঐগুলির কোনরূপ আদর করেন না। শুদ্ধভক্তগণ ঐসকল সাময়িক পত্রের মধ্যে হরিকথা উপলক্ষণে বিষয় কথা জানিয়া তাহাদের সঙ্গত্যাগের উদ্দেশে একমাত্র সজ্জনতোষণী পাঠেই আনন্দিত হন। শুদ্ধ ও মিশ্রে অনেক তফাৎ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তত্ত্ব প্রচারক (১৭৯ পৃষ্ঠায় ষষ্ঠ সংখ্যা দ্বিতীয় বর্ষে) এক পত্র প্রকাশ হইয়াছে। তাহাতে প্রাকৃত নাগরীদলের বিরুদ্ধে এই সংবাদ পাওয়া যায়।

"ব্রাহ্মণ বাড়ীয়ার বৈষ্ণব সমাজ স্থাপিত হইয়াছে পর হইতে নানা কেলেঙ্কারী শুনিয়া আসিতেছি। বিষ্ণুপ্রিয়ার সংস্কার, বিবাহ, বিষ্ণু প্রিয়াকে কন্যা জ্ঞানে জামাই ষষ্ঠীর সময় "বালা" দেওয়া প্রভৃতি অধর্ম্ম-মূলক কার্য্য চলিতেছে, দেখিয়া শুনিয়াও কোন কথা বলি নাই। কিন্তু প্রকাশ্যে বেশ্যা সঙ্গে কীর্ত্তন করা কোন্ ধর্ম্মের অঙ্গ। শ্রীশচীনন্দন, বিষ্ণুপ্রিয়া হেন গুণবতী, রূপবতী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন আর আজ তাঁহার শিষ্যগণ বেশ্যার সহিত কীর্ত্তন করে, এই চিত্র আজ দেখিতে হয়, শুনিতে হয়।"

"সম্পাদকীয় মন্তব্যে ঃ—শ্রীমান্ ব × × আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ শিশির কুমার ঘোষ মহাশয়ের অনুগত। তাহারা এই প্রকার কার্য্যে লিপ্ত হইবে আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না।"

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

—•‡*‡•—

শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার মুখপত্রী।

বিংশ বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা।

অশেষক্লেশবিশ্লেষি-পরেশাবেশসাধিনী।
জীয়াদেষা পরাপত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী॥

শ্রীগৌরচন্দ্র।

প্রভাতে উঠিয়া গোরা ইতি উতি চায়,
স্বরূপের কণ্ঠ ধরি আঁখি ভেসে যায়।
রজনীর কথা স্মরি আবেশে বিভোর,
কহিছে স্বপন-কথা মুদি আঁখি-জোর।
আজি নিশি অবসানে শ্যাম গুণধর
আসিয়া বসিল কাছে হসিত অধর।
কমল-কোমল করে পরশি' চিবুক
নাশিল জীবন-ব্যাপী বিরহের দুখ।

ধৈরযের বাঁধ ভাঙি উথলিল প্রাণ,
পড়িনু যুগল পদে হারাইনু জ্ঞান।

হাহা, সখি, কিবা মোর ভাগ অভাগিয়া
সখার চরণতলে না গেনু মরিয়া।

শ্রীঅমর নাথ মিত্র।
রাজকণিকা।

সজ্জন—সত্যসার।

সজ্জনের তৃতীয় গুণ তিনি সত্যসার। সত্যসার বলিতে কায়মনোবাক্যে যিনি সত্য হইতে বিচ্যুত হন না। সত্য হইতে বিচ্যুত হইলেই মানব অসাধু বা অবৈষ্ণব সংজ্ঞা লাভ করেন। সজ্জন বা শুদ্ধবৈষ্ণবই একমাত্র সত্যসার। যিনি অসত্যকে অসার জানেন এবং সত্যকেই নিষ্কপটে সাররূপে গ্রহণ করিয়াছেন তিনি সত্যসার।

লৌকিক নিরপেক্ষতা আশ্রয় করিয়া যে বস্তুধর্ম্মের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় তাহাই লোকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন। কামক্রোধাদি সম্পন্ন মানব তাঁহার তাৎকালিক প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া যে সত্যানুভব করেন তাহা তাঁহার তাৎকালিক সত্য হইতে পারে কিন্তু কামক্রোধাদির অপগমে তিনিই পূর্ব্বসত্যপ্রতীতির ব্যত্যয় অনুভব করিয়া থাকেন। মানবসভ্যতার আদিমকালে জ্ঞানের অভাবক্রমে আজকালকার জড় বিজ্ঞান বিষয়ক উপলব্ধি অনেকস্থলে অভাবময় ছিল। প্রাচীন গ্রীকগণের,

চীনদেশীয় জ্ঞানীগণের, ভারতীয় বিদ্বৎ সম্প্রদায়ের জড়বস্তুসমূহে ধারণাগত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় তাঁহারা যাহাকে সত্য বলিয়া অনুভব করিয়া গিয়াছেন তাহার ধারণা অনেকাংশেই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। মানব, যখন মানবসমাজের পূর্ব্বাধিগত অভিজ্ঞতা লাভ করে না তখন তাহার সত্যপ্রতীতি নিতান্তই অল্প থাকে। অশিক্ষিত মানবের ধারণা, কামক্রোধহত সত্যপ্রতীতিরূপ মানবধারণা শিক্ষাপ্রভাবে পরিবর্ত্তিত হয়। তাৎকালিক সত্য দেশভেদে, কেন্দ্রভেদে ভিন্নরূপে সত্য বলিয়া ধারণা হয়। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব অনেকস্থলে অসত্যকে সত্য বলিয়া ধারণা করায় আবার তাহাদের অপগমে অসত্য অন্তর্হিত হইলে সত্য আসিয়া অজ্ঞানতমের নিরাস করে।

নিত্য সত্য ও তাৎকালিক সত্যে ভেদ আছে। তাৎকালিক সত্যানুসন্ধান করিতে গিয়া জীব অন্যাভিলাষী হইয়া পড়েন, কখনও বা ধর্ম্ম, অর্থ কাম ফল অনুসন্ধান করিতে গিয়া কর্ম্মনিপুণ পুণ্যবান হন, কখনও বা মুমুক্ষু হইবার পিপাসায়, পাপ পুণ্য ছাড়িয়া অহংগ্রহোপাসক মায়াবাদী হন। ইহাদিগকে অজ্ঞানী, কুকর্ম্মরত ও যথেচ্ছাচারী বলা হয়। ইহাঁদিগের প্রত্যেকের সত্যধারণা ভ্রমপূর্ণ অসম্পূর্ণ ও তাৎকালিক হেয়মিশ্র। অপ্রাকৃত হরিজনের ধারণা সেরূপ হেয় নহে। তিনি হরিকেই পরম সত্য জানেন। হরি হইতে বিচ্যুত হইয়া হরিজন যখন হরিবিমুখ অভিমান করেন তখনই তাঁহার পরম সত্য বস্তু হরির উপলব্ধি হ্রাস হইয়া পড়ে। বৈমুখ্য কুহক তাঁহার অস্মিতা ও বৃত্তিকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে অসত্য বস্তুতে সত্যের আরোপ করায়। হরিজনই আংশিক জ্ঞানকে সত্য জানিয়া হরিদর্শনে বিমুখ হইয়া পরমাত্মা দেখেন তখন তাঁহার সত্য দর্শনে পরমাত্মা প্রকটিত হন। আবার অপ্রাকৃত সবিশেষ দর্শনের চিন্মাত্রাবরণকেও বস্তু বলিয়া প্রতীতি হইলে তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ হন। আবার

তাদৃশ জ্ঞানাভাবে বহির্দর্শনে দেবীধামে সত্য অনুভব করিতে গিয়া বিবর্ত্তবাদাশ্রয়ে গুণমায়া নির্ম্মিত দেহকেই আমি বলিয়া বসেন। এই অহঙ্কারটী ক্রমশঃ হরিবিমুখ বাহ্যদর্শনে স্থিরা হইয়া বুদ্ধি নামে অভিহিত হয়। পরে নশ্বর অনিত্য স্থিরাবুদ্ধি চাঞ্চল্য বশতঃ সঙ্কল্প বিকল্প করিতে গিয়া হতবুদ্ধি হইয়া মনে আমিত্বের অস্তিত্ব দেখেন। মন দেবীধামের গুণমায়ার আশ্রয়ে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ গ্রহণ করিয়া স্থূলভাবে জড় ভোগের মালিক হন। এই খানে তাঁহার হরিবৈমুখ্যের পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হয়। পরম-সত্যবস্তু কৃষ্ণ হইতে বিমুখ হইতে হইতে জীব কোথায় আসিয়া পড়িলেন। সকলই তাঁহার স্বতন্ত্রতার বিক্রম। মধুর লীলাময় শিথিলৈশ্বর্য্য হরি, সর্ব্বশক্তিমান ঐশ্বর্য্য বিগ্রহ হরির পরমসত্য ব্যতীত পরমাত্মায় পূর্ণজ্ঞানে আংশিক কেবল মধুরাভাবরূপ সত্য অনুভূতি ও পরে হরিদেহা-বরণপ্রভামাত্র ঔপনিষদ ব্রহ্মে সত্যপ্রভা প্রতীতি হইতে লাগিল। পরম সত্য এইবার কুহকাবরণে দৃষ্ট হইতে আরম্ভ করায় জীবের অস্মিতা অহঙ্কারতত্ত্বের সেবায় নিযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ বুদ্ধি ও মনদ্বারা পরম-সত্যেতর তাৎকালিক সত্যসমূহে আচ্ছন্ন হইল। তাৎকালিক কুণ্ঠদেশগত সত্যানুভূতি তাঁহাকে সত্যসার হইতে দিল না।

এই দেবীধামে জীব গৌরভক্তাভিমানে বলী ইন্দ্রিয়বর্গকে পরমসত্যের সেবায় নিযুক্ত না করিয়া নশ্বর বস্তুতে তাৎকালিক সত্যের সেবায় নিযুক্ত করিলেন। শ্রীগৌর ভগবান্‌ও তখন তাঁহাকে বিমুখ সেবায় নিযুক্ত করিলেন। শ্রীগৌর ভগবানকে বৈমুখ্য বিকার বশে কোন জীব, তখন নিজের ভোগের বস্তু জ্ঞান করিয়া ফেলিলেন। বিপ্রলম্ভ সম্ভোগের পুষ্টিকারক এই পরম সত্য ভুলিয়া গিয়া প্রাকৃত সম্ভোগকেই শ্রীগৌরাঙ্গ বুঝিয়া বসিলেন। সেই সকল কাল্পনিক গৌরপরায়ণ জীব আপনাদিগকে আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া দরবেশ, সাঁই। সহজিয়া

সখীভেকী স্মার্ত্ত জাতগোঁসাই। অতিবাড়ী গোপীছাড়ি গৌরাঙ্গ নাগরী প্রভৃতি অভিমান করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ও তদীয় নিজজনগণকে তাঁহাদেরই মত জীববিশেষ মনে করিলেন। সেজন্যই সত্য অপলাপ হইবে দেখিয়া শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভু গাহিলেন "কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয়-বৈরিবর্গাঃ শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।" কিপ্রকারে গৌরভক্তিকে কলঙ্কিত করিয়া "গৌরভক্ত" নামে আউল বাউলাদির অভিমান শুদ্ধভক্তগণকে ব্যথা দিতে লাগিল, ঐ গুলি জানিবার জন্য সেই সেই দলের গৌরভজা অনেকেরই কৌতূহল দেখা গেল। তবে যাঁহাদের তাদৃশ কৌতূহল তাঁহারা "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" ভুলিয়া বৈষ্ণবহিংসায় উদ্যত হইয়া সত্য জানিয়া লইবেন,এরূপ ঘৃণিত সঙ্কল্প করায় অসত্য ও অসারে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। বৈষ্ণব বা গৌরভক্ত সত্যসার সুতরাং উপরিলিখিত গৌরভক্ত পরিচয়াকাঙ্ক্ষী দলের ভক্তিবিরোধী চেষ্টাগুলি গৌরভক্তির অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিলেন না। এই দুঃসঙ্গবর্জ্জনই তাঁহার সত্যসারত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। "প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীগৌরাঙ্গ পদাশ্রিত গণের একমাত্র আরাধ্যই শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধরের শ্রীচরণ যুগল" ইহাই গৌরভক্তের সত্যসারত্ব। ইহাই শুদ্ধগৌরভক্তের সত্যসারত্ব। ইহাই অবিমিশ্র নিত্যশুদ্ধ গৌরভক্তের সত্যসারত্ব। ইহা হইতে বিচ্যুত হইয়া অসত্য অসার কথায় গৌরভজন হয় না। শ্রীগৌরভগবান মায়া নহেন, মায়ার ক্রীড়াপুত্তলী নহেন, হরিবিমুখ জীবের কল্পনার পণ্য দ্রব্য নহেন। তিনিই শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর। অন্য বস্তু নিশ্চয় নহেন। কৃষ্ণের স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ হইতেই যাবতীয় বস্তুর উৎপত্তি। রাধিকা হইতে যাবতীয় শক্তি উৎপন্ন হইয়াছে। কল্পনা রাজ্যে বা নিত্যসত্যে সকল অধিষ্ঠানের মূলাশ্রয় শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর। সুতরাং গৌরপদাশ্রিতের তাঁহারাই একমাত্র আরাধ্য। অন্যথা "যেপ্যন্য" শ্লোকানুসারে সেবা অবৈধ হইবে।

শরণ।

ওহে প্রেমের ঠাকুর গোরা,
প্রাণের যাতনা কিবা কব নাথ!
হয়েছি আপনা হারা,
কি আর বলিব যে কাযের তরে
এনেছিলে নাথ! জগতে আমারে
এতদিন পরে কহিতে সে কথা
খেদে দুঃখে হই সারা।
তোমার ভজনে না জন্মিল রতি
জড় মোহে মত্ত সদা দুরমতি—
বিষয়ীর কাছে থেকে থেকে আমি
হইনু বিষয়ীপারা॥
কে আমি, কেন যে এসেছি এখানে
সে কথা কখনো নাহি ভাবি মনে
হরি বিমুখের লক্ষণ যত
আমাতেই সব আছে,
কি গতি হইবে কখনো ভাবিনা,
হরি-ভকতের কাছেও যাইনা,
তোমার দাসের কতদিন বল
তোমা ছেড়ে প্রাণ বাঁচে?

"শ্রীগুরু কৃপায় ভেঙ্গেছে স্বপন
বুঝেছি এখন তুমিই আপন
তুমিই জীবের পরমাত্মীয়
সংসার কারাগারে,

আন না ভজিব তব পদ বিনু,
রাতুল চরণে শরণ লইনু
উদ্ধার নাথ! ভব কূপ হ'তে
এ দাসের কেশে ধ'রে।

পাতকীরে তুমি কৃপা কর নাকি?
জগাই, মাধাই, ছিলও পাতকী
তাহাতে জেনেছি প্রেমের ঠাকুর!
পাপীকেও তার তুমি,

আমি ভক্তিহীন দীন অকিঞ্চন
অপরাধি-শিরে দাও দুচরণ
তোমার অভয় শ্রীচরণে চির—
—শরণ লইনু আমি।

ব্রহ্মচারী শ্রীনারায়ণদাস চট্টোপাধ্যায়।

প্রাকৃত শূদ্র বৈষ্ণব নহে।

শ্রীগৌরভগবানের দুইপ্রকার রাজ্য। প্রথম প্রকার তদ্রূপ বৈভব গোলোক বৈকুণ্ঠাদি নিত্যধাম সমূহ এবং দ্বিতীয় প্রকার সৃষ্টি দেবীধাম ব্রহ্মাণ্ডাদি। বৈকুণ্ঠাদির স্থিতি প্রকৃতির অতীত ভূমিতে অর্থাৎ অপ্রাকৃত রাজ্যে তথায় খণ্ডকাল প্রবেশ করিতে পারেনা,প্রাকৃত গুণ অধিকার লাভ করে না, জড়বদ্ধজীবের নিন্দিত কামের তথায় গতি নাই। জড়জগতে স্বর্গাদি লোক সমূহে গুণের ক্রিয়া, জীবের ফল ভোগ ও কৃষ্ণপ্রেমের অভাব লক্ষিত হয়। শ্রীগৌরভগবান্ স্বীয় প্রকাশ নিত্যানন্দ প্রভুর রূপ মহাবৈকুণ্ঠস্থিত সঙ্কর্ষণের অংশ কারণোদশায়ী মহাবিষ্ণুদ্বারা নিত্যপ্রকাশ বৈকুণ্ঠ ও নশ্বর ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু ও নশ্বর ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন বলিয়া কাহারও বৈকুণ্ঠকে দেবীধামের মত স্থান মাত্র মনে করা উচিত নহে। ব্রহ্মাণ্ড প্রাকৃত ও কালান্তর্গত। কিন্তু বৈকুণ্ঠ অপ্রাকৃত ও কালাতীত। অপ্রাকৃত রাজ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের বস্তুগত নিত্য অস্তিত্ব নাই পরন্তু তত্তদ্ভাব আছে মাত্র। প্রাকৃত জড়ব্রহ্মাণ্ডে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদির বস্তুগত নশ্বর অধিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়াই যে অপ্রাকৃত রাজ্যে নিত্য শূদ্রত্বের বস্তুগত অধিষ্ঠান আছে এরূপ নহে।

জড়জগতের নশ্বর শূদ্রাভিমানের বস্তুগত সত্তা অপ্রাকৃত রাজ্যপ্রবেশে সহায়তা করে মনে করিয়া অবৈষ্ণব প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায় প্রাকৃতরাজ্যে ব্রাহ্মণের অমর্য্যাদা করেন। ব্রাহ্মণের মার্য্যাদা করেন না বলিয়া প্রাকৃত সহজিয়াকে লোকে নিন্দা করে। যোগ্যতার অনাদরে তাঁহাকে অব্রাহ্মণ বা সদ্গুণের বিরোধী মনে করে। বদ্ধজীব ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণকালে অসৎ বা অশুভ কর্ম্ম যাহাকে পাপ বলে সেই পাপ অনুষ্ঠান করিয়া লৌকিক

মর্য্যাদা হীন হয়। পাপিষ্ঠগণ প্রাক্তন কর্ম্মফলে শূদ্রাভিমানে প্রমত্ত হয়। পুণ্যকর্ম্মপ্রভাবে প্রাক্তন কর্ম্মফলে জড়বদ্ধজীব সগুণ ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়া মর্য্যাদাবান্ হন। প্রাকৃত সহজিয়াগণ পাপচিত্ত বলিয়া বৈষ্ণবকে শূদ্র বলিতে ভাল বাসেন, শূদ্রজ্ঞানে ঘৃণা করেন এবং প্রকারান্তরে পাপিষ্ঠ বলেন সুতরাং শূদ্রের বৈষ্ণব হওয়ার সম্ভাবনা নাই। সর্ব্বমহাগুণগণ বৈষ্ণব শরীরে এই কথা বিশ্বাস না করিয়া পাপকর্ম্মে আসক্তি প্রভাবেই তাঁহার মঙ্গল হইবে, মনে করেন। ব্রাহ্মণগণ প্রাকৃত রাজ্যে সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট হইয়া মিশ্রগুণ সমূহের সম্বন্ধ ত্যাগ করিলেই নির্গুণতা লাভ করেন। তখনই তিনি বিশুদ্ধ সত্ত্ব ষড়্‌বিংশগুণ সম্পন্ন বৈষ্ণব হন। ব্রাহ্মণের কর্ম্মাধিকার ও দক্ষিণাগ্রহণাদি ফলকামনা নিরস্ত হইলে বিষ্ণু-কৈঙ্কর্য্যের বৃত্তি সমূহ উদয় হয়। বিষ্ণুর যথায় অবস্থান নাই, সেই মায়ার রাজ্য অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত জড় ভোগাতীত রাজ্যে বিষ্ণুকে লাভ করিয়া তাঁহার অনুশীলন করেন। যে কাল পর্য্যন্ত শূদ্রতাই বিষ্ণু-সেবার আধার জ্ঞান হয় তৎকাল পর্য্যন্ত জীব পাপিষ্ঠ বলিয়া আপনাকে হীন জ্ঞান করেন এবং বিষয় সেবা করিয়া হরি সেবাহীন অবৈষ্ণবতাকেই বৈষ্ণবাভিমান জানেন।

তমোগুণাচ্ছন্ন জীবই শূদ্র। সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট জীবই ব্রাহ্মণ। পাপ বুদ্ধি বিশিষ্ট শূদ্র স্বীয় পাপ রূপ উপচারে কখনই বিষ্ণুসেবা করিতে পারে না। অবশ্য মিশ্রসত্ত্বাভিমানে জড়াভিনিবেশ সহ পুণ্যবান্ সকাম বিপ্রত্বে ও বিষ্ণুসেবা হয় না। সেজন্যই বর্ণাভিমান যুক্ত মানব বিষ্ণুসেবার অধি-কারী নহেন। বর্ণধর্ম্মের সম্যক্ পালন করিতে করিতে তদভিমান নিরস্ত হইলেই অপ্রাকৃত হরিসেবায় অধিকারী হন। শূদ্র স্বীয় পাপিষ্ঠতা ত্যাগ না করিলে বৈষ্ণব হয় না, ব্রাহ্মণ স্বীয় কর্ম্মকাণ্ডীয় পুণ্য কায়মনোবাক্যে পরিত্যাগ না করিলে বৈষ্ণব হইতে পারেন না। ভগবান্ বলিয়াছেন

"চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" ব্রাহ্মণাদি চারিটী বর্ণকে গুণ ও কর্ম্ম বিভাগক্রমে ভগবান্ সৃষ্টি করিয়াছেন। যেকাল পর্য্যন্ত প্রাকৃত গুণ সমূহের গ্রহণ হরিসেবা প্রবৃত্তির দ্বারা হ্রাস না হয় সেকালপর্য্যন্ত জীবের কর্ম্মকাণ্ডাধিকার অর্থাৎ প্রাকৃত ভোগ রাজ্যে বিচরণ সিদ্ধ হয়। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে স্থিত ব্রাহ্মণাভিমান লইয়া হরিসেবা করিলে কখনই কেবলা হরিভক্তি সম্ভাবনা নাই। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিই তৎকালে জীবকে জড়মিশ্র সেবায় নিযুক্ত করে। তখন কর্ম্মমিশ্রাভক্তিময় ব্রাহ্মণ ষড়বিংশ গুণের অধিকারী হইয়া জগতে বৈষ্ণব নামে পরিচিত হন কিন্তু তাঁহার কর্ম্মমিশ্র ভজন ত্যক্ত হইয়া হরিভজন আরম্ভ হইলেই শুদ্ধ ভক্তি লাভ হয়। কর্ম্মমিশ্র-ভক্তি আশ্রয় করিয়াও অনেক সকামী বিপ্রকে, শুদ্ধবৈষ্ণব হরিদাস ঠাকুর, উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর, ঝড়ু ঠাকুর, নরহরি সরকার ঠাকুর, নবনীহোড়ঠাকুর শ্যামানন্দ প্রভৃতির প্রতি বর্ণগত অবরতা আরোপ করিতে দেখা যায়। আবার কর্ম্মত্যক্ত ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব, হরিদাসগণের মহামহিম চরণকমল আশ্রয় করিয়া গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বৈষ্ণব মূর্ত্তিতে স্বীয় লোকাতীত বিপ্রত্বের আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। বৈষ্ণব যদি শূদ্র হইতেন বা পাপিষ্ঠ হইতেন তাহা হইলে কখনই শ্রীল ঠাকুর নরহরি, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীল শ্যামানন্দ, শ্রীল রসিকানন্দ, শ্রীল ঠাকুর কৃষ্ণদাস, শ্রীল গোস্বামি রঘুনাথ দাস, কর্ম্মমিশ্রাভক্তিযুক্ত বিপ্রের গুরুত্বে বরিত হইতেন না। আমরা শূদ্রতা বা সকামবিপ্রত্ব ত্যাগ করিলেই হরিভক্তির দাতা গৃহীতা রূপে বৈষ্ণবে পাপপুণ্যাধিকার নিদর্শনরূপ বর্ণগত বৈষম্য দেখিতে পাই না। নতুবা অবান্তর উদ্দেশের বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মমিশ্রাভক্তির ব্যাজে বৈষ্ণবে শূদ্রত্বের (সংস্কার রাহিত্যের) আবশ্যকতা লইয়া এত ব্যস্ততা কেন? শাস্ত্র বলেন, সমাজ বলেন, সদ্ধর্ম্ম বলেন, ব্রাহ্মণেতর বর্ণের অপ্রাকৃত সেবায় অধিকার নাই। সেজন্যই

অবান্তর লক্ষ্যজীবি সকাম বিপ্রের মধ্যে বৈষ্ণবকে শূদ্র বলিয়া ঘৃণা করিবার বৃত্তি জাগরূক। বৈষ্ণবগণের পাপোত্থ শূদ্রতা ব্যতীত অপর গতি নাই বলিতেও কুণ্ঠিত হন না কিন্তু তাদৃশ বিচার হরিজন সেবার বিশিষ্ট অন্তরায়। প্রতিকূল বিচার না ছাঁড়িলে হরিভজনে উন্নতি হয় না।

প্রভুতত্ত্বনিরূপণং।

একো মহাপ্রভুঃ শ্রীমান্ কৃষ্ণচৈতন্যঈশ্বরঃ।
নিত্যানন্দাদ্বৈতচন্দ্রৌ প্রভূ দ্বৌ পরিকীর্ত্তিতৌ॥ ১॥
ব্রহ্মরূপোঽদ্বৈতচন্দ্রো নিত্যানন্দাত্মসংজ্ঞকঃ।
ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্য ইতি তত্ত্বত্রয়ং বিদুঃ॥ ২॥
ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশঃ ব্রহ্মণো যচ্ছ্রুতৌ শ্রুতং।
তদেবাদ্বৈত-চৈতন্যনিত্যানন্দা ইতি ত্রয়ং॥ ৩॥
অকারোকারমকারৈস্ত্রিভির্ব্বর্ণৈর্যথোঙ্কারঃ প্রোক্তঃ।
নিত্যানন্দাদ্বৈত-চৈতন্যৈস্তত্ত্বমেকং বদন্তি তথার্য্যাঃ॥ ৪॥
নিত্যানন্দাদ্বৈতচৈতন্যমেকং তত্ত্বং তত্ত্বজ্ঞানিভিঃ সংপ্রদিষ্টম্।
তত্তত্ত্বেনানন্তরূপেণ বিশ্বং ব্যাপ্তং কৃষ্ণপ্রেমদানেন সর্ব্বং॥ ৫॥
অকারঃ কৃষ্ণচৈতন্য উকারোঽদ্বৈতসংজ্ঞকঃ।
নিত্যানন্দো মকারস্তু প্রণবং তত্ত্রয়ং বিদুঃ॥ ৬॥
অদ্বৈতঃ ক্ষরইত্যুক্তো নিত্যানন্দোঽক্ষরঃ স্মৃতঃ।
উত্তমঃ পুরুষঃ শ্রীমান্ কৃষ্ণচৈতন্যঈশ্বরঃ॥ ৭॥
ক্ষরাক্ষরাভ্যামুৎকর্ষস্তেনায়ং পুরুষোত্তমঃ।
বিদ্বদ্ভিঃ কথিতস্তস্মাত্তত্ত্বৈকং মিলিতং ত্রয়ং॥ ৮॥

পঞ্চতত্ত্বনিরূপণং।

পঞ্চতত্ত্বাত্মকো গৌরো ভক্তরূপঃ স্বরূপকঃ।
ভক্তাবতারো ভক্তাখ্যো ভক্তশক্তিরিতি প্রভুঃ॥ ১॥
শ্রীগৌরাঙ্গো ভক্তরূপো নিত্যানন্দঃ স্বরূপকঃ।
ভক্তাবতারশ্চাদ্বৈতো ভক্তশক্তির্গদাধরঃ॥ ২॥
ভক্তাখ্য শ্রীনিবাসশ্চ পঞ্চৈতে তত্ত্বসংজ্ঞকাঃ।
প্রেমসম্পত্তিদাতারঃ পঞ্চৈতে ক্ষিতিপাবনাঃ॥ ৩॥
পঞ্চভূতৈর্যথা বিশ্বং যথা পঞ্চপদৈর্মনুঃ।
তথৈব পঞ্চতত্ত্বেন প্রেমকল্পতরুর্মহান্॥ ৪॥

শ্রীচৈতন্যশাখাবর্ণনং।

চৈতন্যকল্পবৃক্ষস্য শাখারূপান্ হরিপ্রিয়ান্।
প্রণম্য তেষাং নামানি লিখাম্যাত্মবিশুদ্ধয়ে॥ ১॥
প্রেমামরতরুঃ সাক্ষাৎ প্রভুঃ শ্রীগৌরসুন্দরঃ।
তৎফলানাং স্বয়ং ভোক্তা দাতা-দাতৃশিরোমণিঃ॥ ২॥
যথা বেদতরোঃ শাখাপ্রশাখাভির্জগত্রয়ং।
পূরিতং তদ্বদধুনা প্রেমামরমহীরুহঃ॥ ৩॥
ব্যাপ্তং ত্রিভুবনং সর্ব্বং স্কন্দশাখোপশাখকৈঃ।
যস্যামৃতফলং ভুক্ত্বা ভক্তাশ্চামরতাং গতাঃ॥ ৪॥
শ্রীমাধবপুরী চৈব শ্রীলেশ্বরপুরী তথা।
প্রেমামরতরোর্বীজোঽঙ্কুরবত্তাবুদাহৃতৌ॥ ৫॥
প্রেমামরতরোর্বীজং মাধবেন্দ্রপুরী স্বয়ং।
অঙ্কুরঃ শ্রীশ্বরপুরী স্কন্দশ্চৈতন্যঈশ্বরং॥ ৬॥

পুরী শ্রীপরমানন্দো ব্রহ্মানন্দপুরী তথা।
কৃষ্ণানন্দপুরী বিষ্ণুপুরী শ্রীনরসিংহকঃ॥ ৭॥
শ্রীকেশবপুরী শ্রীমান্ সুখানন্দপুরী তথা।
ব্রহ্মানন্দ ভারতী চ শ্রীমান্ কেশবভারতী॥ ৮॥
মূলান্যেতানি বৃক্ষস্য ব্যাখ্যাতানি মনীষিভিঃ।
যস্য শাখোপশাখাভিঃ পূরিতং ভুবনত্রয়ং॥ ৯॥
স্কন্ধস্য গৌরচন্দ্রস্য প্রভোরতিমনোহরৌ।
নিত্যানন্দাদ্বৈতচন্দ্রো প্ররোহৌ দ্বৌ বরৌ স্মৃতৌ॥ ১০॥
তয়োঃ শাখোপশাখাশ্চ সংবভূবুঃ সহস্রশঃ।
উপর্য্যুপরি তাসাং বৈ শাখানন্ত্যায় কল্পতে॥ ১১॥
আমূলাদগ্রশাখাসু ফলানি সুবহূন্যপি।
ঔডুম্বরফলানীব ভান্তি প্রেমতরৌ সদা॥ ১২॥
ভক্তিকল্পতরুর্গৌরো বিতরত্যঞ্জসা ভুবি।
ফলান্যমৃতকল্পানি দীনেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥ ১৩॥
প্রেমামৃতফলং ভুক্ত্বা জনাঃ সর্ব্বে বিমোহিতাঃ।
হসন্ত্যপি চ নৃত্যন্তি গায়ন্তি সততং মুদা॥ ১৪॥
পণ্ডিতঃ শ্রীশ্রীনিবাসঃ শ্রীরামঃ পণ্ডিতঃ সুধীঃ।
শ্রীপতিঃ শ্রীনিধিশ্চৈতে ভ্রাতরঃ প্রভুবৎসলাঃ॥ ১৫॥
আচার্য্যরত্নঃ শ্রীচন্দ্রশেখরঃ শ্রীগদাধরঃ।
বিদ্যানিধিঃ পুণ্ডরীকঃ শ্রীমান্ বক্রেশ্বরস্তথা॥ ১৬॥
পণ্ডিতো জগদানন্দো রাঘবঃ পণ্ডিতঃ সুধীঃ।
মকরধ্বজ ইত্যস্যানুচরঃ প্রথিতো ভুবি॥ ১৭॥
দময়ন্ত্যস্য ভগিনী প্রভুভক্তিপরায়ণা।
প্রভোঃ পার্ষদমুখ্য শ্রীমদাচার্য্যপুরন্দরঃ॥ ১৮॥

প্রভোরতিশয়োঽভীষ্টো গঙ্গাদাসাখ্যপণ্ডিতঃ।
দামোদরঃ শঙ্করশ্চ পণ্ডিতঃ শ্রীসদাশিবঃ ॥ ১৯ ॥
প্রদ্যুম্নব্রহ্মচারী চ নৃসিংহানন্দ এব চ।
নারায়ণাখ্যকঃ শ্রীমান্ পণ্ডিতশ্চ দয়াময়ঃ ॥ ২০ ॥
শুক্লাম্বরব্রহ্মচারী নন্দনাচার্য্য এব চ।
মুকুন্দদত্তঃ শ্রীবাসুদেবদত্তঃ কৃপাময়ঃ ॥ ২১ ॥
অনন্তগুণো গম্ভীরো হরিদাসঃ কৃপাম্বুধিঃ।
শ্রীমন্মুরারি গুপ্তশ্চ শ্রীমান্ সেনঃ সদাশয়ঃ ॥ ২২ ॥
শ্রীমান্ শিবানন্দসেনস্তস্য পুত্রাস্ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ।
চৈতন্যদাসঃ শ্রীরামদাসঃ শ্রীকর্ণপূরকঃ ॥ ২৩ ॥
নন্দনব্রহ্মচারী চ শ্রীগদাধরদাসজঃ।
শ্রীকান্তিসেনশ্চ তথা সেনো বল্লভ এব চ ॥ ২৪ ॥
শ্রীগোবিন্দাখ্যদত্তশ্চ গোবিন্দানন্দনামকঃ।
শ্রীমদ্বিজয়দাসো যো রত্নবাহুঃ স এব চ ॥ ২৫ ॥
অকিঞ্চনঃ কৃষ্ণদাসঃ শ্রীধরাখ্যঃ প্রভুপ্রিয়ঃ।
ভগবান্ পণ্ডিতবরো জগদীশাখ্যপণ্ডিতঃ ॥ ২৬ ॥
হিরণ্যাক্ষদ্বিজবরঃ পুরুষোত্তমসঞ্জয়ৌ।
প্রভোঃ প্রিয়তমৌ ছাত্রৌ বিখ্যাতৌ জগতীতলে ॥ ২৭ ॥
বনমালী পণ্ডিতশ্চ স্বর্ণলাঙ্গুলধারকঃ।
খানঃ শ্রীমদ্বুদ্ধিমন্তঃ প্রভুসেবকসত্তমঃ ॥ ২৮ ॥
বিষদর্পহরশ্চৈব শ্রীমদ্গারুড়পণ্ডিতঃ।
শ্রীগোপীনাথসিংহশ্চ সোঽক্রূর ইতি বিশ্রুতঃ ॥ ২৯ ॥
দেবানন্দ ইতি খ্যাতঃ শ্রীভাগবতপাঠকঃ।
খণ্ডবাসী মুকুন্দশ্চ রঘুনন্দন এব চ ॥ ৩০ ॥

দাসো নরহরিঃ শ্রীমান্ চিরঞ্জীবঃ সুলোচনঃ।
রামানন্দঃ সত্যরাজঃ পুরুষোত্তমশঙ্করৌ ॥ ৩১ ॥
যদুনাথস্তথা বাণীনাথো বসুকুলোদ্ভবঃ।
বিদ্যানন্দাদয়ঃ সর্ব্বে কুলীনগ্রামবাসিনঃ ॥ ৩২ ॥
প্রভোঃ প্রিয়া ভাগ্যবন্তঃ সর্ব্বে চৈতন্যজীবনাঃ।
এতেষাং গুণকর্ম্মাণি বর্ণনে কঃ ক্ষমো ভবেৎ ॥ ৩৩ ॥
শ্রীরূপোহনুপমঃ শ্রীমান্ সনাতন ইতি ত্রয়ঃ।
প্রভোঃ প্রিয়তমা জীবরাজেন্দ্রাখ্যা হরেঃ প্রিয়াঃ ॥ ৩৪ ॥
সনাতনস্য রূপস্য প্রভোঃ প্রিয়তমস্য চ।
লুপ্ততীর্থোদ্ধারকস্য বিগ্রহস্থাপকস্য চ ॥ ৩৫ ॥
সদ্ভক্তিগ্রন্থকারস্য বৃন্দাবননিবাসিনঃ।
রঘুদ্বয়স্য গোপালভট্টস্যাতিপ্রিয়স্য চ ॥ ৩৬ ॥
তয়োর্দ্বয়োঃ প্রভাবশ্চ বর্ণ্যতে কেন বা ক্ষিতৌ।
যয়োরনুগ্রহেণাপি পাশ্চাত্যাঃ পূততাং গতাঃ ॥ ৩৭ ॥
তয়োঃ শাখোপশাখাশ্চ সংবভূবুঃ সহস্রশঃ।
ব্যাপ্তা সিন্ধুনদীতীরমা-হিমালয়মেব চ ॥ ৩৮ ॥
প্রভোর্দক্ষিণদিগ্ব্যাপ্তাঃ শাখাশ্চৈব সহস্রশঃ।
তাঃ সেতুবন্ধপর্য্যন্তং পরিব্যাপ্তা মহৌজসঃ ॥ ৩৯ ॥
ভট্টাচার্য্যঃ সার্ব্বভৌমঃ কাশীমিশ্রস্তথৈব চ।
শ্রীগোপীনাথ আচার্য্যো ভবানন্দশ্চ ধার্ম্মিকঃ ॥ ৪০ ॥
শ্রীমদ্রামানন্দরায়স্তস্য ভ্রাতৃচতুষ্টয়ং।
গোপীনাথো বাণীনাথঃ কলানিধি সুধানিধিঃ ॥ ৪১ ॥
রাজপ্রতাপরুদ্রাখ্যঃ শ্রীজগন্নাথসেবকঃ।
ওড্রঃ শিবানন্দ কৃষ্ণানন্দৌ পরমধার্ম্মিকৌ ॥ ৪২ ॥

ভগবানাচার্য্যবরঃ শ্রীশিখী মাইতিস্তথা।
মুরারি মাইতিশ্চৈব ভগিনী তস্য মাধবী ॥ ৪৩॥
কুলীনঃ শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণঃ প্রভুবৎসলঃ।
তীর্থভ্রমণকালে চ যঃ সহায়ো ভবেৎ প্রভোঃ ॥ ৪৪ ॥
বলভদ্রাচার্য্যনাম মথুরাগমনে প্রভোঃ।
যঃ সহায়ো ভবেদ্বস্ত্রজলপাত্রাদিবাহকঃ ॥ ৪৫ ॥
সিংহেশ্বরঃ সিংহভট্টঃ কামভট্টস্তথৈব চ।
দস্তুরঃ শ্রীশিবানন্দঃ কমলানন্দ এব চ ॥ ৪৬॥
অদ্বৈতাচার্য্য তনয়োঽচ্যুতানন্দঃ প্রভুপ্রিয়ঃ।
নীলাচলে প্রভোঃ পার্শ্বে যস্তিষ্ঠতি সদা মুদা ॥ ৪৭ ॥
নির্লোমগঙ্গাদাসশ্চ বিষ্ণুদাসস্তথৈব চ।
রামায়িনন্দায়ি যৌ তৌ বিখ্যাতৌ প্রভুকিঙ্করৌ ॥ ৪৮ ॥
তথেশ্বরপুরী ভৃত্যো গোবিন্দঃ প্রভুসেবকঃ।
নীলাচলে প্রভোঃ সেবাং যঃ করোতি নিরন্তরং ॥ ৪৯ ॥
কাশীশ্বর ব্রহ্মচারী বলবান্ প্রভুরক্ষকঃ।
পুরীশ্বরস্য শিষ্যোঽসৌ তস্যাজ্ঞাপরিপালকঃ ॥ ৫০ ॥
সঙ্কীর্ত্তনরতৌ যৌ তৌ হরিদাসৌ সতাং প্রিয়ৌ।
এতে নীলাচলে ভক্তাঃ শাখাপ্রেমতরোঃ প্রভোঃ ॥ ৫১ ॥
বারাণস্যাং শ্রীতপনমিশ্রঃ পরমধার্ম্মিকঃ।
রঘুনাথস্তস্য সুতো রূপগোস্বামিনঃ প্রিয়ঃ ॥ ৫২ ॥
শ্রীচন্দ্রশেখরো বৈদ্যঃ প্রভুপাদাব্জসেবকঃ।
যস্য গেহে প্রভোর্ব্বাসো ভিক্ষা মিশ্রগৃহে তথা ॥ ৫৩ ॥
প্রভুঃ শাখোপশাখানাং তৎশাখানাং ফলানি চ।
স্বাদূন্যমৃতকল্পানি বিতরত্যঞ্জসা কলৌ ॥ ৫৪ ॥

তস্যেচ্ছয়াজ্ঞয়া তস্য সর্ব্বশাখোপশাখকাঃ।
সর্ব্বদিগ্ব্যাপকাশ্চৈতা বিতরন্তি ফলানি চ॥ ৫৫॥
হরির্যঃ স্বাং ভক্তিং ন বিতরতি কস্মিন্নপি যুগে
জনেভ্যো দাতুং তামবতরতি গৌরঃ খলু কলৌ।
হরব্রহ্মাদীনামপি সুমহতাং মঞ্জুলতরাং
জনাঃ সর্ব্বে প্রাপুঃ পরমকরুণা-সিন্ধুকৃপয়া॥ ৫৬॥

কবিরাজ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দত্ত গুপ্ত কবিরত্ন।

প্রেরিত বার্ত্তা।

দৌলতপুরে ইষ্টগোষ্ঠী।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ কিঙ্কর শ্রীল বনমালি দাস ভক্তানন্দ অধিকারী মহাশয়ের উদ্যোগে তদীয় "প্রপন্নাশ্রমে" শুদ্ধবৈষ্ণবগণের একটী সম্মিলনী হইয়াছিল। যে সময় প্রাকৃত সংসার, মায়াদেবীর শারদীয় আরাধনে নিযুক্ত ছিলেন সেই দিবসচতুষ্টয়ই 'প্রপন্নাশ্রমে' সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে গৌর নিত্যানন্দের আরাধনা হইয়াছিল। গৌর পদাশ্রিত অনেকগুলি শুদ্ধ বৈষ্ণব সংকীর্ত্তন যজ্ঞের অনুষ্ঠাতৃ ছিলেন। এখানে প্রাকৃত রসগান হয় নাই।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ কিঙ্কর × সিদ্ধান্তসরস্বতী × মহাশয় ইষ্টগোষ্ঠীতে উপস্থিত থাকিয়া অনুক্ষণ শ্রীরূপানুগ হরিকথায় শুদ্ধভক্তগণের আনন্দ বিধান করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ কিঙ্কর শ্রীল বসন্তকুমার ভক্ত্যাশ্রম, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ কিঙ্কর শ্রীল অমর নাথ বসু তথা শ্রীল অনন্ত কুমার দাস, আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুদাস অধিকারী, আচার্য্য শ্রীগৌরগোবিন্দ দাস

অধিকারী, আচার্য্য শ্রীকুঞ্জবিহারী দাসাধিকারী, আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুত হরিদাস অধিকারী, শ্রীযুত জনার্দ্দন ঘোষ, শ্রীযুত অবলা কান্ত বসু প্রভৃতি অনেকেই ইষ্টগোষ্ঠীতে যোগদান করেন।

যশোহর জেলা স্কুলের হেড্‌মাষ্টার পরম ভাগবত শ্রীল বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ মহোদয় স্বীয় স্বভাবসুলভ হরিকীর্ত্তনে সমাগত ভক্তগণের অপার আনন্দ বৰ্দ্ধন করেন। খুলনা হইতে পরম ভাগবত শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্র নাথ দত্ত চৌধুরী বি, এল প্রভৃতি কতিপয় মহোদয় যোগদান করিয়া ইষ্টগোষ্ঠীকে সমুৎসাহিত করেন।

ইষ্ট বা শুদ্ধভক্তগণের অভীষ্টদেব শ্রীগৌরসুন্দর। ইষ্ট শব্দে অভিলষিত প্রশংসিত, প্রার্থিত, অভিপ্রেত বা বাঞ্ছিত বুঝায়। গোষ্ঠী শব্দে পরিবার বা পোষ্যবর্গ। গোষ্ঠী শব্দে যে স্থানে অনেকে সমবেত হন অর্থাৎ মেলন স্থল সভা বা সম্মিলনী। গোষ্ঠী শব্দে জ্ঞাতি বুঝায়। গোষ্ঠী শব্দে সংলাপ বুঝায়। প্রাচীন মহাজনের ইহাই সুপ্রাচীন পথ।

ইষ্টগোষ্ঠীতে বিজাতীয় সঙ্গ নাই। স্বজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ শুদ্ধভক্তগণের সম্মিলনী। আউল বাউল কৰ্ত্তাভজা নেড়া দরবেশ সাঁই সহজিয়া সখীভেকী, স্মার্ত্ত, অতিবাড়ী গোপীছাড়ি গৌরাঙ্গ নাগরী প্রভৃতি অশুদ্ধ পথাশ্রিত ভক্তিবাধক কোন দলের কথার এখানে আদর হয় নাই। পূর্ব্বকথিত দলগুলি বৈষ্ণবের দুঃসঙ্গ। ঐ সকল দুঃসঙ্গ ত্যাগের বদলে, দুঃসঙ্গ গ্রহণ করিয়া কেহই শুদ্ধবৈষ্ণব হইতে পারেন না। সুতরাং জগতে শুদ্ধভক্তির সত্যপ্রসারণকল্পে প্রপন্নাশ্রমেই ইষ্টগোষ্ঠী হওয়ারই একমাত্র প্রয়োজনীয়তা আছে। যেখানে প্রপন্নাশ্রম নাই, সেই গৃহে ইষ্টগোষ্ঠী সম্ভাবনা নাই। বৈষ্ণবাভিমানী অশুদ্ধ গোষ্ঠীর সঙ্গত্যাগ পরচর্চ্চার প্রকার ভেদ নহে। যাহারা পরচর্চ্চা করে তাহারা দুর্ভাগ্যক্রমে ঘৃণিত বিষয়গুলিকে অনুকূল জ্ঞানে গ্রহণ করিয়া সৎসম্প্রদায়ে সঙ্কীর্ণতা

সৃষ্টি করে এবং প্রপন্নাশ্রমে বাস করিয়াও বিষয়ীগণের কথাই প্রচার করে। আবার তাহাদের প্রতিকূল জানিলেই উহাই শুদ্ধভক্তি সুতরাং প্রচলিত ভক্তিবিরোধী মতবাদ সমূহ প্রবল করিয়া গৌরপদাশ্রয় হয় না। যাঁহারা বলেন অশুদ্ধ সম্প্রদায়কে কপটতার সহিত নিজের বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া তাহাদিগকে দলভুক্ত করিলে ভক্তিপ্রচারে তাহারা বাধা দিবে না; কিন্তু শুদ্ধভক্ত বলেন, সেইরূপ করিলেই প্রাকৃত বুদ্ধিতে অপ্রাকৃত রসরূপ পরচর্চ্চা আসিয়া লোভ দেখাইয়া প্রচারকের শুদ্ধভক্তিকেও বিপন্ন করিবে। অশুদ্ধ সম্প্রদায় নিজ নিজ দুর্ভাগ্যক্রমে সদসৎসঙ্গ বিচার করিতে ভুল করিয়া প্রাকৃত অর্থ ও ইন্দ্রিয় সুখ বা প্রতিষ্ঠার পূজা করেন। তাহা ত্যাগ করিয়া অকিঞ্চনের পদাশ্রয় করিলে তাহাদের বিষয়ে প্রমত্ত হইতে হয় না।

শ্রীবিপিনবিহারী দাস, নল্‌দী; যশোহর।

বিষ্ণুপ্রিয়া কাগজ।

শ্রীসজ্জন তোষণী পত্রিকায় প্রচারিত শুদ্ধ ভক্তি কথা আশ্রয় করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা নামে একটী সাময়িক পত্রী কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে বাবু শিশিরকুমার ঘোষের ইচ্ছায় প্রকাশ হইয়াছিল। সেই কালে শুদ্ধভক্তি প্রচারিণী শ্রীসজ্জন তোষণী কিছুদিনের জন্য প্রকাশ হইবার ব্যবস্থা না থাকায়, শিশির বাবু তাদৃশ পত্রীপ্রচাররূপ হরিসেবা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য বিষ্ণুপ্রিয়ানুগত্যে শ্রীগৌরসেবা এবং গান্ধর্ব্বিকা গিরিধরাভিন্ন শ্রীগৌরের ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন। সেই পত্রী, কাল প্রভাবে আনন্দবাজারের সহিত মিলিত হয় এবং নানাশ্রেণীর বিষয় কথা

বিষ্ণুপ্রিয়া কাগজে প্রবেশ লাভ করে। বিষয় কথা প্রবিষ্ট হইলে যে বিষময় ফলোৎপত্তি হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। বিষ্ণুপ্রিয়া কাগজটী ইদানীন্তন কয়েক বর্ষ হইতে কৃষ্ণেতর কেবল গৌরনাগরীর অশুদ্ধ ভাব পুষ্টির জন্য নিযুক্ত ছিল, কিন্তু গালাগালি কম ছিল। শুদ্ধভক্তগণ একে একে ঐরূপ অভিনব গৌর নাগরী বাদ, শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল জানিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া পাঠে বিরত হন। বিষয় কথার ধর্ম্ম এই যে কখন অগ্নির উপরিস্থিত কটাহে দুগ্ধফেণের ন্যায় উথলিয়া পড়িয়া যায়, কটাহের ক্ষীর কটাহে জড়িত হইয়া দগ্ধ হয়, দুগ্ধেরও অস্তিত্ব লোপ করে। এক্ষণে সে শিশির বাবু নাই, তাঁহার যোগ্য অনুগতগণও ক্রমশঃ গৌর সেবা বিস্মৃত হইতেছেন তাঁহারা গৌরকে কৃষ্ণ বলিতে চান না; মায়া বলেন। সুতরাং কাগজখানির অবস্থা কেবল শুদ্ধভক্তি লোপ করাইয়া প্রকাশক গণের বর্ত্তমান মায়িক চিত্তবৃত্তির পরিচয় দিতেছে মাত্র। বিষ্ণুপ্রিয়ানু-গত্যে বাবু শিশিরকুমারের নিত্য উপাস্য বস্তু গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরাভিন্ন গৌরাঙ্গের প্রতি গৌণভাবে আক্রমণ করাই এখন পত্রিকাখানির মূল উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান শ্রীমায়াপুরের অধিষ্ঠানে হিংসার অনুমোদন, শুদ্ধভক্তির হিংসায় অনুমোদন, তথায় প্রতিষ্ঠিত গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার হিংসা, শুদ্ধবৈষ্ণবগণের ও গৌরপার্ষদগণের হিংসা প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রবন্ধাবলীতে কাগজখানির প্রচারবৃদ্ধির চেষ্টা উপস্থিত হইয়াছে। দেখিতেছি এই যজ্ঞের কয়েকটী স্তাবক, হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মারও অভাব হয় নাই। বৈষ্ণবগণ বলিতেছেন শিশিরবাবুর আশ্রিত ভক্তগণের সেবা তাঁহার অনুগত পরম ভাগবত সুযোগ্য শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ নন্দী মহাশয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তত্ত্বপ্রচারক পত্রেই করিতেছেন। তিনি স্বয়ং এবং পরম ভাগবত শ্রীভক্তিবিনোদ কিঙ্কর শ্রীযুক্ত সীতানাথ ভক্তিতীর্থ মহাশয়ের আশ্রিতগণই করিতে পারেন। তত্ত্বপ্রচারক পড়িলেই

প্রাকৃত সহজিয়া ধর্ম্মেরও অভিনব গৌরনাগরীবাদের অসম্পূর্ণতা ও হেয়তা উপলব্ধি হইবে। বিষ্ণুপ্রিয়া সেবা নামে শুদ্ধভক্তগণকে আক্রমণ করা শেঠ বা চক্রবর্ত্তী বা ঘোষ মহাশয়গণের উচিত হয় না। প্রাকৃত বুদ্ধিতে সিদ্ধির পূর্ব্বে সাধকরূপে ঐশ্বর্য্যমার্গে গৌরনাগরী সাজিতে হইলে সমাজের শেঠজীকে শ্রেষ্ঠাণী, চক্রবর্ত্তীকে চক্রবর্ত্তিনী এবং ঘোষজীকে ঘোষাণী হইতে হইবে। অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে মাধুর্য্য মার্গে নাগরীর আনুগত্যে সিদ্ধদেহে গোপীর কিঙ্করী হইবার কথাই শ্রীহস্তে ঠাকুর শ্রীনরহরি প্রমুখ শুদ্ধভক্তগণ ও শ্রীগৌরহরি শ্রীমুখেই উপদেশ দিয়াছেন। ভজনের কথা যথাতথা প্রকাশ করা মহাজনের পথ নহে। ভাঙ্গামোড়ার শেঠজী ঐ সকল মন্ত্র তন্ত্র শুনিতে ইচ্ছা করিলে, অপ্রাকৃত শ্রীগুরুমুখে শ্রবণ করিবেন। কোন পত্রিকার গ্রাহক বৃদ্ধির জন্য উপাসনা মন্ত্রের রহস্য লইয়া হাটে মাঠে ঘাটে বাজারে প্রজল্প করিবার জন্য কেহই প্রস্তুত হইবেন না। শেঠজীকে বা বর্ত্তমান প্রাকৃত বিচার নিপুণ চক্রবর্ত্তীজীকে বা ঘোষজীকে, মুকুন্দ প্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের পাদাশ্রয় করিতে হইবে। নতুবা প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা প্রাপ্য বা অপ্রাকৃত বুদ্ধিগম্য বস্তু কিরূপে, কাগজে গালাগালিতে চুক্রাইয়া বাহির হইবে, বুঝা যায় না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া ভজন করিতে অভিলাষ হইলে জাতিমদ, প্রাকৃত ভোগবুদ্ধি, অহং গ্রহোপাসনারূপ অবান্তর উদ্দেশ্য, ভক্তচরণে কটাক্ষ, মন্ত্রব্যবসা, অর্চ্চনব্যবসা, কৌপীন ব্যবসা, গ্রন্থ ও কাগজাদি ব্যবসা, প্রভৃতি ছাড়িয়া দিতে হয়। আবার শুদ্ধভক্তের হরিসম্বন্ধি বস্তুসমূহকে বিষয়জ্ঞানে নিন্দা করিলে জন্ম জন্মান্তরেও সুকৃতি উদয় হইবে না। শ্রীগৌরপদাশ্রয়েই তাহা লভ্য। অদান্তেন্দ্রিয় বিষয়ীর দাস্য করিতে গেলে গৌরপাদাশ্রয় হইবে না। নিবেদন পত্রে প্রচারিত সুপ্রবন্ধগুলি, বহির্ম্মুখ প্রাকৃত নাগরীদিগের বিরুদ্ধে "প্রচার" নামক সাময়িক পত্রে

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত প্রবন্ধ সমূহ, ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারিত প্রবন্ধগুলি কি বিষ্ণুপ্রিয়া সম্পাদক পড়েন নাই। পড়িয়াও তাঁহার ভ্রম ঘুচিতেছে না কেন?

শ্রীসনাতন দাস ব্রহ্মচারী।
দৌলতপুর, প্রপন্নাশ্রম।

অসংযত লেখনী।

শ্রীমান্ শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পল্লীবাসী নামক একখানি: সাময়িক পত্রের প্রিন্টার। তিনি সম্প্রতি তাঁহার কাগজে লিখিয়াছেন, তিনি মৃত কান্তি চন্দ্র রাঢ়ীর দলের লোক। সুতরাং ক্রমে ক্রমে মৃত রাঢ়ী শ্রেণীর তিনটি লোক দেখা যাইতেছে।

শ্রীমান্ শশি বাবু, অলৌকিক সাধুকেও নিজসদৃশ মনে করিয়া অনেক অভিসন্ধির আরোপ করিয়াছেন। "আত্মবৎ মন্যতে জগৎ" শশিবাবুই ভাল বুঝিয়াছেন। সকলকেই তাঁহার মত মনে করেন। বৈষ্ণবগণ কখনই বিগ্রহ ব্যবসায়ী হইতে পারেন না। মন্ত্রব্যবসা, কৌপীনব্যবসা, সাময়িকপত্র পরিচালন ব্যবসা, গ্রন্থবিক্রয় ব্যবসা, গালিগালাজ দেওয়া ব্যবসা, বর্ণমদাদি চর্ম্ম ব্যবসা, শুদ্ধ বৈষ্ণব কোনদিন স্বীকার করেন না। সুতরাং শশিবাবুর কথাটা "ধাক্" খাইল মাত্র।

শ্রীমান্ শশিবাবু ভক্তিরত্নাকর লেখককে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া তাঁহা অপেক্ষা বড় হইতে চান। রাধাকৃষ্ণ অপেক্ষা যেমন গৌরাঙ্গকে বড় করিবার স্পৃহা, নবীন নদীয়া নাগরী দলে প্রবল হইতে চলিল; শশিবাবুর অহমিকাও সেরূপ বড়। এলেকজ্যাণ্ডার পোপ বলিয়াছেন আমরা আমাদের

জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বপুরুষগণকে নির্ব্বোধ মনে করি, তদনুসারেই আমাদের বিজ্ঞতর অধস্তনগণ নিশ্চয়ই আমাদিগকে সেইরূপ নির্ব্বোধই মনে করিবে। শশিবাবু প্রপৌত্রের নিকট এইরূপ মিষ্টান্নই পাইবেন। ভক্তিরত্নাকরের লেখক মহাশয়ের নিকট ৺মদন গোপাল গোস্বামীর প্রপিতামহ ও অপগণ্ড শিশু; একথা বিবেচনা করিতে শশিবাবুর ভুল হইয়াছে।

শ্রীযুত ব্রজমোহন দাসের প্রতি কে কিরূপ রূঢ় ভাষা প্রয়োগ করিয়াছে না জানিয়া, শ্রীমান্ শশিবাবুর ডিক্রিডিস্‌মিস্‌টী "কাকে কাণ লইয়া গেল" এইরূপ কিম্বদন্তীর তুল্য। শশিবাবু কি লেখনী সংযত করিতে পারেন না? "পর মুখে কটু ভাষা সহিতে না পার। তবে আগে আপনার মুখ মিষ্ট কর॥"

শ্রীরঘুনাথ দাস, লোহাগড়া; যশোহর।

নাগরী মঙ্গল্য।

ব্রজের নাগর, গোপীচিতহর, নদীয়া কেন বা এলো।
সম্ভোগ ছাড়িয়া, বিরহে ডুবিয়া, তাহাতে কি সুখ পেলো॥
সখীর কিঙ্করী, পূজি গৌরহরি, পুছে নরহরি পাশে।
তবে নরহরি, লাজ পরিহরি, হরি হরি বলি হাঁসে॥
রাধার প্রণয়, মহিমা বিষয়, কিরূপ জানিবা তরে।
অপূর্ব্ব মাধুরী, ব্রজের নাগরী, কিরূপে বা ভোগ করে॥
কালার পরশে, কিরূপ হরষে, বিরহে ভোগের পুষ্টি।
নাগরী হৃদয়, গোপীপদাশ্রয়, গোরা যাচে তিন তুষ্টি।

নাগরী সকল, যে ভাবে ভজল, অপার মধুর রসে।
ব্রজের নাগর, কৌতুক সাগর, মজিল সে ভাব বশে॥
নাগরীর শোভা, গোপী ভাবে লোভা, কৃষ্ণের তাহাতে মতি।
ভাবকান্তি ধরি, কৃষ্ণ গৌরহরি, বাসনা বশে এ গতি॥
নাগরী যে হয়, গোরা পদাশ্রয়, বিরহে সে হরি ভজে।
নিজ ভোগহীন, গোরার স্বাধীন, ইচ্ছায় সতত মজে॥
সম্ভোগ দর্শন, ছাড়িলে তখন, শুদ্ধ গোরা রূপ ভায়।
গোরার চরণে, ইচ্ছা সমর্পণে, গোরা পদে সে বিকায়॥
গোরা কৃপা করি, লয়ে সে নাগরী, দেখায় আপন রূপ।
গোরা না ভজিলে, গোরাকে ভজালে, নাগরালি মহাকূপ॥
নাগরী হৃদয়, কৃষ্ণ প্রেমময়, কালার সন্ধান লাগি।
পাছে পাছে যায়, গোরা পদ পায়, তবে কৃষ্ণপদ ভাগী॥
যেকালে নাগরী, জলের গাগরী, লইয়া ঘাটেতে যায়।
সেকালে বিরহ, নিতান্ত দুঃসহ, কালা ঢুঁড়ে গোরা রায়।
গোরামুখে নাম, রাধারূপ ধাম, দেখিয়া রাধিকা ভাব।
নাগরীর ততি, করয় প্রণতি, বাড়িল বিরহ দাব॥
বিরহ বাড়িয়া, বাড়িয়া বাড়িয়া, কাড়িয়া লইল মন।
নাগরীর পাশে, নরহরি দাসে, দেখিল রাধার গণ॥
জলকেলি তরে, রাধা গিরিধরে, মিলি দুঁহে একা যায়।
নাগরী সকল, হরষে চলল, রবিপূজা ছলনায়॥
নাগরীর দেহ, নাগরীর গেহ, গোরা মুখে নাম শুনি।
ভুলিয়া সকলি, নিজ রূপাবলি, জানিল কালায় গুণী॥
নাগরী বুঝল, শ্রীনাম সম্বল, গোরাই দয়াল হরি।
গোরা আগে আছে, রাধাকৃষ্ণ পাছে, গোরারূপে রাধা প্যারী॥

রাধার বরণে, আ-শির চরণে ঢাকিয়া হয়েছে গোরা।
কৃষ্ণের হৃদয়, রাধা-ভাবময়, নাগর মানস চোরা॥
রাধাভাবময়, গৌরাঙ্গ সদয়, আপন কাযের তরে।
ভোগ চেষ্টা ত্যজি, গোপীভাবে ভজি, রসে রাস নাহি করে॥
এহেন সময়, রসাভাস হয়, গৌরাঙ্গে নাগর উক্তি।
বিরহ বিগ্রহে, গৌরাঙ্গের দেহে, নাগরীর নাহি ভুক্তি॥
গৌরাঙ্গ লীলায়, ভুক্তি নাহি ভায়, পারকীয় ভাবে ভাই।
স্বকীয়েতে রস, নারায়ণ বশ, তাহাতে মাধুরী নাই॥
পারকীয় রস, ব্রজ সরবস, ব্রজেন্দ্র নন্দনে আছে।
শচীর নন্দনে, সেই গোপীধনে, জানিলে পাইবে পাছে॥
গৌরাঙ্গ কৃষ্ণেতে, যার ভেদ চিতে, সে জন নারকী সম।
মায়ার কবলে, গভীর সুতলে, পড়েছে সে নরাধম॥
কৃষ্ণ ছাড়া জ্ঞান, মায়া অভিধান, সে না জানে দুরাচার।
গৌরে মায়া বলি, কৃষ্ণ ছাড়ি কলি, করাইবে একাকার॥
গৌরে বড় বলি, তাঁর পথ ভুলি, হরি ছাড়ি গোরা ভজে।
গৌরে মায়া মানি, কৃষ্ণ নহে জানি, হায় অপরাধে মজে॥
কৃষ্ণ ছাড়ি যত, মায়া বুদ্ধি হত, গৌরে বাড়াইতে ধায়।
কৃষ্ণ বেশী যেটী, জড়মায়া সেটি, গৌর ছাড়ি মায়া পায়॥
কৃষ্ণের মাধুরী, ভজন চাতুরী, গোরার নিকট আছে।
গোরা পদ ধরি, গান্ধর্ব্বিকা গিরি-ধর সেবা কর পাছে॥
গৌরলীলা ছাড়ি, নাগরীর বাড়ি, যাহার ভজন ধায়।
নাগরীর সাথে, নাগরীর নাথে, কভু নাই সেই পায়॥
ব্রজের নাগরী, যার করে হরি, সে যদি বিরূপ হয়।
ব্রজের নাগর, বিরহ সাগর, গৌরাঙ্গ সদয় নয়॥

কৃষ্ণে অনাদর, গৌরাঙ্গে নাগর, যে নাগরী মনে জাগে।
গৌরাঙ্গে নাগর, কৃষ্ণে যতিবর, প্রেম তথা হ'তে ভাগে ॥
যে লীলা যেরূপ, তাতে অনুরূপ, শুদ্ধাভক্তি সেই হয়।
রস হানি হলে, বিষ তাতে ফলে, কেবল সে দম্ভময় ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ দ্বারা, অসুরের মারা, যেমন সঙ্গতি নয়।
শ্রীকৃষ্ণে কৌপীন, নহেত প্রবীণ, রসভঙ্গ বিজ্ঞে কয় ॥
কৃষ্ণ দাস হন, গৌরাঙ্গের গণ, ইথে না সন্দেহ কর।
লীলার সাঙ্কর্য্য, হরির কৈঙ্কর্য্য, নাহি জান অতঃপর ॥
মধুর লীলায়, উদার খেলায়, কভু না মিশ্রিত কর।
দুই লীলা এক, দুই হয়ে এক, রসাভাসে নাহি বর ॥
দণ্ডকবনেতে, রাম নিরখিতে, যখন ঋষির গণ।
রামে আলিঙ্গিতে, লোভ হৈল চিতে, ভজনে করিল মন ॥
সেই ঋষিগণ, গোপীর চরণ, বিশুদ্ধ ভজন বলে।
পশিল লীলায়, নির্ম্মল হিয়ায়, কৃষ্ণের চরণ তলে ॥
গৌরাঙ্গ চরিত্র, অতীব পবিত্র, সে কুলে কালিমা দিলে।
ভূসুরের গণে, দোষের স্পর্শনে, কভু না গৌরাঙ্গ মিলে ॥
ঋষির দেহেতে, শ্রীরামে মিলিতে, কভু না সম্ভব হয়!
নাগরী দেহেতে, গৌরাঙ্গে মিলিতে, অসম্ভব সুনিশ্চয় ॥
নয়নের আড়ে, কভু নাহি কাড়ে, নাগরীর মন গোরা।
এমন চরিত, সুজন বিহিত, তাতে না কালিমা ডোরা ॥
কোথা প্রাণনাথ, কর আত্মসাথ, মুরলীবাদন মোরে।
বলি গোরারায়, সদা কৃষ্ণ গায়, নিজে গোপী ভাবভোরে ॥
হইবে সঙ্কট, গৌরাঙ্গে লম্পট, বলিলে না হবে তুষ্ট।
রস বিপর্য্যয়ে, লভিবে নিরয়ে, লোকেতে বলিবে দুষ্ট ॥

বিরহের মূর্ত্তি, বিরহেতে স্ফুর্ত্তি, গোরাকে জানিবে হরি।
যে লীলা যেরূপ, তাহাকে কুরূপ, না করিবে মায়া ধরি॥
নদীয়া নাগরী, রসের গাগরী, যবে দেখে গোরারায়।
মায়া পাশ ত্যজ, গোরা বলে ভজ, কৃষ্ণে সেবি মায়া যায়॥
কৃষ্ণ যবে বসে, আস্বাদন রসে, যশোদার সন্নিধানে।
সেকালে ভোজনে, ব্যাঘাত সাধনে, সেবা বলি নাহি মানে॥
সেরূপ গোরাকে, সম্ভোগের পাকে, নাহি ফেলে বুদ্ধিমান।
অবুঝ যাহারা, কামে নিজহারা, জড়ভোগে আগোয়ান॥
কৃষ্ণ সেবা ভুলি, গায় ভুল বুলি, নদীয়া নাগরী সাজে।
কৃষ্ণ প্রেম অল্প, নিজের সঙ্কল্প, কাম চেষ্টা গায় লাজে॥
গৌরাঙ্গ জানা'ল, জীবকে শিখা'ল, বিপ্রলম্ভ প্রয়োজন।
ভোগ পুষ্টি তরে, বিপ্রলম্ভ বরে, সাধ তাই অনুক্ষণ॥
বিপ্রলম্ভ যবে, জড়ে দেখ তবে, তাহাতে কেবল দুখ।
চিন্ময়ে বিরহ, নহে দুর্ব্বিষহ, সেইত মাধুরী সুখ॥
গৌরাঙ্গ শিখাল, ভকতে জানিল, না জানিল কামী শঠ।
বিরহ লইয়া, ভজন করিয়া, মিলিবে ব্রজের হঠ॥
ভোগেতে মাতিয়া, মায়াকে ভজিয়া, ভুল নাহি কভু কর।
গোরার ভজন, কৃষ্ণের চরণ, সেই গৌর-শিক্ষা ধর॥
কৃষ্ণে তেয়াগিয়া, গোরাকে লইয়া, যে জন ভজন করে।
মায়ার সাগরে, ডুবিয়া পাথারে, গোরা ভজা নাম ধরে॥
অতএব ভাই, ছাড়ি মায়া ছাই, গোরাশ্রয়ে কৃষ্ণ বর।
নব্য মত ত্যজ, নিরন্তর ভজ, গান্ধর্ব্বিকা গিরিধর॥

অনুরোধ রক্ষা।

শ্রীচরণেষু, শ্রীগৌরভক্তচরণে কোটী কোটী প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদনমিদং

আপনার প্রেরিত ২৭শে আশ্বিনের একখানি কৃপালিপি পাইয়া পরম আনন্দিত হইলাম এবং নিজেকে ধন্য বোধ করিলাম। শুদ্ধবৈষ্ণব সম্মিলনীতে যোগদান দিবার জন্য এই দীন অধমকে আহ্বান করিয়াছেন, ইহা আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু নিতান্ত দুরদৃষ্ট বশতঃ বৈষ্ণব সম্মিলনীতে যাইতে অক্ষম হওয়ায় ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আপনাদের স্নেহ এবং কৃপাদানে এ অপরাধীকে কৃতার্থ করিবেন। আপনারা যে দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে আহ্বান করিয়াছেন, যদি সেই কৃপা পরবশ হইয়া সম্মিলনীর কার্য্য এবং তত্ত্বালোচনা কথা বৈষ্ণব পত্রিকাতে প্রকাশ করেন তাহা হইলে উহা সকলেই আস্বাদন করিয়া ধন্য হইবার সুবিধা পায়। আশা করি, আপনারা আপনাদের অনুগত ও কৃপা ভিক্ষুগণকে এই সুবিধা দানে বঞ্চিত করিবেন না।

পরিশেষে, আপনাদের শ্রীচরণে একটী নিবেদন এই যে আপনি পত্রের একপার্শ্বে শ্রীহস্তাক্ষরে লিখিয়াছেন যে "শ্রীমান্ × × চক্রবর্ত্তী প্রবর্ত্তিত কল্পিত গৌরনাগরীবাদ যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ, ভক্তিবিরুদ্ধ, তাহা বোধ করি, আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন।" এসম্বন্ধে আমি কিছু বুঝিতে পারিনা। দয়া করিয়া এ অপরাধীকে বিস্তারিতভাবে লিখিয়া জানাইলে বড়ই অনুগৃহীত এবং কৃতার্থ হই।

গৌরনাগরীবাদ যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ ভক্তিবিরুদ্ধ একথা আমি আদৌ বুঝিতে ও ধারণা করিতে পারিলাম না। দয়া করিয়া, বিস্তারিতরূপে আমাকে জানাইলে ধন্য হই। আপনারা আমার প্রণাম জানিবেন ও জানাইবেন। শ্রীভগবানের ইচ্ছায় আমরা এখানে কুশলে আছি।

প্রণত দাস শ্রীসতীশ চন্দ্র শেঠ, ভাঙ্গামোড়া।

শ্রীল বনমালি দাস ভক্তানন্দ অধিকারী মহাশয় পত্রোত্তরে তাঁহাকে লিখিয়াছেন :—

শ্রীবৈষ্ণবচরণে অসংখ্য দণ্ডবৎ প্রণতি পূর্ব্বিকেয়ং

আপনার গত ৪ঠা কার্ত্তিক তারিখের কৃপাপত্রে শ্রীমান্ × × চক্রবর্ত্তী প্রবর্ত্তিত কল্পিত গৌরাঙ্গনাগরীবাদ নিরসনের ভক্তিশাস্ত্র সম্মত প্রমাণ প্রদানে অনুজ্ঞাত হইয়া, বৈষ্ণবাজ্ঞা শিরোধৃত করতঃ আজ্ঞা পালনে প্রবৃত্ত হইলাম।

আদৌ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণাশ্রিতাভিমানী বৈষ্ণবের নামান্তর রূপানুগ বৈষ্ণব। শ্রীরূপ রঘুনাথ প্রভৃতি মহামান্য বুধবিবুধ বৈষ্ণবাচার্য্য মনীষিবৃন্দ যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্ত অনুগত, তাহা বোধ হয় বৈষ্ণবমাত্রেই স্বীকার করেন। তাঁহারা গৌরগতপ্রাণ হইয়াও গৌরাঙ্গ নাগরীভাবে উপাসনা না করিয়া ব্রজনাগরীভাবে দ্বিভুজ মুরলীধর নটবর ব্রজকিশোরের ভজনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পূত পদাঙ্ক সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করাকেই তাঁহাদের অনুগতগণ পরম ভাগ্য জ্ঞান করেন। আর তাঁহাদের সর্ব্বতোমুখী পবিত্র আজ্ঞার অনুবর্ত্তী না হইয়া অন্য যে কোন প্রকার ভজন চেষ্টা, তাহা রূপানুগ ভজন নহে। সুতরাং স্বতন্ত্র ও স্বকপোল কল্পিত।

"তন্নামরূপচরিতাদি সুকীর্ত্তনানু
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারঃ ॥"

শ্রীশ্রীমদ্রূপাদি প্রভুপাদ এইরূপ ভজন পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাই রূপানুগ ভজন পন্থা।

শ্রীগৌরকৃষ্ণ তত্ত্বতঃ অভিন্ন। কিন্তু যে অবতারে যে রসের সাধন যোগ্যতা আছে, যে ভাবে ভজনের যোগ্যতা আছে, তদিতর অন্য ভাবে,

অন্য রসে, ভজন করিতে গেলে রস ভঙ্গ হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ উদার বিগ্রহ। এই অবতারে তিনি জগৎগুরু রূপে উদিত হইয়াছিলেন। গুরু শিষ্যের পরস্পরের ভাবের সহিত নাগর নাগরীর পরস্পরের ভাবের সাম্য থাকিতে পারে না। তিনি নাগর নহেন। শ্রীশ্রীব্যাসাবতার বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, শ্রীচৈতন্য ভাগবতে স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন :—

এই মত চাপল্য করেন সবা সনে।
সবে স্ত্রী মাত্র নাহি দেখেন দৃষ্টিকোণে॥
স্ত্রী হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণও না করিলা বিদিত সংসারে॥
অতএব যত মহামহিম সকলে।
"গৌরাঙ্গনাগর" হেন স্তব নাহি বোলে॥
যদ্যপি সকল স্তব সম্ভবে তাহানে।
তথাপিহ স্বভাবে গায় সে বুধগণে॥

অনাগরের নিকট নাগরীর হাব ভাব বিন্যাস বৃথা। ভগবদ্ভক্ত সুচতুর। সুচতুর রসিক ভক্ত বৃথা কার্য্যে কালাতিপাত করেন না। উদারবিগ্রহ কৃষ্ণান্বেষণপর ভক্তাবতারকে রাসরসোন্মত্ত মধুর নাগর এবং ত্রিভঙ্গ নটন ভঙ্গিম নটবর ব্রজকিশোরকে বংশীর পরিবর্ত্তে দণ্ডকমণ্ডলুধারী সাজাইলে রসের মাধুর্য্য বিকৃত হইয়া পড়ে।

চৌদ্দভুবনের গুরু যে গৌর সুন্দর সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ ও রসাভাসের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিয়া তদ্দোষদুষ্ট কোন প্রকার প্রবন্ধ শ্রবণের ভয়ের অভিনয় করতঃ দামোদর স্বরূপকে পরীক্ষক ও প্রহরী রাখিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং জানাইয়াছেন "সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ আর রসাভাস। শুনিলে আমার চিত্তে না হয় উল্লাস॥" তাঁহার চরণাশ্রিতাভিমানী কোন্ সুচতুর

রসিক ভক্ত রসভঙ্গ করিয়া কল্পিত ভজন পন্থান্তর সৃষ্টি করতঃ বেরসিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন?

শ্রীভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায়, কৃষ্ণের চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্তি অবলোকন করিয়া গোপললনাবৃন্দের মধুর রস নিবৃত্ত হইয়া পড়িল। কান্ত ভাব ঘুচিয়া গিয়া তাঁহারা সেই চতুর্ভুজকে দণ্ডবৎ নতি স্তুতি করতঃ তাহাদের কান্ত কৃষ্ণের প্রাপ্তি বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য মূর্ত্তিতে পারকীয় কান্তভাব বা নাগরী আদি ভাব স্ফুরিত হয় না।

ত্রেতায় দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিবৃন্দ পরব্রহ্ম রামচন্দ্রের পরম রমণীয় রূপ দেখিয়া তাঁহাকে ভোগ করিবার বাসনা করিলে, বহু চেষ্টায় বহুকাল গতে ভজন পন্থা যথাযথ হইলে পরবর্ত্তী যুগ দ্বাপরের শেষে তাঁহাদিগকে গোকুলে গোপকুলে ললনারূপে জন্মগ্রহণ করতঃ ব্রজনাগরী হইয়া ব্রজধামে ব্রজকিশোর নটবররূপে সেই পরম ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে হইয়াছিল। রাম অবতারে রাম নাগরী অথবা অযোধ্যা নাগরী হইয়া তাঁহাদের বাসনা পূর্ণ হয় নাই। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ—

"পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ
দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহং।
তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্না সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে।
হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ॥"

"আউল বাউল কর্ত্তাভজা নেড়া দরবেশ সাঁই।
সহজিয়া সখিভেকী স্মার্ত্ত জাত গোসাঞি॥
অতিবাড়ী গোপীছাড়ি গৌরাঙ্গ নাগরী।
তোতা কহে এ দশের সঙ্গ নাহি করি॥"

ইত্যাদি প্রাচীন বাক্য, ঘটনা ও শাস্ত্রোক্ত সিদ্ধান্তপরম্পরা শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা পূর্ব্বক বুঝিবার চেষ্টা করিলে কলিপাবনাবতার অবশ্যই

কৃপা পূর্ব্বক গৌরনাগরীবাদ যে অসার ও সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ তাহা বুঝিবার শক্তি প্রদান করিবেন। উপরিউক্ত যে কয়টী মহাজন বাক্য দ্বারা সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইল, গৌরচরণৈকপ্রপন্ন জনের বুঝিবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। আবশ্যক হইলে এ বিষয়ে আরও শাস্ত্রীয় বচন ও বিচার প্রমাণ স্বরূপ প্রযুক্ত হইতে পারে এবং শত শত রূপানুগ বৈষ্ণব, সত্য জিজ্ঞাসুর নিকট প্রত্যেকেই পরমানন্দে ঐ সকল প্রমাণ করিতে প্রস্তুত আছেন। নিবেদন ইতি

শ্রীভক্তিবিনোদকিঙ্কর বৈষ্ণবকৃপাভিক্ষু—
শ্রীবনমালি দাস (ভক্তানন্দ অধিকারী)।

শ্রীনাম, নামাভাস ও নামাপরাধ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৫৯ পৃঃ পর)

৮ম অপরাধ ঃ—অন্য শুভ কর্ম্মের সহিত শ্রীনামের সাম্য জ্ঞান, দৈব কর্ম্ম, তপ, প্রায়শ্চিত্ত, ইষ্টাপূর্ত্ত,ব্রত যজ্ঞাদি সমূহ ক্রিয়াই জড় দ্রব্য আশ্রয় করিয়া বিহিত হইয়া থাকে, জড়াশ্রিত ক্রিয়ামাত্রই জড় ফল প্রসব করে, কিন্তু "অভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ" এই ন্যায়ানুসারে শ্রীনাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণ অতএব অজড় ও অপ্রাকৃত। সুতরাং জড়াশ্রিত কর্ম্মজাতফল, নিজ জড়ধর্ম্মতা প্রযুক্ত ও সিদ্ধান্ততঃ প্রাকৃত স্বরূপতা নিবন্ধন কদাপি অপ্রাকৃত শ্রীনামের অপ্রাকৃত ফলের সহিত তুল্য হইতে পারে না। শাস্ত্রে অবশ্য অধিকার ভেদে কর্ম্ম ও জ্ঞানকেও উপায় রূপে উক্ত হইয়াছে। মুখ্য ও গৌণ ভেদে উপায় দ্বিবিধ, কর্ম্ম ও জ্ঞান গৌণ এবং শ্রীনাম মুখ্য উপায়, নিতান্ত জড়াধিকারিবৃন্দের চিত্তশোধনকল্পে কর্ম্মের এবং একান্ত মায়াশক্তি

পরিহারকল্পে অদ্বৈত জ্ঞানের কথঞ্চিত উপযোগিতা শাস্ত্রে উক্ত হইলেও উহারা বদ্ধজীবের চরম শুভকারী নহে। জীব বদ্ধাবস্থায় নিজ চেষ্টায় বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে না। যে অপরাধ, তাহার বন্ধন দণ্ডের নিমিত্ত, সেই অপরাধ নিরাকৃত না হইলে তাহার মোচন অসম্ভব। কৃষ্ণবৈমুখ্য অপরাধই তাহার বন্ধনের হেতু। কৃষ্ণদাস্য বিস্মৃতি নিরাকৃত না হইলে, বদ্ধ জীবের বন্ধন মোচনের আর অন্য উপায় নাই। কিন্তু মায়াবিকারগ্রস্ত জীব তত্তৎ অবস্থায় অবস্থিত হইয়াই স্বয়ং নানা উপায় উদ্ভাবন অর্থাৎ শুভ কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিয়া নিজ বন্ধন মোচনের চেষ্টা করে। কিন্তু তাহার অনুষ্ঠিত সেই শুভাদি কর্ম্মপরম্পরাই আবার তাহার নূতন বন্ধনের হেতু হয়। কারণ শুভ ও অশুভ উভয়কর্ম্মই সুখ ও দুঃখের একতর ভোগ প্রদান করে, সুখ ভোগ না হয় দুঃখভোগ, এ উভয়ই ভোগ ভিন্ন আর কিছু নহে, কিন্তু শ্রীনামের মুখ্য ফল আত্ম ভোগ নহে, শ্রীনামের মুখ্যফলে কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেম উৎপন্ন করে। প্রেম কৃষ্ণকে ভোগ করায়, অতএব দেখা যাইতেছে যে কর্ম্মজ্ঞানের ফল আত্ম-ভোগ তাৎপর্য্য ও শ্রীনামে তাহার বিপরীত অর্থাৎ কৃষ্ণ ভোগতাৎপর্য্য, সুতরাং শ্রীনামের সহিত অন্য শুভকর্ম্মের ইতর ফলের সাম্য নাই।

শ্রীনাম সাধনকালে উপায় ও সিদ্ধিকালে উপেয়। চিৎকণ জীব অণুতা নিবন্ধন মায়াবশযোগ্য স্বভাববশতঃ অবিদ্যাবশে আপনাকে যেরূপ জড় বলিয়া বিশ্বাস করে, নিজ চিৎসত্তা উপলব্ধি করিতে পারে না, সেইরূপ বৃহচ্চৈতন্য শ্রীনামেরও অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া জড় শুভ কর্ম্মফলের সহিত তাঁহার সাম্য অথবা সমজাতীয়তা বিশ্বাস করে, অধিকার ভেদে শ্রীনাম উপায় ও উপেয়। এই অবিচিন্ত্য তত্ত্ব জীবের প্রাকৃত অবস্থায় কখন বোধ্য নহে। মায়াবাদ হইতে এই অপরাধের উৎপত্তি। অতএব মায়াবাদী সঙ্গ যত্নে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধ বৈষ্ণবের শ্রীচরণ আশ্রয়

করিয়া শ্রীনাম গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। জাতিবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র শুদ্ধনামপরায়ণ বৈষ্ণব শ্রীগুরুর চরণরেণু দেহে মৃক্ষণ, এবং তাঁহার পাদোদক ও অধরামৃত পান দ্বারা এই অপরাধ প্রশমিত হইয়া শুদ্ধ নাম উদিত হয়েন।

৯ম অপরাধ ঃ—প্রমাদ। শ্রীনাম কীর্ত্তনে অনবধানের নাম প্রমাদ, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখে সনাতনকে উপলক্ষ্য করিয়া জগৎকে উপদেশ দিয়াছিলেন "এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ। নিষ্ঠা হইতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ॥" নামে নিষ্ঠা না হইলে প্রেমের উৎপত্তি হয় না। সম্বন্ধজ্ঞান দৃঢ়ীভূত হইলে অভিধেয় এবং প্রেমরূপ প্রয়োজন লাভ স্বাভাবিক, অপর অপরাধরাজি পরিহার পূর্ব্বক সর্ব্বদা শ্রীনাম কীর্ত্তনেও যদি প্রয়োজন সিদ্ধ না হয় অর্থাৎ প্রেমলাভ না হয়, তবে ইহা নিশ্চিত বুঝিতে হইবে যে প্রমাদ অপরাধ রূপ দুর্ব্বার দ্বিপেন্দ্র, কৃষ্ণচরণ সরোবরস্থ প্রেমপদ্ম কলিকায় মৃণাল উৎখাত করিতেছে, তজ্জন্যই শ্রীনামরূপ প্রেম কলিকায় বিকাশ দৃষ্ট হইতেছে না। হরির কৃপা ভিক্ষা ভিন্ন এই দুর্ব্বার দন্তী প্রশমিত হইবার অন্য উপায় নাই। হরিপরাক্রমেই এই মহাকায় করী বিদারিত-কুম্ভ হইয়া নিরস্ত হয়, অন্যথা অসম্ভব।

জাড্য, বিক্ষেপ ও ঔদাসীন্য ভেদে প্রমাদ অর্থাৎ অনবধান ত্রিবিধ। আমরা বদ্ধজীবের স্বভাবসুলভ অভাব বশে নিসর্গতঃ বিষয়ে আসক্ত। সুতরাং শ্রীনাম গ্রহণ কালেও বিষয় চিন্তা আসিয়া চিত্তে উদিত হইয়া শ্রীনামস্মরণে ব্যবধান উৎপন্ন করে। ভক্তিশাস্ত্র বলিয়াছেন "ব্যবহিত রহিতং তারয়ত্যেব সত্যং" শ্রীনামে চিত্ত মগ্ন না হইয়া যে কীর্ত্তন তাহাই এই অপরাধের বিষয়।

শুদ্ধ কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিলে প্রেমোদয় হয়, ইহাই মহাজন বাক্য। কিন্তু সংখ্যা মালা লক্ষ লক্ষ শ্রীনাম গ্রহণের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে

তথাপি বিন্দুমাত্রও প্রেমোদয় হইতেছে না, অথচ অপর নয় প্রকার অপরাধ নাই, তখন বুঝিতে হইবে অনবধান আমার সর্ব্বনাশ করিতেছে। শ্রীপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন :—

"লক্ষ নাম হৈল পূর্ণ সংখ্যা মালা গণি।
তথাপি নহিল রসবিন্দু গুণমণি॥
এইত অনবধান দোষের প্রকার।
বিষয়িহৃদয়ে প্রভু বড় দুর্নিবার॥"

জাড্য অর্থাৎ আলস্য দ্বারা শ্রীনামের গ্রহণ ও স্মরণ ব্যবহিত হয়। আলস্য হেতু শীঘ্রই শ্রীনাম হইতে বিরাম লাভ করিতে বাসনা হয় তজ্জন্য শ্রীনাম রস প্রকাশিত হয় না। শুদ্ধ নামতত্ত্ববিকাশক শ্রীগুরুদেবের চরিত্রে অব্যর্থ কালত্ব ধর্ম্ম অবলোকন করিয়া ও সর্ব্বান্তঃকরণে এই দোষ ক্ষালনের জন্য তাঁহার নিকট কাতর প্রার্থনা করিয়া তাঁহার একান্ত আনুগত্যের সহিত তাঁহার চরিত্র অনুকরণের চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই নামতত্ত্বদাতা শ্রীগুরু কৃপায় এই জাড্য অর্থাৎ আলস্যের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

বিক্ষেপ। জয় পরাজয়, কনক কামিনী প্রতিষ্ঠাশা ও শাঠ্যবৃত্তি বিক্ষেপের আবাসভূমি। ঐগুলি দ্বারা চিত্ত আকৃষ্ট হইলে শ্রীনামে প্রমাদ অর্থাৎ অনবধান হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

ঔদাসীন্য। আদৌ উৎসাহ না থাকিলে ভক্তি প্রসিদ্ধা হয়েন না। প্রথমতঃ হরিক্ষেত্রে তুলসী বা শ্রীগুরুসান্নিধ্যে ভক্তিশাস্ত্রালোচনায় এবং শ্রীনাম গ্রহণে ভক্তি কাল বর্দ্ধন করিয়া হরি কথা মহোৎসবে রত হইলে, ক্রমে শ্রীনামরস উদিত হইয়া জড়ের নিকৃষ্ট রস দূরীকৃত করিবে। বিক্ষেপ অপরাধ থাকা কালে সঙ্কল্পিত সংখ্যা নাম নির্বন্ধ শীঘ্র সমাপনের চেষ্টা হইয়া থাকে। শ্রীনামের সংখ্যাধিক্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া প্রথমতঃ একপাদ অর্থাৎ চারি গ্রন্থি নাম যত্নের সহিত স্পষ্টাক্ষরে উচ্চরবে

গ্রহণ ও পরে ক্রমশঃ সংখ্যা বর্দ্ধিত করা ও যত্নের প্রতি সতর্কতার সহিত লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। নামতত্ত্বভাণ্ডার শ্রীগুরুচরণে ব্যাকুল অন্তরে কৃপা প্রার্থনা করিয়া ভাবলগ্নমনে স্পষ্ট নাম গ্রহণ করিতে করিতে নামপ্রদাতা শ্রীগুরু কৃপায় অবশ্যই এই বিক্ষেপ দমিত হইয়া ব্যবহিত রহিত শুদ্ধ নাম উদিত হয়েন। নিজ বুদ্ধি ও চেষ্টাবলে ভজনে প্রবৃত্ত হইলে কস্মিন্ কালেও প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। ভক্তিরাজ্যে কেবল আনুগত্যের ব্যাপার। নামতত্ত্ব প্রকাশ শ্রীগুরুর আনুগত্য দ্বারাই তাঁহার কৃপা আকর্ষিত হইয়া প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। অতএব সাধকের শ্রীগুরুকৃপা আকর্ষণ করাই ভজনচাতুরী।

শ্রীরূপানুগজনকৃপাভিখারী
শ্রীগিরীন্দ্র নাথ সরকার। ভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

আগামী ৭ই অগ্রহায়ণ ২৪ দামোদর ২৩ নবেম্বর শুক্রবার হইতে দিবসত্রয় কোলদ্বীপান্তর্গত নবদ্বীপ নূতন চড়ায় শ্রীশ্রীমৎ পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধিকুঞ্জে তাঁহার দ্বিতীয় বার্ষিক বিরহমহোৎসব হইবে। ঐ দিন জগদ্ধাত্রী পূজার অবকাশ সুতরাং অনেকেরই অবসর আছে। মহোৎসবে ভক্তগণের ইষ্টগোষ্ঠী হইবে।

১৮ই কার্ত্তিক গোহালা হরিসভার চতুর্থ বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ইষ্টগোষ্ঠী হইলেই এই সকল সম্মিলন প্রভূত কল্যাণ সাধন করে, নতুবা লোকসঙ্ঘট্টে কোন সুফল হয় না।

মায়াবাদপূর্ণ ব্যাখ্যা বা ভক্তিতাৎপর্য্যহীন মতবাদদুষ্ট ব্যাখ্যাসহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে জীবের কোন মঙ্গল হয় না। যাহাতে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত ব্যাখ্যা সহ শ্রীমদ্ভাগবতের একটী বিশুদ্ধ নাতিবৃহৎ সংস্করণ হয় তজ্জন্য শুদ্ধভক্তগণের আগ্রহ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার মুখপত্রী।

বিংশ বর্ষ—৫ম সংখ্যা।

অশেষক্লেশবিশ্লেষি-পরেশাবেশসাধিনী।
জীয়াদেষা পরাপত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী।

সজ্জন—সম।

দুইটি বস্তু এক প্রকারের হইলে তাহাদিগকে সম বলা হয়। দুইটী বস্তুর পার্থক্য থাকিলে তাহাদিগকে সম বলিবার পরিবর্ত্তে বিষম বলা হয়। কৃষ্ণেতর জড়ীয় প্রতীতিতে সংজ্ঞার ভেদ হইলে, রূপের ভেদ হইলে, গুণের ভেদ হইলে, এবং ক্রিয়ার ভেদ হইলে বস্তুগুলিকে সম বলা হয় না। সেজন্য জড় জগতে পরিদৃশ্যমান বস্তু বা জ্ঞানাধিকৃত বিষয় সকল বিষম বা উচ্চাবচ গুণবিশিষ্ট। বিষম বস্তুর মধ্যে পরস্পর ভেদ দৃষ্ট হয় কিন্তু স্বরূপে বস্তুর একত্ব নিবন্ধন সজ্জন পণ্ডিতগণ বহিরঙ্গা শক্তি পরিণত জড়ীয় বিষম বস্তুগুলিকেও সমদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন অর্থাৎ বহিরঙ্গা শক্তিজাত সমবস্তু জানেন। আবার বহিরঙ্গা শক্তিজাত প্রতীতি না থাকিলে স্বরূপ শক্তির সহ অভিন্ন প্রতীতি

হইলে তাদৃশ বিচিত্রতাকে অপ্রাকৃত সাম্য বা অন্বয় জ্ঞান করেন। তজ্জন্য অভেদবাদীগণ জড়ীয় ভেদের হস্ত হইতে উন্মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে বিচিত্রতা শক্তি লোপ করাইয়া বস্তুর অদ্বয়তার ভূরি গুণানুবাদ করেন। সজ্জনগণ অভেদবাদী না হইলেও বস্তুর একত্ব বিনাশী বিরোধবাদকে কোনদিনই আবাহন করেন না। সজ্জনগণ শক্তি পরিণাম ধারণাই বিশ্বাস করেন। সুতরাং শক্তিপরিণত নশ্বর বস্তুগুলি গুণদ্বারা পরিচিত ও ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি দ্বারা পরস্পর বিষম বা বিভিন্ন।

প্রাকৃত সৃষ্টির মধ্যে বস্তুসমূহে ভেদ প্রতীতি প্রবল হইলেও সজ্জনগণ বিকারের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগের বস্তু স্বরূপগত সাম্যে বিরোধ করেন না। বিচিত্রতা বা বিলাস জড়ের একমাত্র সম্পত্তি, ঐ প্রকার বিচিত্রতা বা বিলাস জড়াতীত নিত্য অপ্রাকৃত রাজ্যে থাকিতে পারে না এরূপ মায়াবাদ কল্পনারূপ পক্ষপাত দোষে সজ্জন কখনই কলুষিত হন না। যেকালে, নিত্যজগতে নিত্য শক্তিবৈচিত্র্য নিশ্চয় আছে বলিয়া অপ্রাকৃত মহাজনগণ বলেন তৎকালে সজ্জন বা সাধু তাঁহার সহিত বৈষম্য বা ভেদ স্থাপন করেন না। অপ্রাকৃত মহাজনের সহিত সজ্জনের সমতা আছে, সুতরাং বৈষ্ণবই একমাত্র সমদর্শী।

বিষমদর্শী মায়াবাদী বলেন শক্তি পরিণত জগৎ মিথ্যা। শক্তি পরিণাম বা মায়া শব্দে ভেদ নাই। ভগবানের স্বরূপ শক্তি ও ভগবান্, পরস্পরের পরিচয়গত ভেদ মিথ্যা। শক্তি ও শক্তিমানে পরিচয়গত পার্থক্য থাকিলেই বস্তুর দ্বৈতভাব উৎপন্ন করে তখন সমদর্শনাভাব ধ্বংশ হয়। সজ্জনগণ বলেন, শক্তি ও শক্তিমান্ অবিচ্ছিন্ন বস্তু হইলেও বিষয় ও আশ্রয়গত সত্তাভেদবিশিষ্ট হইয়াও এক বা সম। শক্তিমান্ একবস্তু তাঁহার নিত্য শক্তিসমূহে সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত শক্তিভেদ আছে। বস্তু অভিন্ন হইলেও তিনি শক্তিমান, নিঃশক্তিক নহেন; তিনি পরস্পর

বিরুদ্ধ শক্তির আশ্রয়। বহিরঙ্গা মায়াশক্তিজাত বস্তু গুলি, তাঁহার তটস্থ বহির্জগতে স্থিত জীবশক্তির বিচারে ভিন্ন প্রতীত হইলেও সেবোন্মুখ শুদ্ধ জীবের নিকট হারসেবার সহায় সুতরাং সজ্জনগণ তাহাকেও বিষম জ্ঞান করেন না। সেবোন্মুখ শুদ্ধজীব নিন্দা ও প্রতিষ্ঠায় সম, প্রসন্নাত্মা হইয়া অভাবজন্য শোকাভিভূত হন না। আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং সকল প্রাণীতে সমদর্শী হইয়া পরাভক্তি লাভ করেন। সেবোন্মুখ সজ্জন পরের স্বভাব ও কর্ম্মের প্রশংসা ও নিন্দাবাদ করেন না। সজ্জন শীত উষ্ণের তীব্রতা সহ্য করিয়া সমদর্শী। সজ্জনগণ বিদ্যাবিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণে ও অবর চণ্ডালে সমদৃষ্টি বিশিষ্ট, পরমপবিত্র ধেনুতে ও অস্পৃশ্য সারমেয়ে সমদর্শী, ক্ষুদ্রকায় সারমেয় সহ বৃহৎকায় কুঞ্জরে সমদর্শন তাঁহার ধর্ম্ম। শক্তির তারতম্যবশতঃ বস্তুস্বরূপে বৈষম্য দর্শনের আবশ্যকতা থাকে না। ব্রাহ্মণ চণ্ডালে, কুকুর গাভিতে, গাভি হস্তীতে মায়িক ভেদ থাকিলেও সকলেই স্বরূপতঃ হরিদাস জানেন। প্রাকৃত আসক্তি সাধুর উপর কার্য্য করে না। তিনি অনাসক্ত ভাবে হরিসম্বন্ধি বস্তু জ্ঞানে ঐ সকল দ্রব্যে বৈষম্য আরোপ করেন না। সকলই তাঁহার কৃষ্ণ সেবনের সহায় জানেন।

কৃষ্ণদাস্য কিয়ৎ পরিমাণ বিস্মৃত হইয়া যে কালে জীব কৃষ্ণোন্মুখ হন তখন তিনি হরিতে প্রেম, হরিদাসে বন্ধুতা, কৃষ্ণোন্মুখে দয়া এবং হরি বিরোধী জনের দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়াই সমদর্শী হন। এই মধ্যমাধিকারে তিনি কপটতা করিয়া তাঁহার সমদর্শন দেখাইতে গিয়া যদি বালিশে দয়ার পরিবর্ত্তে সমবুদ্ধি করেন তাহা হইলে সাধুর সমদর্শন বিচারে কলঙ্ক আসিয়া উপস্থিত হয়। কৃষ্ণদ্বেষিজনে ভক্তজন সহ সম জ্ঞান করেন তা'হলে তাহার বিমুখতা বৃদ্ধি হয়।

হরিসম্বন্ধি বস্তুগুলিকে যদি প্রপঞ্চজাত মনে করিয়া বৈষম্য আশ্রয়ে তাঁহাদের সঙ্গ ত্যাগ করেন তাহা হইলে তাদৃশ মুমুক্ষা তাঁহার সমতাকে

বিনাশ করিবে। সমতা বিচারে অধিকার অতিক্রম করিলে কোন সুফল পাওয়া যায় না পরন্তু ফল্গুবৈরাগ্যরূপ প্রতিষ্ঠা আসিয়া তাঁহার সমতার হানি করে।

সমতা বিচারে অসাধুগণ যেরূপ ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণ সহ বিষ্ণুর তুল্য কল্পনা করেন, সমদর্শী বৈষ্ণবগণ তাহা কখনই অনুমোদন করেন না। প্রাকৃত জগতের অনিত্য কালোৎপন্ন উচ্চাবচ অবস্থা সমূহ কখনই নিত্যের সহ সম নহে পরন্তু কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাময় সাধু, জড়ীয় বস্তুর প্রাকৃত সাম্য ছাড়িয়া তাহাতে ভগবদ্ভাব দর্শন করেন এবং সমগ্র বস্তুকে নিজভোগ্য জানিবার প্রতিপক্ষে কৃষ্ণসেবোপকরণ অপ্রাকৃত বলিয়া জানেন।

কামক্রোধাদি জড় জগতের নিত্য সহচরগণ বস্তুতে বৈষম্য বিচার করিতে গিয়া তাহাদের স্বরূপ দর্শন না করিয়া নানাপ্রকার অনর্থ সৃষ্টি করেন কিন্তু পারমার্থিক সজ্জন কামকে কৃষ্ণ কর্ম্মার্পণে, ক্রোধকে ভক্তদ্বেষিজনে, লোভকে সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথায়, মত্ততাকে হরিগুণ গানে, মূঢ়তাকে ইষ্টলাভের প্রভৃতি চেষ্টায় নিয়োগ করেন। বিষমদর্শী হরিবিমুখ এই সকল বৈষ্ণবসমদর্শিতার বিরোধী মনে করিয়া নিজেরই সর্ব্বনাশ করেন। সজ্জনের রিপুজন্য বৈষম্য নাই, তিনি নিরন্তর সমতাযুক্ত।

শ্রীগৌরহরি।

নাম গান মুখে, নদীয়ার বুকে,
নাচিয়া কে ঐ চলিছে
লোচন যুগল, প্রেমেতে উজল,
দরদর ধারা গলিছে॥

কিবা গোরা রূপ, অতি অপরূপ,
অতুলন রূপ জ্বলিছে।
কনকের ভুল, হ'তে সমতুল,
অনলে পুড়িয়া গলিছে॥
বদন তুলনা, তুলোনা তুলোনা,
চাঁদ সে লুকায় আগে গো।
গোরার উদয়ে, লাজমান ভয়ে,
রাহুর কবলে ভাগে গো॥
কি প্রেম বিলাল, জগৎ মাতাল,
পরকে আপন করা গো।
ভাবে কোলাকুলি, আকুলি ব্যাকুলি,
মরুতে অমিয় ধারা গো॥
ব্রজ গোপী যত, গোরার সহিত,
পুরুষ আকারে ভেদে গো।
গোরার পিরীতি, বুঝিনা কি রীতি,
নয়ন ঝুরিছে খেদে গো॥
কি মরি! চলনি! মরি কি! চাহনি!
কি বটে ইহার মূলে গো।
কি নব আকৃতি! প্রকৃত-প্রকৃতি!
এবার নারীকে ভুলে গো॥
ব্রজের সে ভাব, এবে যে অভাব,
এ যে বিরহিনী রাধা গো!
গোরার স্বরূপ, অতি অপরূপ,
কি হেতু এরূপ সাধা গো?

ব্রজ মনচোরা, নদীয়ায় গোরা,
একাধারে শ্যাম-রাধিকা।
আপন স্বরসে, নব প্রেমে ভাসে,
নবীন ভাবের সাধিকা॥
মন্থন পরে, প্রেমের সাগরে,
পিরীতি রতন রাজে গো!
অহেতু সাধন, প্রেম বরষণ,
ভকত হৃদয় মাঝে গো॥
বিরহির বেশে, মহা ভাবাবেশে,
হরিপ্রেমে গোরা নাচে গো।
গোরার চরণ, ভকতি শরণ,
দীন যতি তাই যাচে গো॥

দীন শ্রীযতীন্দ্র নাথ সামন্ত।
সাং পুঁটস্থরী।

কুলিয়ায় ইষ্টগোষ্ঠী।

ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কালে প্রাচীন নদীয়া নগর বা শ্রীমায়াপুর অবস্থিত ছিল। পশ্চিমকূল কুলিয়া নগর, যেথানে সম্প্রতি সহর নদীয়া অবস্থিত তথায় সমাধিকুঞ্জে বৈষ্ণবকুলাদর্শ পতিতপাবন শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত পরমহংস মহাত্মা গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের দ্বিতীয় বার্ষিক বিরহ মহোৎসব উপলক্ষে ৭ই অগ্রহায়ণ হইতে দিবসত্রয় একটী ইষ্টগোষ্ঠী হইয়াছিল। নানা দিগ্দেশ হইতে বিবিধ শুদ্ধভক্তগণ

প্রাচীন কুলিয়া নগরে একত্র সমবেত হইয়া বিরহ মহোৎসবের অনুষ্ঠান সমূহ সম্পন্ন করেন। ইষ্টগোষ্ঠিতে সমাগত নিরপেক্ষ শুদ্ধভক্তগণ দেখিলেন যে শ্রীমহাপ্রভুর প্রকট কালে গোদ্রুমদ্বীপের টোল আফিসের অব্যবহিত পশ্চিম দিয়া বর্ত্তমান খড়িয়া গর্ভ দিয়া শিবের ডোবার খালের মুখ দিয়া, চাবড়ির মধ্য দিয়া শিবের ডোবার খাল দিয়া বাঙ্গালা ১২৮৪ সালের বহতা গঙ্গার মধ্য দিয়া, রাজা বাবুদের চড়ার মধ্য দিয়া কুলিয়ার দহের মধ্য দিয়া নিদয়া গ্রামের দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশ দিয়া গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন। এই গঙ্গার পশ্চিম কূলে প্রাচীন কুলিয়া নগর এবং পূর্ব্বকূলে প্রাচীন নদীয়া নগর ছিল। এই প্রাচীন গঙ্গাগর্ভখাত আজও আছে। শ্রীমন্মাধ্ব গৌড়েশ্বরাচার্য্যবংশ্য শ্রীযুক্ত হীরালাল গোস্বামী, নির্ব্বিঘ্ন ভক্ত শ্রীল রাধামাধব দাস এবং হরিজনবন্ধু শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ কিঙ্কর শ্রীল বনমালি দাস ভক্তানন্দ অধিকারী মহাশয় এই ইষ্টগোষ্ঠীর উদ্যোগ কারিগণের প্রধান। ইহাঁদের আহ্বানে এবং শুদ্ধাভক্তির অনুষ্ঠানে অনেক মহাত্মাকে আমরা ইষ্টগোষ্ঠীতে দেখিয়াছিলাম। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ তনয় চতুর্ধুরীণোপাধিক শ্রীগৌর গদাধর সেবনব্রত শ্রীল বরদা প্রসাদ দেববর্ম্ম ভক্তিভূষণ ও বৃহদ্ব্রতী হরিজনপ্রপন্ন চতুর্ধুরীণোপাধিক শ্রীযুত ললিতাপ্রসাদ দেববর্ম্ম এম্, আর, এ এস্, মহোদয়দ্বয় উৎসবে যোগদান করেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদানুগ শ্রীল বসন্ত কুমার ভক্ত্যাশ্রম, শ্রীল অমর নাথ বসু, শ্রীল অনন্তকুমার দাস, ভক্তিপ্রদীপ শ্রীল যোগেন্দ্র কুমার বসু বি, এ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ কিঙ্কর ভক্তমহোদয়চতুষ্টয় উপস্থিত থাকিয়া মহোৎসবের সেবা কবিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষ্যে উত্থান একাদশী দিবসে প্রাচীন কুলিয়া নগরে অর্থাৎ বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপের রাজপথ সমূহে উচ্চ সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য শ্রীবিষ্ণুদাস অধিকারী, শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকুঞ্জবিহারী দাসাধিকারী আচার্য্যত্রয় শুদ্ধভক্তি

কীর্ত্তন করিয়া ইষ্টগোষ্ঠীর সৌন্দর্য্য সাধন করেন। কুলিয়া প্রবাসী শ্রীঅদ্বৈতবংশ্য পণ্ডিত শ্রীল রঘুনন্দন গোস্বামী মহোদয়, ভারতের অন্তিম দক্ষিণ প্রান্ত টিনেভ্যালী জেলা নিবাসী জনৈক ব্যবহারবিৎ যোগশাস্ত্র কুশল গৌরকৃষ্ণচিন্তারসরসিক দাক্ষিণাত্য ভক্ত মহাশয়, শিক্ষক শ্রীযুক্ত সত্যনাথ বিশ্বাস, শ্রীযুত বিমান বিহারী মজুমদার এবং কতিপয় ভেকধারী হরিজনবন্ধু ইষ্টগোষ্ঠীতে সমাগত হন। ইষ্টগোষ্ঠীতে নাগরী মঙ্গল্য গীত ও উপযোগী হরিকথা কীর্ত্তিত হইয়াছিলেন। বাবাজী মহারাজের উদ্দেশে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদানুগা কৃষ্ণনামৈকপরায়ণা শ্রীমতী বিদ্যুল্লতা দেবীর রচিত একটী উচ্ছ্বাস শ্রীসমাধি প্রাঙ্গণে শুদ্ধভক্তগণ গান করেন।

অধিকারী শ্রীনয়নাভিরাম দাস, খুল্‌না।

মনঃ শিক্ষা।

সদাকাল মন হরিনাম কর্ মঙ্গল যদি চাস্।
ছিঁড়ে ফেল্ যত জড় অভিমান কেটে দেরে মায়াপাশ্॥
দমি দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় দলে, দিবা শর্ব্বরী বল্।
ব্রজপুরবঁধু কৃপা কর মোরে অধীনে ক'রোনা ছল॥
ওরে বর্ব্বর অন্তর! তোরে বার বার্ বলি শোন্।
কৃষ্ণেতরাদি পরিহরি ভাব্ কৃষ্ণে (ই) পরম ধন॥
করুণামৃত ঝরিছে তাঁহার ঝর্ঝর চিরকাল।
তাঁরে ভুলি কেন জর্জ্জর হয়ে সহিবি বিষের জ্বাল?
মরু প্রান্তরে কান্তারে বসি গিরি গহ্বরে কিবা।
বিজন কুটীরে অথবা নগরে প্রাসাদশিখরে যেবা॥
প্রাণকান্তহে! দীনের দিনত গত, আর কত দিনে—

সেবা অধিকার পাব নাথ! বলি ক্রন্দন করে মনে॥
চির সঞ্চিত পাপ বিতাড়িত তাহারো চিত্তমাঝে।
দেখা দেন আসি শ্যাম কাল শশী রসিক নাটুয়া সাজে॥
অনাথের প্রতি করুণা করিবে শ্রীনাথ ব্যতীত কেবা।
অনাথ আছিস্ সনাথ হইবি কর্ মন হরি সেবা॥
সদা প্রস্তুত করুণা করিতে দীন হীনে ভগবান।
দুস্তর শাঁপে নিস্তারি হরি প্রস্তরে দিলা প্রাণ॥
তাইবা ক্ষতি কি করুণা যদিরে নাহি হয় তোরে তাঁর?
নিরলস ভাবে সতত গাহিবি হরিনাম রস সার।
মানব জনম পেয়েছিস্ এই শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি তোর॥
পুনঃ যদি কিছু চাহিবি তবে যে হইবি আত্মচোর।
একেত গেছিস্ স্বরূপ ভুলিয়া ডুবি মায়াকূপ মাঝ।
মিছে কাজে কত জন্ম গোঙালি পিছে ফেলি নিজ কাজ॥
লাখো অপরাধী তুই যে মনরে গাহ গাহ হরিনাম।
শ্রীগুরু কৃপায় পারিবি চিনিতে কৃষ্ণের সেবাধাম।
বৃন্দাবনের পরমানন্দ নন্দের সুত হরি।
শচীনন্দন সহ নিজজন মায়াপুরে অবতরি॥
যোগী ভোগী রোগী বিশ্ব মাঝারে যত পাপী তাপী ছিল।
স্থাবর জঙ্গম পশু পাখী কীটে যাচি হরিনাম দিল॥
পথের পতিত রোগী কোলে করি বলে, হরিবল মুখে।
যারে দেখে প্রভু বলে হরি বলি কিনি লহ মোরে সুখে॥
এমন কাঙাল তরাণ ঠাকুর এমন দয়াল গোরা।
তাঁহার শ্রীপদে উদাস রহিলি এমত অধম তোরা॥
আঁকড়ি ধররে 'গোরাপদ' ত্যজি বিষম বিষয় অরি।

শ্রীগোরা কৃপায় হবি মন ক্রমে হরিসেবা অধিকারী ॥
গোরাকে ছাড়িয়া হরিকে ভজিলে সুফল লভেনা কেউ।
পাগলেই চায় সলিল ত্যজিয়া কলসে ভরিতে ঢেউ ॥

বৈষ্ণব দাসানুদাসের অযোগ্য দাস দীনাধম
শ্রীনারায়ণ দাস চট্টোপাধ্যায়।

বৈষ্ণব চরিত্র।

এই বিশাল জগতে মানব সর্ব্বপ্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত, কারণ সৎ এবং অসৎ, মন্দ এবং ভাল বিবেচনা করিবার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তি একমাত্র মানবগণই লাভ করিয়াছেন। সেই মানব আবার বহুশ্রেণীতে বিভক্ত, তন্মধ্যে চারিটী শ্রেণী প্রধান—অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত। অন্যাভিলাষী যথেচ্ছাচারে, কর্ম্মী ক্ষুদ্র ফল কামনায় নানাবিধ পুণ্য কার্য্যকরণ প্রয়াসে, গুরুজন ও পিতৃবর্গতর্পণে ব্যস্ত, দরিদ্র ব্যক্তির প্রাকৃত দুঃখ অপনোদন-মানসে অন্নশালা, চিকিৎসালয়, পুষ্করণী খনন ইত্যাদি কার্য্য করিয়া থাকেন, জ্ঞানী ত্রিতাপ জ্বলিত সংসারের ঘাত প্রতিঘাত ও যন্ত্রণা সমূহ হইতে মুক্তিলাভ মানসে কঠোর ফল্গু বৈরাগ্যাশ্রিত, আর ভক্তগণ অকিঞ্চন হইয়া যাবতীয় বস্তুতে কৃষ্ণনির্ব্বন্ধ করিয়া তৎসেবা তৎপর। সুতরাং ভক্তের আচারে তাঁহার এবং সমগ্র জগতের শ্রেয়ো লাভ হইয়া থাকে। সর্ব্বগুণসমন্বিত ব্রাহ্মণের পরম গুরু বৈষ্ণব সুতরাং তাঁহার চরিত্র নির্ম্মল ও অনুকরণ যোগ্য হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। বৈষ্ণব চরিত্রে যদি বিন্দুমাত্র দোষ লক্ষিত হয়, তাহা হইলে অন্যান্য দুর্ব্বল জীব সচ্চরিত্রতা হইতে স্খলিত হইয়া নরকের পথে অগ্রসর হইবে। জগতে কতই না অনর্থ উৎপাদন করিবে। বৈষ্ণব ইহ জগৎ

ও পর জগতের যাবতীয় সুখ এবং চতুর্ব্বিধ মুক্তিকে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে অতীন্দ্রিয় হইয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আর কিছুতে মনোনিবেশ করেন না সুতরাং এহেন বৈষ্ণব চরিত্রে অবিশুদ্ধতা কিপ্রকারে লক্ষিত হইতে পারে? বর্ত্তমান কলিরাজের এতই প্রভাব যে প্রাকৃত প্রতিষ্ঠা ও কনককামিনী লাভেচ্ছায় শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈতবংশ্য প্রভু সন্তানগণের মধ্যেও কেহ কেহ আচার্য্য পদাসীন হইয়া প্রাকৃতসুখলালসায় উদ্‌গ্রীব বৈড়ালব্রতীগণকে দীক্ষা প্রদান করিয়া জগতে কতই অনর্থ উৎপাদন করিতেছেন। যে বৈষ্ণবগণ দেবতারও পূজ্য বৈষ্ণব নামধারী, মূর্খ, অতত্বজ্ঞ, উদরোপস্থসুখেপ্সু, ক্ষুদ্র জীবের উদাহরণ সন্দর্শনে সাধারণ লোক আজ বৈষ্ণব শব্দটী শ্রবণে নাসিকাকুঞ্চন দ্বারা বিরক্তি প্রকাশ করেন। গুরুর কার্য্য কতদূর দায়িত্বপূর্ণ তাহা তাহাদের ক্ষুদ্র বিষয়াসক্ত চিত্ত চিন্তা করিতে অক্ষম। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কোথায় প্রাকৃত বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া শিষ্যকে আশ্রিত জ্ঞানে প্রাকৃত বিষয় হইতে কঠোর শাসন বাক্যে তাহার হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিবেন, আর কি না তাহারা অন্ধা যথা অন্ধৈরুপনীয়মানা বৎপাকচক্রে সামান্য অর্থ লালসায়, মূর্খ শিষ্যকে বিষয়ে মগ্ন করিয়া গোস্বামী শব্দের সার্থকতা দেখাইতেছেন। আমার একজন পরিচিত লোক আমাকে বলিয়াছেন তাহাদের গৃহে প্রাতে একজন নিত্যানন্দবংশ্য পরিচয়াকাঙ্ক্ষী আচার্য্য সন্তান উপস্থিত হইলে তাঁহার পিতা কিছু রসগোল্লা আনয়ন করিয়া প্রভুপাদকে সেবা করিবার জন্য যত্ন করেন। গোস্বামী প্রভু স্নান না করিয়া রসগোল্লার সদ্ব্যবহার করিলে পাছে তাহারা অনাচারী বিবেচনা করেন এ জন্য তিনি অতি কষ্টে লোভ সংবরণ করিয়া বলিলেন, আমি এখন আহার করিব না, পা ঠেকাইয়া দেই, তোরা প্রসাদ পা। এরূপ মূর্খ তত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তি গুরু

পদাসীন হইলে জগতে কিরূপ মঙ্গল হইবে তাহা নিরপেক্ষ সেবোন্মুখ সুধীগণের বিচার্য্য।

বৈষ্ণব মাত্রেই সচ্চরিত্রতার সহিত অনাসক্ত ভাবে যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার পূর্ব্বক অন্তর নিষ্ঠার সহিত ভজন করিবেন ইহা কলিপাবনাবতার পরম দয়ালু শ্রীগৌর সুন্দরের অমল শিক্ষা। "যথা যোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা"। যথা যোগ্য শব্দটীর অর্থ—ইন্দ্রিয় প্রীতির জন্য বিষয় স্বীকার করিবে না কেবল আত্মার সহিত কৃষ্ণ সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য যতটা বিষয় স্বীকার প্রয়োজন তাহাই করিবে। আর ত্যক্তগৃহ গৃহস্থ ভক্তের সহ পার্থক্য এই যে তাঁহারা গৃহস্থ বৈষ্ণবের নিকট মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বনে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। বিষয়ীর সংস্পর্শে কখনও যাইবেন না, অবৈষ্ণবতার আশ্রয় যোষিৎ সঙ্গ ও তৎসঙ্গী হইতে দূরে থাকিবেন যথা—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য
সন্দর্শনং বিষয়িনামথ যোষিতাঞ্চ
হাহন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু।

কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা দেখিতে পাই কোন কোন গৃহীত-বেষ বৈষ্ণব শবদেহের সহিত কীর্ত্তন ব্যবসা দ্বারা অর্থোপার্জ্জন বিষয়ের অংশ প্রাপ্তির আশায়, বিষয়ীর বাড়ীতে অষ্ট প্রহরী কীর্ত্তনরূপ তৌর্য্যত্রিক দ্বারা নানাবিধ সুখাদ্য দ্বারা উদর পূরণ, বিষয়ীর অর্থ লইয়া ভূমি খরিদ অথবা বিষয়ীর দান গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ ইন্দ্রিয় বৃত্তি চরিতার্থ করাকেই হরি সেবা জানেন। যে বৈষ্ণব সমগ্র জগতের ঐশ্বর্য্য ও মুক্তি পর্য্যন্ত অকিঞ্চৎকর-বোধে ত্যাগ করেন আজ কিনা বৈষ্ণব বেশ ধারণ করিয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকরণার্থ একটী পয়সার জন্য অপরের অনুগ্রহ প্রার্থী। কলিজীবের দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়াই ভগবান গৌরহরি নিজ প্রিয় হরিদাসকে তাদৃশ স্ত্রীলোকের

নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ অপরাধে ত্যাগ করিলেন। বর্ত্তমান বৈষ্ণব-নামধারিগণ গৌরসুন্দরের উপদেশ ভুলিয়া গিয়া জগতে কি বিষময় ফল উৎপাদন করিয়াছেন তাহা দুর্ব্বল লেখনীতে প্রকাশ করা বাহুল্য মাত্র। তাঁহাদের বৈষ্ণব হইতে চেষ্টা করা অনধিকার চর্চ্চা মাত্র। মন্ত্রজীবী, প্রতিষ্ঠা লিপ্সু, অর্থ গৃধ্নু, মালা তিলকধারী, গায়ক ভাগবতপাঠে অর্থ-লোলুপ, বঞ্চক গুরু, অধিকার বিচার না করিয়া অযোগ্য ব্যক্তিকে সন্ন্যাস বেশ দিয়া শুদ্ধ ভক্তি প্রচার কার্য্যে এত অসুবিধা জন্মাইয়া দিয়াছেন। জগতে পরমহংস বৈষ্ণব সংখ্যা খুব বিরল। যখন এরূপ পরমহংস বৈষ্ণব সংখ্যা প্রবল হইবে তখন অবশ্যই আশঙ্কা করা উচিত যে কলির কোন প্রকার দুষ্ট কার্য্য ইহাতে আছে। যাহারা গোস্বামী বলিয়া অভিমান করেন, যাহারা বৈষ্ণব ধর্ম্ম সংরক্ষণে অতীব যত্নশীল এবং যাহারা শ্রীগৌর-হরির অনুগত বলিয়া অভিমান করেন তাহাদের শ্রীচরণে আমার এই মাত্র সকাতর প্রার্থনা যেন তাঁহারা ভেক প্রদান কালে অধিকার বিচার করেন এবং যাহাতে এরূপ ভেক দান জগত হইতে লুপ্ত হয় তদ্বিষয়ে যত্নবান হন।

আমি কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীনীলাচল ক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলাম। শুদ্ধ ভক্তিপ্রচারকবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট বৈষ্ণব সমাজের মুকুটমণি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমুদ্রতীরবর্ত্তী ভক্তিকুটী নামক ভজন কুটীরে আমরা আশ্রয় লইয়াছিলাম। দিনমণি পশ্চিম গগনে অদৃশ্য হইবার প্রাক্কালে জনৈক কৌপীনধারী গোপীচন্দনে তিলক মণ্ডিত কেশ শূন্য বিরক্ত বাবাজী, সন্নিকটস্থ শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি মন্দির হইতে বাহির হইয়া তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে বিলাসপরায়ণ ইন্দ্রিয়সুখতৎপর ব্যক্তির ন্যায় দক্ষিণ হস্তে শ্রীমালিকার পরিবর্ত্তে যষ্টি ঘূর্ণন করিতে করিতে বায়ু সেবনোদ্দেশে গমন করিতেছেন। তখন মনে করিলাম হায়রে কলিকাল!

তোমার রাজত্বে অমল বৈষ্ণব বেশ ধারণ করিয়া ধর্ম্মের নামে কতই পাপ কার্য্য চলিতেছে। শ্রীমহাপ্রভু আদেশ করিয়াছেন, তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয় সদা হরিঃ। অর্থাৎ আপনাকে "কৃষ্ণদাস" এই অপ্রাকৃত অভিমান করিবে। সকল প্রকার প্রাকৃত অভিমান ত্যাগ করিয়া প্রাকৃত প্রতিষ্ঠালাভে উদাসীন হইয়া আপনাকে ধূল্যবলুণ্ঠিত সুনিম্নস্তরে স্থাপিত তৃণের ন্যায় ক্ষুদ্র জ্ঞানে তরুর ন্যায় সহ্য গুণ সম্পন্ন এবং অমানী মানদ হইয়া সদা নাম কীর্ত্তন করিবে। যিনি প্রাকৃত বংশ মর্য্যাদার অভিমান প্রকাশ করেন, যিনি বিপুল ধন সম্পত্তি লাভ করিয়া গর্ব্বিত, যিমি সুর লয় তাল মানে বিষয়ীগণের কর্ণ কুহর তৃপ্ত করিয়া অর্থলাভ বাসনায় দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ তৎপর, যিনি বেশাদি ভক্ত্যঙ্গ গ্রহণ করিয়া পরদার গমনে ইন্দ্রিয় তর্পণে রত অথবা গৃহব্রত তাহারা অপ্রাকৃত হরিনাম উচ্চারণ করিবার অযোগ্য। নামৈকনিষ্ঠ বৈষ্ণব ইহ জগৎ ও পর জগতে কোন বস্তুই প্রার্থনা করেন না, কৃষ্ণ সেবাই তাঁহার একমাত্র লক্ষিতব্য বস্তু সুতরাং বৈষ্ণব চরিত্র পরম নির্ম্মল।

হরিজন কিঙ্কর
শ্রীকুঞ্জ বিহারী দাস অধিকারী।

উপহার।

(১)

দেবতা আমার! সেই রসসিন্ধু তীরে
বাঁধিয়াছ বাসা; সেই রসসিন্ধুনীরে নিবার পিপাসা;

সেই রসসিন্ধু স্রোত, করিয়াছে ওতঃপ্রোত হৃদয় তোমার,
ক্ষুদ্র মোর শ্রদ্ধাপাত্র ভরি এই কণামাত্র
আনিয়াছি তার; লও উপহার।

(২)

আরাধ্য আমার! তব হৃদি মধুবনে
সেই রসরাজ-মহাভাব সিংহাসনে করেন বিরাজ;
উদারে মধুরে মিশি সেই লীলা দিবানিশি হৃদয়ে তোমার;
বাতুল হইয়া আমি এঁকেছি এ চিত্র, স্বামি,
অনিপুণ তার; লও উপহার।

(৩)

আদর্শ আমার! যে সঙ্গীতে ভরপূর
মন প্রাণ তব; যার ধ্বনি সুমধুর নিত্য অভিনব;
যাহার প্রত্যেক তান করায় অমৃত স্নান তাপিত আত্মার;
তার যত টুকু সুরে মোর ক্ষুদ্র হৃদিপুরে
তুলেছে ঝঙ্কার, লও উপহার।

শ্রীঅমরনাথ মিত্র
রাজকণিকা, কটক।

শ্রীনিত্যানন্দ শাখা বর্ণনং।

প্রেমামরতরোরূর্দ্ধস্কন্ধস্য প্রেমরূপিণঃ।
নিত্যানন্দস্য তান্ শাখারূপান্ ভক্তান্নমাম্যহম্॥ ১॥
শ্রীবীরভদ্রগোস্বামী নিত্যানন্দসুতঃ সুধীঃ।
পরমোদারচরিতঃ প্রভুঃ পতিতপাবনঃ॥ ২॥

যস্যানুকম্পয়া সর্ব্বে গায়ন্তিস্ম প্রভোর্গুণান্।
তং শ্রীমন্তং বীরভদ্রং ব্রজামি শরণং প্রভুং ॥ ৩ ॥
অথ তস্য প্রভোর্নিত্যানন্দস্য স্কন্ধরূপিণঃ।
শাখারূপান্ ভক্তগণান্ নমামি শ্রীহরিপ্রিয়ান্ ॥ ৪ ॥
বাসুদেবো মাধবশ্চ ঘোষৌ গায়কসত্তমৌ।
যয়োঃ সঙ্কীর্ত্তনেনৈব মুমোহ সকলং জগৎ ॥ ৫ ॥
মুরারিচৈতন্যদাসো মহাভাগবতঃ সুধীঃ।
শার্দ্দূল সর্পসঙ্গেন যঃ ক্রীড়তি মুদান্বিতঃ ॥ ৬ ॥
বৈদ্যঃ শ্রীরঘুনাথাখ্য উপাধ্যায় মহাশয়ঃ।
কৃষ্ণভক্তির্ভবেদ্যস্য দর্শনান্মাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥
কমলাকর পিপ্পলায়ী সুন্দরানন্দনামকঃ।
অলৌকিকচরিত্রৌ দ্বৌ বর্ত্তেতে প্রভুসন্নিধৌ ॥ ৮ ॥
সরখেলঃ সূর্য্যদাসঃ কৃষ্ণদাসস্তথৈব চ।
প্রেমোদ্দণ্ডঃ প্রচণ্ডশ্চ শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতঃ ॥ ৯ ॥
পরমেশ্বরদাসশ্চ পণ্ডিতঃ শ্রীপুরন্দরঃ।
পণ্ডিতো জগদীশাখ্যঃ পণ্ডিতঃ শ্রীধনঞ্জয়ঃ ॥ ১০ ॥
মহেশপণ্ডিতশ্চৈব পণ্ডিতঃ পুরুষোত্তমঃ।
গোপালোদারচরিতো দাসঃ শ্রীবলরামকঃ ॥ ১১ ॥
যদুনাথঃ কবিচন্দ্রো রাঢ়ীয়ঃ কৃষ্ণদাসকঃ।
কালিয়ঃ কৃষ্ণদাসোঽন্যঃ কবিরাজঃ সদাশিবঃ ॥ ১২ ॥
পুরুষোত্তম দাসশ্চ কানুঠকুর এব চ।
উদ্ধারণাখ্য দত্তশ্চ মহাভাগবতঃ সুধীঃ ॥ ১৩ ॥
আচার্য্যো বৈষ্ণবানন্দো রঘুনাথপুরী তু সঃ।
বিষ্ণুদাসো নন্দনশ্চ গঙ্গাদাস ইতি ত্রয়ঃ ॥ ১৪ ॥

ভ্রাতরো যদ্‌গৃহে তিষ্ঠেন্নিত্যানন্দপ্রভুঃ পুরা।
পরমানন্দোপাধ্যায়স্তথা শ্রীজীবপণ্ডিতঃ ॥ ১৫ ॥

পরমানন্দগুপ্তশ্চ মুকুন্দঃ সূর্য্যমাধবৌ।
রামানন্দবসুঃ শ্রীমজ্জগন্নাথো মহীধরঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীমন্তঃ শ্রীধরশ্চৈব হরিহরানন্দ-গোকুলৌ।
নারায়ণঃ কৃষ্ণদাসো দাসশ্চৈব মনোহরঃ ॥ ১৭ ॥

দেবানন্দ ইতিভ্রাতৃচত্বারঃ শ্রীহরেঃ প্রিয়াঃ!
বিহারিকৃষ্ণদাসশ্চ কৃষ্ণাচার্য্যঃ সুলোচনঃ ॥ ১৮ ॥

বসন্তনবনীহোড়ো গোপালশ্চ সনাতনঃ।
পরমানন্দাবধূতো মাধবাচার্য্য এব চ ॥ ১৯ ॥

মুকুন্দঃ শঙ্করশ্চৈব জ্ঞানদাসো মনোহরঃ।
কবিরাজো রামচন্দ্রঃ কংসারিসেন এব চ ॥ ২০ ॥

গৌরদাসো রামভদ্রস্তথা গোপালনর্ত্তকঃ।
মীনকেতনরামাখ্যো দাসো দামোদরস্তথা ॥ ২১ ॥

নৃসিংহচৈতন্যদাসঃ কুন্দায়ি চ শিবায়ি চ।
শ্রীরঙ্গকুমুদঃ পীতাম্বরো গোবিন্দ এব চ ॥ ২২ ॥

শ্রীবিষ্ণুহাজরানাম রামদাসো গদাধরঃ।
নারায়ণীসুতো বৃন্দাবনদাসো মহামনাঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতগ্রন্থকারঃ সতাং প্রিয়ঃ।
সঙ্ক্ষেপতো ময়া প্রোক্তা নিত্যানন্দপ্রভোর্গণাঃ ॥ ২৪ ॥

শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্যানন্তস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
শাখানাং ভক্তবৃন্দানাং গণনে কঃ ক্ষমো ভবেৎ ॥ ২৫ ॥

সর্ব্বশ্রেষ্ঠো বীরভদ্রঃ স্কন্ধরূপোচ্ছ্রয়ো মহান্।
তদ্ভক্তানাঞ্চ শাখানাং নৌমি পাদাম্বুজাম্যহম্ ॥ ২৬॥

ইতি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভোঃ শাখাবর্ণনম্ ॥

বৈষ্ণবের আবির্ভাব।

কেহ কেহ তর্কমূলে বলেন যে শ্রীভগবানের কেবল আবির্ভাব হয় এবং বৈষ্ণবের কেবলমাত্র তিরোভাব হয়, আরও বলেন যে বৈষ্ণবের আবির্ভাব ও ভগবানের অপ্রকট হওয়ার কথা বলিবার, লিখিবার ও উৎসব করিবার ব্যবহার নাই, এরূপ বাক্যের সমীচীনতা যে কতদূর তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

ভগবান্ জড়াতীত অতীন্দ্রিয় অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত, তিনি কাল সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে ছিলেন, অখণ্ডকালের মধ্যে আছেন এবং কাল সমাপ্ত হইলেও থাকিবেন। তজ্জন্য প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিবিশিষ্ট মানবগণ তাঁহার জগতে উদয় কাল নির্ণয় করিতে গিয়া আবির্ভাব সংজ্ঞা প্রদান করেন। তিনি যে কাল পর্য্যন্ত জগতে তাঁহার লীলা প্রকট রাখেন, তাহার পরে তাঁহার অপ্রকট কাল বলিয়া নির্ণীত হয়। চতুর্দ্দশ ভুবনপতি ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ১৪০৭শকাব্দে ফাল্গুন পূর্ণিমা দিবসে ভৌমনবদ্বীপে আবির্ভূত হন এবং ১৪৫৫শকে প্রপঞ্চ হইতে অপ্রকটিত হইয়া স্বধামে বিজয় করেন। শ্রীরামচন্দ্র চৈত্রশুক্লা নবমী দিনে, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী দিনে, শ্রীনৃসিংহ চন্দ্র বৈশাখ শুক্লা চতুর্দ্দশী দিবসে, শ্রীবরাহচন্দ্র ফাল্গুন শুক্লা দ্বাদশী দিনে, শ্রীবামনচন্দ্র শ্রাবণ শুক্ল দ্বাদশী দিবসে আবির্ভূত হইয়া-

ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রকটকালের ১২৫ বর্ষ অতীত হইলে, শ্রীনৃসিংহ চন্দ্র হিরণ্যকশিপু বধান্তে এবং শ্রীবরাহদেব প্রভৃতি ধরাভার অপনোদন করিয়া স্ব স্ব অবতার লীলা সংগোপন করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ নিত্যকাল শ্রীবৈকুণ্ঠে, ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে বিরাজিত থাকিয়া নিমিত্তোপ-লক্ষণে জগতের ভাগ্যে উদিত হয়েন, প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন বলিয়াই যে বৈকুণ্ঠে তাঁহাদের নিত্য কালাবস্থান নাই এরূপ নহে। বিশ্ববাসী জীবগণ ভগবানের আবির্ভাব উৎসব করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে অপ্রকট দিবসীয় কোন উৎসব করিতে দেখা যায় না।

ভগবানের অপ্রকট দিবসীয় উৎসব না করার হেতু নির্ণয় করিতে গেলে আমরা প্রথমতঃ দেখিতে পাই যে তাঁহার লীলার অবসান স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু লীলা নিত্য বলিয়া কাল দ্বারা অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করা নিত্য সেবন অর্থাৎ ভক্তিধর্ম্মের বিরোধী; ভগবানের অপ্রাকট্য, জগতের মন্দভাগ্য হইতেই উদিত হয়; সুতরাং তাহাতে আনন্দোৎসব হইতে পারে না।

ভগবান ও নিত্যসিদ্ধভক্ত উভয়েই নিত্য। তদুভয়ের বিচিত্রলীলা বৈকুণ্ঠ ও গোলোকে নিত্য বিরাজমান। ভগবান যে রূপ জগতে কল্যাণের জন্য প্রপঞ্চে শুভাগমন করেন, তদ্রূপ তাঁহার নিত্যভক্তগণও তাঁহার প্রেরণাক্রমে প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া স্ব স্ব নিত্যলীলার অভিনয় প্রদর্শন করেন। নরসদৃশ তনু গ্রহণ করিয়া নিত্য ভগবদ্ভক্তগণ জগতে অবস্থান কালে হরি-সেবাই করিয়া থাকেন। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষী মানবগণ যেরূপ অনিত্য বাসনাময় কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া তাৎকালিক অনুষ্ঠান সমূহ সম্পন্ন করেন, ভগবদ্ভক্তের লীলা তদ্রূপ ক্ষণভঙ্গুর নহে। নিত্য ভগবদ্ভক্ত প্রপঞ্চে আগমন করিলে উহা ভক্তের আবির্ভাব বলিয়া সংজ্ঞিত হয়। যখন ভগবদ্ভক্ত জগতের কল্যাণের জন্য কৃষ্ণ-প্রেরিত হইয়া

এখানে আগমন করেন, সেই দিনের স্মারক ও সৌভাগ্য উদ্দীপক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কেবল মাত্র ভগবান্ নিত্য অবস্থিত এবং তদীয় ভক্তগণ অনিত্য এরূপ নহে। ভক্তও নিত্য, তবে সাধন সিদ্ধ ভক্ত ও নিত্যসিদ্ধ ভক্তে ভেদ আছে। ভগবদ্ভক্ত জগতের কল্যাণের জন্য প্রপঞ্চে অবতরণ করেন ; সে দিন আনন্দোৎসব করিতে বাধা নাই। ভগবদ্ভক্তের জন্মদিনে উৎসব করিলেই যে মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যায় এরূপ নব্য-স্মৃতির সহিত কোন শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সাক্ষাৎ হয় নাই। পক্ষান্তরে পূর্ব্বপক্ষকারী যখন দেখিবেন যে শ্রীবংশীবদনানন্দ গোস্বামীর আবির্ভাব চৈত্রপূর্ণিমা, জাহ্নবী মাতার ও সীতাদেবীর আবির্ভাব বৈশাখ শুক্লা নবমী শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর আবির্ভাব বৈশাখ অমাবস্যা, নিত্যানন্দতনয়া গঙ্গার আবির্ভাব জ্যৈষ্ঠ শুক্লাদশমী, শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের আবির্ভাব জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণা চতুর্থী, শ্রীঅদ্বৈতপত্নী সীতার আবির্ভাব আশ্বিন শুক্লা পঞ্চমী শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব আশ্বিন শুক্লা দশমী, শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর আবির্ভাব মার্গশীর্ষ শুক্লা চতুর্থী, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর আবির্ভাব, শ্রীঠাকুর রঘুনন্দনের আবির্ভাব ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব মাঘ শুক্লা পঞ্চমী, শ্রীঠাকুর নরোত্তমের আবির্ভাব ফাল্গুন শুক্লা দ্বাদশী এই সকল দিনে স্থানে স্থানে উপরিলিখিত আবির্ভাব মহোৎসব হইয়া থাকে, তখন ভগবদ্ভক্তের আবির্ভাব উৎসব হইতে পারে না, এরূপ ধারণা-মূল সম্যক্‌রূপে হৃদয়গহ্বর হইতে উৎপাটিত হইবে।

শ্রীভগবদ্ভক্তগণের তিরোভাব বা বিরহ মহোৎসব হইবারও কোন বাধা নাই। তাঁহারা নিজ নিজ আশ্রিতদাসগণের ধারণায় স্ব স্ব ব্রজবিজয় লীলা অভিনয় করিয়া প্রাকৃতরাজ্যের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত হইয়া উৎসবকারিগণের আনন্দ বিধান করেন। সাধকের দর্শনে ভগবদ্ভক্তের বিরহ মহোৎসবে নিরানন্দের কথা নাই। দেহদেহী ভেদ না থাকায়

ভগবানের সাধকোচিত স্বরূপসিদ্ধদেহ ও বস্তু সিদ্ধদেহের পরিবর্ত্তে কেবল নিত্য দেহ আছে,তজ্জন্য তাঁহার অপ্রকটমহোৎসবের আবশ্যকতা নাই। নিত্য সিদ্ধভক্তের সাধনাভিনয়কালের অন্তশ্চিন্তিত সেবনোপযোগী বস্তু সিদ্ধি,গুরু বৈষ্ণবাশ্রিত ভক্তগণের বাস্তবিকই আনন্দের, গৌরবের ও শ্লাঘার বিষয়।

বৈষ্ণব বা গুরুর আবির্ভাব উৎসব করিলেই অনভিজ্ঞ সমাজ ঐ সকল কথায় প্রতিবাদ করিবেন ভয়ে, কেহ যেন গুরু বৈষ্ণবের আবির্ভাবোৎসব-সেবায় বিমুখ হইয়া শ্রীগুরুতত্ত্বের যথার্থ মর্য্যাদা লঙ্ঘন না করেন। বৈষ্ণবের আবির্ভাবোৎসব করিলেই যে তাঁহাকে বিষয়জাতীয় ভগবৎপদে অধিষ্ঠিত করা হয় আমরা একথার সার্থকতা বুঝি না।

দাসানুদাস

শ্রীবিষ্ণুদাস অধিকারী সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য।

নাগরী ভাবে প্রশ্ন।

১। শ্রীনন্দনন্দন-কৃষ্ণের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ যদি অভিন্ন, তবে তাঁহাকে নাগর ভাবিতে পারা যাইবে না কেন?

২। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীল রামানন্দ রায়কে যদি "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ" দেখাইয়াছিলেন, তবে শ্রীগৌরাঙ্গকে নাগর ভাবিতে পারা যাইবে না কেন?

৩। কয়েকটী প্রসিদ্ধ প্রাচীন মহাজন গৌরাঙ্গকে নাগর ভাবিয়া নাগরীভাবের পদ রচনা করিয়াছেন কেন? (যাহা "শ্রীগৌর পদ তরঙ্গিণীতে" দেখিতে পাওয়া যায়)।

৪। শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর তাঁহার স্বপ্ন বিলাসের পদে শ্রীগৌরের বিবিধ রসিকতা প্রকাশ করিলেন কেন?

৫। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর শ্রীগৌরচন্দ্রকে "পতি" সম্বোধন করিলেন কেন? শ্রীগৌরচন্দ্র যদি নাগর হইতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার ভক্তগণ বা নরোত্তম ঠাকুর তাঁহাকে পতি বলিতে পারেন কিরূপে?

৬। শ্রীপদকল্পতরু গ্রন্থে দেখিতে পাই পদকর্ত্তা মহাজনগণ "শ্রীগৌর চন্দ্র পদ" সমূহে গৌরাঙ্গের সহিত গদাধরের মিলন করাইয়া, ব্রজলীলার অভিনয় অর্থাৎ নৌকাখেলা, জলখেলা, ঝুলন, হোলি প্রভৃতি ঘটাইয়াছেন। গৌরাঙ্গকে নাগর বোধ না করিয়া, এরূপ লীলা হইতে পারে কিরূপে?

৭। শ্রীগৌরাঙ্গ যদি নাগর হইতে না পারেন, তাহা হইলে শ্রীগদাধর শ্রীরাধার প্রকাশ মূর্ত্তি হইলে তিনি গৌরাঙ্গকে প্রাণনাথ বলিতে পারেন কিরূপে?

৮। শ্রীগৌরাঙ্গ যদি "অন্তঃ কৃষ্ণ বহির্গৌর" তবে তাঁহাতে শ্রীকৃষ্ণের রস ও স্বভাব যোগ্যভক্তের নিকট প্রস্ফুটিত হইবে না কেন?

৯। শ্রীগৌরাঙ্গ যদি শ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত স্বরূপ, তবে যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের অনুভূতি লাভ করিতে একান্ত অভিলাষী এবং সুযোগ্য ভক্ত, তাঁহারা গৌরাঙ্গেই রাধাকৃষ্ণের অনুভূতি কেন পাইবেন না?

১০। দাশরথি শ্রীরাম ও নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এক তত্ত্ব নহেন; তজ্জন্য রাম অবতারে দণ্ডকারণ্যবাসী ভক্তগণ তৎকালে রামের মাধুর্য্যভাব বা নাগর ভাব লাভ করিতে পারেন না। তাঁহাদিগকে পরবর্ত্তী ব্রজলীলায় মাধুর্য্যময় কৃষ্ণমূর্ত্তির নিকটে মাধুর্য্য লাভ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণ একই তত্ত্ব। বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীগৌরাঙ্গকে স্পষ্টরূপে 'পরতত্ত্ব' বলিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ পরতত্ত্ব সুতরাং তাঁহাতে সর্ব্বভাব ও সর্ব্বরস বর্ত্তমান আছেন। অতএব এক্ষণে গৌরাঙ্গ ভক্তগণকে মাধুর্য্যভক্তি লাভের জন্য দণ্ডকারণ্যবাসিদিগের মত শ্রীকৃষ্ণ

মূর্ত্তির নিকটে কিম্বা শ্রীকৃষ্ণলীলার নিকটে যাইতেই হইবে কেন? শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট সেই ভাবের অভাব হইবে কেন?

১১। ভক্তিশাস্ত্রে শ্রীগৌরাঙ্গকে "প্রচ্ছন্ন অবতার" বলিয়াছেন। গৌরাঙ্গ প্রকটলীলায় নিজের নাগরভাবকে সাধারণের নিকট ও বহু ভক্তের নিকট প্রচ্ছন্ন রাখিলেও, গৌরাঙ্গের অতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ গৌরাঙ্গকে নিজেদের নিকট সর্ব্বদা প্রচ্ছন্ন থাকিতে দেন নাই। শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর প্রভৃতি গৌরাঙ্গের বিশেষ অন্তরঙ্গ ভক্তগণ গৌরাঙ্গে নাগরভাব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। সেই সব সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন মহাজনগণই উক্ত পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। অতএব আজকাল শ্রীগৌরানুরাগী কোন কোন ভক্ত ভজনযোগ্যতা অনুসারে উক্ত মহাজন পথানুসরণ করিয়া গৌরাঙ্গের প্রচ্ছন্ন নাগরভাবকে যদি নিজেদের মধ্যে প্রকাশিত করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাহাতে বিশেষ দোষ হইবে কেন?

১২। যাঁহারা গৌরাঙ্গকে নাগর ভাবিয়া ভজন করেন, গৌরাঙ্গ তাঁহাদিগের নিকট আপনার নাগরভাব প্রদর্শন করেন কেন? শ্রীগৌরাঙ্গ যদি কেবল সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী তবে তিনি নাগরী ভাবাপন্ন ভক্তের নিকটে নটবর নাগর হইয়া উদিত হয়েন কেন?

শ্রীরজনী কান্ত শেঠ।

সদুত্তর।

তত্ত্ব বস্তুতে, সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজন দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধ, বস্তুর বৃত্তি অভিধেয়, এবং বস্তুফল প্রয়োজন বলিয়া

নির্দ্দিষ্ট হয়। বেদপ্রমুখ বস্তুনির্দ্দেশাত্মক প্রবন্ধসমূহে সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন নামক বিভাগত্রয় লক্ষ্য করিয়া বস্তু বিষয় আলোচিত হইয়াছে। কৃষ্ণই বস্তুস্বরূপ, কৃষ্ণভক্তিই অভিধেয়, কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন। এই কথা স্বয়ংবস্তু পরতত্ত্ব শ্রীগৌরহরি করুণা করিয়া জীবকে দেখাইয়াছেন।

যিনি প্রদর্শক, আচার্য্য ও স্বয়ং সাধক তিনি যদি স্বয়ংরূপ হন, তাহা হইলে সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনাত্মক পরমতত্ত্ব কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ হয় না। কৃষ্ণ যদি জগদ্গুরু গৌরসুন্দর হন তাহা হইলে তাঁহার উপদিষ্ট তত্ত্বে কোন ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব থাকে না। কৃষ্ণেতর মায়ার কবলে, উপদেষ্টার সজ্ঞায় যে সকল গুরু, আচার্য্য, বেদব্যাখ্যাতা আমরা দেখিতে পাই, সে গুলি গৌরপদাশ্রিত নহে বলিয়া কৃষ্ণবস্তু বর্ণনে সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতে গিয়া লঘু হইয়া পড়িয়াছেন। যাঁহারা অপরাধক্রমে জগদ্গুরু গৌরসুন্দরকে মূলগুরু বলিয়া না জানেন তাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করেন না। কৃষ্ণই জগৎ গুরু গৌরাঙ্গ, আবার জগদ্গুরুর কার্য্য করিয়াও শ্রীগৌরাঙ্গই নিজ সেব্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীগৌরাঙ্গ, কৃষ্ণেতর মায়া বা জীবশক্তি নহেন। সেই গৌরসুন্দর কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন হইয়াও জীবশক্তি বা মায়াশক্তির ন্যায় ভিন্ন শক্তি নহেন। যদি কোন ক্ষুদ্র জীব, নিজ স্বরূপনিরূপণে ভ্রান্ত হইয়া জগদ্গুরু গৌরকে জীব বা মায়াশক্তির অন্যতর জ্ঞান করেন তাহা হইলে তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে জগদ্গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পান না। শ্রীজগন্নাথই শ্রীজগদ্গুরু চৈতন্যদেব। জগদ্গুরু শ্রীচৈতন্য যদি স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ না হইতেন, তাহা হইলে, তাঁহার কৃষ্ণের প্রতি প্রেমের মধ্যে মায়া অবস্থান করিত। শ্রীগৌরাঙ্গ সর্ব্বতোভাবে নিজের স্বার্থ পোষণ করিতে গিয়াই কৃষ্ণভজনই একমাত্র তাঁহার (কৃষ্ণের) স্বার্থ ইহাই দেদীপ্যমান করিয়াছেন। যে জীবগণের প্রতি উপদেশ দিয়াছেন

তাঁহারা বিভিন্নাংশ হইলেও সেই গৌরের (কৃষ্ণের) ই বিভিন্নাংশ। কৃষ্ণ ও গৌরের মধ্যে অংশগত ভেদ নাই। জীববৃন্দ মায়াকবলিত হইয়া জগদ্‌গুরু গৌরসুন্দরকে তাঁহাদের ন্যায় বিভিন্নাংশ মনে করিবে বলিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ দাসগণ, মূঢ় জীবগণের অববোধের জন্য জগদ্‌গুরু গৌরাঙ্গকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া অনুক্ষণ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। জগদ্‌গুরু শ্রীগৌরসুন্দর মহান্তগুরুগণের ন্যায়, কৃষ্ণের অচিন্ত্য ভেদাভেদাংশ প্রভৃত অভিন্ন সেবক নহেন। শচীনন্দনের সেবন ধর্ম্ম, স্বরূপে নিজ সেবা। তদীয় ভেদাংশগণের সেবাসহ সাম্য হইলেও নিজ অভিন্ন সেবা। জগদ্‌গুরু শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত কৃষ্ণের একত্ব, স্বাংশ বা তদেকাত্মের ন্যায় নহে; পরন্তু স্বয়ংরূপাভিন্ন জানিতে হইবে। কৃষ্ণ হইতে বলদেব প্রভু অভিন্ন হইয়াও আশ্রয় জাতীয় প্রকাশতত্ত্ব। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, রাম, নৃসিংহাদি তদেকাত্ম হইয়াও অভিন্নতত্ত্ব, শ্রীগৌরসুন্দর শ্যামসুন্দর সহ তাদৃশ অভিন্ন নহেন। পরন্তু স্বয়ংরূপেই ব্রজেন্দ্রনন্দন বিষয় জাতীয় হইয়াও আশ্রয় লীলা প্রকাশ করিয়াও তাঁহা হইতে অভিন্ন।

১। দ্বিভুজ মুরলীধর নন্দ নন্দন কৃষ্ণের সহ অভিন্ন শ্রীগৌরসুন্দরকে নাগরভাবে ভজন করা যায় না। কারণ গৌরনাগরী যদি আদৌ ভক্ত বলিয়া অভিমান করেন তাহা হইলে তাঁহার ঐ ভক্তাভিমানের সার্থকতা বিচার করিতে গেলে প্রথমতঃ স্পষ্টীভূত হয় যে স্বয়ং নাগরী ও শ্রীগৌর-সুন্দরের নাগর ভাব সৃষ্টি দ্বারা নিজ ইষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গের ইচ্ছার বিরুদ্ধ আচরণ করা হয়। 'ভজ্‌' ধাতু হইতে ভক্তি। 'ভজ্‌' ধাতুর অর্থ সেবা। ভজনীয় ইষ্টদেবের ইচ্ছার বিরুদ্ধ কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা সেবানুষ্ঠান সম্ভবপর নহে। পরন্তু তদ্দ্বারা প্রাতিকূল্যই আচরিত হয়। প্রেমের বিষয় জাতীয় কৃষ্ণচন্দ্র নিজ তিনটী মুখ্যবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য প্রেমের আশ্রয় জাতীয় শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর ভাব কান্তি অঙ্গীকার করিয়া, শচীগর্ভসমুদ্রে উদিত

হয়েন এবং তৎসহ নিজ তত্তৎ ভক্তভাবের আদর্শ প্রদর্শন দ্বারা দুর্ব্বল কলিজীবকে ব্রজের অতি গোপ্য মধুর ভাব শিক্ষা দেওয়াই তাঁহার এই ভুবনমঙ্গল অবতারের গৌণ উদ্দেশ্য। ভজনীয়ের অভীপ্সিত চরিতার্থতা পোষণ করিবার সুষ্ঠু-চেষ্টাই সেবন ধর্ম্ম। আর ভগবানের অভিপ্রায় পোষণের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া পরন্তু তাহা বিপর্য্যস্ত করতঃ কেবল আত্মেন্দ্রিয় বা নিজেচ্ছা পূরণ চেষ্টা "আনুকূল্যেন ভগবদনুশীলন" না হওয়ায় উহা ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ এই জগন্মঙ্গল উদারবিগ্রহ গৌরাবতারে তিনি, স্বয়ং তত্ত্বতঃ প্রেমের বিষয় হইলেও, প্রেমের আশ্রয় জাতীয় হইয়া শ্রীমতীর ভাবকান্তি অঙ্গীকার করতঃ বিষয়ের মাধুর্য্য আস্বাদনতাৎপর্য্যবিশিষ্ট। এরূপ অবস্থায় তিনি তাঁহার সমজাতীয় ভাবাপন্ন অন্য আশ্রয় জাতীয়ের ভাবের, প্রেমের ভজনের বিষয় কিরূপে হইতে পারেন? যদি কোন গৌরনাগরী তাঁহার ঐরূপ প্রেমের আশ্রয় অবস্থাতেই তাঁহাকে প্রেমের বিষয় সাজাইতে চেষ্টা করেন তবে প্রথমতঃ নিজভোগতৎপরতা বশতঃ ঐ চেষ্টা ভক্তি না হইয়া পরিপন্থী অশুদ্ধ শাক্তধর্ম্ম বা ভুক্তি হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ সর্ব্বাগ্রেই প্রেমের আশ্রয়রূপ শ্রীমতীর ভাবকান্তির অঙ্গীকার ভঙ্গ করাইতে হয় এবং রাধার কান্তি অপসারিত করিলেই আবৃত গৌরবর্ণের অপ্রকাশে কৃষ্ণবর্ণ ও রাধার ভাব অপসারিত করিলেই ভজন বিগতে বিষয় জাতীয় স্বরূপই কৃষ্ণ হইয়া পড়েন।

গৌর কৃষ্ণ অভিন্ন বলিয়া ঐশ্বর্য্যে, সৌখ্য ভাবাপন্ন কোন নবদ্বীপ রথী নিজ রথের পুরোভাগে শিখাসূত্রধারী দ্বিজবর নিমাই পণ্ডিতকে স্থাপন করতঃ হস্তে বল্গা পাচনী দিয়া রথ চালনের আদেশ করিলে, ভাব বিভোর সূতের সারথ্যে গাণ্ডীবধারীর রথ গন্তব্য স্থানে গমনাদির দ্বারা সহকারিতা করে না। গৌর কৃষ্ণ তত্ত্বতঃ অভিন্ন বলিয়া অপ্রাপিত্যর

গৌরাঙ্গ দ্বারা গোচারণ করাইয়া লওয়া তত্ত্ব বিচার সম্মত হইতে পারে না কিন্তু বস্তুগত্যা উপরিউক্ত বিষয় সমূহ ভাব ও রসতত্ত্বসিদ্ধান্ত সম্মত নহে। গৌর কৃষ্ণ তত্ত্বতঃ অভিন্ন, কিন্তু লীলাভেদে বৈষম্য পূর্ণ তাহা সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়। কৃষ্ণ একশত পঞ্চ বিংশতি বর্ষ প্রকট লীলা করিয়াছিলেন, অভিন্ন বলিয়া গৌর লীলাতত্ত্ব অষ্ট চত্বারিংশ বর্ষের পরিবর্ত্তে একশত পঞ্চবিংশ বর্ষ প্রকটিত থাকিতে হইবে না কেন? এরূপ প্রশ্নসৃষ্টির সারবত্তা নাই। "মাছের বাসা গাছের আগায়, কাকের বাসা জলে, দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ বাগ্‌বাজারের খালে।" এ প্রকারের অযথা সংলগ্ন বা অসংলগ্ন অনুশীলন "আনুকূল্যেন" এই ভক্তিশাস্ত্র উপলক্ষণের বিপরীত ভাবে উপলক্ষিত হওয়ায় সিদ্ধান্ত সম্মত নহে।

শ্রীমদ্ ব্যাসাবতার বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য ভাগবতে লিখিয়াছেন "সবে পরস্ত্রী প্রতি নাহি পরিহাস। স্ত্রী দেখি দূরে প্রভু হয়েন এক পাশ॥ এই যত চাপল্য করেন সবা সনে। সবে স্ত্রীমাত্র নাহি দেখে দৃষ্টি কোণে॥ স্ত্রী হেন নাম প্রভু এই অবতারে। শ্রবণও না করিলা বিদিত সংসারে॥ অতএব যত মহামহিম সকলে। "গৌরাঙ্গ নাগর," হেনস্তব নাহি বলে। যদ্যপি সকল স্তব সম্ভবে তাহানে। তথাপিহ স্বভাবে গায় সে বুধগণে॥

আর শ্রীশ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর "গৌরাঙ্গ লীলায় ব্যাস বৃন্দাবন দাস।" ইত্যাদি উক্তি দ্বারা চৈতন্যভাগবতের প্রামাণিকতা কতদূর তাহা আরও বিশদরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। অতএব ভগবদবতার ব্যাসের ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব দোষ চতুষ্টয়শূন্য বাক্যানুসারে স্পষ্ট বুঝা যায় যে গৌরাঙ্গ নাগর নহেন।

শ্রীগৌরকৃষ্ণ তত্ত্বতঃ অভিন্ন হইলেও যে অবতারে যে রসের সাধন-যোগ্যতা আছে, যে ভাবের ভাবনা যোগ্যতা আছে তদিতর অন্য রসে

অন্য ভাবে ভজন করিতে গেলে রস ভঙ্গ হয়। বিষয় জাতীয় হইয়া আশ্রয়ের ভাব অঙ্গীকার করায় উদার বিগ্রহ গৌরাঙ্গের উদারতা আরও উদ্ভাসিত হইয়াছে। প্রেমের আশ্রয় জাতীয় ভাব স্বীকার করিয়া এই অবতারে তিনি জগদ্‌গুরুরূপে উদিত। গুরু শিষ্যের পরস্পরের ভাব পরস্পরের প্রতি কামলালসা পূর্ণ নহে। মধুর পারকীয় ভাবের বিষয় ও আশ্রয় গুরু ও শিষ্য নহে। পরন্তু মর্য্যাদা মার্গে গুরুদেব বস্তত্বে বিষয়জাতীয় বলিয়া স্বীকৃত হইলেও সিদ্ধানুভূতিতে তিনি অপ্রাকৃত আশ্রয়জাতীয় বিষয় বলিয়া সেবিত হন। আর মধুর নাগরী ভাব এক ব্রজ ভিন্ন অন্য কুত্রাপি থাকিতে পারে না।

"পারকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥" চৈঃ চঃ

শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার নদীয়া ধাম, শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজধাম হইতে অভিন্ন। ইহাতে মায়িকধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যদি কেহ নদীয়ায় ব্রজধারণা ছাড়িয়া এবং শ্রীগৌরাঙ্গে কৃষ্ণধারণা ছাড়িয়া নিজ কল্পনা-প্রভাবে ভেদ বুদ্ধি গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীগৌরাঙ্গকে মায়া-প্রসূত বস্তুমাত্র ধারণায় এবং নদীয়াকে জড়ভূমিধারণায় কৃষ্ণেরও ব্রজের অনুকরণে অন্য বস্তু বুদ্ধি করেন তাহা হইলে তাঁহার তাদৃশ ধারণা ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। সাধকের সাধনাবস্থায় প্রপঞ্চাগত শ্রীনবদ্বীপ শ্রীবৃন্দাবন হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও অনর্থনিবৃত্ত অবস্থায় শ্রীনবদ্বীপেই ব্রজভূমি ও শ্রীগৌরাঙ্গেই ব্রজেন্দ্র নন্দনের স্ফুর্ত্তি দৃষ্ট হয়।

আদৌ এই অবতারের উদ্দেশ্য ও প্রকটলীলার ক্রিয়া আলোচনা করিলে আমরা দেখি কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি প্রচার দ্বারা দীন দুর্ব্বল দুর্ভাগা কলিজীবকে, জগদ্দুর্লভ অন্য ভগবল্লোকেও দুর্লভ এরূপ ব্রজের মধুর রসে অভিষিক্ত করিবার জন্য স্বয়ং ব্রজের পরিবর্ত্তে নদীয়ায় অবতীর্ণ

হইয়াছেন ও স্বয়ং প্রেমের বিষয়জাতীয় হইয়াও আশ্রয় জাতীয় শ্রীমতী বৃষভাণুনন্দিনীর কান্তি দ্বারা প্রকাশিত ও ভাব দ্বারা ভাবিত হইয়াছেন এবং ব্রজাদির পরিকরবর্গকে নিজ লীলা ও উদ্দেশ্যপোষক আচার্য্যাদিরূপে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উদিত করাইয়া নিজ উদ্দিষ্ট কার্য্য সমাপন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যগণে মহারথী স্বরূপ রূপ সনাতন রঘুনাথ রামানন্দ প্রমুখ নিত্যমহাপ্রভুসঙ্গিগণ কবিকর্ণপুর কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ শত শত পণ্ডিত বিবুধ গৌরপ্রিয়গণ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে যে ভাবে দেখিয়াছেন, ভজন করিয়াছেন, এবং শুদ্ধভক্তহৃদয়ের অভিধাবৃত্তি দ্বারা তাঁহার লীলার যে উদ্দেশ্য সহজভাবে অনুভূত হয় তাহাতে পুনরায় লক্ষণা করিতে যাওয়া বিচারসম্মত নহে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব, স্বরূপের অধীন শ্রীমন্মহাপ্রভু গুণ্ডিচামার্জ্জনকালে সরল গৌড়ীয়ার পাদোদকপানব্যাপারে "তোমার গৌড়ীয়ার দেখ ব্যবহার" বলিয়া একথা দৃঢ়তর করিয়াছেন, আরও শ্রীরূপাদি আচার্য্যে শক্তিসঞ্চার পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আচার্য্যরূপে নির্ম্মাণ করিয়া নিজচরণাশ্রিত বৈষ্ণবকে স্বরূপ ও রূপের অধীন করিয়াছেন। এখন গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলিতেই রূপানুগ বৈষ্ণব বুঝায়। স্বরূপ ও রূপ-পাদের আনুগত্যে আমরা গৌরাঙ্গে নাগর ভাব দেখি না। তাঁহাদের আনুগত্যে যদি কেহ তাহা দেখিয়া থাকেন তবে কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে তাহা দেখাইয়া দিলে কৃতার্থ হই। আর যদি কেহ রূপের আনুগত্য স্বীকার না করেন তবে অন্য কথা।

রামানন্দকে "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ" অর্থাৎ রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ দেখাইলেন। রসরাজ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাব স্বরূপা শ্রীমতী রাধিকা এই উভয় মিলিত হইয়া গৌরসুন্দর যে একতত্ত্ব তাহাই দেখাইলেন। এক তত্ত্বে যে দুই এবং দুই তত্ত্ব মিলিয়া যে এক তাহাই দেখাইলেন। তাহাতে যে নাগরী ভাবে তাঁহাকে নাগর বুদ্ধিতে

ভাবনা করা যায় বা কর্ত্তব্য এরূপ সিদ্ধান্তের অবতারণা কিরূপে হইতে পারে? যদি তাহা হইত তবে রামানন্দের মত অত বড় রসিক ভক্ত কেন তদ্রূপ ভজন না করিয়া গোপী ভাবে ভাবিত হইয়া কৃষ্ণ ভজন করিতেন। শ্রীরামানন্দ প্রভু রসাচার্য্য, রস ভজনে তাঁহার ভজনাদর্শ অবশ্য অতীব প্রামাণিক।

কোন প্রসিদ্ধ প্রাচীন মহাজনই গৌরাঙ্গকে নাগর ভাবিয়া নাগরী ভাবের পদ রচনা করিয়া, ভজন করেন নাই। সকলমহাপ্রভুচরণাশ্রিত রূপাদিপ্রমুখ ও রূপানুগ মহাজনগণই ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব দোষদুষ্ট হইতে পারেন না। তাঁহাদের পরস্পরের সিদ্ধান্ত কথন বিরুদ্ধ নহে। সিদ্ধান্তের সকল পরদাই সর্ব্বত্র এক সুরে বাঁধা। কোথাও কোন-রূপ বৈসদৃশ্য নাই।

দেশ কালানবচ্ছিন্ন বুদ্ধিপ্রতিভাসম্পন্ন ও সিদ্ধান্তবিৎ রসজ্ঞ পণ্ডিতগণই মহাজন সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়েন। এরূপ কোন মহাজন কোন বিসদৃশ সিদ্ধান্ত করতঃ নবীন ভজন পন্থান্তর সৃষ্টি করিয়াছেন ইহা বলিতে গেলে তত্তৎ মহাজন-শ্রীচরণে আমাদের অপরাধ হয়। তবে যদি ঐরূপ মহাজনের কোন প্রচলিত গ্রন্থের কোন স্থানে ঐরূপ কোন বিসদৃশ সিদ্ধান্তের আভাস দেখিতে পাওয়া যায় তবে তাহাতে নিশ্চয়ই মায়ার কোন না কোন খেলা প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত আছে জানিতে হইবে। "পিণ্ডে সূত্রং দদ্যাৎ" স্থানে 'মৃত্রং দদ্যাৎ' হইয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। ইত্যাদি কত প্রকারে মায়া জীবকে ভগবৎবিমুখ করিবার চেষ্টা করে তাহা কে জানে?

শ্রীল নরহরি ঠাকুরের প্রধান ও একমাত্র ভজনের গ্রন্থ ভজনামৃত মধ্যে ঐরূপ নাগরভজনের উপদেশ না থাকিয়া স্বপ্নবিলাসের মধ্যে কোন অংশে থাকা, শ্রীলবৃন্দাবন দাসাদি তাবৎ মহাজন ও শ্রীমদ্রূপাদি তাবৎ গৌর-

পার্ষদের সহ উহা অনৈক্য হওয়ায় বিচারসঙ্গত নহে এবং উক্তগ্রন্থের অস্তিত্ব অবিসংবাদিত নহে এবং স্বরূপ রূপ রঘুনাথ জীব রামানন্দ কর্ণপূর নরোত্তম শ্যামানন্দ শ্রীনিবাসাচার্য্য বাসুদেব বিশ্বনাথপ্রমুখ সমূহআচার্য্যমহাজনের সহ যাহা সিদ্ধান্ততঃ বিরোধ ভাবাপন্ন তাহা যে কখন কাহারও দ্বারা সত্যভ্রমে কোনক্রমে অনুলিপি মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়া ক্রমান্বয়ে উপস্থিত আকারে পর্য্যবসিত হইয়াছে ইহাই সমীচীন।

পতি বলিলে নাগর বুঝায় না। বিশেষতঃ পতি শব্দের কোষ দেখিলে পতির বিভিন্ন অর্থ পরিদৃষ্ট হইবে। যথা নরপতি। এখানে পতি শব্দের উদ্দেশ্য ও অর্থ কি? পুনঃ পতি শব্দে বৈধ স্বামী বুঝায়। পতি বলিলে নাগর বুঝায় না; পতির অর্থ নাগর, পত্নীর অর্থ নাগরী, এরূপ কষ্টকল্পনার কোন কারণ নাই।

কৃষ্ণ লীলা কীর্ত্তনের প্রথমে অনুরূপ গৌরচন্দ্রের প্রথা আছে। গদাধর পণ্ডিতের অন্তশ্চিন্তিত ভাবের সহিত শ্রীমতীর ভাবের সাম্য থাকায় গদাধরের উপর নায়িকার ভাবের আরোপ হয় মাত্র। আদৌ সিদ্ধান্ত বিচার কর্ত্তব্য। যে কোন সূত্রে ও প্রকারে গঠিত বর্ত্তমান আকারের মহাজনের নামীয় কোন বিরুদ্ধসিদ্ধান্তপদ প্রাপ্ত হইলে তাহা বিচার না করিয়া মহাজনের দোহাই দেওয়া নিরপেক্ষতা নহে।

উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে "দাশরথি রাম ও নন্দ নন্দন কৃষ্ণ এক তত্ত্ব নহেন" এই সিদ্ধান্তকে কারণ রূপে নির্দ্দেশ করিয়া "দণ্ডকারণ্যবাসী মহির্ষিবৃন্দকে, রামচন্দ্রে নাগর ভাব দেখিতে না পাইয়া, পরবর্ত্তী ব্রজ-লীলায় মাধুর্য্যময় কৃষ্ণমূর্ত্তির নিকট মাধুর্য্যলাভ করিতে হইয়াছিল" বলিয়া স্থাপনের উক্তিমূলে আদৌ রাম কৃষ্ণ যে পরস্পর ভিন্ন তত্ত্ব ইহা সিদ্ধান্ত সম্মত নহে। শ্রীভগবদবতার ভগবান্ হইতে পৃথক্ তত্ত্ব হইতে পারেন

না। এক দীপ হইতে প্রজ্বালিত দীপান্তর প্রথমটী হইতে তত্বতঃ বা বস্তুতঃ ভিন্ন নহে।

"শ্রীনাথে জানকীনাথে হ্যভেদঃ পরমাত্মনি"
তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ ॥

এই স্পষ্টোক্তি দ্বারা রামকৃষ্ণের ভিন্ন তত্বত্বের উক্তি নিরাস প্রাপ্ত হইতেছে।

অতএব যে কারণবশতঃ দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিবৃন্দকে গোকুলে গোপকুলে ললনা রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ নিজ অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে হইয়াছিল, সেই কারণ বশতঃ গৌরনাগরীভাবে ভজন করিলে, তত্বতঃ বিষয় হইলে ও আশ্রয় ভাবাঙ্গীকারী প্রচ্ছন্নবিগ্রহ শ্রীগৌর অবতারে অভীষ্ট পূরণ হয় না।

আশ্রয় বিষয় হইয়া পড়াই মায়াবাদ। পরমকরুণ শ্রীমন্মহাপ্রভু শঙ্কর প্রচারিত সেই মায়াবাদ নিরস্ত করিয়া আশ্রয় বিষয়ের অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধ স্থাপন করতঃ কলিজীবকে কৃতার্থ করিয়াছেন এবং স্বয়ং ও স্বরূপ রূপ রঘুনাথাদি নিজ পরম শ্রেষ্ঠ পার্ষদবৃন্দের আচার প্রচার দ্বারা তাহা সুপ্রচারিত করিয়াছেন।

শুদ্ধ বৈষ্ণবকিঙ্কর
দীন শ্রীগৌরগোবিন্দ দাসাধিকারী
সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য, ভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য।
সাং বামুনপাড়া, হাবড়া।

মায়াপুরেই বামনপুকুর।

১৭ই কার্ত্তিক তারিখের বিষ্ণুপ্রিয়া কাগজে শ্রীযুত ব্রজমোহন দাস, ব্রাহ্মণ-পুকুর সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটী লিখিয়াছেন তাহা পড়িলাম। ঐ সম্বন্ধে তাঁহার এবং পাঠকবর্গের অবগতির জন্য কয়েকটী কথা জানাইতেছি। কৃপা করিয়া শ্রীপত্রিকায় আমার এই প্রবন্ধটী স্থান দিবেন।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কুমার বসু ভক্তিপ্রদীপ বি এ মহোদয় শ্রীনরহরি ঠাকুরের নবদ্বীপ পরিক্রমা পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণপুষ্কর বা মাজদের নিকট বামনপুরা গ্রামকে বামনপুকুর মনে করিয়াছেন বাস্তবিক ভক্তিরত্নাকরের মতে বামনপুকুর ব্রাহ্মণপুষ্কর নহে। দাসমহাশয়ের পুষ্করটী ঠিক, কেন না তিনি ভক্তিরত্নাকরও পড়িয়াছেন। কিন্তু উক্ত দাস মহাশয় ভক্তিরত্নাকর পড়িয়াও বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপকে প্রাচীন কুলিয়া বলিয়া জানিতে পারিতেছেন না ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।

বামনপুকুর গ্রামটীতে বল্লালসেন রাজার ভগ্নপ্রাসাদ বর্ত্তমান এবং শ্রীচাঁদ কাজির সমাধি স্থান আছে। আমরা স্থানীয় ব্যক্তি সুতরাং এ সকল কথা আমরা যত জানি আগন্তুক লোকে ততটা জানেন না। আন্দুল মৌরীর রাজা রাজনারায়ণের ৭২ বৎসর পূর্ব্বে মুদ্রিত এক খানি প্রাচীন পুঁথিতে সেনবংশীয় রাজাগণের রাজধানী মায়াপুরে ছিল এরূপ লেখা পড়িয়াছি কিন্তু ঐ স্থানকে ও এক্ষণে মায়াপুর না বলিয়া কেহ বল্লাল দিঘী কেহ বা বামন পুকুর কেহ বা তারণ বাস কেহ বা শিমুলিয়া প্রভৃতি বলিতেছেন। কিন্তু বিল্বপুষ্করিণীর প্রাচীন ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ একশত বৎসরেরও অনেক পূর্ব্ব হইতে বল্লালদীঘি ও ঐস্থানকেও শ্রীমায়াপুর বলিতেছেন। আরও ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে হাণ্টার সাহেব ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ষ্টেটমেণ্ট পুস্তকে লিখিয়াছেন যে তিনি, হোসেন সাহের গুরুর সমাধিস্থান

বর্দ্ধমান সীমান্তে মায়াপুর নগরে আছে এরূপ কথা পূর্ব্বে শুনিয়াছেন। নদীয়া কাহিনীতেও এ সকল প্রমাণ উল্লিখিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। শান্তিপুরের মুসলমান সাহিত্যিক মোজাম্মেলহক সাহেবও বক্তিয়ারের সময়ে মায়াপুরে ৩৬৫ ঘর লোকের বাস ছিল অনুসন্ধানে জানিয়াছেন। বামনপুকুরের প্রাচীন জমিদার মোল্লা সাহেবগণ ঢাকা হইতে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। তাঁহারা এক্ষণে পুরাতন মায়াপুর বা বামনপুকুরেই বাস করিতেছেন। এই সকল হইতে জানা যায় বামনপুকুরই প্রাচীন নবদ্বীপ এবং মায়াপুরের পাড়া বিশেষ। বল্লালদীঘি ও বামনপুকুর পুরাতন মায়াপুরের আর দুইটী পাড়ার নাম মাত্র। প্রাচীন শিমুলিয়া গ্রামটী এক্ষণে বর্দ্ধমান সীমান্তচরকাঁটালিপোতা বা পুরাতন কৃষ্ণনগর নামে পরিচিত। গুড়গুড়ের গর্ভে যখন শিমুলিয়া গ্রাম পতিত হয় সেই সময় হইতে বামনপুকুর খাল্‌শে পাড়ায় বটবৃক্ষের তলেই সীমন্তিনী দেবীর পূজা হয়। উহাই আজও প্রাচীন নবদ্বীপবাসীর ষষ্ঠী পূজার স্থান। আজও নূতন নবদ্বীপ (অর্থাৎ প্রাচীন কুলিয়া) হইতে প্রাচীন নবদ্বীপের সকল প্রাচীন অধিবাসীগণের বংশধরেরা সুপ্রাচীন রীতি অনুসারে এই খালসে-পাড়ায় আসিয়া পুত্রকন্যাগণের ষষ্ঠীপূজাদি করিয়া থাকেন। প্রাচীন শিমুলিয়া নবদ্বীপ নগরের একান্তে ছিল। বামনপুকুর, বল্লালদিঘী, নিদয়া, তারণবাস, মায়াপুর, ভারুইডাঙ্গা গঙ্গানগর প্রভৃতি গ্রামেই প্রাচীন নবদ্বীপ ছিল। দক্ষিণে মোল্লার জোল হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরে জলকর দমদমা পর্য্যন্ত ভূমিসকলই প্রাচীন মায়াপুরের সীমা। নবদ্বীপ বা মায়াপুর নগর নিতান্ত সঙ্কীর্ণ নহে তবে গঙ্গা ও জলঙ্গী মহাপ্রভুর ভিটা ছাড়া অন্য অনেক অংশই গ্রাস করিয়াছিলেন এক্ষণে উভয়েই ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছেন। আসল মায়াপুরের আস্‌লি ভূমি আজও রহিয়াছে ইহাই আশ্চর্য্য। তাহা কোন দিন কোন নদীর গর্ভজাত হয় নাই!

লক্ষ্মণসেনের সময় গঙ্গা কাঁচ্ড়াপাড়ার পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত হইত একথা কলিকাতা ত্রৈমাসিক সমালোচনী পত্রিকায় ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে লিপিবদ্ধ আছে। লক্ষ্মণের পরবর্ত্তী কোন কালে যদি ঐখানে গঙ্গার ধারা থাকিত তাহা হইলে তাহারও উল্লেখ থাকিত কিন্তু সেরূপ উল্লেখ নাই কেবল মেজার রেণালের সময়ের গঙ্গা বুজিয়া গেলে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে পোল্‌তার বিলে গঙ্গা কিছুদিনের জন্য বহতা হইয়াছিল জানা যায় তখন কুলিয়া গঙ্গার পূর্ব্বে। আবার খৃষ্টিয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই কুলিয়ার পূর্ব্ব দিয়া গঙ্গার ধারা প্রবাহিত হয়। আজও কমবেশী সেইরূপ দেখা যাইতেছে। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে মেজার রেণাল যে গঙ্গা জরিপ করিয়াছেন তাহাতে কুলিয়ার অনেক অংশ গঙ্গাগর্ভে পতিত হয়। বেদজ্ঞ বা ব্যাদড়াপাড়াই প্রাচীন কুলিয়ার চিনাডাঙ্গা। মেজার রেণালের সময়ের গঙ্গাগর্ভ প্রাচীন কুলিয়ার সর্ব্বনাশ করেন নাই কতক অংশ গ্রাস করেন মাত্র। আবার 'রায়জোল' প্রভৃতি খাতসকল প্রাচীন খড়িয়া গর্ভ কুলিয়া বা কোলদ্বীপের নাশের সহায়। ভক্তি রত্নাকরের উল্লিখিত কোলদ্বীপ, নবদ্বীপ পরিক্রমার লিখিত কুলিয়া বা কোলদ্বীপ, চৈতন্য ভাগবত লিখিত কুলিয়া, চৈতন্য চন্দ্রোদয় লিখিত কুলিয়ার যে আজ পর্য্যন্ত একেবারেই কোন নিদর্শন নাই এরূপ নহে। কুলিয়ার দহ, কোলের গঞ্জ; কোলেরফেরি, গদখালির কোল, তেঘরির কোল আমাদ প্রভৃতি কোলদ্বীপ বা কুলিয়ার নিদর্শন থাকিতে দাস মহাশয়ের গঙ্গার পূর্ব্বতটস্থিত সাতকুলিয়ায় কুলিয়ার কষ্ট কল্পনা করিতে যাওয়া ঠিক হয় নাই। কুলিয়া নবদ্বীপের মধ্যস্থল বলিয়া উল্লিখিত আছে সুতরাং সাতকুলিয়াকে কুলিয়া করিবার কোন ভিত্তি নাই। চৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে "সবে মাত্র গঙ্গা নবদ্বীপ কুলিয়ায়।" নিত্যানন্দ প্রভুর কথা উল্লেখ করিয়া নবদ্বীপ হইতে "গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া।" লিখিত আছে। শ্রীগৌরাঙ্গের

লীলা লেখকগণ সকলেই একবাক্যে গঙ্গার পূর্ব্বপারে নদীয়া এবং পশ্চিম পারে কুলিয়া নগর অবস্থিত ছিল উল্লেখ করিয়াছেন। পোল্‌তার বিলে গঙ্গা ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে ছিল না। ১৭৬৩-১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের মেজার রেণালের মানচিত্রই তাহা প্রমাণ করিবে।

শিমুলিয়া ও বামনপুকুর একগ্রাম নহে। নগরের একান্তস্থিত বর্ত্তমান কাঁটালিপোতা বা প্রাচীন শিমুলিয়া হইতে মহাপ্রভু কাজীরনগর (বামন-পুকুরে) আসিয়াছিলেন। চৈতন্য ভাগবত বলেন উহারা পৃথক্ পৃথক্ নগর যোগেন্দ্র বাবুর কথাই ঠিক এস্থলে রিক্লুশ লেখক মহাশয় ভুল করিয়াছেন। সাতকুলিয়া গ্রাম গঙ্গার পূর্ব্ব পারে, কুলিয়া গ্রাম কিন্তু পশ্চিম পারে। সাতকুলিয়া গ্রামকে সবএঞ্জিনীয়র রিক্লুশ মহাশয় কুলিয়া মনে করিলে তাহার পূর্ব্বাবস্থিত গ্রামগুলিতে প্রাচীন নবদ্বীপ নগর কল্পনা করিতে হয়। কিন্তু সাতকুলিয়ার পূর্ব্বাংশে ভালুকা, সগুণা, কপালিপাড়া, মালিপোতা, দিগনগর, প্রভৃতি গ্রাম অবস্থিত। নানাকারণে ঐ গ্রামগুলি সহর নদীয়া নহে। সাতকুলিয়াকে কুলিয়া প্রতিপন্ন করা পশ্চিম দিকে সূর্য্যের উদয় হয় বলার ন্যায়। কোন লোক ভ্রম করিয়া যদি কোন গ্রামের নাম ঐরূপ সাতকুলিয়া দিয়া থাকে, বা কাঁচড়া পাড়ার নিকট স্থির করে তাহা ঠিক হইবে না। কুলিয়ার উত্তরে মাতাপুর ও পূর্ব্বস্থলী। ঐ গ্রামদ্বয় ও প্রাচীন নবদ্বীপের পশ্চিমে। ছকড়ির পুত্র নদীয়া নগর সমূহের মাঝখান প্রাচীন কুলিয়াতে জন্মিয়াছিলেন। তিনি বা তাঁহার পিতার কোনদিন সাতকুলিয়া যাইবার আখ্যায়িকা কোথাও প্রামাণিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নাই। পাড়পুর, চিনাডাঙ্গা বা অপরাধ ভঞ্জনের পল্লী পাটডাঙ্গা প্রাচীন কুলিয়া নগরে।

ক্রমশঃ

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ ঘোষ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

—–†*†—–

শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার মুখপত্রী।

বিংশ বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা।

অশেষক্লেশবিশ্লেষি-পরেশাবেশসাধিনী।
জীয়াদেষা পরাপত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী॥

সজ্জন—নির্দ্দোষ।

শ্রীমহাভারতে সনৎসুজাত বলিয়াছেনঃ—

ক্রোধকামৌ লোভমোহৌ বিধিৎসা কৃপাসূয়ে মানশোকৌ স্পৃহা চ।
ঈর্ষা জুগুপ্সা চ মনুষ্যদোষা বর্জ্জ্যাঃ সদা দ্বাদশৈতে-নরাণাম্॥

মানবগণের এই বারটী দোষ সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

১। ক্রোধ—ইচ্ছা বাধা প্রাপ্ত হইলে তজ্জন্য আক্রোশ ও তাড়নাদি হেতু মনস্তাপ ২। কাম—স্ত্রীসঙ্গবাসনা ৩। লোভ—ধনব্যয়কাতরতা ৪। মোহ—কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বুদ্ধিহীনতা ৫। বিধিৎসা—উত্তরোত্তর লভ্যাংশ পাইয়াও পিপাসার অতৃপ্তি ৬। অকৃপা—নির্দ্দয়তা ৭। অসূয়া—পরগুণসমূহে দোষ দর্শন ৮। মান—আপনাতে পূজ্য বুদ্ধি ৯। শোক-স্বার্থনাশে মনস্তাপ ১০। স্পৃহা—ভোগ্যবর্গে আদর ১১। ঈর্ষা—পরশ্রী-

কাতরতা ১২। জুগুপ্সা—পরনিন্দা। এই দ্বাদশপ্রকার দোষের যে কোন একটী মনুষ্যের সর্ব্বনাশ করিতে পারে। দ্বাদশটীর একত্র সমাবেশে মনুষ্যের যে কি ভীষণ পরিণাম হয় তাহা বর্ণনাতীত। সজ্জনগণ, মানবের এই দ্বাদশ প্রকার কোন দোষকেই আবাহন করেন না।

পূর্ব্ব কথিত বারটী দোষ ব্যতীত অদান্ত পুরুষের আরও আঠার প্রকার দোষ আছে। মত্তজনের আঠার প্রকার দোষ ও ছয়প্রকার ত্যাগ-রাহিত্য একত্রে চব্বিশ প্রকার দোষ এবং প্রমাদের আট প্রকার দোষ সনৎসুজাত বলিয়াছেন। বৈষ্ণব সাধু এই সকল দোষ হইতে সর্ব্বদা মুক্ত।

মায়াবাদী হরিপাদপদ্মে অপরাধী এবং কৃষ্ণসেবাবিমুখগণের অগ্রণী। তাহার দোষ সমূহও সজ্জনকে স্পর্শ করে না।

নির্ব্বোধ মিছাভক্ত আপনাকে ভক্তাভিমান না করিয়া নানা প্রকার দোষে পতিত হয়। তন্মধ্যে দৈন্যের স্বরূপ না বুঝিতে পারিয়া সুনির্ম্মল সজ্জন চরিত্রে দৈন্যাভাব ছিদ্র দর্শন করিয়া সজ্জনের চরণে অপরাধী হয়। কনিষ্ঠ ভাগবতের তাদৃশ চেষ্টা তাহার অধিকারে উন্নতির ব্যাঘাত করে। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের ভগবদ্ বিদ্বেষীর প্রতি তীব্র উক্তি সমূহ শুনিয়া তাহাতে দৈন্যের অভাব দৃষ্টি করে। সহজিয়া দিগের পাপচরিত্রের বর্জ্জনপ্রয়াসীকে বা নদীয়া নাগরীদিগের বিষয়াশ্রয়গত-বোধরাহিত্য প্রদর্শনকারীকে দৈন্যরহিত মনে করিলে নিজের ক্ষতি ব্যতীত অন্য কিছু লাভ হইবে না। কোমলশ্রদ্ধদিগের বিচার অসম্যক্ ও একদেশ-দৃষ্টিময়। তাহারা নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিয়া হিতাকাঙ্ক্ষীকে শত্রু জ্ঞান করে এবং শুভানুধ্যায়ীগণের ছিদ্রান্বেষণ করিয়া নিজ দৈন্য সমূলে উৎপাটন করে। সজ্জন দৈন্যের স্বরূপ বুঝিয়া নির্ব্বোধগণের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভের যত্ন করেন না। যেহেতু তিনি নির্দ্দোষ। শ্রীদামোদর স্বরূপ

মিষ্ট কথায় কোমল বাক্যে বঙ্গদেশীয় মায়াবাদীকে উৎসাহ দিবার পরিবর্ত্তে কপট দৈন্য পরিহারপূর্ব্বক তাহার মঙ্গল কামনা করিয়াছিলেন। শ্রীবল্লভভট্টের মঙ্গলের জন্য, শ্রীকালাকৃষ্ণ দাসকে ভট্টমারীদিগের নিকট হইতে উদ্ধার করিতে গিয়া তৃণাদপি সুনীচ এই মহাসত্যশিক্ষক কিছু দোষ করেন নাই পক্ষান্তরে কোমলশ্রদ্ধ অনভিজ্ঞ শুদ্ধবৈষ্ণবে তৃণাদপি সুনীচ স্বভাব দেখিতে না পাইয়া তাঁহাকে শত্রুজ্ঞানে নিন্দা করিবার অভিপ্রায়ে বৈষ্ণবের দীনতার অভাব আছে জানিলে তাঁহার কোমলশ্রদ্ধে দোষ স্পর্শ করিবে। সজ্জনকে নির্দ্দোষ জানিলে তাঁহার সত্য সত্য অমানী ধর্ম্ম ও দৈন্য উপলব্ধি হইবে। এইরূপ সৌভাগ্য হইলে বালিশ-গণের দোষ অপসারিত হইয়া সজ্জনের ন্যায় নির্দ্দোষ হইতে পারিবেন।

নদীয়া ও কুলিয়া।

(আবাহন)

আবাহন করি আমরা বিনয়ে নদীয়া কুলিয়া ছুটিরে,
বলি মোরা, ত্বরা নিজবাসে এস, পরবাসে কেবা বিহরে।
আমরা দোঁহার চরণের মূলে, কোন দোষে দোষী হয়েছি বা ভুলে,
যাহার কারণে আমাদের ফেলে, যাবে পরকুলে প্রবাসে।
পুনঃ এস দোঁহে নিজের আলয়ে নিজের প্রভাব প্রকাশে॥

তোমরা নহত প্রাকৃত লোকের প্রাকৃত খেলার পুতলি,
আবার দেখাও নিজের শকতি নিজের মূরতি উতলি।
বিভ্রমে সব নর নিপতিত, কলুষ আচারে সবাই নিরত,
মিথ্যাকে ভাবে সত্য সতত, নিত্যে নাহিক জানে।
মিথ্যাকে সবে প্রশ্রয় দেয় পরম সত্য জ্ঞানে॥

চিরকাল ধরি যে কথা "সত্যশরণ" লোক,
অবনতশিরে করিল স্বীকার এবে কার হ'ল ঝোঁক।
নদীয়াকে নিতে রামচন্দ্রপুরে, কাঁচড়াপাড়ায় নিতে কুলিয়ারে,
পরিবর্ত্তিয়া কুলিয়া নামেরে নবনাম প্রকরণ!
কুলিয়া বদলে সাতকুলিয়ার করিলেন বিভাবন॥

বুঝি আমাদেরি কোন দোষ হেতু গিয়াছ যেতেছ দুজনে,
এত গূঢ় দোষ করিব আমরা কখনো ভাবিনি স্বপনে।
তবু বলি মোরা আইস চলিয়া, থেকো নাকো আর কোথাও ভুলিয়া,
দেখাও পারেনা, নদীয়া কুলিয়া অন্য কোথাও থাকিতে।
আবার বহাও প্রেমের বন্যা পাষাণ লোকের আঁখিতে॥

সে'বার যেমন নিমাই চাঁদের ভকত সংঘ কাতরে,
ডাকিয়াছিলেন, প্রেমনদী! এসে ডুবাও নদীয়া নগরে।
ওপারের ওই কুলিয়া বাসীরা, বহিত সকলে কলুষ পশরা,
বৈষ্ণবগণ বল্লিল তোমরা কুলিয়া নগর নিবাসী।
এস কূলে এস প্রেম নদীয়ায় প্রেমনদী কুলে বিহসি॥

এই নদীয়ায় প্রেমনদী যায় বহি সুরধনি সহ,
জ্বলিছ যাহারা বিষয় জ্বালায় প্রেমনদী অবগাহ—
সেইরূপ পুনঃ আসিয়া আবার, যাচিয়া জীবের পাপ ব্যবহার,
ডুবায়ে ভাসায়ে কর একাকার, দেখুক আবার পৃথিবী।
বুঝুক আবার বিশ্ববাসীরা উড়ুক পুণ্য সুরভি॥

যেদিন নদীয়া! কুলিয়ারে ডাকি ভগিনী বলিলা আদরে,
তারপর গেল অনেক বর্ষ নিমেষে, পলকে, প্রহরে।

কই! কখনও শুনি নাই কাণে, তোমরা যাইবে আন আন স্থানে,
কালের কুটিল প্রবল পবনে বায়ু আন দিকে বহিবে।
স্বর্গ হইবে নিরয়ে পতিত নিরয় স্বর্গে উঠিবে ॥

রামচন্দ্রপুর এত কি মধুর যাহার সুখের প্রলোভে,
মানস তোমার তথা যেতে চায় মধু গৌরব গরবে।
অথবা কাহারো বচনে ভুলিয়া যেতে চাও তথা হঠাৎ উড়িয়া,
ডাকিছে তোমারে কোন কি ফড়িয়া? নবদেশে বাস স্থাপিতে।
মোরা বলি কভু নাহিক ভুলিতে সেরূপ কাহারো কথাতে ॥

যদি বল (ই) আমি সেখানেরি ওরে নদীয়ায় মম নহে বাস,
উত্তরে বলি ইতি কথা যে গো হৃদয়ে ধরেছে ইতিহাস
বৈষ্ণব পুঁথি দিতেছে সাক্ষ্য, বৈষ্ণব পুঁথি সুনিরপেক্ষ,
উড়িলে হবেনা উড়ায়ে পক্ষ, সেথা তব বাস কভু না।
তুমি যে গো 'পুরা' চির সনাতনী নহ তুমি কভু নবীনা!

তোমার আগেই তোমার ভগিনী কুলিয়া সুদূরে গিয়াছে,
কাঁচড়াপাড়ার সাতকুলিয়াতে নিজ বাস নীড় বেঁধেছে
নদীয়ার পরপারে যে কুলিয়া, তারে ল'য়ে সাতকুলেতে টানিয়া
কাহার কি শুভ হয়েছে—ভাবিয়া পাইনা যুক্তি নিরমল
বিস্ময়ে ভাবি এ মিছা প্রচারে ভুঁইফোড়দের কিবা ফল?

যদি বল 'মোরা নদীয়া কুলিয়া চিরকাল আছি নিজ ঠাঁই
আমরা কি তবে এতই পাগল? লোকের কথায় ভুলে যাই
প্রাকৃত লোকের প্রাকৃত জ্ঞানেতে যাহা ভাল বুঝে বুঝুক কে তাতে,
বিশ্বাস করে? পরের আঁখিতে দেখিতে চাহেনা কেহত
কেন সংশয়? দ্বিধা নাই কোন নিজাবাসে আছি নিয়ত

ঠিক সেই ভাবে সেই লীলা হয় কিছু হয় নাই হানি তার,
শুদ্ধ ভকতে সেই লীলা হেরে ফেলে নয়নের নীর ধার
সেই খোল বাজে সেই কীর্ত্তন তার মাঝে গোরা করে নর্ত্তন
কিছু হয় নাই পরিবর্ত্তন, আর্ত্ত হবার হেতু নাই
বাতুলে ত কহে নানান্ কথাই শুনিলে চলে কি কভু তাই

মোরাও তা জানি তবু বলি, হলে ভিতরে বাহিরে প্রকট
দুরাচারিদের চোখে লেগে যায় বিস্ময় ধাঁধা বিকট,
তাই আবাহন করি মোরা খেদে দুঃখের বশে যে মরি হেঁসে কেঁদে
সত্যেও লোকে মিথ্যায় বেঁধে আঁধারে ফেলিতে সদা চায়।
আরো মুস্কিল মিথ্যারি পানে পৃথিবীর লোক সবে ধায়॥

রামচাঁদপুরে কভু নাহি জানি গোরার জনম ভূমি।
সাত কুলিয়াতে কুলিয়াও নহে শুধু বল্‌ছিনা আমি॥
শ্রীগোরাচাঁদেরি অনুগত জনে, স্পষ্টাক্ষরে পুঁথি মাঝখানে,
লিখে গিয়েছেন যাহা গণে গণে প্রামাণিক সেই গাথারে
বলিতে যাইয়া হাঁসি পায়, হায়! তাই মানে নাকো কেহরে।

বিভোর যাহারা মোহমদিরার অলস ঘুমের ঘোরে
নেশার ঝোকেই সদা মেতে রয়, সত্যে নাহিক হেরে॥
পাগলের ন্যায় যাহা মনে আসে, প্রকাশিতে তাই ব্যর্থ প্রয়াসে,
নানা আয়োজন করে বেশ ঠেশে, কিছুদিন পরে ফাঁকা সব
কোনই নিশানা পাওয়া যায় নাকো শেষে হয়ে যায় পরাভব।

এত পুস্তক দূরে রবে পড়ি প্রমাণ লইয়া বুকে
প্রমাণ বিহীন কথা প্রচারিবে, আনজন মনসুখে?

এখনও সূর্য্য উঠিছে পূরবে, দিন রাত হয় এখনো নীরবে
রাহু রবি শশী 'গরাসে' পরবে পূর্ণিমা অমানিশি হয়
এখনো মিথ্যা বেশ সাজা পায়, সত্য এখনো লভে জয়।

আবাহন করি এস, এস, এস, এসগো নদীয়া কুলিয়া,
কাহারও কথায় যেওনা কোথাও গোরাপদ দুটী ত্যজিয়া,
যাহার চরণ কোটী কোটী যুগে, ধ্যান ধরি বসি মুনিগণ মাগে,
তাহারে ত্যজিবে কোন মনোরাগে ধৈরয ধর মনে,
ওগো হেলায় পেয়েছ সেই গোরানিধি মরি মরি অসাধনে।

আবার লোকের যাতে প্রত্যয় হয় ঠিক ঠিক ধামে,
আবার যাহাতে লোকের শ্রদ্ধা হয় সেই হরিনামে,
অপরাধ ত্যজি আবার যাহাতে হরিনামে মজে মানুষে জগতে
কীর্ত্তন করি শুদ্ধ ভকতে মাতায় যাহাতে ধরারে
আন, পুনঃ ভবে রূপানুগ সেই শ্রীহরিভজনা করারে!

বৈষ্ণবচরণরেণুভিখারী দীনাধম
শ্রীনারায়ণ দাস চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীনাম, নামাভাস ও নামাপরাধ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৪৪ পৃষ্ঠার পর)

১০ম অপরাধ—অহং মম ভাব, অর্থাৎ এ জড়দেহে আমি ও আমার বুদ্ধি করা, আদৌ আমি বৈষ্ণব এরূপ বুদ্ধি করিতে হইবে না। আমি বৈষ্ণব নহি, পরন্তু বৈষ্ণবের দাস, শ্রীমন্মহাপ্রভু উপদেশ দিলেন ;—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্ব্বা

কিন্তু প্রোন্মন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥

আমার দেহ গেহ পুত্র পৌত্র ধন জন এরূপ অভিমানে শ্রীনাম-ভজনের প্রবৃত্তি হয় না। এইগুলি কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধি, হইলেই ভজনের অন্তরায় ঘুচিয়া যায়। বিষয়মাত্রই কৃষ্ণ সম্বন্ধী হইলেই প্রোৎখাত দ্রংষ্ট্র হইয়া ভক্তির অনুকূল হয়। ইহাকেই যুক্তবৈরাগ্য কহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু যুক্তবৈরাগ্য আদেশ এবং বিষয় অভিলাষ ও শুষ্কফল্গু-বৈরাগ্য এই উভয়ই নিষেধ করিয়াছেন।

অপরাধ বর্জ্জন পূর্ব্বক শ্রীনামেরই শরণাপন্ন হইতে হইবে। এই শরণাপত্তির অভাবেই অহংমমভাবে ভাবিত হইয়া শ্রীনামরসলাভে বঞ্চিত হইতে হয়।

শরণাপত্তি ছয় প্রকার। ১। জীবন যাপন ব্যাপারে যাহা ভক্তির অনুকূল তাহাই স্বীকারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও তত্তৎকরণ ২। ভক্তির প্রতিকূল বিষয়ের অবশ্যবর্জ্জন সঙ্কল্প। এজীবন রক্ষা না হইলে ভজন হয় না। জীবনরক্ষাহেতু বিষয় স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু যে বিষয় যতক্ষণ ভক্তির অনুকূল ততক্ষণই তাহা স্বীকার্য্য এবং প্রতিকূল হইলেই তৎক্ষণাৎ তাহা বর্জ্জনীয় ৩। শ্রীকৃষ্ণ আমার রক্ষক ইহা দৃঢ় বিশ্বাস। ৪। কৃষ্ণই আমার পালক এই বিশ্বাস ৫।৬। নিজে দীন বুদ্ধি ও আত্ম নিবেদন।

এই ছয় প্রকার শরণাগতি না থাকিলেই অহং মম ভাব উপস্থিত হইতে অবসর প্রাপ্ত হয়। প্রপত্তি পরিত্যাগ করিয়াই জীব আমি ভোক্তা অভিমান করে, মায়াবদ্ধতাই ইহার কারণ। আমার নিজের কোটী কল্প কালব্যাপী বিবিধচেষ্টাতেও মায়ার বন্ধন হইতে মোচনের সম্ভাবনা নাই। ভগবান আমাদিগকে চাক্ষুষ কৃপা করিতে শ্রীগুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

অতএব ভগবৎ প্রকাশ সেই গুরুচরণে প্রপন্ন হইলেই দুস্পারা মায়ার কবল হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। শ্রীগুরুকৃপায় যিনি যুক্ত বৈরাগ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া যথাক্রমে ভজনমার্গে অগ্রসর হয়েন, তিনিই এই অপরাধ কবল হইতে নিস্তার প্রাপ্ত হইতে পারেন।

দৈহিক কার্য্য সম্পন্ন করিতে গিয়া যে পরিমিত বিশ্রামাদি আবশ্যক তদ্ব্যতীত অন্য সকল সময় কাকুতির সহিত শ্রীনামগ্রহণকে নিরন্তর নাম গ্রহণ কহে। এই অবিশ্রান্ত শ্রীনামগ্রহণদ্বারা নামাপরাধমাত্রই শমিত হইয়া থাকে। দশাপরাধশূন্য নামাশ্রয়ীর নামাভাসান্তে সাধনদশায় অল্পদিনে ভাবোদয় হয়। লব্ধভাবসাধকের সাধনদশা অল্প দিনেই প্রেমদশায় পরিণত হইয়া থাকে। এই প্রেমদশাই জীবের প্রয়োজন, শ্রীনামতত্ত্বের চরম লাভই রস।

দশাপরাধ বিচার সমাপ্ত।

শ্রীরূপানুগজন কৃপাভিখারী—
শ্রীগিরীন্দ্র নাথ সরকার সম্প্রদায় বৈভব ও ভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য।

দীক্ষাবিধি।

ভুবনমঙ্গলকারী শ্রীগৌরসুন্দর কলিজীবকে নাম প্রেম বিলাইবার জন্য নদীয়ার পূর্ব্বশৈলে শ্রীমায়াপুরের মধ্যভাগে মহাযোগপীঠরূপ শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের মন্দিরে শচীগর্ভসিন্ধু মাঝে ১৪০৭ শকে জন্মগ্রহণ করেন। প্রভুর অপ্রকটের পর হইতেই তাঁহার প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মে বিবিধ আবর্জ্জনার আবরণ সৃষ্ট হয়। তাহা পরিষ্কৃত করিবার জন্য ও তাঁহার লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিবার জন্য মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়কে স্বপ্নচ্ছলে আদেশ করিয়াছিলেন তিনি প্রভুর আদেশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অজস্র সেবাফলে

শ্রীলুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিয়াছিলেন ও অসংখ্য ভক্তিগ্রন্থ লিখিয়া আবত বৈষ্ণব সমাজের কতদূর কল্যাণ বিধান করিয়া গিয়াছেন তাহা শুদ্ধভক্ত মাত্রেই অবগত আছেন। আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে তাহার কিছুই বুঝিতে পারি না। অনেক ব্যক্তি আপন আপন মত প্রকাশ করিতে সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত, শাস্ত্রশাসন কেহই মানিতে চাহেন না এবং সকলেই অনুরাগ-মার্গীয় পণ্ডিত অভিমানে গর্ব্বিত। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের আচার ও প্রচার সম্বন্ধে ব্যবস্থা কি, তাহা শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা সকলেরই জানা আবশ্যক। শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় আমার এই ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে যাহা কুলাইয়া উঠিল তাহাই আমি এই লিখিত প্রবন্ধ দ্বারা শুদ্ধ রূপানুগ বৈষ্ণব চরণে জানাইতেছি, ইহা কাহারও নিকট আদৃত হইবে বলিয়া বোধ হয় না, কারণ আমি নিতান্ত মূর্খ ও বিদ্যাশূন্য।

বৈষ্ণব এই শব্দ উল্লেখ করিলেও প্রথমতঃ ডোর কৌপীনধারী বৈষ্ণব-গণকেই লক্ষ্য হইয়া থাকে, বস্তুত তাহা নহে। শাস্ত্রে বলেন বিষ্ণু-মন্ত্রোপাসক বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণব। লক্ষণ যথা—স্কন্দ পুরাণে।

গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরায়ণঃ।
বৈষ্ণবোভিহিতঃ প্রাজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ।
পরমাপদমাপন্নে হর্ষে বা সমুপস্থিতে।
নৈকাদশীং ত্যজেদ্ যস্তু তস্য দীক্ষাস্তি বৈষ্ণবী॥

যোগ্য গুরুর নিকট যথাবিধি বিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণ করিয়া যিনি বিষ্ণুপূজা-পরায়ণ তিনিই বৈষ্ণব। এবং পরমানন্দ উপস্থিত হইলে বা পরমাপদ উপস্থিত হইলে যিনি শ্রীএকাদশী ব্রত ত্যাগ করেন না তিনিই বৈষ্ণব।

প্রথমেই বলা হচ্ছে যে, যোগ্য গুরুর নিকট যথাবিধি বিষ্ণু দীক্ষা গ্রহণ করিয়া যিনি শ্রীবিষ্ণুপূজাপরায়ণ তিনিই বৈষ্ণব। এই সম্বন্ধে বিচার উত্থাপন করিলে একটি বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত হয় বলিয়া তৎ-

সম্বন্ধে কিছু বলিবার উপায়ান্তর নাই। কারণ তত্ত্বজ্ঞানহীন গোপ, সৎ গোপ, কায়স্থ, বৈশ্য, তিলি, মালী, চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ, জাতি গোস্বামী প্রভৃতি জাতি পর্য্যন্ত এক্ষণে গুরুগিরি ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহারা মাথা তুলিয়া ঝগড়া করিতে উন্নত হইবেন অতএব তাহা ক্ষান্ত দেওয়াই উচিত; তবে আমার একটী কথা বক্তব্য এই যে শাস্ত্রে বলিয়াছেন

কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র সন্ন্যাসী কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥

এ কথা সত্য, শাস্ত্রীয় প্রমাণানুসারে গুরুর যে সমস্ত লক্ষণ লেখা হইয়াছে, তদনুরূপ গুরু করাই কর্ত্তব্য, না কুল গুরু মূর্খ ই হউন বা অধার্ম্মিকই হউন তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য? ইহাই আমার জিজ্ঞাস্য। এক্ষণে অধিকাংশ গোস্বামী নামধারী গুরুগণ টাকার লোভে কাল্পনিক মন্ত্র দ্বারা দীক্ষা দিতেছেন, যথা রাধাকৃষ্ণায় নমঃ, গোপীনাথস্য নমঃ, যাহা মন্ত্রের ন্যায় প্রকাশ পায় বস্তুতঃ মন্ত্র নহে ইহার যে কোন মন্ত্রা-ভাসে দীক্ষিত হইলে তাহা দীক্ষা সিদ্ধ হয় কি না, যদি তাহাই না হয় তাহা হইলে ঐরূপ মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিগণ ঐ সকল অর্থলোলুপ গুরুবেশী দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া তাহাদের পুনর্ব্বার শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রদ্বারা দীক্ষা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য কি না তাহাই আমার জিজ্ঞাস্য! শিষ্যকে বিপথে লওয়ার জন্য আমার বিশ্বাস এইরূপ গুরু ও শিষ্যের পরিণাম অনন্ত কোটী কাল নরক ভোগ ব্যতীত আর কিছুই সুবিধা হইবে না। অতএব এইরূপ অজ্ঞ গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেই এইরূপ দীক্ষা বিভ্রাট ঘটিবে তাহায় আর আশ্চর্য্য কি? তবে স্মরণ রাখা উচিত এই যে, এই ভবসমুদ্রে পতিত জীবের উদ্ধারের জন্য গুরুই একমাত্র কর্ণধার, অতএব জগতে কোন বিষয়ই গুরু উপদেশ ব্যতীত সিদ্ধ হয় না। তখন সকল বিষয়ের শ্রেষ্ঠ সে পরমার্থ লাভ তাহা কৃতকর্ম্মা গুরুর উপদেশ ব্যতীত কিরূপে সিদ্ধ হইবে? পরমার্থ সম্বন্ধে

যিনি কৃতকর্ম্মা তিনি গুরু হইবার উপযুক্ত। সুপাত্রকে গুরুরূপে বরণ করিতে হইবে, সুতরাং উচ্চ লক্ষণ বিশিষ্ট সুপাত্র পাইলে নীচ লক্ষণ বিশিষ্ট গুরু অন্বেষণ করা গৃহীর কর্ত্তব্য নয়, কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে উচ্চবর্ণ বা কুলগুরুর সম্মানের জন্য অপাত্রকে গুরু বলিয়া বরণ করা না হয়।

গুরু শিষ্যের নিত্য সম্বন্ধ। পরস্পর যোগ্যতা যতদিন থাকিবে ততদিন সে সম্বন্ধ ভঙ্গ হইবে না। গুরু দুষ্ট হইলে শিষ্য অগত্যা সম্বন্ধ ত্যাগ করিবে, শিষ্য দুষ্ট হইলে গুরুও সে সম্বন্ধ ত্যাগ করিবেন। না করিলে উভয়ের পতন সম্ভব। অতএব গুরু বরণের পূর্ব্বেই গুরু শিষ্যের পরীক্ষা শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই স্থলে কুলগুরুর অপেক্ষা নাই, কুলগুরু যোগ্যপাত্র হইলেতো কথাই নাই, অযোগ্য হইলে সাধুগুরু অন্বেষণ পূর্ব্বক গুরুবরণ করিবে। যদি সকল বস্তু সংগ্রহকালে পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের আবশ্যক হয় তবে জীবনের পরমবন্ধু গুরুলাভ কালে যিনি পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের যত্ন না করেন তিনি নিতান্ত দুর্ভাগা। অযোগ্য কুলগুরুকে তাঁহার প্রার্থনীয় অর্থ ও সম্মান যথাসাধ্য দিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করতঃ সদ্‌গুরু অন্বেষণ করা আবশ্যক। অতএব গুরু বরণ করিবার পূর্ব্বে এই সকল বিচার করিলে আর পরিণামে গুরুত্যাগ রূপ ক্লেশ পাইতে হয় না। তবে বৈষ্ণব আচার্য্যগণের নিকট আমার এই প্রার্থনা যে, তাঁহারা যেন ব্যবসায় উন্নতিকল্পে অর্থ লোভে অশাস্ত্রীয় মন্ত্র দিয়া শিষ্যগণের সর্ব্বনাশ না করেন; ইহাই আমার শেষ প্রার্থনা।

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীসনাতন দাস ব্রহ্মচারী,
নলদী, যশোহর।

শ্রীঅদ্বৈত শাখাবর্ণনং।

চৈতন্যকল্পবৃক্ষস্য দ্বিতীয়স্কন্ধরূপিণঃ।

শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রস্য শাখাভক্তান্নমাম্যহং॥ ১॥

আচার্য্যতনয়ঃ শ্রীমানচ্যুতানন্দসংজ্ঞকঃ।

শাখা প্রধানশ্চৈতন্যপাদপদ্মাশ্রিতঃ সুধীঃ॥ ২॥

তস্যাবরজঃ শ্রীকৃষ্ণমিশ্রো গোপালদাসকঃ।

গুণ্ডিচামন্দিরে যস্য প্রাণদাতা প্রভুঃ স্বয়ং॥ ৩॥

বলরামস্তথা শ্রীমান্ জগদীশঃ সতাংপ্রিয়ঃ।

আচার্য্যতনয়াশ্চৈতে ভ্রাতরঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥ ৪॥

কমলাকান্তবিশ্বাসো যোঽদ্বৈতপ্রভুকিঙ্করঃ।

স তস্য ব্যবহারাদি সর্ব্বং জানাতি সন্ততং॥ ৫॥

যদুনন্দন আচার্য্যো বাসুদেবপ্রিয়ঃ সুধীঃ।

ভাগবতাচার্য্য বিষ্ণুদাসাচার্য্যো প্রভুপ্রিয়ৌ॥ ৬॥

আচার্য্যঃ শ্রীচক্রপাণিরনন্তাচার্য্য এব চ।

কামদেবশ্চ চৈতন্যদাসো বিশ্বাসদুর্ল্লভঃ॥ ৭॥

জগন্নাথকরশ্চৈব ভবনাথকরস্তথা।

বনমালীদাসইতি হৃদয়ানন্দসেনকঃ॥ ৮॥

শ্রীভোলানাথদাসশ্চ দাসঃ শ্রীমজ্জনার্দ্দনঃ।

যাদবো বিজয়ো দাসঃ কানুপণ্ডিত এবচ॥ ৯॥

দাসো নারায়ণোঽনন্তদাসঃ শ্রীবৎসপণ্ডিতঃ।

হরিদাসব্রহ্মচারী পুরুষোত্তমপণ্ডিতঃ॥ ১০॥

পুরুষোত্তমব্রহ্মচারী তথা শ্রীরঘুনাথকঃ।

কবিচন্দ্রো বৈদ্যনাথো বনমালী তথৈব চ॥ ১১॥

মুরারিপণ্ডিতঃ শ্রীমান্ লোকনাথাখ্য পণ্ডিতঃ।
হরিচরণদাসশ্চ তথা মাধবপণ্ডিতঃ ॥ ১২ ॥
শ্রীরামপণ্ডিতঃ সাধুঃ শ্রীমান্ বিজয়পণ্ডিতঃ।
এতাশ্চাদ্বৈতশাখাঃ স্যুঃ প্রবদন্তি বিপশ্চিতঃ ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভোঃ শাখাবর্ণনং।

শ্রীগদাধর পণ্ডিতস্য শাখাবর্ণনং।

শ্রীমদ্‌গদাধরাখ্যস্য পণ্ডিতস্যোপশাখিনঃ।
শাখারূপান্ ভক্তগণান্ নৌমি সর্ব্বার্থসিদ্ধিদান্ ॥
ধ্রুবানন্দঃ শ্রীধরাখ্যব্রহ্মচারী কৃপাময়ঃ।
হরিদাসব্রহ্মচারী ভাগবতাচার্য্য এব চ ॥ ২ ॥
অনন্তাচার্য্যো নয়নমিশ্রশ্চ কবিদত্তকঃ।
গঙ্গামন্ত্রী মামুদেবঃ কণ্ঠাভরণ এব চ ॥ ৩ ॥
গোস্বামী শ্রীলভূগর্ভো দাসশ্চৈব ভগীরথঃ।
প্রভুপ্রিয়ৌ ভক্তবরৌ বৃন্দাবননিবাসিনৌ ॥ ৪ ॥
বাণীনাথব্রহ্মচারী দাসশ্চৈতন্যবল্লভঃ।
শ্রীনাথচক্রবর্ত্তী চ দাসোদ্ধারণ এব চ ॥ ৫ ॥
জিতামিশ্রো জগন্নাথদাসঃ কাষ্ঠস্য ছেদকঃ।
অনন্তাচার্য্য গোপালাবাচার্য্যশ্রীহরিস্তথা ॥ ৬ ॥
কৃষ্ণদাসব্রহ্মচারী পুষ্পগোপালদাসকঃ।
শ্রীহর্ষো রঘুমিশ্রশ্চ লক্ষ্মীনাথাখ্য পণ্ডিতঃ ॥ ৭ ॥
বঙ্গবাটীতি চৈতন্যদাসঃ শ্রীরঘুনাথকঃ।
অমোঘ পণ্ডিতশ্চৈব যদুনাথাখ্যগাঙ্গুলিঃ ॥ ৮ ॥

গদাধরস্য শাখৈষা কবিভিঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
সর্ব্বেষাং কৃষ্ণচৈতন্যঃ প্রাণবল্লভ ঈশ্বরঃ॥ ৯॥
ইতি শ্রীগদাধরপণ্ডিতস্য শাখাবর্ণনং॥

কৃতমিদং কবিরত্নেন শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দত্তগুপ্তেন।
ময়না দোনা, মেদিনীপুর।

কৃপাদেশ।

জয় জয় জয় ভকতিবিনোদ জয় পতিতের বন্ধু।
এ অধম জনে কর দয়া নাথ! তুমিত করুণাসিন্ধু॥

জীবনের দিন, দিন দিন গত,
প্রতিদিন হয় আয়ুকাল হত,
জড়ীয় সুখের আবাহন যত,
আর কতদিন শুনিব।

আশ্রয়রূপী গোরাপদধন,
বিনা আনধন জানে না যে জন,
এহেন নিত্য বৈষ্ণবজন,
তাঁর পদে কবে লুটিব।

গোদ্রুমে বসি যে আদেশ তুমি,
করেছিলে নাথ! অধম জনে।
সে আদেশ নাথ! ভুলি নাই আমি,
সতত আছে ও থাকিবে মনে॥

তার পরে আর শুনি নাই, প্রভো!
তোমার অমল বাক্যসুধা।
যাহা শুনি হত দুর্ব্বল হৃদে,
উৎসাহ রাশি মিটিত ক্ষুধা॥
বহুদিন পরে আজিকে আবার,
পাইয়া আদেশ তব সুধাধার,
নব উৎসাহ জাগিছে আবার
এ পতিত জন হৃদয়ে।
পারি যেন নাথ! করিতে পালন
যেরূপ করাবে, করিব তেমন
বিক্রীত পশু করে না যতন,
নিজ রক্ষণ বিষয়ে॥
শরণাগতি প্রকাশ করিতে পেয়েছি আদেশ তব।
শীঘ্র পারিব প্রকাশ করিতে পেলে তব কৃপা লব॥

বৈষ্ণব দাসানুদাস
শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী।
(সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য) কৃষ্ণনগর।

———

জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর।

(প্রাচীনগ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত।)

জয় শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র শচীর নন্দন। জয় নিত্যানন্দপ্রভু জাহ্নবা-জীবন ॥
জয় শান্তিপুরনাথ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র। জয় শ্রীবাসাদি জয় গৌরভক্ত-কেন্দ্র ॥
জয় গুরুদেব প্রেমভক্তির পাথার। ভকতিবিনোদ ভক্ত শক্তি অবতার ॥
শ্রীগৌরকিশোর দাস মহাভাগবত। শ্রীধামমাহাত্ম্য যাঁর শ্রীমুখে নাচত ॥
ভাগীরথী পূর্ব্বতীরে মায়াপুরগ্রাম। শচীর অঙ্গন জয় নবদ্বীপ ধাম ॥
ষোল ক্রোশ নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর। যথা অবতীর্ণ প্রভু চৈতন্য ঠাকুর ॥
প্রকট সময় প্রভু সংকীর্ত্তন করি। গঙ্গাতীরে তীরে ভ্রমে নদীয়া নগরী ॥
সেই গঙ্গা-খাত এবে শিব ডোবা খাল। নিদর্শন রূপে জানাতেছে কতকাল ॥
মাধাইর ঘাট আর শ্রীগঙ্গা নগর। বারকোণা ভূমিখণ্ড সিমুলিয়া চর ॥
কালে লুপ্ত গঙ্গা দেখ এ সকল স্থানে। কাজির সমাধি এবে আছে বর্ত্তমানে ॥
মহাসংকীর্ত্তন যবে করিলা ঠাকুর। গঙ্গার সমীপ পথে কীর্ত্তন প্রচুর ॥
কাজির বাড়ীর পথ ধরিল ঠাকুর। সিমুলিয়া হ'তে সেই স্থান নহে দূর ॥
এ সব দৃষ্টান্ত দেখি গৌর জন্মস্থান। জাহ্নবীর পূর্ব্বদিকে হয় সুপ্রমাণ ॥
গঙ্গায় হইয়া পার শ্রীগৌরসুন্দর। সন্ন্যাস করিলা গিয়া কাটোয়া নগর ॥
অদ্যাপি নিদয়া গ্রাম অতীতের স্মৃতি। ক্ষুদ্রপল্লী সেই স্থান লোকের বসতি ॥
বৈষ্ণব প্রধান কবি শ্রীলোচন দাস। চৈতন্য মঙ্গলে তিঁহো লিখিলা নির্য্যাস ॥
ঠাকুর শ্রীনরহরি সেবক উত্তম। রাধাকৃষ্ণ ভক্তিবলে গৌর প্রিয়তম ॥
গঙ্গাস্নান করি প্রভু রাঢ়দেশ দিয়া। ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা নগর কুলিয়া ॥
পূর্ব্বাশ্রম দেখিব এ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। নবদ্বীপপারে গেলা এই তাঁর মর্ম্ম ॥
মাতৃবাক্যে পার হৈয়া গেলা নবদ্বীপে। বারকোণা ঘাট নিজ বাড়ীর সমীপে ॥

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ঘরে ভিক্ষা কৈল। মায়ে নমস্করি প্রভু প্রভাতে চলিল॥
গঙ্গার বহতা গেল মরুভূমি এবে। পূর্ব্বস্থান লুপ্ত হৈল গঙ্গার অভাবে॥
কাজির সমাধি মাত্র আছে বিদ্যমান। প্রাচীন নদীয়া সেই গৌর জন্মস্থান॥
যে কালে জাহ্নবী দেবী গৌর পদধূলি। সাক্ষাতে লইত শিরে করিয়া আকুলি॥
অপ্রকটে সেই ভূমে রজের আশায়। নবদ্বীপে বহুস্থান ঘুরিয়া বেড়ায়॥
মধুপুরী প্রায় যেন নবদ্বীপ পুরী। শ্বেতদ্বীপ মায়াপুর গোকুলমাধুরী॥
মিশ্রালয় সন্নিকটে শ্রীবাস অঙ্গন। কীর্ত্তনের আদি স্থান চিন্ময় ভবন॥
সাত প্রহরিয়া ভাবে ছিলেন তথায়। সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণতম শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥
নারায়ণী প্রেমদান দুঃখী সুখীনাম। দুঃখীর হইতে দাসী মোর মনস্কাম॥
তাহার পূরব ভাগে শ্রীব্রজপত্তন। মহালক্ষ্মী কাচে যথা করিল নর্ত্তন॥
নৃত্য করে নিত্যানন্দ বড়াইর বেশে। চন্দ্র শেখরের ঘরে প্রেমের আবেশে॥
বড়াইকে বলে চল যাই বৃন্দাবনে। গোকুলসুন্দরী ভাব দেখে সর্ব্বজনে॥
নবদ্বীপধাম হয় গুপ্ত বৃন্দাবন। ব্রজলীলা অভিনয়ে শ্রীব্রজপত্তন॥
আজিও চৈতন্য এইসব লীলা করে। ভক্ত হেরে অপ্রাকৃত নয়ন গোচরে॥
সেই তো চিন্ময় ভূমি আছে বর্ত্তমান। মহাভক্তিবলে ভক্ত অনুভব পান॥
আহা কিবা শোভাময় শচীর ভবন। ভক্তি-নেত্রে যেই দেখে জুড়ায় নয়ন॥
গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-সেবা নিত্যকাল হয়। হইয়াও সুপ্ত পুন লীলা চন্দ্রোদয়॥
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কোথায়। সেইরূপ মায়াপুরে আছে গৌররায়॥
অষ্টযাম নিত্যলীলা সহ ভক্তগণে। শ্রীবাস অঙ্গনে কভু নিজ নিকেতনে॥
অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়। ক্ষেত্র হৈতে আসিয়া শ্রীচৈতন্য আজ্ঞায়॥
আসিয়া রহিলা প্রভু শচীর মন্দিরে। পুত্র-স্নেহ শচী দেবী নিত্যানন্দে করে॥
কীর্ত্তন করেন সদা নগর ভ্রমিয়া। আনন্দে করেন নৃত্য প্রেমেতে মাতিয়া॥
খানাজোড়া বড়গাছি আর দোগাছিয়া। গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া॥

পূর্ব্বে গৌরহরি রূপ সনাতন দিয়া। জাগাইল সুপ্ত তীর্থ বৃন্দাবনে গিয়া॥
এবে সেই গৌরহরি নিজ স্থানগুলি। দেখাইল জগজনে ঘুচাইয়া ঠুলি॥
ভকতিবিনোদে শক্তি অর্পিলা ঠাকুর। দেখিল সকল জন করুণা প্রভুর॥
ভকতিবিলাসে আনি শ্রীবাস অঙ্গনে। প্রকাশিছে নিত্য সেবা দেখ ভক্তগণে॥
দয়িত দাসেরে স্থাপি শ্রীব্রজপত্তনে। স্বজনের সহ প্রভু আচার্য্যভবনে॥
দেখাবারে নিজলীলা মায়া আবরিয়া। বসিতেছে স্বেচ্ছাময় লীলা প্রকটিয়া॥
গঙ্গার পূরবে নদে, পশ্চিমে কুলিয়া। দেখুক্ সকল লোক আঁখিটা খুলিয়া॥
নবদ্বীপ মায়াপুরে অদ্বৈত ভবন। সেবার প্রকাশে হউক্ সফল নয়ন॥
ভকতিবিনোদ দাস্য যাঁর হৃদে জাগে। বাঁধুন কুটীর তিনি মায়াপুরে আগে॥
শ্রীনাম আশ্রয় আর শ্রীধাম আলয়। দুই ধরি কর এবে গুরুপদাশ্রয়॥
কেবল বিষয় কৃষ্ণ, তুমিত আশ্রয়। জড়ের বিষয় হ'লে ভজন না হয়॥
সর্ব্বাত্ম সঁপিয়া কর নিরন্তর নাম। সাধক শরীরে থাক মায়াপুর ধাম॥
সিদ্ধভাবে নিরন্তর রাধাকৃষ্ণ-কাম। গুরুর পশ্চাতে রহি সেব অষ্টযাম॥

ক্রমশঃ

দীনা শ্রীমতী বিদ্যুল্লতা।
বনগ্রাম।

গোরা-কৃপা।

অপার করুণাময়, অনাথতারণ প্রভু, জয় জয় গোরা দীনবন্ধু,
রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথবন্দিত অভয়চরণকৃপাসিন্ধু।

প্রেম ভাব ঘূর্ণিত, আঁখিযুগ পূর্ণিত,
ছল ছল জলভারে, ভুজযুগ উর্দ্ধরে,
বাহে শ্রীরাধাভাব হরিরূপ অন্তরে।
দীনজন দুঃখে, নীরধারা চক্ষে,
পথে যান চলি প্রভু কিছু নাহি লক্ষ্যে।
উদ্দাম নর্ত্তন, আঁখিনীরে কর্দ্দম,
ধরাতল, ব্রজভাবে মাঝে মাঝে বিভ্রম।
পথি মাঝে দৃশ্যে, পড়ে যত নিঃস্বে,
সবে কৃপা করি প্রভু তারিলেন বিশ্বে।
তার্কিক ভণ্ড, পাতকী পাষণ্ড,
সবে হরিনাম-দানে করিলেন দণ্ড।
প্রকাশ-আনন্দে, বিচার প্রবন্ধে,
পরাজিত করি দিলা ভকতি গোবিন্দে।
যাবতীয় বর্ণে, বলিলেন ধর্ নে,
হরিনাম পরিমল পান কর কর্ণে।
যাবে শোক দুঃখ, নিত্য ত্রিলক্ষ,
গাহিবি ত্যজিয়া আশা লভিবারে মোক্ষ।
এই হরিমন্ত্রে, বাঁধি হৃদিযন্ত্রে,
প্রেমরস সরগ্রাম ভকতির তন্ত্রে,

জপ গাহ নিত্য, তোরা হরিভৃত্য,
তবে কেন হরি ত্যজি ভজিবি অসত্য।
মায়িক প্রপঞ্চে, বাসনা যে সঞ্চে,
আপন বাসনা বশে আপনা প্রবঞ্চে।
ত্যজি মিছে ছল রে, সদা হরি বল রে,
নামফলে হবে ক্রমে ভজনা প্রবল রে?
কত শত ধৃষ্ট, বলি রাধা কৃষ্ণ,
প্রভুর কৃপায় হলো ভকত গরিষ্ঠ।
পুনরপি মর্ত্ত্যে, পারে যাতে করতে,
সকলে শ্রীহরি- সেবা মায়া পরিবর্ত্তে।
এই কথা নিত্য, কহে মম চিত্ত,
উপায় ভাবিয়া দেখি গোরা কৃপা সত্য।
ভকত নরোত্তম, সীতাপতি-অর্চ্চিত, শ্রীগোরা মাধব
ব্রজচন্দ্র।
সেই মর পৃথিবীতে পশুসম করে বাস যেনা ভজে
সে পদারবিন্দ ॥

শ্রীরূপানুগজন-পদরজোভিক্ষু
শ্রীনারায়ণদাস চট্টোপাধ্যায়।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

নদীয়ায় সঙ্কীর্ত্তন।

খ্রীষ্টমাস অবকাশোপলক্ষে যখন অনেকে নিজ নিজ নানাবিধ বিষয়কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন সেই সময় কতিপয় ভক্তের ইচ্ছা হইয়াছিল যে নদীয়ার বর্ত্তমান মূলনগর কৃষ্ণনগরে শুদ্ধনাম সঙ্কীর্ত্তন করেন। আজ কালকার দিনে নামাপরাধ-কীর্ত্তন-স্রোতকেই হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন বলিয়া প্রচারিত হইতেছে, কৃত্রিম ভাবুকতাকেই রস বলিয়া সাব্যস্ত করা হইতেছে. শ্রীধামের সহিত কোন সম্পর্ক নাই এরূপ স্থানকে কুলিয়া বলিয়া কাঁচড়াপাড়ার নিকট অথবা দিগ্‌নগরের পশ্চিমে সাথ কুলিয়ায় অপরাধ ভঞ্জন করান স্থির হইতেছে, পাপপরায়ণ প্রায়শ্চিত্তাই জনগণকে বৈষ্ণবনামে অভিহিত করা হইতেছে, মায়াবাদী প্রকাশানন্দকে রামানুজীয় প্রবোধানন্দ নামে প্রচলনের কৃত্রিম চেষ্টা হইতেছে এবং আগামী বর্ষকে চৈতন্যাতীতাব্দা বলিয়া সদম্ভে প্রচার করা হইতেছে। এরূপ নানা অসত্যকে সত্য বলিয়া লোকের চক্ষে ধূলি দেওয়াকে সদ্ধর্ম্ম প্রচার বলা যাইতে পারে না। অনেক বিজ্ঞ শুদ্ধভক্ত এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ও নীরব রহিতেছেন। কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির অসম্মান করিয়া বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত ও রসাভাস প্রচারকেই ভজন বলিয়া যাহাদের মনে হয় এবং গৌণভাবে ভক্তিলোপ করাইবার অহৈতুকী চেষ্টা যাহাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক তাঁহারা নিষ্ঠুর হইয়া তুষ্ণীম্ভাব ধারণপূর্ব্বক গৌরভজন সিদ্ধি করিতেছেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ কিঙ্কর পরদুঃখদুঃখী শ্রীল ভক্তানন্দ বনমালি দাস অধিকারী মহাশয়, তথা শ্রীল অমর নাথ বসু মহাশয় কীর্ত্তনাখ্যা শুদ্ধভক্তি প্রচারক শ্রীল বিষ্ণুদাস অধিকারী, শ্রীল গৌর গোবিন্দ দাসাধিকারী, শ্রীল কুঞ্জবিহারী দাস অধিকারী আচার্য্য মহোদয়ত্রয়ের সহায়তায় কৃষ্ণনগরে

নামকীর্ত্তন প্রচার করেন। কল্যাণ কল্পতরু, প্রার্থনা, শরণাগতি, চরিতামৃত প্রভৃতি বিশুদ্ধ গ্রন্থ লিখিত গীতি সমূহ মৃদঙ্গ করতালের সহ স্থানে স্থানে গান করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশ যাঁহারা কায়মনো বাক্যে পালনরূপ আচরণ করিয়া জগতে প্রচার করেন তাঁহারাই যথার্থই কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির সেবা করেন। এই সকল মহাত্মাগণের হৃদয়ে কোন অবান্তর বিষয় চেষ্টা না থাকায় তাঁহাদের প্রচারকার্য্য শুদ্ধ বৈষ্ণব জগতে প্রত্যেকরই অনুকরণীয়। শ্রোতৃবর্গ মুক্তকণ্ঠে প্রতিষ্ঠামুক্ত মহাবলী শ্রীল বিষ্ণুদাস অধিকারী আচার্য্য মহোদয়ের কীর্ত্তন-শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনুক্ষণ নিষ্কপট কীর্ত্তন আমাদের কর্ণকুহর হইতে বিদায় লইতে ও একপক্ষকাল সময় অপেক্ষা করিয়াছিল।

শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী।

সাথ কুলিয়ায় কাণ্ড।

মায়াপুর বা প্রাচীন নদীয়া নগরের পশ্চিমদিক্ দিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে ভাগীরথী প্রবহমানা ছিলেন। প্রভুর বাটীর নিকটেই নিজঘাট, পরে কিছু পশ্চিমোত্তরে মাধাইর ঘাট, পরে তৎপশ্চিমে বারকোণা ঘাট, তৎপশ্চিমে বর্ত্তমান নেদয়া গ্রামের নাগরিয়া ঘাট-তৎপূর্ব্বে গঙ্গানগর এবং তৎপূর্ব্বে শিমুলিয়া বা বর্ত্তমান গুড়্গুড়ের গঙ্গাগর্ভ ও কাঁটালি পোতা, তদ্দক্ষিণে কাজির নগর তৎপূর্ব্বে তন্তুবায়ের নগর তদ্দক্ষিণে শ্রীধরের বাটী তদ্দক্ষিণে গাদিগাছা তদ্দক্ষিণপশ্চিমে মাজদিয়া তদুত্তরে পারডাঙ্গা প্রভৃতি নগরের পল্লী সমূহ বর্ত্তমান ছিল। পারডাঙ্গার পশ্চিমে গঙ্গা এবং তৎপশ্চিমে কুলিয়া নগর। ভাগীরথীর গতিতে ও খড়িয়া নদীর জলধারায় কুলিয়া নগরের অনেকাংশ প্রায় দুইশত বর্ষ পূর্ব্বে নষ্ট-প্রায় হইয়াছিল। পরে বৃন্দাবন হইতে তোতারাম দাস বাবাজী দুই তিন শত

উদাসীন বৈষ্ণব সহ নবদ্বীপে আগমন করিয়া দেখেন যে ভাগীরথীর যে খাত কুলিয়া গ্রামের উত্তর দক্ষিণ দিয়া কিছু দিন অগ্রে প্রবাহিত ছিল তাহা বর্ত্তমান পোল্‌তার খাতে বহতা হওয়ায় কুলিয়া গ্রামের নদীগর্ভস্থ পয়বস্তিভূমিতে ভাগীরথীর পূর্ব্বাবস্থিত প্রাচীন নদীয়া মনে করিয়া সেখানে কুলিয়ার গঙ্গা ভরাটী জমিতে আখড়া বাঁধিয়াছিলেন। আবার মণিপুর হইতে ঠাকুর মহাশয়ের পরিবারস্থ মণিপুরের রাজকুমার যখন অনেক গুলি লোক সহ কোলের গঞ্জে তেঘরি মৌজায় কোল আমাদের বা গদখালির কোলের নিকট আসিয়া তীর্থবাস করেন তখন ও কুলিয়া নগরের ফেরি, কুলিয়া নগরের গঞ্জ প্রভৃতি দেখিয়াছিলেন। এই দুই আগন্তুক ভক্ত কুলিয়া নগরের সমৃদ্ধি সাধন করিয়া প্রাচীন কুলিয়ায় বর্ত্তমান সহরের পত্তন করেন। আজ ও এই কুলিয়া নগরেই অপরাধ ভঞ্জনের পাট ভূমিকে পাটডাঙ্গা বলিয়া কথিত হয়। এই কুলিয়া গ্রামের নিম্ন দিয়া পূর্ব্ব পশ্চিমগামী আড়া আড়ি এক খাল ছিল এবং আজ ও কিছু আছে তাহাই এক্ষণে তেঘরির কোল আমাদ প্রভৃতি নামে খ্যাত। কাশিমপুর পেনিনসুলা ম্যাপে গঙ্গা ও খড়িয়া তৃতীয়সঙ্গমের দক্ষিণে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে উহা পূর্ব্বেকালে উখড়াপরগণার কুলিয়ামৌজার ভূম্যধিকারীগণের ছিল তজ্জন্য কুলিয়া হইতে উহা সুদূরে অবস্থিত হইলেও ঐ পাড়াকে কুলিয়ার সাথ বা সাথ কুলিয়া বলিয়া কথিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ কুলিয়া হইতে দুই তিন ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত সকল গ্রাম গুলিকে কুলিয়া বলা হয় নাই। এক্ষণে কল্পনা প্রভাবে কাঁচড়া পাড়ার নিকটে অবস্থিত কুলিয়া গ্রামকে অথবা শান্তিপুরের উত্তরে একই তটাবস্থিত গ্রাম বিশেষকে দেবানন্দ পণ্ডিতের স্থান বলিয়া ভ্রম করিবার কোন কারণ নাই। তথাপি সাথ কুলিয়ায় লক্ষ্য করিয়া উদ্দিষ্ট কাণ্ড নিপাতনে সিদ্ধ হইতে পারে না। মোদ-দ্রুমদ্বীপের আগন্তুকগণ সেখানে মেলা বা হুজুগ করিলে তাহার পূর্ব্বদিকস্থ

গ্রামগুলি কখনই প্রাচীন নদীয়া নগরে পরিণত হইবে না। শুনা যায় একডালা মাতাপুর হইতে কেহ কেহ তথায় গিয়া কাঁচড়াপাড়ার নিকটস্থ কুলিয়া মেলা ভাঙ্গাইয়া লইবার প্রয়াস করিতেছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য পরদ্রোহপর হইলে উহা টিঁকিবে না। বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপই প্রাচীন কুলিয়া। সাথ কুলিয়া হইতে কুলিয়া গ্রাম উত্তরে আড়াই ক্রোশ দূরে অবস্থিত হওয়ায় তথায় হুজুগ করিলে তাহা স্থায়ী হইবে না।

শ্রীহরিদাস অধিকারী সাং মহমপুর।

গয়ায় গৌরহরি।

কিবা রূপ হেরিনু নয়নে,
অজানা ভাবের ঘোরে পরাণ আকুল করে
কি জানি কি হ'তেছে গো মনে;
কি গুরুভাবের কথা, জাগিছে স্বরূপ ব্যথা,
বলি কারে শুনে কোন্ জনে?

আনরস চাহেনা জীবন,
অভাব সে ব্যাকরণে, প্রকৃতি প্রত্যয় মানে,
'প্রকৃত প্রকৃতি' চাহে মন;
নীরস গো ন্যায় স্মৃতি, কিংবা জ্ঞানতর্কনীতি,
চাই সাধা মহাভবধন।

শুন ও গো আপনার জন
দেখিনু যেরূপ আহা! কেমনে মিলয়ে তাহা,
কর সারতত্ত্বনিরূপণ
সেই রসরাজ বিনা মতি যদি রতিহীনা
কোন্ প্রেমে ধরি গো জীবন?

হা কৃষ্ণ হা হৃদয় রতন,
দ্বিভুজ মুরলীধর ওহে শ্যামসুন্দর,
রসময় মানস-মোহন,
হৃদে কর রস-খেলা! মধুর ভাবের মেলা!
দেখি সদা ভরিয়া নয়ন।

ওই সেই বাঁশী শুনা যায়!
পরাণ উদাস করে কায নাই ফিরি ঘরে,
দূরে যাক্ লাজ মান, হায়!
কাঁদিব বিলাব নাম, তব প্রেমে গুণধাম
উহু মরি! বুক ফেটে যায়!

ভকতের চিতে আজি হায়!
সেই স্মৃতি ফিরা'য়ে জাগায়
সেই গো যমুনা কূলে, হেরি রূপ নীপমূলে,
যেই ভাব ঘটে রাধিকায়;

উদারে মধুর ধারা! স্বরূপে আপন হারা!
শুভযোগ! আজি নদীয়ায়।

দীন শ্রীযতীন্দ্র নাথ সামন্ত
সাং পুটসূরী।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের

প্রার্থনা-রস-বিবৃতি।

দৈন্যবোধিকা দ্বিতীয়গীতি।

হরি হরি কি মোর করমগতি মন্দ।

ব্রজে রাধাকৃষ্ণপদ, না ভজিনু তিল আধ,
না বুঝিনু রাগের সম্বন্ধ॥

স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।

ইহাঁ সবার পাদপদ্ম, না সেবিনু তিল আধ,
কিসে মোর পূরিবেক সাধ॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিকভকতমাঝ,
যেঁহো কৈল চৈতন্যচরিত।

গৌর-গোবিন্দলীলা, শুনিলে গলয়ে শিলা,
তাহে না ডুবিল মোর চিত॥

সে সব ভকত সঙ্গ, যে করিল তার সঙ্গ,
তাঁর সঙ্গে নৈল কেনে বাস।
কি মোর দুখের কথা, জনম গোঙানু বৃথা,
ধিক্ ধিক্ নরোত্তমদাস॥

কর্ম্মের গতি জীবমাত্রকেই ফলভোগ করায়। তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে অর্থাৎ জীব যে কাল পর্য্যন্ত বিষয় সমূহে নির্ব্বিণ্ণ না হন তৎকাল পর্য্যন্ত কর্ম্মমার্গে বিচরণ করিয়া নিজ সুখ দুঃখ ফল অর্জ্জন করেন। কর্ম্মফল-ভোগাধিকার ছাড়িয়া শ্রদ্ধাসহকারে হরিকথাশ্রবণ করিলে বিষয়নিবৃত্তিতে কর্ম্মফল-ভোগ নাই। গুণযোগে কর্ম্মই কুকর্ম্ম, অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম, সৎকর্ম্ম প্রভৃতি সংজ্ঞা লাভ করে। সকলেরই উদ্দেশ্য জীবকে স্ব স্ব সুখদুঃখ ফল প্রদান করে। নৈসর্গিক কর্ম্ম বা নিত্যকর্ম্ম হরিসম্বন্ধি হইলে ফলভোগময় কর্ম্মে জীবকে আবদ্ধ করে না আবার প্রাপঞ্চিক নৈমিত্তিক কর্ম্মগুলি জীবকে অবিদ্যাপাশে বন্ধন করিয়া স্বর্গ নরকাদি ভোগ করায়।

কর্ম্মগতি মানবের নিঃশ্রেয়স লাভের প্রতিবন্ধক। যাঁহারা কর্ম্মগতিকে নিজ সৌভাগ্য বলিয়া জানেন তাঁহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ। ভগবদ্ভক্ত উহা শ্রেষ্ঠজ্ঞান করেন না। কর্ম্মগতি শুভ অথবা অশুভ ফল প্রদান করে। যেখানে কর্ম্ম, ভক্তির পরিচারিকা নহেন তথায় ভক্তের উহা দুর্ভাগ্যের পরিচয় মাত্র। কৃষ্ণসেবা ব্যতীত নিজ সুখ বা দুঃখরূপ ফল লাভ করিলে সুচতুর ভক্ত তাহাই তাঁহার দুর্ভাগ্যের আদর্শ জ্ঞান করেন। ভক্তিহীন জনের কর্ম্মফল লাভ তাঁহার মন্দভাগ্যেরই নিদর্শন। ভগবদ্ভক্তের বিশ্বাস যে নিরন্তর শুদ্ধভাবে কৃষ্ণসেবা করিলে তাঁহার সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে। এই অত্যল্পকাল হরিবিমুখ হইয়া বাস করিলেও তাঁহার দুঃখের অবধি থাকে না।

ক্রমশঃ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্‌।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

—†*†—

শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার মুখপত্রী।

বিংশ বর্ষ—৭ম সংখ্যা।

অশেষক্লেশবিশ্লেষি-পরেশাবেশসাধিনী।
জীয়াদেষা পরাপত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী॥

সজ্জন—বদান্য।

শ্রীগৌরসুন্দরের ন্যায় দানশীল আদর্শ, চতুর্দ্দশ ভুবনে বা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। তাঁহার পদাশ্রিতগণ সেই অলৌকিক দয়া লাভ করিয়া তাহাই বিতরণ করিতেও মুক্তহস্ত। যাহা সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে জীবের অযোগ্যতা বিচার করিয়া প্রদত্ত হয় নাই সেই উন্নত উজ্জ্বল ভক্তি রসমাধুরী অযোগ্যজনেও সমর্পণ করিয়াছেন। শ্রীনন্দনন্দনের অপার মধুরিমা ভজনপারঙ্গত অপরাধমুক্ত নিত্যসিদ্ধেরই প্রাপ্য কিন্তু আমাদের উপাস্য শ্রীশচীদুলাল বদান্যশিরোমণি বলিয়া দুর্ব্বল, প্রাকৃত-মদমত্ত জীবকে অপরাধ ছাড়াইয়া অনিত্য নশ্বর বিচারমুক্ত করিয়া পরমদুর্ল্লভ ব্রজেন্দ্রনন্দনের নিগূঢ় সেবায় নিযুক্ত করিতে ব্যস্ত। বদ্ধ-

জীবকে অসচ্চরিত্র কপট শিক্ষকের কবল হইতে উন্মুক্ত করিবার জন্য সেই গৌরহরি বলিয়াছেন যে ভগবৎ সেবোন্মুখ, সমস্ত জড়াভিনিবেশ ত্যক্ত, মলিন জড়ীয় জঞ্জাল সমুদ্রের পরপারে গমনোৎসুক সজ্জনগণ যেন কোন প্রকারে যোষিৎসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গী বিষয়ীর সঙ্গ বা পরামর্শ গ্রহণ না করেন। যদি করিয়া ফেলেন তাহা হইলে বিষয়বিষে জর্জ্জরিত হইয়া গৌরভক্তের অমলাসন হইতে অনন্তকালের জন্য বিতাড়িত হইবেন। আরাধ্যবস্তুই গৌরসুন্দরের সহ অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন। তিনিই সকল ঈশ্বরের জীবের ও জড়ের পরমেশ্বর, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, তিনি অনাদি, তিনি সকলের আদি এবং তিনি সকল কারণের কারণ। মহাপ্রভু কৃষ্ণই অপ্রাকৃত রসের একমাত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিষয়; শ্রীমতী রাধিকা তাঁহার অবলম্বন বা অপ্রাকৃত আশ্রয়। বলদেব সেই বিষয়ের বিস্তৃতি, প্রকাশ বা বৈভব। বিষয়-বৈভব হইতেই পরব্যোমে ও অপ্রাকৃত তদ্রূপ-বৈভব সমূহে প্রাভব প্রকাশ বাসুদেব প্রমুখ ঐশ্বর্য্যরসের বিষয় বিগ্রহ। মূলাশ্রয় রাধিকা হইতে আশ্রয় বৈভব ব্রজললনা সমূহ, রেবতী প্রমুখা প্রকাশাশ্রয়-বৃন্দ, দ্বারকাদিতে মহিষীবৃন্দ, পরব্যোমে লক্ষ্মীগণ, নৈমিত্তিক অবতারাদিতে সীতা প্রভৃতি নিত্য প্রকাশিত হইয়াছেন। পরমেশ্বর মহামাধুরীর এক-মাত্র বিষয় সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ যশোদাদুলাল স্বীয় নিত্য আশ্রয়বিগ্রহ রাধিকার নিজ সেবাময়ী চিত্তবৃত্তি নিত্যকাল গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহে গোলোকে আশ্রয় ভাবাঙ্গীকারে কৃষ্ণেতর স্বতন্ত্রাধিষ্ঠানে নিত্য লীলা বিলাস করিতেছেন। আশ্রয় ভাবাঙ্গীকারে গৌরলীলা ব্যতীত কৃষ্ণের কোন নিত্যলীলা নাই। বিষয় ভাবাঙ্গীকারে কৃষ্ণ ব্যতীত গৌরাঙ্গের কোন নিত্য লীলা নাই। সেই মধুররসদাতা বদান্য হইয়া শ্রীরূপের নিকট নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ বলিয়া নিত্য ভজনীয় আছেন। তাঁহাকে প্রাকৃত

বিচারে মিছা নাগর সাজাইয়া সাধক জড়ীয় নাগরী সজ্জায় ভজন করিতে পারেন না বলিয়াই সেই মহাবদান্য সুমিষ্ট ভাষায় যাহা বলিয়াছেন তাহা সজ্জন বদান্য কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন। কৃষ্ণের আশ্রয় জাতীয় ভজনে বা গৌরলীলায় গোপনে কপটতাযুক্ত ব্যভিচার নাই এই পরম সত্য মহাবদান্য শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি গৌর নাগরীর সহ ব্যভিচারী নহেন।

মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি তুষ্ট হন গৌর ভগবান॥
প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতিসম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন।
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনিজনের মন॥
প্রভু কহে মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতিসম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন॥
তবে শ্রীবাস তার (ছোট হরিদাসের) বৃত্তান্ত কহিলা।
যৈছে সঙ্কল্প যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিলা॥
শুনি হাসি প্রভু কহে সুপ্রসন্ন চিত্ত।
প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত॥
অসৎসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
যোষিৎসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।
ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য॥

যে সকল ব্যক্তি গৌরভজনের নামে সহজিয়া, বাউল, চূড়াধারী, গৌরনাগরী প্রভৃতির মতে চলিবেন এবং শুদ্ধভক্তকে রূঢ় ভাষায় তাঁহাদের

ন্যায় জড়ীয় জানিয়া গালি দিবেন তাহা হইলে তাদৃশ গৌরনাগরীগণ বদান্য একথা জগৎ জানিবে না এবং সজ্জনই একমাত্র বদান্য তাহাও বুঝিবে। বদান্য শ্রীরূপ গোস্বামী নির্ব্বোধ নব্যমতাবলম্বী ভাবী বালকগণের ও দলপতিগণের জন্যই রসশাস্ত্র লিখিয়া বিষয় আশ্রয়গত রস সুষ্ঠুভাবে জানাইয়াছেন। সেজন্য অবদান্য গৌরনাগরীর কোন সিদ্ধান্তই তাঁহার গ্রন্থে স্থান পায় নাই। কোন গৌরভক্তই মিছাভক্ত হইতে ইচ্ছা করেন না। যে লীলা আশ্রয়ভাবাঙ্গীকারী কৃষ্ণ নিজ গৌরলীলায় প্রকট করেন নাই বা প্রকট করিবার যোগ্যতা ও দেন নাই সেই মিছা নাগরী ভাব, মিছা কল্পনা করিয়া মিছাভক্ত সাজিবার আবশ্যক কি? মিছাভক্ত সাজিয়া সুনির্ম্মল পবিত্র চরিত্র গৌরাঙ্গে ব্যভিচার আরোপ করা এবং তদনুকূলে কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ, সদ্যুক্তি বা মহাজন পথ না পাইয়া আপনাকে কৃষ্ণ বিমুখিনী স্বৈরিণী সাজাইবার আবশ্যকতা কি? কোন বদান্যই মিছাভক্তকে প্রশ্রয় দেন না। পাপ করিলে পাপীর প্রায়শ্চিত্ত নাই একথা মহাবদান্য গৌরসুন্দর বলেন না। যিনি শুদ্ধভক্ত, তিনি হরি সেবাবিমুখ নিজ ফলভোগময় পাপ করেন না বা পাপের প্রশ্রয় ও দেন না। ভক্তগণকে হরিবিমুখতা শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর গোপনে ভোগতাৎপর্য্যপর নদীয়া নাগরী সহ ব্যভিচার করেন নাই। রামচন্দ্র খাঁর প্রেরিত গণিকা নাগরীর সহিত গৌরপার্ষদ হরিদাস ঠাকুর গোপনে ব্যভিচার করেন নাই। মাতা মীরাবাই শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর নাগরী নহেন। অন্তঃ কৃষ্ণ বহিগৌর শ্লোকের কুব্যাখ্যাবলে গৌরনাগরী নামক গৌরবিরোধী জীব গৌরাঙ্গকে মহাবদান্য জগদ্‌গুরু না বলিয়া গোপনে ব্যভিচারী বলেন ইহাই আশ্চর্য্য। কৃষ্ণলীলা ব্যভিচারময় এরূপ ভ্রান্ত ধারণাই নিজ ভোগ তাৎপর্য্যপর গৌরনাগরীগণকে বিপথগামী করিয়া গৌরবিরোধীজীব করিয়া তুলিয়াছে। আশা করি, বদান্য শুদ্ধ গৌরভক্ত, মিছা গৌরভক্ত

গণকে রাই কানুর অপ্রাকৃত কথা শুনাইয়া নিজ জড় ভোগতাৎপর্য্যপর গৌরনাগরী দলের হৃদ্গত কাম বিনাশ করিবেন। এই কার্য্য করিলেই শুদ্ধ গৌরভক্তসজ্জনকে বদান্য বলিয়া সকলেই জানিবে।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের

প্রার্থনা-রস-বিবৃতি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২০৮ পৃষ্ঠার পর।)

রাধাকৃষ্ণের পরম মাধুর্য্যময় লীলাক্ষেত্র ব্রজ। ব্রজ ব্যতীত দ্বারকা মথুরাদি অন্যস্থানে সেই লীলার অবস্থান নাই।

তিল বা ত্রুটি সূক্ষ্মকাল। ৩৩৭৫০ তিলে এক সেকেণ্ড পরিমিত কাল। তদর্দ্ধ এক সেকেণ্ডের ৬৭৫০০ ভাগের একভাগ পরিমিত কাল।

অনুরাগপর ভক্তের দৈন্য স্বাভাবিক। তিনি কখন আপনাকে হরিবিমুখ, কর্ম্মফলাধীন, দরিদ্র প্রভৃতি প্রকাশ করেন। কখন বা বৈধভক্ত, শাস্ত্রশাসন ভয়াধীন, সেবালোভ বিহীন, দুর্ভাগা প্রভৃতি অভিমান করেন। রাগানুগভক্তের তাদৃশ উক্তি হইতে লোভপ্রবর্ত্তিত ভক্তির অভাব জানিতে হইবে না।

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ। অর্থাৎ অভীষ্ট বস্তু শ্রীরাধাকৃষ্ণে নিজরসোপযোগী স্বাভাবিক পরমাবিষ্টতার নাম রাগ। রাগাত্মিক গোপীর অনুগত হইয়া যে সকল রাগানুগ ভক্ত রাধাকৃষ্ণে অনুরাগ বিশিষ্ট, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাদৃশ সম্বন্ধ জ্ঞান আমার নাই। আমি নিতান্ত বৈধভক্ত বা হরিবিমুখ জীব।

ভট্টযুগ, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট এবং শ্রীগোপাল ভট্ট এই দুইজন।

আমার অভীষ্ট সিদ্ধির আকর শ্রীমহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ। তাঁহাদের নাম লিখিত হইল। ইঁহাদের সেবা আমি ক্ষণকালের জন্য করিলাম না। সুতরাং অনুরাগ মার্গে যুগল ভজন চেষ্টারূপ আমার বাসনা পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

রসিকভকতমাঝ, রাগানুগ লব্ধরস ভক্তগণের মধ্য অর্থাৎ কেন্দ্র। যাঁহার শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ও শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থদ্বয়ই রসিকভক্তগণের প্রধান আশ্রয়।

শ্রীগৌরগোবিন্দের লীলা শ্রবণ করিলে নিতান্ত কঠিন হৃদয় ব্যক্তিরও প্রাকৃতমল দূর হয় এবং অশ্মসারময় হৃদয় দ্রব হয় কিন্তু আমার চিত্ত সেই লীলাশ্রবণ করিতে উদাসীন। ইহাই আমার দুর্ভাগ্যের লক্ষণ।

পূর্ব্বোল্লিখিত ভক্তসঙ্গ অথবা তদ্‌ভক্তগণের সঙ্গির সঙ্গ আমি লাভ করিতে পারিলাম না। বৃথাকার্য্যে আমার জীবন কাটিয়া গেল।

স্বরূপ, শ্রীদামোদর স্বরূপ। ইনি পূর্ব্বাশ্রমে শ্রীনবদ্বীপে পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের অনতিপূর্ব্বেই তিনি নিজ মঙ্গলোদ্দেশে চতুর্থাশ্রমলাভের যত্ন করেন। পরে শ্রীমহাপ্রভুর সেবায় এবং তাঁহার নিতান্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদরূপে শেষ বিংশবর্ষ অতিবাহিত করেন। শ্রীকৃষ্ণলীলায় ইনি শ্রীললিতা দেবী, কাহারও মতে শ্রীবিশাখা দেবী। শ্রীমন্মহাপ্রভুর হৃদয়ের নিগূঢ় হরিসেবাময় তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া শ্রীস্বরূপ গোস্বামীই শ্রীগৌর পদাশ্রিত অন্তরঙ্গ ভক্তগণের আচার্য্যরূপে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মালিক ছিলেন। তাঁহাকে শ্রীমহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইনি কৃষ্ণগীতে পরম নিপুণ এবং ভক্তিসিদ্ধান্তে পরম পারঙ্গত।

সনাতন, বঙ্গদেশাগত বাকৃলাচন্দ্রদ্বীপে কর্ণাট বিপ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া গৌড়ের যবন নরপতির মন্ত্রীত্ব করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন তত্ত্ব লাভ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ভক্তি-সিদ্ধান্তাচার্য্য হন। তিনি শ্রীমহাপ্রভুর কৃপাগৌরব পাত্র এবং বিরক্ত ভক্তগণের অগ্রণী ছিলেন। অষ্টযাম হরিভজনও হরিশাস্ত্র রচনাই তাঁহার কৃত্য ছিল। বৃহদ্ভাগবতামৃত, দশমস্কন্ধ টীপ্পনী ও হরিভক্তিবিলাস টীকা তাঁহার প্রধান গ্রন্থ। তিনি শ্রীরূপের অগ্রজ এবং শ্রীজীবের জ্যেষ্ঠ তাত ছিলেন। কৃষ্ণলীলায় ইনি লবঙ্গমঞ্জরী। কেহ কেহ তাঁহাকে রতি-মঞ্জরী বলিয়া জানেন।

রঘুনাথভট্ট, পূর্ব্ববঙ্গনিবাসী তপন মিশ্রের তনয়। ভাগবত শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ প্রতিভা ছিল। অষ্টমাস রহি প্রভু ভট্টে বিদায় দিল। বিবাহ না করিহ বলি নিষেধ করিল। বৈষ্ণবপাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন। তিনি পিতামাতার তিরোধানের পর বৃন্দাবন বাস করিয়া রূপ গোস্বামীর সভায় ভাগবত পড়িতেন। নিজ শিষ্যে কহি গোবিন্দের মন্দির করাইল। গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনে না কহে জিহ্বায়। কৃষ্ণকথা পূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায়। বৈষ্ণবের নিন্দ্যকর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে। সবে কৃষ্ণভজন করে এইমাত্র জানে। রঘুনাথাখ্যকো ভট্টঃ পুরা যা রাগমঞ্জরী। কৃতশ্রীরাধিকা-কুণ্ডকুটীরবসতিঃ স তু॥

গোপাল ভট্ট, শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামীর শিষ্য দ্রাবিড়ীয় ব্যেঙ্কট ভট্টের তনয়। বাল্যকালে শ্রীগৌর প্রসাদ লাভ করিয়া বৃন্দাবনে আগমন করেন। ইহাঁরই শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য। বৃন্দাবনে শ্রীরাধারমণ সেবার প্রকটকারী এবং হরিভক্তিবিলাসের সঙ্কলন কর্ত্তা। ব্রজলীলায় ইনি গুণ মঞ্জরী বলিয়া খ্যাত।

ভূগর্ভ, শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য। কৃষ্ণলীলায় প্রেমমঞ্জরী। গোস্বামিনঞ্চ ভূগর্ভং ভূগর্ভোত্থং সুবিশ্রুতং। সদা মহাশয়ং বন্দে কৃষ্ণ-প্রেমপ্রদং প্রভুং। শ্রীল গোবিন্দদেবস্থ সেবাসুখবিলাসিনং। দয়ালুং প্রেমদং স্বচ্ছং নিত্যমানন্দবিগ্রহং।

শ্রীজীব, শ্রীসনাতনরূপের অনুজ অনুপম বা বল্লভের তনয় এবং শ্রীরূপের অনুগ বৈষ্ণবাচার্য্য।—ইনি ভাগবত সন্দর্ভ নামক তত্ত্ব গ্রন্থ, গোপালচম্পূ নামক সুবৃহৎ হরিলীলা গ্রন্থ এবং ক্রমসন্দর্ভনামক ভাগবত টীকা রচনা করেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ, গোপাল বিরুদাবলী, কৃষ্ণার্চ্চাদীপিকা, সর্ব্ব সংবাদিনী, মাধবমহোৎসব, সঙ্কল্পকল্পদ্রুম, প্রভৃতি গ্রন্থ, গোপালতাপনী টীকা, ব্রহ্মসংহিতা টীকা, ভক্তিরসামৃত ও উজ্জ্বলের টীকা, যোগসার স্তবটীকা, গায়ত্রীভাষ্য, প্রভৃতি টীকা রচনা করেন। কৃষ্ণলীলায় ইনি বিলাসমঞ্জরী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

লোকনাথ, যশোহর তালখড়ি গ্রাম নিবাসী শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদ ভক্ত। ইনি সুতীব্র বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া প্রতিষ্ঠা রহিত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে বাস করেন। শ্রীঠাকুর মহাশয়ের দীক্ষাদাতা। ব্রজলীলায় ইনি মঞ্জুনালী মঞ্জরী ॥ ২ ॥

দুঃসঙ্গ।

পরমকরুণা-বারিধি উদার-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর কলিহত জীবের দুর্দ্দশা সন্দর্শনে ব্যথিত হইয়া নিগম কল্প-তরুর পরম পরিপক্ক ফল শ্রীভাগবত ধর্ম্ম যে পূত সনাতন ধর্ম্ম তাহা জগজ্জনকে জানাইয়া সর্ব্বদা দুঃসঙ্গ পরিবর্জ্জন

করিয়া কৃষ্ণসেবা করিতে আদেশ করিয়াছেন। নির্ব্যলীক কৃষ্ণসেবা-তৎপর সৌভাগ্যবান্ জীবগণের সর্ব্বদা দুঃসঙ্গ-ত্যাগই আচরণ। সৎসঙ্গপ্রভাবে যেরূপ জীব মায়িক-বিষয়ে অভিনিবিষ্ট না হইয়া কৃষ্ণসেবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন, দুঃসঙ্গপ্রভাবে তদ্রূপ মনুষ্যগণ কৃষ্ণেতর মায়িক বিষয়ে নিযুক্ত থাকিয়া পঙ্কিল জড় জগতে মায়িক শৃঙ্খলে অনন্ত কাল আবদ্ধ থাকিতে পারে।

ততো দুঃসঙ্গমুৎসজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণৈক পরায়ণ, বিরক্ত অপ্রাকৃত অনুভূতিসম্পন্ন মহৎ ব্যক্তির শ্রীচরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। সাধুগণ নিরপেক্ষ কঠোর সত্য বাক্য দ্বারা মায়িক জীবের বিষয় ভোগপর হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিয়া থাকেন। স্বার্থান্বেষী কপট বিষয়-ভোগান্ধ জীবগণ তাদৃশ কঠোর সত্যবাক্যে দুঃখিত হইলেও সাধুগণ সত্যের অপলাপে প্রস্তুত নহেন। সঙ্গ শব্দের অর্থ যে স্থলে পরস্পরের মধ্যে প্রীতি বা আসক্তি ক্রমে আদান প্রদান ও ভাবের বিনিময়। যথা

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্॥

এক গ্রামে বা এক যানে ভ্রমণ করিলে সঙ্গ হয় না। “অসৎসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রী সঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর”। স্ত্রীতে যাহাদের আসক্তি বা সম্যক্ ভোগবুদ্ধি তাহারা স্ত্রীসঙ্গী। অকিঞ্চন, কৃষ্ণ সেবাতাৎপর্য্যবিশিষ্ট নিরপেক্ষ মহৎ ব্যক্তির শ্রীপাদ-পদ্ম আশ্রয় গ্রহণ না হইলে সম্বন্ধজ্ঞানাভাবে জীব নিজেকে বিষয়জাতীয় বস্তু অভিমান করিয়া কৃষ্ণের সংসারের যাবতীয় বস্তুকে নিজের ভোগের সামগ্রী বলিয়া বোধ করে। কনককামিনীমুগ্ধ সংসারী জীব, ললনা-লোলুপ সহজিয়া, বাউল, সাঁই, সখী-ভেকী প্রভৃতি মিছাভক্তগণ, এবং বামাচারী, তান্ত্রিক সমস্তই স্ত্রীসঙ্গী। পুরুষের প্রতি স্ত্রীর আসক্তি ও স্ত্রীর প্রতি পুরুষের আসক্তিই স্ত্রীসঙ্গীর উদাহরণ স্থল। ভগবৎসেবাপর বৈষ্ণবগণ তাদৃশ স্ত্রীসঙ্গী ও তাহার সঙ্গীর সঙ্গ সর্ব্বথা ত্যাগ করিবেন।

> ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
> যোষিৎসঙ্গাৎ যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ।

দ্বিতীয় প্রকার অসৎ কৃষ্ণাভক্ত—কর্ম্মী ও জ্ঞানী অভক্ত বলিয়া অসৎ মধ্যে পরিগণিত। প্রথমব্যক্তি ইন্দ্রিয়সুখলালসায় আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত অনেক বিষয়

লাভের জন্য সতত উদ্‌গ্রীব আর দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রাপঞ্চিক বুদ্ধি দ্বারা শুষ্কজ্ঞান ও ফল্গু বৈরাগ্যবলে যোষিৎসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থান সত্ত্বে ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে অনন্যশরণের অভাবে অসৎ। একান্ত ভগবৎপ্রপন্ন সরল ভক্ত ব্যতীত যাবতীয় জীবই প্রাকৃত বিষয়ী যথা।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈগু´ণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ॥
হরাবভক্তস্য কুতো মহৎগুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥

শ্রীভগবানে অনন্যশরণের অভাব হেতু সমগ্র কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগ মার্গীয়, দেবান্তর উপাসক, নির্বিশেষবাদী, নাস্তিক অসৎ। অপ্রাকৃত কৃষ্ণ সেবা প্রবৃত্তি অভাবে অন্যান্য মহৎ ব্যক্তির চিত্ত ক্ষুব্ধ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তন্মধ্যে প্রথম প্রকারের (স্ত্রীসঙ্গী) অসৎ সঙ্গীর মধ্যে যাহারা অজ্ঞতা বশতঃ স্ত্রীতে আসক্ত বা কৃষ্ণব্যতীত দেবান্তর সেবায় নিরত অথচ নির্ব্যলীক, সাধুগণ তাহা-দিগকে বালিশ জ্ঞানে কৃপা করেন। পক্ষান্তরে যাহারা কপটতার আশ্রয়ে তাদৃশ মহৎ ব্যক্তির নির্হেতুক কৃপার নিদর্শনস্বরূপ অমল উপদেশে প্রীতি না করিয়া ধর্ম্মধ্বজী বা যোষিৎপ্রিয় কিম্বা দুষ্ট মায়াবাদ আশ্রয় করে তাহারা

কপটী, দ্বেষী বা অপরাধী। ভক্তগণ তাদৃশ হীনব্যক্তিকে হৃদয় হইতে ত্যাগ করেন। ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছেন তাহারা মায়ামুগ্ধ স্বার্থপর বিচারশক্তিশূন্য বিষয়ী লোকের নিকট পরম আদরের পাত্র হইলে ও অপ্রাকৃত জগতে তাহাদের মূল্য অতিকম।

ভগবদ্ভক্তগণ নিরন্তর কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত। তাঁহারা কৃষ্ণেতর অসৎ বস্তুর সেবায় সময় ক্ষেপণ করেন না। বিষয়ীগণ স্বীয় ভোগবুদ্ধিক্রমে অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-সেবাপর শুদ্ধ ভাগবতগণকেও তাদৃশ বিষয়ী বলিয়া দর্শন করেন।

উত্তম ভাগবতগণের সর্ব্বত্র কৃষ্ণদর্শনহেতু তাহাদের নিকট সৎ ও অসৎ তুল্য বস্তু। মধ্যমাধিকারীর অবস্থা তাদৃশ নহে। সম্যক্‌রূপে অনর্থনিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত মধ্যমাধিকারী ভক্তগণ অত্যন্ত যত্ন সহকারে দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিবেন। জীব অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া অনন্য কৃষ্ণৈকশরণ ভাগবতের চরণ-রেণু দ্বারা অভিষিক্ত হইলেই কৃষ্ণসেবাধিকার লাভ করিতে পারেন।

শুদ্ধ বৈষ্ণবদাসানুদাস
দীন শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস অধিকারী
সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য। কলিকাতা।

নদীয়া নাগরী মত নিরসন।

আমি গৌরনাগরীগণের জড়ীয় প্রাকৃত কথার ধান্দায় এতদিন শ্রীগৌর-সুন্দরকে নাগরভাবে আশ্রয় করা অসঙ্গত নহে বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু শ্রীপত্রিকায় নাগরীবাদের আলোচনা পড়িয়া আমার সে ভ্রম চিরদিনের মত একেবারে দূর হইয়াছে। সাধুকৃপায় আমার এক্ষণে বিশ্বাস হইয়াছে কোন মহাজনই কোনদিন নাগরীভাবে গৌরাঙ্গের ভজন করেন নাই এবং করিতেও পারেন না। গৌরাঙ্গকে নাগরভাবে ভজন করিতে গেলেই অপ্রাকৃত গৌরকলেবরেই বিষয়বিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দন চিন্ময় চক্ষে প্রতিভাত হন এবং আশ্রয় বিগ্রহ বৃষভাণুকুমারী চিন্ময় নয়নে গোচরীভূত হন। শ্রীল রামানন্দ রায় উহা যেরূপে দেখিয়াছিলেন সেই কথা হৃদয়ে সরলভাবে উপলব্ধি হয়। স্থায়িভাব কৃষ্ণরতিতে সামগ্রী চতুষ্টয়ের মিলনেই রসের উৎপত্তি। সামগ্রীর প্রথমেই বিভাব। বিভাবের দুইটী বিভাগ, আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন বিষয় ও আশ্রয় ভেদে দ্বিবিধ। শ্রীকৃষ্ণের নিত্য ভক্তভাব অঙ্গীকারলীলাই গৌরলীলা, ভগবদ্ভাব অঙ্গীকার করিলে উহাই কৃষ্ণ-লীলা। ব্রজব্যতীত পারকীয় মধুররসের লীলা আর কোথাও নাই। রাধাকৃষ্ণ সর্ব্বদা একস্বরূপ হইয়া গোলোকে শ্রীগৌরলীলা নিত্য প্রকট করিয়াছেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গলীলারসাস্বাদন করিতে গোলোকে রাধা এবং কৃষ্ণ দুইরূপ নিত্য প্রকট করিয়াছেন। দ্বাপরান্তে বৃন্দাবনে বিষয় বিগ্রহ কৃষ্ণের সেই মধুর বিহার এবং চতুঃশতাব্দী পূর্ব্বে নবদ্বীপে সেই মধুরবিহারীর বিষয়, আশ্রয় ভাবাঙ্গীকারে আস্বাদন বিহার এই দুই প্রকার লীলাগত আস্বাদন নিত্য প্রকাশিত হন। গৌরাঙ্গ প্রেমের বিষয় হইয়া নবদ্বীপে কখনও পরপত্নীর সহ আস্বাদন রসে মত্ত হন নাই, কৃষ্ণ ও প্রেমের আশ্রয় হইয়া ব্রজে কখনও রাধিকাকে প্রেমের বিষয়

বোধে আস্বাদিত হন নাই। এরূপ চিন্তাস্রোত অশুদ্ধ শাক্ত সম্প্রদায়ে প্রবল হইয়া কেবল ব্রজের বাহিরে নয় এমন কি অনিত্য নশ্বর দেবীধামে ভবানী ও ভর্ত্তারূপে প্রকট করাইয়াছে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী চরিতামৃত আদি চতুর্থে লিখিয়াছেন, রাধিকার ভাব মূর্ত্তি প্রভুর অন্তর। সেই ভাবে সুখদুঃখ উঠে নিরন্তর॥ রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধব দর্শনে। সেই ভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রদিনে॥ সেই প্রেমার রাধিকা পরম আশ্রয়। সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয়॥ বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ। আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ॥ আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়। কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়। তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয়॥"

গৌরাঙ্গলীলা বুঝিতে না পারিয়া যে সকল মায়াবদ্ধ জীব নিজের কল্পনা প্রভাবে কৃষ্ণতত্ত্বে মায়ার আরোপ করিয়াছেন তাঁহারাই মায়াবাদী। "প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর" এই মহাপ্রভুর উক্তির বিরুদ্ধাচরণ পূর্ব্বক যাঁহারা গৌরাঙ্গকে কৃষ্ণ বস্তুর সহিত অভিন্ন না জানিয়া "যাহা কৃষ্ণ নহে" এরূপ মায়া মিশ্রিত করিয়াছেন এবং যাহারা কৃষ্ণচন্দ্রের ভগবত্তাকে অংশী গৌরের অংশ বিশেষ মনে করিয়া মায়াবাদ নামক অপরাধে নিমজ্জিত হইয়াছেন তাঁহাদের জড়ীয় দুর্দ্দশা চিন্তা করিলেও হৃদয়ে কষ্ট বোধ হয়। আবার মনে হয় জগাই মাধাইর অনুকরণে পাপ পরায়ণ ব্যক্তিগণও তাহাদের মত ভগবানকেও একদিন পরদাররত পাপী নাগর জানিয়াছিল কিন্তু পরদার গমনবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া পরে তাঁহারই পাদপদ্ম লাভ করিয়াছিল; প্রকাশানন্দ, বঙ্গদেশীয় বিপ্র এবং সার্ব্বভৌম প্রভৃতি প্রাক্তন মায়াবাদিগণও প্রভুর সান্নিধ্যে তাঁহার চরণে আশ্রয় পাইয়াছিলেন সুতরাং নব্যনাগরী সম্প্রদায়ও তাহাদের মায়াবাদ ছাড়িয়া কোন দিন না কোন দিন শ্রীরূপানুগের চরণাশ্রয় করিয়া সুধন্য হইতে

পারিবেন। শ্রীরূপানুগের বিমলানুকম্পা লাভ করিবার সুযোগ পাইবেন। গৌরহরির প্রদত্ত প্রসাদকে তাহারা তখন অবজ্ঞা করিবেন না।

শ্রীখণ্ড হইতে গৌরাঙ্গনাগরীদলের জনৈক চক্রবর্ত্তী একখানি পত্র নব্যনাগরীদলের একটী কাগজে প্রকাশ করিয়াছেন। নদীয়ানাগরীদিগের কাগজে এ বিষয়ের প্রকৃত সত্য প্রচারের আঁশা নাই ও আবশ্যক নাই জানিয়া শুদ্ধভক্তিপ্রচারিণী শ্রীপত্রিকায় আমার কয়েকটী কথা জানাইলাম। এক্ষণে নাগরীগণ বিদ্বেষবুদ্ধি ছাড়িয়া প্রবন্ধটী মনোযোগের সহ পড়িলে বোধ করি নির্ম্মৎসর হইতে পারিবেন এবং ভক্তগণও আনন্দিত হইবেন। যদি কাহারোও নাগরীমতের মায়িক বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা হয় তাহা হইলে বালচপলতা ছাড়িয়া শুদ্ধভক্তিতে প্রবেশ করিতে পারেন; নতুবা অশ্রদ্ধধান মায়াবাদী হইয়া শুদ্ধভক্তের চরণে গালিগালাজ করিয়া অপরাধী হইলে তাঁহাদের কি লাভ হইবে? নৈতিক চরিত্রহীন ব্যক্তিগণ ধর্ম্মের নামে নানাপ্রকার মত সৃষ্টি করিয়া বৈষ্ণব জগতে নানা জঞ্জাল আনিয়াছে। তবে অবৈষ্ণবগণ কপট দৈন্যাশ্রয়ে বৈষ্ণবের সজ্জায় জুগুপ্সিত কথাগুলি দম্ভাবলম্বনে লোঁকের কাছে প্রকাশ করিতে উদ্যত হয় নাই কিন্তু নাগরীদলের চক্রবর্ত্তিগণ প্রকাশ্যভাবেই শ্রীগৌরাঙ্গকে পরস্ত্রীগামী নাগর বলিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। প্রাচীন সহজিয়া আউল বাউলাদি অপসম্প্রদায়গণ প্রভুর চরিত্রকে কলুষিত করিয়া নানাপ্রকার ঘৃণিত প্রণালীকে উপাসনা বলিয়া চালাইয়াছে।

১। শ্রীখণ্ডীয় বলেন "বিপ্রলম্ভের পরাবস্থা সম্ভোগশীল চৈতন্যচন্দ্রের মূর্ত্তিই তাঁহার নিত্য নাগরস্বরূপ। সম্ভোগরসই ভগবৎস্বরূপ এবং স্বশক্তি সহ নিত্য সম্ভোগেই ভগবানের নিত্যাস্থিতি।"

নাগরীর কল্পনায় সম্ভোগশীল চৈতন্যচন্দ্রের মূর্ত্তি নিত্য নাগরস্বরূপ। পরন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লেখক শ্রীশ্রীমদ্রূপানুগ কৃষ্ণদাস গোস্বামি প্রভু অন্ত্যলীলা অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন :—

আকাশে কহেন প্রভু শুনে ভক্তগণ।
কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলাম বৃন্দাবন॥
দেখি জলক্রীড়া করে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে এক মেলি।
যমুনার জলে মহারঙ্গে করে কেলি॥
তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ সঙ্গে।
এক সখী দেখায় মোরে সেই সব রঙ্গে॥

কেহ করে ব্যজন, কেহ পাদ সম্বাহন,
কেহ করায় তাম্বূল ভক্ষণ।
রাধাকৃষ্ণ নিদ্রা গেলা, সখীগণ শয়ন কৈলা,
দেখি আমার সুখী হইল মন।
হেনকালে মোরে ধরি, মহা কোলাহল করি,
তুমি সব ইহা লঞা আইলা।
কাঁহা যমুনা বৃন্দাবন, কাহা কৃষ্ণ গোপীগণ,
সেই সুখ ভঙ্গ করাইলা॥

সম্ভোগরসে গৌরভগবানের উহাই স্বরূপ। বিপ্রলম্ভে ও সম্ভোগে উভয় লীলায় ভগবৎস্বরূপ আছে ইহা বোধ হয় 'গোলে হরিবোল দেওয়া' শ্রীখণ্ডীয়কে বুঝাইতে হইবে না। এখানে তিনি নাগর নহেন জড়ীয় নাগরী লইয়া টানাটানি করিতেছেন না। নিত্যপ্রকট গৌরভগবানে সম্ভোগে ও আশ্রয় ভাবাঙ্গীকারের বিলুপ্তি সাধন কেহই করিতে পারিবেন না। কই সম্ভোগে গৌরতো বলিলেন না যে গৌরের স্বরূপশক্তি পরদারাগণের সঙ্গ ছাড়াইয়া তাঁহার ভক্তগণ সুখভঙ্গ করাইয়াছিলেন।

অন্ত্য সপ্তদশ পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন :—

বেণুশব্দ শুনি আমি গেলাঙ বৃন্দাবন।
দেখি গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সঙ্কেত বেণুনাদে রাধায় আনি, গেলা কুঞ্জঘরে।
কুঞ্জেরে চলিলা কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে॥
তাঁর পাছে পাছে আমি করিনু গমন।
ভূষণ ধ্বনিতে আমার হরিল শ্রবণ॥
গোপীগণ সহ বিহার হাস্য পরিহাস।
কণ্ঠধ্বনি উক্তি শুনি মোর কর্ণোল্লাস॥
হেনকালে তুমি সব কোলাহল করি।
আমা ইহাঁ লঞা আইলা বলাৎকারে ধরি॥
স্বরূপ গোসাঞী প্রভুর ভাব জানিয়া।
ভাগবতের শ্লোক পড়ে মধুর করিয়া॥
শুনি প্রভু গোপীভাবে আবিষ্ট হইলা।
ভাগবতের শ্লোকার্থ করিতে লাগিলা॥

"নাগর" কহ তুমি করিয়া নিশ্চয়।
এই ত্রিজগৎ ভরি, আছে যত যোগ্যা নারী,
তোমার বেণু কাহা না আকর্ষয়।
তিন অমৃতে হরে কান, হরে মন হরে প্রাণ,
কেমনে নারী ধরিবেক চিত।
রাধার উৎকণ্ঠা বাণী, পড়ি আপনে বাখানি,
কৃষ্ণমাধুর্য্য করে আস্বাদন॥

মধ্যলীলা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে :—

পূর্ব্বে ব্রজ বিলাসে, যেই তিন অভিলাষে,
যত্নেহ আস্বাদ নহিল।

২

শ্রীরাধার ভাবসার, আপনে করি অঙ্গীকার,
সেই তিন বস্তু আস্বাদিল।
আপনে করি আস্বাদনে, শিখাইল ভক্তগণে,
প্রেমচিন্তামণির প্রভু ধনী।
চৈতন্যলীলা রত্নসার, স্বরূপের ভাণ্ডার,
তিহঁ থুইল রঘুনাথের কণ্ঠে।
যেবা নাহি বুঝে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ,
কি অদ্ভুত চৈতন্য চরিত।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি,
শুনিলেই বড় হয় হিত॥

শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর মহাশয় মধ্যখণ্ডে শ্রীমহাপ্রভুর উক্তি এরূপ লিখিয়াছেন;—

আশীর্ব্বাদ কর মোরে—শুন মাতাপিতা।
সাধ লাগে কৃষ্ণের চরণে দেও মাথা॥
যার যেই নিজপতি সেই তাহা চাহে।
তার চিত্ত বান্ধিবারে করয়ে উপায়ে॥
কৃষ্ণপদ বিনু মোর নাহি অন্যগতি।
নিজ অঙ্গ দিয়া মো ভজিব প্রাণপতি॥

শ্রীগৌরাঙ্গ কোনদিন গৌরনাগরীগণের কাহাকেও বলেন নাই যে জীব তুমি আমার মত প্রচ্ছন্নভাবে কৃষ্ণ ভজন ছাড়িয়া আপনাকে গৌরাঙ্গ ভক্ত বলিয়া প্রচার করত নিজে লম্পটিনী মনে করিয়া নিজ গৌর নাগর অন্বেষণ কর, বা নাগর মনে করিয়া স্বৈরিণীর ধান্দায় ঘুরিয়া বেড়াও। যেমন কৃষ্ণ ভজন করিয়া আমি গৌরাঙ্গ হইয়াছি, গোপনে নাগরী পাইয়াছি, তুমিও গৌরাঙ্গ ভজনের নামে আমাকে রাধা গোবিন্দের উজ্জ্বল

বিগ্রহের পরম পরিণতি বলিয়া প্রচার কর, আমি যেমন প্রচ্ছন্নভাবে ব্যভিচার রত হইয়া কৃষ্ণভক্তির আদর্শ দেখাইতেছি তুমিও গৌরভক্তির আদর্শ দেখাইতে গিয়া আমার ন্যায় পারকীয় মধুর রসের প্রচ্ছন্নভাবে বিষয় বিগ্রহ হইয়া জড়ভোগ্য নাগরীর জড় প্রেমে আট্‌কাইয়া জড়রস আস্বাদন করিয়া লও এবং তুমিও বলিতে থাক যে রাধাগোবিন্দ অপেক্ষা গৌরাঙ্গ বড় এবং গৌরাঙ্গাদি সকল বিষ্ণুর অবতার গুলিও পরম পরিণতি প্রভাবে তোমার ন্যায় গৌরভক্তে বা যুবতী, বালক, স্থাবর পশুপক্ষীতেও মহা-মহোজ্জ্বলরস ছাপাইয়া পড়িতেছে এবং তুমি তাহাদের ভোক্তা বা আস্বাদক হইয়া পরম গৌরভক্ত হইয়াছ। মহাপ্রভু বা তাঁহার কোন দাস কি কাহাকেও বলিয়াছেন যে তিনি বা গৌরাঙ্গ সম্ভোগশীল নাগর, রাধাগোবিন্দের উজ্জ্বলবিগ্রহের পরম পরিণতি ফলস্বরূপে চরমে চৈতন্য-চন্দ্ররূপ নাগর স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইবে, জীব তুমি মায়াবাদের হলাহল উদ্গীরণ কর,জীব তুমি প্রকাশ্যে নাগরীভাবে ব্যস্ত হইয়া গৌরাঙ্গের ন্যায় আপনাকে প্রচ্ছন্নভাবে নাগর কল্পনা কর এবং পরনারী সংগ্রহ কর তাহা হইলেই শ্রীরূপানুগ ভক্তগণকে গালি দিবার স্থান লাভ করিবে।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও তদীয় কোন পার্ষদই যদি উপরিলিখিত শিক্ষা প্রচার না করিয়া থাকেন বা সেরূপ ভজন না করিয়া থাকেন তাহা হইলে কোন প্রমাণ বলে কোন্ নাগরী দলপতি, অভক্তদাস বাউলের অনুকরণে, মোহর দাস আউলের, বীরপাল কর্তাভজার, নারীদাস নেড়ার অনুকরণে, গোবরগণেশ দরবেশের, বেরসিক সাঁইর, কাঁড়া দাস সহজিয়ার অনুকরণে, মধুময়ী সখী ভেকীর, ভীমভট্ট স্মার্ত্তের, ফক্কড়লাল জাত গোঁসাইর, বজরদাস গোপীছাড়ি অতিবাড়ীর অনুকরণে, নাগরীমত সদাচার সিদ্ধ বলিয়া প্রচার করিতে সাহস করিতে পারেন। প্রচারকবর শুদ্ধভক্তচূড়ামণি শ্রীল বনমালি দাস অধিকারী এবং শ্রীল

গৌর গোবিন্দ দাসাধিকারী প্রভৃতি শ্রীরূপানুগ শুদ্ধভক্তগণের চরণ রেণুতে শ্রদ্ধা করিলে নিশ্চয়ই নব্য নাগরীমত অগ্নিতে তুলারাশির ন্যায় পুড়িয়া যাইবে এবং তাঁহাদের অযাচিত কৃপার অধিকারী হইতে পারা যায়, আমার বিশ্বাস।

নাগরীর মতে জড়বিচারময় সম্ভোগরসই ভগবৎস্বরূপ। গৌরসুন্দরের চিন্ময় সম্ভোগরসের কথা কবিরাজ গোস্বামী যাহা লিখিয়াছেন শুদ্ধভক্তপাঠকগণ তো তাহা পাঠ করিলেন। সুতরাং নব্যভক্ত নাগরীর উক্তি হইতেই সেই সম্ভোগরসময় গৌরসুন্দর ভগবান্ নাগর নহেন জানা গেল। আশ্রয়জাতীয় সখীসহ তদভিমানেই রাধাকৃষ্ণের লীলা দর্শন। জড়ের ধারণায় নিত্যোপাস্য বিপ্রলম্ভমূর্ত্তি গৌর, ভগবৎস্বরূপ নহেন নাগরীর এই কল্পনা আমরা কোন প্রকারেই স্বীকার করিতে পারি না। নাগরী, গৌরাঙ্গের স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান মানেন না কেবল কৃষ্ণের অনুকরণে তাঁহার মত গৌরাঙ্গকেও জড়ে বিষয়বিগ্রহ করাইয়া মায়িক করিয়া ফেলিতে চান এবং মায়ায় গৌরদর্শন চিন্ময় কৃষ্ণদর্শন অপেক্ষা বড় বলিতে চান। নাগরী দলপতি শুদ্ধভক্তের গৌরহরিকে জড়সম্ভোগেই স্থাপিত করিতে চান কিন্তু গৌরহরি তাঁহাদিগকে বিড়ম্বনা করিয়া নিত্য বিপ্রলম্ভ রসেরই লীলা দেখাইয়াছেন। জীব হরিবিমুখ হইলেই অপ্রাকৃত বিষয় কৃষ্ণকে ভুলিয়া কৃষ্ণকে আশ্রয় জাতীয় অর্থাৎ নিজ জড়ভোগ্য জ্ঞান করে এবং অপ্রাকৃত আশ্রয়জাতীয় স্বীয় স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া আপনাকে বিষয় জ্ঞানে ভোগ্যজড় জগৎকে অবলম্বন বা আশ্রয় মনে করে। ইহাই তাহার গৌরবিমুখতা। যেকালে কৃষ্ণ বিষয়জাতীয় ভাব সংগোপন পূর্ব্বক আশ্রয়জাতীয়ভাবের অঙ্গীকারে নিত্য গৌরলীলা প্রকট করেন সেই সময় তাঁহার নিত্য আশ্রয়জাতীয় তদীয়গণ বিষয়বিগ্রহ স্বীকার করিয়াও আশ্রয়াত্মক সিদ্ধদেহে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই সহচর হন। শ্রীগৌর-

সুন্দর জীবগণকে জড় আশ্রয় করিবার পরামর্শ দেন নাই পরন্তু গৌর, কৃষ্ণ বিষয়ে জীবের জড় বিষয়জাতীয় অনুভূতি কেবল অনর্থের হেতু বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। গৌরপার্ষদগণ সকলেই আশ্রয়জাতীয় হইলেও শ্রীগৌরের লীলাপুষ্টির জন্য অনেকেই জড়াতীত বিষয়বিগ্রহ স্বীকার করিয়াও তাঁহার সর্ব্বকাল সঙ্গী হইয়াছেন। আশ্রয়জাতীয় শ্রীদামোদর স্বরূপ, শ্রীরামানন্দ রায়, শ্রীগদাধর, শ্রীনরহরি প্রভৃতি নিত্য চিন্ময় পুরুষদেহ স্বীকার করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য সেবা করিয়া থাকেন। ইহাঁরাই অপ্রাকৃত ব্রজনাগরী। আর প্রাচীন লীলা লেখকগণ কেহই গৌরনাগরীর নাম পর্য্যন্তও আজও জানিতে পারেন নাই। গৌর-নাগরীগণ কি জাতীয় স্ত্রী তাহার একটি তালিকাও কোন প্রামাণিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয় নাই। নদীয়ায় গণিকা, তেলিনী, তাম্বিনী, মালিনী, ময়রাণী, সেক্‌রাণী, যোগিনী, বেনেনী, নাপিতানি, গোয়ালিনী, কামারনি, ব্রাহ্মণী প্রভৃতি বিদগ্ধা পরপত্নীগণও ছিলেন। ভৈরবী, জরতী, প্রৌঢ়া, যুবতী, কিশোরী, বালিকা, অনূঢ়া, পরোঢ়া, বিধবা, সাধারণী, নানা প্রকারের প্রাকৃত নাগরী ছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের সহ প্রচ্ছন্নভাবে কাহারা কিরূপভাবে সম্ভোগ লাভ করিয়াছিলেন জানিতে পারিলে হয়তো নিত্য সম্ভোগে "গৌর ভগবানের স্থিতি" বুঝিতে পারিয়া মায়াবাদী নাগরী ও আউল বাউলাদির সংখ্যা প্রসারিত হইতে পারিবে। কল্পিত গৌরাঙ্গের নাগরী সম্ভোগকালে ধেনো, মাধ্বীক, গৌড়ী, পৈষ্টি প্রভৃতি আসব সংযোগ ছিল কি? এই মিলনের দূতী, সহায়, কাহারা আমরা জানিতে চাই। শ্রীরূপানুগগণ কোনদিনই নাগর গৌরাঙ্গের এরূপ কোন কথা জানেন না সুতরাং নাগরী দলপতিগণ জুয়াখেলা, মাংসভক্ষণ, পরস্ত্রীগমন, অসুরহত্যা, প্রভৃতি সকল কথা গৌরাঙ্গনাগরে কিরূপে নিত্য সম্ভব এই সকল কথা বুঝাইয়া বলিবার পরিবর্ত্তে কেবল

শকার বকার করিলে কি ফল পাইবেন? শ্রীশ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রভুর বিবাহিত পত্নী বা ঈশ্বরী। নাগরীবাদের আবাহনকরিলে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী অত্যন্ত ক্ষুণ্ণা হইবেন। তাদৃশ নাগরীগণকে স্বতঃপরতঃ কুলটাগণের গম্য নরকাদিতে পাঠাইয়া দিবেন। গৌরের কৈঙ্কর্য্যে নিযুক্ত করিতে বাধা দিবেন। সেই পাপপরায়ণা পরনারীগণকে গৌরাঙ্গের স্বরূপশক্তি বলিয়া শ্রীখণ্ডীয় নাগরীবাদী গবেষণা দ্বারা স্থির করিতেছেন জানিয়া ঘৃণায় ও লজ্জায় আমার গৌরভক্তি চল্‌কাইয়া গিয়াছে। "শ্রীভক্তিমার্গ কণ্টককোটিরুদ্ধ হইয়াছে" কথাটার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইল।

নাগরী মঙ্গল্যে শ্রীখণ্ডীয় নাগরী পড়িলেনঃ—

কৃষ্ণে অনাদর, গৌরাঙ্গে নাগর, যে নাগরী মনে জাগে।
গৌরাঙ্গে নাগর, কৃষ্ণে যতিবর, প্রেম তথা হতে ভাগে॥
যে লীলা যেরূপ, তাতে অনুরূপ, শুদ্ধা ভক্তি সেই হয়।
রসহানি হলে, বিষ তাতে ফলে, কেবল সে দম্ভময়॥
শ্রীগৌরাঙ্গ দ্বারা, অসুরের মারা, যেমন সঙ্গতি নয়।
শ্রীকৃষ্ণে কৌপীন, নহেত প্রবীণ, রসভঙ্গ বিজ্ঞে কয়॥

ইহা পড়িয়া "মাছের বাসা গাছের আগায় কাকের বাসা জলে। দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ বাগ্‌বাজারের খালে॥" না বুঝিয়া জড়ের পার্থক্য বুদ্ধিতে শ্রীখণ্ডীয় লেখক লিখিয়াছেন "গৌরাঙ্গকে নাগর স্বরূপে চিন্তা করিলে শ্যামসুন্দরের সুখে জলাঞ্জলি পড়িবে, শ্যামকে দণ্ডকমণ্ডলু ধারণ করিয়া যতিবেশে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে। নাগরীগণ গৌরাঙ্গের স্বরূপশক্তি এবং গোপীগণ শ্যামসুন্দরের স্বরূপশক্তি, তাঁহারা পরস্পরের স্বরূপশক্তি কদাচ অপহরণ করেন না।" লেখক মহাশয়ের অদ্ভুত ভাষাজ্ঞান ও ভাবগ্রহণ শক্তি পাঠকগণই বিচার করিবেন। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ নিরাশপূর্ব্বক তাঁহার নিজ সিদ্ধান্তের বালাই লইয়া

মরিবার ক্ষমতা আছে, জানাইয়াছেন। গৌরসুন্দর বলেন বিষ্ণুমায়াবন্ধে সব লোক সুযন্ত্রিত। নিজ মদ অহঙ্কারে কেবল পীড়িত॥ কর্ম্মসূত্রে বন্দী হৈয়া বুলয়ে ভ্রমিয়া। আপনা না জানে মূঢ় কৃষ্ণ পাশরিয়া॥ শ্রীখণ্ডীয়ের গৌরাঙ্গের ধারণা যেরূপ তাঁহার মতে গৌরের কাল্পনিক স্বরূপশক্তিও যুটিয়াছে সেরূপ। তবে শ্রীল কবিরাজের গৌরের নিত্য চিন্ময় স্বরূপ শক্তি সম্বন্ধে এরূপ প্রমাণ লেখা আছে "গদাধর পণ্ডিতাদি প্রভুর নিজশক্তি।" "গদাধর জগদানন্দ, স্বরূপের মুখ্য রসানন্দ এই চারি ভাবে প্রভু বশ।" কৃষ্ণলীলার অনুকরণে পৃথক্ মায়িক ভাবে কাল্পনিক গৌরলীলা করাইয়া নিত্য কৃষ্ণলীলাসহ দম্ভবশে টক্কর দেওয়া জড়ীয় ভেদবুদ্ধিরই পরিচায়ক। কৃষ্ণসহ ভেদ হইলেই তো কৃষ্ণেতর জীবের জড়ভোগতাৎপর্য্যমাত্র হইবে। কৃষ্ণেতর বস্তুই মায়া সেজন্য বিষ্ণুতত্ত্ব সর্ব্বত্রই অভেদ, লীলারসগত চিদ্বিশেষ স্বাতন্ত্র্য আছে। কৃষ্ণ ও গৌরের মধ্যে জড় মায়া নাই। কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলার মধ্যে মায়িক নিজভোগতাৎপর্য্যপরভেদবুদ্ধি করিলে লেখকের ন্যায় অপসিদ্ধান্তময় নাগরীবাদ হইয়া যাইবে। পারদারিক, অপহারক প্রভৃতি জীবের কুৎসিত জড়ভাব গৌরতত্ত্বে আরোপিত হওয়ার ধৃষ্টতা অমার্জ্জনীয়।

নাগরী বলেন "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীরাধাগোবিন্দাদি সর্ব্ববিগ্রহের অধিষ্ঠান। ভজনে প্রবৃত্ত হইলে রাধাগোবিন্দের উজ্জ্বল বিগ্রহের পরম পরিণতি শ্রীচৈতন্যদেবের নাগর স্বরূপ। ফলস্বরূপে চরমে চৈতন্যচন্দ্রের নাগর স্বরূপকেই প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হন।" দণ্ডকারণ্য বাসীগণ রাম-সৌন্দর্য্যেই মুগ্ধ হন, কৃষ্ণভজনে যোগ্যতানুসারে চৈতন্যদেবের অভিন্ন বিগ্রহ কৃষ্ণলাভ করেন। শ্রীচৈতন্য শ্রীরাধাগোবিন্দের সহ অভিন্ন একই তত্ত্ব ইহাই চিন্ময় বুদ্ধি। তাহাকে জড়বুদ্ধি দ্বারা মায়িক পরিচ্ছিন্ন বা ভেদ জ্ঞান করিলে যে জড়ভেদ টুকু করা হয় উহাই মায়া। রাম নৃসিংহাদি

অবতারে ষষ্টিকলা বিদ্যমান কিন্তু ব্রজেন্দ্রনন্দনেই কেবল চতুঃষষ্টি কলা আছে। শ্রীচৈতন্যদেব সেই চতুঃষষ্টি কলাবিশিষ্ট ব্রজেন্দ্রনন্দন সহ অভিন্ন। তদপেক্ষা গৌরাঙ্গ অধিক কলা বিশিষ্ট বলিলেই কৃষ্ণেতর মায়াকেই সন্ধান করা হয়। রাধাগোবিন্দাদি শব্দ তুচ্ছভাবে প্রয়োগ করিলেই যে অনন্য ভক্তির হ্রাস হয় তাহা লেখকের বুদ্ধির অগোচর। উজ্জ্বল বিগ্রহের পরম পরিণতি প্রভৃতি মায়িক বিকৃতির শব্দগুলি কোনদিন ভক্তের প্রাকৃত মস্তিষ্ক বিকৃত করে নাই তবে কেন লেখক-শ্রীখণ্ডীয়ের এরূপ ঘটাইল? ভগবদ্বস্তুর কখন পরিণাম নাই ইহাই তো ভক্তিশাস্ত্রের এক-মাত্র তাৎপর্য্য "মণি যৈছে অবিকৃতে প্রসবে হেমভার" প্রভৃতি বাণী সকল ভুলিয়া অশিক্ষিত প্রাকৃত নারীর ন্যায় ঝগড়া করিলে চলিবে না। শক্তিরই বিকার বা পরিণাম হয়। কৃষ্ণের পরিণামে গৌর হয় একথা বাউলেই বলে আর আজ গৌরনাগরীও বলিতেছেন। শ্রীল বৃন্দাবনদাস নিষেধ করিয়াছেন বলিয়াই আজ ভক্তবিদ্বেষিগণ গৌরাঙ্গকে বল পূর্ব্বক নাগর সাজাইতে মাতিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, রাম নৃসিংহ বরাহ কূর্ম্ম প্রভৃতি, কারণোদক, গর্ভোদক, ক্ষীরোদক প্রভৃতি বিষ্ণু বিগ্রহ নিত্যকাল পৃথক্ বিগ্রহে লীলাময়। শ্রীগৌরবিগ্রহ কৃষ্ণবিগ্রহ হইলেও নিত্য চিন্ময় আশ্রয় ভাবময় চিত্তবৃত্তিতে গৌরলীলাগত স্বতন্ত্রতা নিশ্চয়ই নিত্যকাল অবস্থিত। বদ্ধজীবের কৃষ্ণোন্মুখীবৃত্তির প্রদাতা জগদ্গুরু। অন্যান্য বিষ্ণুবিগ্রহের সাধারণ ধর্ম্ম জগদ্গুরুত্বের সহিত চিন্ময় গৌরলীলার বিশেষত্ব আছে অর্থাৎ তিনি কৃষ্ণপ্রেম প্রদাতা।

নাগরীভক্ত বলেন পূর্ব্ব পার্ষদ মহাজনগণ শুদ্ধভক্তের জন্য যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা গ্রহণ করিলে তাঁহাকে "চৈতন্য বিরোধী জীব" নামক সংজ্ঞা দিবেন। কলিকালে এরূপই ঘটিবে। আউল বাউলেরা বা

নাগরী দলপতিরা শুদ্ধভক্তকে গৌরবিরোধী বলিয়া নিজেরা প্রচণ্ড প্রেমিক উৎকট ভক্তসংজ্ঞা লইবে ইহার আর বিচিত্র কি? গৌরাঙ্গের সহ বিরোধ করিয়া তাহাকে বিরোধী জীবগণ নির্ব্বুদ্ধিতার ও জেদের বশবর্ত্তী হইয়া যথেচ্ছাচারক্রমে আস্ফালন করিতে করিতে নাগর সাজাইবে আর মহাজনগণকে সাম্প্রদায়িক বলিয়া গর্হণ করিবে এরূপ না হইলে আর কালমাহাত্ম্য কোথায় যাইবে? পূজ্যপাদ শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর ভজনামৃতে এই শ্রেণীর বিরোধী জীবের উদয়ের কথা লিখিয়াছেন। 'আত্মবৎ মন্যতে জগৎ' এই নীতি অবলম্বনে বিরোধী জীবগণ ভক্তের সহ ধৃষ্টতা পূর্ব্বক বিরোধ করিয়া নিজ সংজ্ঞা তাহাদিগের উপর ফেলিয়া দিবে। এক সময় এক চোর পরদ্রব্য লইয়া পলাইতেছে দেখিয়া 'ঐ চোর ঐ চোর' বলিয়া চিৎকার শুনিতে পাইয়াই চোরও "ঐ চোর ঐ চোর" বলিয়া চিৎকার করিয়াছিল। তাদৃশ ন্যায় অবলম্বন করা নব্য নাগরী ভক্তের কর্ত্তব্য নহে। চকার বকার জড়ের সকলেই উচ্চারণ করিয়া নিজ ভদ্র স্বভাবের পরিচয় দিতে পারে। পথে পুরীষ ত্যাগ করিয়া নিষিদ্ধ ব্যবহারের জন্য অনুতাপের পরিবর্ত্তে আরক্ত লোচন হওয়া ভাল নয়। অচৈতন্য হইয়া চৈতন্যভক্ত মনে করিলে কি সত্য ফললাভ হইবে, না জাড্য ছাড়িয়া সংজ্ঞা লাভ করিলে গৌর সেবা হইবে।

পূর্ব্ব মহাজনগণ চৈতন্য চন্দ্রের বিভু চিৎস্বরূপ স্বীকার করিয়াছেন। এক্ষণে আউল বাউল ও নাগরীগণ বলেন বিভু চৈতন্য হইতে চৈতন্য-চন্দ্রের মায়িক স্বতন্ত্রতা আছে এবং নাগরীভাবে মায়ার উপাসনা পৃথক্ করিয়া কৃষ্ণলীলার অনুকরণে অভিনয় করিবার জন্য চৈতন্য দেবে নিশ্চয় লাগান যাইতে পারে। শ্রীচৈতন্য দেবকে কৃষ্ণ হইতে অন্যবস্তু জ্ঞান করিবার বা কৃষ্ণভজনের বিরুদ্ধে আক্রমণ করিবার যোগ্যতা চৈতন্যভক্তে আছে একথা শুদ্ধভক্ত কখনই মনে করিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ নিত্য

উপাস্য বস্তু, শ্রীগৌরাঙ্গও তাহাই সে বিষয়ে কোন শুদ্ধভক্ত কোনদিন প্রতিবাদ করেন নাই। শ্রীগৌরাঙ্গকে সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণবিগ্রহ হইতে অন্য বস্তু বা মায়া মিশাইয়া ভগবদবতার প্রভৃতি কোন ভক্তই বলেন নাই সুতরাং শ্রীগৌরমন্ত্রের বা পূজার স্বতন্ত্রতার আবশ্যকতা সকল শুদ্ধভক্তই চিরদিন স্বীকার করেন কিন্তু গৌর লীলায় যাহা ঘটে নাই সেইরূপ কাল্পনিক গোচারণ, রথ চালন, নাগর সজ্জা প্রভৃতি নদীয়ায় কেহই অনুমোদন করেন নাই। যেখানে উহা দেখা গিয়াছে সেখানেই ভজন-রহিত শূন্যগ্রন্থি মিছাভক্ত নামে সেই সম্প্রদায় অভিহিত হইয়াছে। তাহারা নিজ নিজ দুর্ব্বুদ্ধির বিপাকে পড়িয়া মায়ামগ্ন হয়, শ্রীগৌর সেবা পায় না। ভক্তগণ তাহাদের সম্বন্ধে নীরব থাকেন এবং তাহারাও দুর্ব্বিপাকে অবশেষে অভীষ্ট অপ্রাপ্তিতে নিজ কাল্পনিক মুদ্রোচিতমূল্যলাভে বিফল হয়। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় প্রার্থনায় নিজ চিন্ময় কৌতূহলের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে গিয়া লিখিয়াছেন "পাছে ব্রজপ্রাপ্তি নাহি হয়।" আর আজ-কালকার নাগরী দলপতি তিতুমীরের ন্যায় বলেন গোলা খা ডালা বা পরম পরিণতিতে ব্রজ নাই। গৌরাঙ্গে কৃষ্ণ নাই। আছে কেবল জড়াহঙ্কার। রসসামগ্রী বিভাবে বিষয় আশ্রয়রূপ আলম্বন নাই। সে প্রসঙ্গের আবশ্যক নাই। ধন্য গৌর-বিরোধের প্রকার ভেদ। গৌরাঙ্গের উপদিষ্ট যাবতীয় কথা ত্যাগ করিলেই মিছাভক্ত হওয়া যায়।

নব্যভক্ত নাগরী বলেন মথুরাবাসী যে লীলায় অপার আনন্দ অনুভব করিয়াছেন ব্রজবাসীর পক্ষে তাহা শেলসম হইয়াছে। বটেইতো মথুরাবাসী কংস অপার আনন্দ ভোগ করিয়াছেন। আর কৃষ্ণপ্রাণাগণ অপার দুঃখ পাইয়াছেন। এরূপ প্রাকৃতকথা ভক্তে কখনও বলেন না। ভগবান্ স্বেচ্ছাময় অপ্রাকৃত পরম পুরুষ তাঁহার যাহাতে সুখ হয় ভক্তের তাহাই পরমানন্দে স্বীকারই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সহজিয়া সম্প্রদায়

অতত্ত্বজ্ঞ ব'লিয়া অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভের নিত্য উপাদেয়ত্ব অপ্রাকৃত উপলব্ধির অভাবে বুঝিতে পারেন না। নাগরীভক্তও সেইরূপ সহজিয়ার অনুকরণে স্বেচ্ছাময় গৌরের স্বতন্ত্রতায় বাধা দিলেন। ভজনরহিত ভক্তগণের নিজ উদরোপস্থ বেগে ব্যাঘাত ঘটিলেই তাহারা উহাই শেলসম মনে করে। শ্রীগৌরসুন্দর শুদ্ধভক্তকে অপ্রাকৃত বাক্যে জানাইয়াছেন "আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনাৎ মর্ম্মহতাং করোতু বা। যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ। শ্রীল রূপানুগ ভক্তাধিরাজ লিখিয়াছেন "সেই নারী জিয়ে কেনে, কৃষ্ণ মর্ম্ম নাহি জানে, তবু কৃষ্ণে করে গাঢ় রোষ। নিজ সুখে মানে লাভ, পড়ুক তার শিরে বাজ, কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ॥" ভক্ত নিজ সুখ দুঃখ গণনা করেন না। যাহাতে কৃষ্ণের সুখোদয় হয় তাহারই জন্য চেষ্টাবিশিষ্ট। কৃষ্ণের সুখোদয় ব্যতীত ভক্তের নিজ স্বতন্ত্রসুখ আর কিছুই নাই। ভক্তকে কৃষ্ণ দুঃখ দিয়া মহাসুখী হইলে ভক্ত তাদৃশ দুঃখকেই সর্ব্বোত্তম নিজ সুখ মনে করেন। প্রাকৃত রসিকাভিমানী অতত্ত্বজ্ঞ সহজিয়া সম্প্রদায়ে কৃষ্ণছলনায় নিজ জড়ীয় সুখাভিলাষকে ফল মনে করে, কেহ বা প্রাকৃত সুখ অপেক্ষা কৃষ্ণের উপলক্ষণে অধিক সুখ স্বয়ং ভোগ করিব, ভজনের এরূপ ফল মনে করে। বস্তুতঃ তাহা ভজনের অনভিজ্ঞতার ফলমাত্র। যে ভক্ত নিজ জড়ীয় সুখে আপনাকে কৃতার্থ মনে করে তার সর্ব্বনাশ হয়। সে প্রাকৃত সম্ভোগপরায়ণ সহজিয়া অভক্ত হইয়া যায়। প্রাকৃত নাগরী বুদ্ধি লইয়া গৌরকলেবরে উপদ্রব করিতে গেলেই শেলসম নৈরাশ্য অবশ্যম্ভাবী।

প্রাকৃত বুদ্ধিতে গৌরাঙ্গ ও তাঁহার ভজনকে জড়ীয় করিয়া নাগরী ভক্ত বলেন "যে উজ্জলরসাত্মক লীলা রাধাগোবিন্দের রাসলীলায় উট্টঙ্কিত হইয়াছে মাত্র, যাহার কতিপয় অবস্থা গোপাঙ্গনা মাত্র ভোগ করিয়াছেন

তাহা হইতে মধুরতর লীলা শ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্রের মহামহোজ্জ্বল মূর্ত্তি হইতে নিঃসৃত হইয়া দিক্‌বিদিক্ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ছাপাইয়া ফেলিয়াছে। বালক বৃদ্ধ যুবক যুবতী পশু পক্ষী স্থাবর জঙ্গম অপূর্ব্ব মধুর রসের বিচিত্রাস্বাদে এককালে নাচিয়া উঠিয়াছে। (শ্রীরূপানুগ ভক্তগণ) প্রাকৃত বুদ্ধিতে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে তোমরা গ্রহণ করিয়া থাক তাই তোমাদের অনুভূতি এত অল্প।” নব্যভক্তনাগরীর অপরাধের মাত্রা আর ইহাপেক্ষা অধিক ইহ জগতে হইবার নহে। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র যাহা নিজে ভজন করিয়া নিত্য কাল আস্বাদন করিতেছেন, তাঁহার স্বরূপ রূপাদি নিত্যসিদ্ধ নিতান্ত অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে যে ভাবে ভজন করাইতেছেন, সেই সকল কথা নাগরীভক্তগণের জড় ভোগময় বিচারে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর স্থির হইল। সাক্ষাৎ নাস্তিকতা বা কলিও এরূপ বলিতে সাহস করে না। এই নাগরীভক্ত বলেন তাঁহারা নাকি সৎ সম্প্রদায়স্থিত সজ্জন। তাঁহারা কোন সম্প্রদায়স্থিত, সজ্জন নিত্য কৃষ্ণদাসগণ মনে মনে জানিয়া রাখুন। নাগরীভক্তগণ, বালক, বৃদ্ধ, যুবকযুবতী পশু পক্ষী স্থাবর জঙ্গম জাতীয়ের সহিত জড়ভোগতাৎপর্য্যপর হইয়া এককালে নাচিয়া উঠিয়াছেন। এই চিন্তাই প্রাকৃত সহজিয়াগণের আরাধ্য। কলা মূলা থোড়, যুবক যুবতী পশুপক্ষী ও নাগরীভক্ত প্রভৃতি জড় পরিচয়গুলি সকলেই প্রাকৃত জড়ভোগময় গৌর বিমুখতায় আবদ্ধ এবং মাটিয়া বুদ্ধি বিশিষ্ট। উহাতে হরিপ্রেমের কণাও নাই। বিশুদ্ধ মায়িক ভোগমাত্র আছে। গৌর সুন্দরের স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধান এই চারিটী তত্ত্বেই বিচিত্রতা নির্ব্বিশেষে নাগরীভক্ত প্রাকৃত বা মাটিয়া বুদ্ধি করিতেছেন। ভগবানের অন্তরঙ্গ বৈচিত্র্যকে, ত্রিগুণাতীত অপ্রাকৃত রসকে, কৃষ্ণ প্রেমকে মায়াবাদী মায়াশক্তিপ্রসূত বহিরঙ্গ নশ্বর সৃষ্টির সহিত একাকার করিয়া ফেলিতেছেন। তাহাতেই তাঁহার এরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত। ষট্‌সন্দর্ভ

খানি বা শ্রীচরিতামৃতের কয়েকপৃষ্ঠা পড়িয়া থাকিলে তাঁহার এরূপ করুণাপাটব ভ্রমপ্রমাদ বিপ্রলিপ্সা হইত না। এখন দেখা যায় যে এই সম্প্রদায় ভক্তিশাস্ত্রে কোন গ্রন্থ না পড়িয়াই পাণ্ডিত্য বিকাশ করিতে গিয়া জড়াসক্তি বশতঃ জড়াভিনিবেশকেই চৈতন্যদেবের মধুরতর লীলা বলিয়া ভ্রম করিয়া ফেলিয়াছেন। কৃষ্ণোন্মুখ না হইয়াও কৃষ্ণবিমুখ বালক, যুবতী পশু স্থাবর জঙ্গম যে জড়ভোগময় মধুর রসে নাচিতেছে তাহা দেখিয়াই কৃষ্ণবিমুখ হইয়া নাগরীভক্তও নাচিয়া উঠিতেছেন। এরূপ মাটিয়া বুদ্ধি লইয়াই পরম সত্য বিগ্রহ গৌরের স্কন্ধে নাগরত্ব আরোপ সম্ভব হইতে পারে। যাহার গৌরকৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞানে হাতে খড়ি হয় নাই সেওত এরূপ অর্ব্বাচীনতা প্রভাবে বিপুল ধৃষ্টতা করে না। এইরূপ পণ্ডিত লইয়াই নাগরী ভক্ত সম্প্রদায় গঠিত। আমরা বলি ভাই নাগরী সম্প্রদায় ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পড় তাহা হইলে জড়ীয় ভোগপর মায়াবাদীর প্রেম বা যুবক যুবতী পশু পক্ষীর প্রেম প্রভৃতি হইতে কৃষ্ণোন্মুখ বৈষ্ণবের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারিবে। তোমরা যে যুবতী পশু প্রভৃতিকে আদর্শ জ্ঞানে প্রেমের সাধন করিতেছ তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে চিন্ময় রাজ্যে গৌরভক্তগণের আরাধ্য বস্তু কৃষ্ণপ্রেম অবস্থিত। যুবক যুবতী পশু পক্ষীতে যে চৈতন্য প্রেম তুমি কৃষ্ণবৈমুখ্য বশতঃ ছাপাইয়া পাইয়াছ উহাই হলাহল পূর্ণ মায়াবাদ। সেই মায়াবাদীর জড়ভোগবিচার চৈতন্যচন্দ্র সমূলে বিনাশ করিয়াছেন। তোমার মুখেই প্রকাশ, অপ্রাকৃত গোপাঙ্গনা প্রেমের অংশমাত্র পাইয়াছেন আর পশু পক্ষী যুবক যুবতী গৌরনাগরীগণ বেশী পরিমাণে প্রেমে ছাপাইয়া জড়ে পড়িয়াছেন। গৌরভক্তমাত্রকেই এক্ষণে তোমার জড়ভোক্তাভিমানের কথা দেখাইয়া দিয়া, আমরা বিদায় লই। তোমরা পশু পক্ষী যুবকযুবতীর জড়তাকে প্রেম বলিয়া চিৎকার করিতেছ। তোমরা

বিরোধী জীব সুতরাং শুদ্ধ ভক্তগণের নিত্যবৃত্তিও তোমাদের বিরোধী ভক্তসম্প্রদায় তোমাদিগকে কোনদিন সৎপথে লইয়া যাইবেন না। চিন্ময় রসে অশ্রদ্ধধান ব্যক্তির দুর্গতিসমূহ তোমাকে নাগপাশে বন্ধন করিয়াছে। তুমি জড়কে গৌর বলিতেছ, নরকপ্রায় যুবক যুবতী ও পশু পক্ষীর প্রেমকে গৌরপ্রেম বলিতেছ। বহিরঙ্গ হেয় কর্ম্ম কলাপ ভক্তি বলিয়া বুঝিয়া রাখিয়াছে। গৌরাঙ্গ নামে অপ্রকৃত বুদ্ধি ছাড়িয়া জড়ীয় ভোগপর কলঙ্ক সমষ্টি আরোপ করিতেছ। সুতরাং ভক্তগণকে তোমার শকার বকার শুনাইয়া কি লাভ হইতেছে। ইহা কি শুদ্ধ বৈষ্ণব বিদ্বেষ নহে? গৌরভক্তি বলিয়া তুমি প্রাকৃত জড়ভোগময় নরককে ভগবানের ও ভক্তের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা করিতেছ ইহাই কি তোমার গৌরভক্তি? জড়জগতের পাপী নরনারীর ভালবাসা নরকপ্রাপিণী। সেজন্য গোলোকের ভালবাসা যাহা অপ্রাকৃত নদীয়ায় গৌরহরি ভক্তগণকে দিয়াছেন তাহাতো তুমি কোনদিন সংগ্রহ করিতে যত্ন কর নাই কেন? যেদিন তুমি গৌরাঙ্গকে অপ্রাকৃত জানিয়া নিজেকে নশ্বর পশু পক্ষী যুবক যুবতী ভোগ হইতে ভিন্ন জানিয়া তটস্থ শক্তি বুঝিবে সেদিন তোমার বর্ত্তমান উক্তিগুলির জন্য অনুতাপ উপস্থিত হইবে। সেদিন তুমি বুঝিবে গৌরনাগরীগুলি বৈষ্ণব নহে, মায়াবাদী মাত্র। ভাই মায়াবাদী, তুমিত চিরদিনই বৈষ্ণববিদ্বেষী আজ নাগরীভক্ত নাম গ্রহণ করিয়া যে মায়াবাদ প্রচার করিলে সেকথা অনেক দিন আমার মনে থাকিবে। তোমার ন্যায় মায়াবাদীকেই মায়ার কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য আমাদের নিত্যোপাস্য পৃথক্ বিগ্রহে বিরাজমান স্বতন্ত্র ভগবান্ গৌরহরি নদীয়ায় প্রকট বিহার করিয়াছিলেন। কেন তুমি তাঁহার কীর্ত্তন শুনিতে পাও নাই। নাগরী মায়াবাদীগণ মুখে গৌরকে উপাস্য বলিলেও তাহারাই তাঁহাকে অনুপাস্য স্থির করিয়াছে এবং জড়কে উপাস্য বলিয়াছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবদাসানুদাস শ্রীবঙ্কবিহারী দাস অধিকারী।
কেশবপুর, যশোহর।

ভাড়াটিয়া ভক্ত নহে।

শ্রীগৌরসুন্দরে যাঁহার ভক্তি আছে তিনি ভক্ত। শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্। কেবল ভগবান্ নহেন স্বয়ংরূপ ভগবান্ কৃষ্ণ। স্বয়ংরূপ ভগবান্ কৃষ্ণ হইতে যিনি গৌর সুন্দরকে ভেদবুদ্ধি করেন তাঁহার বৃত্তি কৃষ্ণোন্মুখিনী নহে; জড় বুদ্ধি মাত্র। জীবের বৃত্তি দুই প্রকার চিদ্বিষয়িণী ও অচিদাশ্রিতা। অচিদাশ্রিতা বুদ্ধিতে কৃষ্ণ ও গৌরের মধ্যে ভেদ লক্ষিত হয়। চিদ্বিষয়িণী বুদ্ধিতে কৃষ্ণ ও গৌর অভিন্ন। তাঁহাদের লীলাগত পরিচয় বৈশিষ্ট্য অচিদাশ্রিতা বুদ্ধিতে অনুভূত হইলে জড়রস প্রবল হইয়া ভক্তি সুপ্তা হন আবার চিদ্বিষয়িণী বুদ্ধিতে উদয় হইলে সেবাবৃত্তির পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। লীলাময়ের সেবা প্রতিকূল ভাবে হয় না। জীব অচিদাশ্রিত বৃত্তিতে অবস্থিতিকালে জড়রসকে কৃষ্ণরস বলিয়া ভ্রম করে। শ্রীগৌর ভগবান্ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ হইয়াও জীবের প্রতি কৃষ্ণ অপেক্ষাও করুণাময়। শ্রীগৌরসুন্দর অচিদাশ্রিত বৃত্তিবিশিষ্ট বদ্ধজীবেরও আরাধ্য। শ্রীগৌরারাধনাফলে জীবের অচিদাশ্রিত বৃত্তি শিথিল ও লঘু হইয়া পড়ে। শ্রীগৌরাঙ্গের করুণায় তাঁহার সুপ্ত চিদ্বিষয়িণী বৃত্তি প্রকাশমানা হয়। তিনি গৌরপ্রসাদে শ্রীগৌরসুন্দরকে

সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন। কৃষ্ণের আশ্রয়জাতীয় লীলাময় স্বয়ংরূপ ভগবান্ গৌরসুন্দর, জীবের কৃষ্ণবিমুখতা দূর হইলেই উপাস্য ভগবান্ বিষয় জাতীয় লীলাময়ের সহ অভিন্ন স্বয়ংরূপে সেবিত হন। তখন সাধকের অচিদ্বৃত্তি একেবারে নিদ্রিত হয়। ব্রজেন্দ্র নন্দন বা গৌরসুন্দর অদ্বয় জ্ঞান। জীবের অচিদ্বৃত্তি প্রবল থাকা কালে গৌর ভগবানে একান্ত ভাবে প্রপন্ন হইলেই তাঁহাকে অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়া নিত্যানুভূতি হয়। তখন স্বয়ংরূপ ভগবানের বিষয় জাতীয়লীলা ও আশ্রয় জাতীয় লীলার উচ্চাবচ দর্শন জন্য মায়িক ভেদ, অদ্বয়জ্ঞানের বিপর্য্যয় করিতে সমর্থ হয় না। জড় জগতের বিষয় ও আশ্রয় গত দর্শনে অদ্বয় জ্ঞানের অভাব আছে। বিশেষতঃ অদ্বয়জ্ঞান ভগবত্তায় স্বয়ংরূপ স্বাংশ প্রভৃতি চিন্ময় ভগবদ্ বিশেষ সমূহ ব্যাঘাত করে না। মায়া জন্য অংশত্ব বা অংশীত্ব অদ্বয়জ্ঞান ভগবত্তায় স্থান পায় না যেহেতু ভগবত্তায় মায়াধীশত্ব নিত্যকাল প্রবল। ভগবত্তায় বিষয় ও আশ্রয়গত বিচিত্রতায় মায়িক হেয়তা বা অভাব নাই। যেখানে অদ্বয়জ্ঞানের অভাব আছে তাহাই ভগবত্তার অংশগত ভেদ বা বিভিন্নাংশ। বিভিন্নাংশ জীবপদবাচ্য। যেখানে সম্পূর্ণ বিভিন্ন তাহাই অখণ্ড মায়া। উহাও

বিভিন্নাংশ। অংশগত ভগবদ্রাহিত্য হেতু জীব, ভগবদ্বি-ভিন্ন জড় মায়ার অঙ্গীকার করেন উহাই অবিদ্যা বা হরি বৈমুখ্য। জীবের দ্বৈতধারণায় বিষয় ও আশ্রয়গত ভগবত্তা অদ্বয়জ্ঞানাত্মক। যেখানে বিষয়ও আশ্রয় গত নিত্যরসময় ভগবত্তায় বৃহত্ত্ব অণুত্ব প্রভৃতি পরিমাণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে সেখানেই জীবানুভূতিতে আশ্রয়গতলীলায় অণুত্বের ধারণা প্রবেশ করিয়াছে। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমন্মধ্ব-মুনি আশ্রয়গত ভগবত্তাকে বিষ্ণুকোটির অন্তর্ভুক্ত প্রকাশ না করায় স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ, স্বীয় আশ্রয়গত ভাবাঙ্গীকারময় গোলোকের নদীয়া প্রকোষ্ঠস্থ নিত্যলীলা প্রপঞ্চে প্রদর্শন করেন। অণুচৈতন্য জীবের ভাষায় বর্ণন করিতে গিয়া, অণুচিৎ জীবের বুদ্ধির গোচর করাইতে গিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গের দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীদামোদরস্বরূপ গোস্বামী প্রভু, নিত্য বিষয় ভাবাঙ্গীকারী সম্ভোগরসময়বিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্রের নিত্য আশ্রয়ভাবাঙ্গীকারের নিত্যাভিলাষ ও নিত্য-গৌরলীলা-বৈচিত্র্য জগৎকে জানাইয়াছেন। তাহাতে আশ্রয় ভাবের হেয়ত্ব প্রদর্শক মায়িক জয় পরাজয় নাই।

জীব ও মায়া উভয়ই অদ্বয়জ্ঞান গৌরসুন্দরের ভেদাংশ বিশেষ। মায়া সম্পূর্ণ হরিবিমুখতার অনাদি অদ্বয় ভাব বা অজ্ঞান। জীবের সহিত অদ্বয়াজ্ঞান মায়ার অনিত্য

সম্বন্ধ আছে। তজ্জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর বিভিন্নাংশ জীবের স্বরূপ বর্ণন করিতে গিয়া জীবকে নিত্য কৃষ্ণদাস এবং অনাদি বহির্ম্মুখ বলিয়াছেন। জীব কোন দিন মায়াধীশ বিষ্ণুতত্ত্ব নহেন পরন্তু বিষ্ণু-সেবাবৈমুখ্যে তাঁহার অনাদি কাল হইতেই বহির্ম্মুখ ধর্ম্ম স্বরূপগঠনেই অনুস্যূত আছে। কৃষ্ণদাস্য ভুলিয়া জীব বিষয় আশ্রয় গত নিত্য রসে সেবা ত্যাগ করিয়া বিষয়গতভাবকে অস্মিতায় আবাহন পূর্ব্বক নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। মায়িক অতদ্ রূপবৈভবকে আশ্রয় স্বরূপ লাভ করিয়া নিজে বিষয় হইয়া ক্লেশনামক ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়াছেন। বিষয়-বিগ্রহ হইলেও শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যকাল আশ্রয়বিগ্রহের নিত্যবৃত্তিগত আস্বাদনলীলায় ব্যস্ত আছেন। জীবের প্রতি উদার হইয়া জীবের একমাত্র কল্যাণের উপায়রূপ স্বীয় অমন্দোদয়া করুণা বিতরণে ব্যগ্র। জীব যদি মহাবদান্য গৌরকরুণা গ্রহণ না করিয়া আশ্রয় আলম্বন ছাড়িয়া গৌরাঙ্গসুন্দর কৃষ্ণকে তাঁহার ন্যায় বিভিন্নাংশ বা অজ্ঞান মায়া জানেন তাহা হইলে তিনি গৌরাঙ্গের আশ্রয়ভাবাঙ্গীকারগত লীলায় অপ্রবিষ্ট থাকিয়া কোন দিনই কৃষ্ণভজন করিতে পারিবেন না। অচিদ্বৃত্তি ছাড়াইয়া জীবকে দুঃসঙ্গ মুক্তকরণাভিপ্রায়েই ভগবান্

গৌরহরি জীবের কল্যাণলাভের মূল স্বরূপগত আশ্রয় ভাবাঙ্গীকার প্রদর্শন করিয়াছেন। জীব নিজ বিমুখ অবস্থা প্রবল রাখিবার জন্য যদি আশ্রয়বিগ্রহ কৃষ্ণকে অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের কথা না শুনেন তাহা হইলে তিনি মায়িক জড়বিষয়েই আবদ্ধ থাকিবেন। তাঁহার শ্রীগৌর-পাদপদ্ম আশ্রয় করার সৌভাগ্য সম্ভাবনা কোন দিনই হইবে না। জড় বিষয়ে চিরকাল যাপন করিবেন।

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। মায়িক জগতের অবলম্বন বা আশ্রয় করিয়া জীব ভোক্তাভিমানে সেই নিত্যদাস্য একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন। পরের গৃহে বাস করিয়া দেহকে আত্মজ্ঞান, আবাস্য স্থানের হরিদাস্যরূপ চিৎপ্রকাশ না বুঝিয়া ইন্দ্রিয়সুখতৎপরতায় ভোক্তাবুদ্ধিতে নিত্যধর্ম্মের নামে জড়জগতে ভাড়া দাখিল করিতেছেন। দ্রব্য গুলি নিজের না হইলেই ভাড়া দিতে হয়। দেহে আত্মজ্ঞান হইলেই জড়ের সুখ-মূল্য ভাড়া আদায় করিতে হয়। ইহাকেই বলে জড়ে প্রভুত্ব বা ভাড়া আদায়। জড়াভিমানীর পরিচর্য্যা করিয়া দিয়া মাসিক শুল্ক গ্রহণ বা ঠিকা ফুরণ ভাড়া লাভের জন্য যাবতীয় চেষ্টা। গৌরসুন্দর বলিলেন সম্বন্ধ জ্ঞানাভাবে কৃষ্ণের অনুশীলন হয় না, কৃষ্ণানুশীলনের নামে নিজত্বকে

জড়ের নিকট ভাড়া দিলে গৌর-সেবা হয় না। কেহ শ্রীমূর্ত্তি ভাড়া দিয়া অর্থ লাভ পূর্ব্বক কৃষ্ণবিমুখ মায়িক দেহ পোষণ করেন, কেহ বা মায়িক ভোগপর মনের পুষ্টি সাধন করেন। কেহ শ্রীমদ্ভাগবত ভাড়া দিয়া অর্থ লাভ করিয়া মায়িক দেহ ও হরিসেবা বিমুখ মনের পুষ্টি সাধন করেন। কেহ মন্ত্রাত্মক গৌর ভগবান্‌কে ভাড়া দিয়া বৈষ্ণবাচার্য্য নামে বিক্রীত হন, কেহ চৈতন্যচরিতামৃত ভাড়া দিয়া গৌরভক্ত খ্যাতি লাভ করেন। কেহ উৎকট প্রেমিক ভক্ত সজ্জা ভাড়া দিয়া, কেহ গৌরগ্রন্থ প্রচার ভাড়া দিয়া, কেহ বা ভক্তির বক্তৃতা ভাড়া দিয়া, কেহ বা রস কবিতারচনা ভাড়া দিয়া, কেহ বা নিজশিক্ষা গুরু-গিরি ভাড়া দিয়া গৌরভক্তির নিকট নিত্যকাল বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ বা রসগীতগান ভাড়া দিয়া কেহ বা ভাড়াটিয়া ভক্তাভিমানীকে নিজ প্রাকৃত অর্থ ভাড়া দিয়া, কেহ বা ভাড়াটিয়াকে ভক্ত সংজ্ঞা ভাড়া দিয়া, কেহ বা ইষ্টগোষ্ঠী ভাড়া দিয়া, কেহ বা মৃদঙ্গবাদ্য ভাড়া দিয়া, কেহ বা বৈষ্ণব পত্রিকা ভাড়া দিয়া, কেহ বা বৈষ্ণব পত্রিকার সম্পাদন ভাড়া দিয়া, কেহ বা গৌর প্রসাদান্ন ভাড়া দিয়া, কেহ বা ব্রহ্মচর্য্য সন্যাসী গিরি ভাড়া দিয়া ভক্ত হন, কেহ বা জড় লাম্পট্যে উৎসাহ ভাড়া দেন।

ক্রমশঃ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

—— ‡*‡ ——
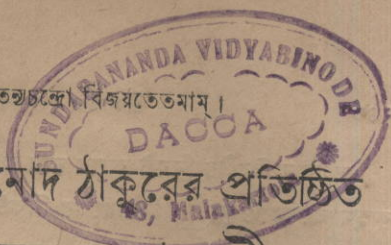
শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার মুখপত্রী।

বিংশ বর্ষ—৮ম সংখ্যা।

অশেষক্লেশবিশ্লেষি-পরেশাবেশসাধিনী।
জীয়াদেষা পরাপত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী॥

সজ্জন—মৃদু।

বিষয়ী বিষয় সেবায় কঠিন হৃদয়। বিষয়ের ঘাত প্রতিঘাতে তাঁহার চিত্তের আদৌ কোমলতা নাই। বিষয়ের ক্লেশ গুলির তীব্র কটাক্ষ সহ্য করিতে গিয়া তাঁহার হৃদয় দিন দিন কঠিন হইতে কঠিনতর হয়। অজ্ঞান বা মূর্খতা তাঁহাকে পদে পদে বিপন্ন করে দেখিয়া তিনি নানাপ্রকার কঠোর অভিজ্ঞানব্রতে পারদর্শিতা লাভের চেষ্টা করেন। নানাপ্রকার অসুবিধা ও অভাবে জর্জ্জরিত হইয়া ঔদ্ধত্য শিক্ষা করিয়া কোমলতা বর্জ্জিত হন। তর্ক বিতর্ক শিক্ষা করিয়া হৃদয়কে কঠিন করেন এবং স্থানাস্থান বিচার না করিয়া তার্কিককেশরী হইয়া বিজয়াকাঙ্ক্ষা করেন। অন্যের ব্যবহারাবলীতে ক্ষুব্ধ হইয়া পরদ্রোহময় ভাবে নানা অনর্থ ও অপ্রিয় অনুষ্ঠানের আবাহন করেন। হরিপরায়ণগণের হৃদয় সেরূপ নহে। তাঁহারা মৃদু।

ভগবান্ বিষয়ীর নিকট বজ্রের ন্যায় কঠিন হইলেও সজ্জনের নিকট কুসুম অপেক্ষাও মৃদু। বিচারকের নিকট হঠকারী বলিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিলেও তাঁহার মধুরিমা সুকোমল হৃদয় সাধুর নিকট পরম কমনীয়। ভগবানের পরম মনোজ্ঞ কমনীয়তা প্রভাবে তাঁহার নিজাশ্রিত তদীয়গণে মৃদুত্বের উৎস সর্ব্বদাই বিরাজ করে। সেই সজ্জনগণের সাধন প্রণালীতে অনর্থ নিবৃত্ত অবস্থায় ভাবের সমাগমে জড়বিষয়ে ক্ষান্তি বলিয়া একটী অবস্থা লক্ষিত হয়। ভগবদ্ বিষয়িনী রুচি দ্বারা সাধকের চিত্ত সর্ব্বদাই আর্দ্র। অনর্থযুক্ত সজ্জন শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষাত্মময়। ভগবদ্ বিষয় ও তাঁহার আশ্রয়াবলম্বনের সম্বন্ধ তাঁহার হৃদয়ে সুষ্ঠুভাবে উদিত। বিষয়াশ্রয় পরস্পরের উদ্দীপনীয় ভাবসমূহে চিত্ত আপ্লুত। ভগবানের গুণ এবং চেষ্টা প্রবল হওয়ায় হৃদয় মৃদুভাববিশিষ্ট। সেই মৃদুভাবের অববোধক চিত্তের ভাবপ্রকাশকারী অনুষ্ঠানসমূহ তাহার কার্য্যরূপে প্রকাশ পায়। সজ্জনের কপটতা রহিত গান ও নৃত্যাদিতে অপূর্ব্ব কোমলতা দেখা যায়। অপ্রাকৃত হরিভাবদ্বারা চিত্তের আক্রমণকেই সত্ত্ব বলে। এতাদৃশ শুদ্ধ সত্ত্ব হইতে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের উদয়। আবার বিশেষতঃ স্থায়ীভাব কৃষ্ণরতিকে অভিমুখী করিয়া বাক্য ও অঙ্গাদিতে বিচরণ করিয়া ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভাবের প্রকাশ করায়। কোন কালেই সাধুর চিত্তবৃত্তিতে আর্দ্র ভাবের অভাব নাই। সজ্জন নিত্যকাল মৃদু। সাধন কালে হরিবিরোধি ভাব সমূহের দুঃসঙ্গ ত্যাগ বাসনায় তিনি যে সকল অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকেন তাহা কঠিনহৃদয় বিষয়ীর দৃষ্টিতে মৃদুত্বের অভাব জ্ঞাপন করিলেও বাস্তবিক সেকালেও তিনি মৃদুভাব বর্জ্জিত নহেন। পরম মৃদু গৌরহরির আশ্রিতজনে সর্ব্বকাল মৃদু স্বভাব আছে। কঠিন সামাজিকগণের অসদ্ব্যবহার রূপ দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিতে গিয়াও অন্তঃস্থিত নৈসর্গিক কোমলতা তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না। সজ্জন

ব্যতীত অন্যে কখনই মৃদু হইতে পারে না। অসদ্ব্যক্তি কোনকালে মৃদু নহে।

সিদ্ধি লালসা। (সমাহর্ত্তুঃ)

[১]

কবে গৌর বনে, সুরধুনী তটে, হা রাধে হা কৃষ্ণ ব'লে।
কাঁদিয়া বেড়াব, দেহ সুখ ছাড়ি, নানা লতা তরু তলে ॥ ১
শ্বপচ গৃহেতে, মাগিয়া খাইব, পিব সরস্বতী জল।
পুলিনে পুলিনে, গড়াগড়ি দিব, করি কৃষ্ণ কোলাহল ॥ ২
ধামবাসী জনে, প্রণতি করিয়া, মাগিব কৃপার লেশ।
বৈষ্ণব চরণ, রেণু গায় মাখি, ধরি অবধূত বেশ ॥ ৩
গৌড় ব্রজজনে, ভেদ না দেখিব, হইব বরজবাসী।
ধামের স্বরূপ, স্ফুরিবে নয়নে, হইব রাধার দাসী ॥ ৪

[২]

দেখিতে দেখিতে, ভুলিব বা কবে, নিজ স্থূল পরিচয়।
নয়নে হেরিব, ব্রজপুর শোভা, নিত্য চিদানন্দময় ॥১
বৃষভানুপুরে, জনম লইব, যাবটে বিবাহ হবে।
ব্রজগোপী ভাব, হইবে স্বভাব, আন ভাব না রহিবে ॥২
নিজ সিদ্ধ দেহ, নিজ সিদ্ধ নাম, নিজরূপ স্ববসন।
রাধাকৃপা বলে, লভিব বা কবে, কৃষ্ণ প্রেম প্রকরণ ॥৩
যামুন সলিল, আহরণে গিয়া, বুঝিব যুগল রস।
প্রেমে মুগ্ধ হয়ে, পাগলিনী প্রায়, গাইব রাধার যশ ॥৪

[৩]

হেন কালে কবে, বিলাস মঞ্জরী, অনঙ্গ মঞ্জরী আর।
আমারে হেরিয়া, অতি কৃপাকরি, বলিবে বচন সার ॥১
এস এস সখি, শ্রীললিতাগণে, গণিব তোমারে আজ।
গৃহকথা ছাড়ি, রাধাকৃষ্ণ ভজ, ত্যজিয়া ধরম লাজ ॥২
সে মধুর বাণী, শুনিয়া এজন, সেদুঁহার শ্রীচরণে।
আশ্রয় লইবে, দুঁহে কৃপা করি, লইবে ললিতা স্থানে ॥ ৩
ললিতা সুন্দরী, সদয় হইয়া, করিবে আমারে দাসী।
স্বকুঞ্জ কুটীরে, দিবেন বসতি, জানি সেবা অভিলাষী ॥ ৪

[৪]

পাল্য দাসী করি, ললিতা সুন্দরী, আমারে লইয়া কবে।
শ্রীরাধিকাপদে, কালে মিলাইবে, আজ্ঞাসেবা সমর্পিবে ॥ ১
শ্রীরূপ মঞ্জরী, সঙ্গে যাব কবে, রস সেবা শিক্ষাতরে।
তদনুগা হয়ে, রাধাকুণ্ড তটে, রহিব হর্ষিতান্তরে ॥২
শ্রীবিশাখা পদে, সংগীত শিখিব, কৃষ্ণলীলা রসময়।
শ্রীরতি মঞ্জরী, শ্রীরাস মঞ্জরী, হইবে সবে সদয় ॥৩
পরম আনন্দে, সকলে মিলিয়া, রাধিকা চরণে রব।
এই পরাকাষ্ঠা, সিদ্ধি কবে হবে, পাব রাধা পদাসব ॥৪

[৫]

চিন্তামণিময়, রাধাকুণ্ড তট, তাহে কুঞ্জ শত শত।
প্রবাল বিদ্রুম, ময় তরুলতা, মুক্তা ফলে অবনত ॥ ১
স্বানন্দ সুখদ, কুঞ্জ মনোহর, তাহাতে কুটির শোভে।
বসিয়া তথায়, গাব কৃষ্ণনাম, কবে কৃষ্ণদাস্য লোভে ॥২

এমন সময়, মুরলীর গান, পশিবে এ দাসী কানে।
আনন্দে মাতিব, সকল ভুলিব, শ্রীকৃষ্ণ বংশীর গানে ॥৩
রাধে রাধে বলি, মুরলী ডাকিবে, মদীয় ঈশ্বরী নাম।
শুনিয়া চমকি, উঠিবে এ দাসী, কেমন করিবে প্রাণ ॥৪

[৬]

নির্জ্জন কুটীরে, শ্রীরাধা চরণ, শরণে থাকিব রত,
শ্রীরূপ মঞ্জরী, ধীরে ধীরে আসি, কহিবে আমায় কত ॥ ১
বলিবে ও সখি, কি কর বসিয়া, দেখহ বাহিরে আসি।
যুগল মিলন, শোভা নিরুপম, হইবে চরণ দাসী ॥২
স্বারসিকী সিদ্ধি, ব্রজগোপীধন, পরম চঞ্চলা সতী।
যোগীর ধেয়ান, নির্ব্বিশেষ জ্ঞান, না পায় এখানে স্থিতি ॥৩
সাক্ষাৎ দর্শন, মধ্যাহ্ন লীলায়, রাধাপদ সেবার্থিনী।
যখন যে সেবা, করহ যতনে, শ্রীরাধাচরণে ধনি ॥৪

[৭]

শ্রীরূপ মঞ্জরী কবে মধুর বচনে।
রাধাকুণ্ড মহিমা বর্ণিবে সংগোপনে ॥১
এ চৌদ্দ ভুবনোপরি বৈকুণ্ঠ নিলয়।
তদপেক্ষা মথুরা পরম শ্রেষ্ঠ হয় ॥ ২
মাথুর মণ্ডলে রাসলীলা স্থান যথা।
বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ অতি শুন মম কথা ॥৩
কৃষ্ণলীলা স্থল গোবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠতর।
রাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠতম সর্ব্বশক্তিধর ॥৪
রাধাকুণ্ড মহিমা ত করিয়া শ্রবণ।
লালাইত হয়ে আমি পড়িব তখন ॥ ৫

সখীর চরণে কবে করিব আকুতি।
সখী কৃপা করি দিবে স্বারসিকী স্থিতি ॥৬

[৮]

বরণে তড়িৎ, বাস তারাবলী, কমলমঞ্জরী নাম।
সাড়ে বার বর্ষ, বয়স সতত, স্বানন্দ সুখদ ধাম ॥ ১
শ্রীকর্পূর সেবা, ললিতার গণ, রাধা যূথেশ্বরী হন।
মমেশ্বরী নাথ, শ্রীনন্দ নন্দন, আমার পরাণ ধন ॥ ২
শ্রীরূপ মঞ্জরী, প্রভৃতির সম, যুগল সেবায় আশ।
অবশ্য সেরূপ, সেবা পাব আমি, পরাকাষ্ঠা সুবিশ্বাস ॥৩
কবে বা এ দাসী, সংসিদ্ধি লভিবে, রাধাকুণ্ডে বাস করি।
রাধাকৃষ্ণ সেবা, সতত করিবে, পূর্ব্ব স্মৃতি পরিহরি ॥৪

[৯]

বৃষভানুসুতা, চরণ সেবনে, হইব যে পাল্যদাসী।
শ্রীরাধার সুখ, সতত সাধনে, রহিব আমি প্রয়াসী ॥১
শ্রীরাধার সুখে, কৃষ্ণের যে সুখ, জানিব মনেতে আমি।
রাধাপদ ছাড়ি, শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গমে, কভু না হইব কামী ॥২
সখীগণ মম, পরম সুহৃৎ, যুগল প্রেমের গুরু।
তদনুগ হয়ে, সেবিব রাধার, চরণ কলপতরু ॥৩
রাধা পক্ষ ছাড়ি, যে জন সে জন, যে ভাবে সে ভাবে থাকে।
আমিত রাধিকা, পক্ষপাতি সদা, কভু নাহি হেরি তাঁকে ॥ ৪

[১০]

শ্রীকৃষ্ণ বিরহে, রাধিকার দশা, আমিত সহিতে নারি।
যুগল মিলন, সুখের কারণ, জীবন ছাড়িতে পারি ॥১

রাধার চরণ, ত্যজিয়া আমার, ক্ষণেকে প্রলয় হয়।
রাধিকার তরে, শতবার মরি, সে দুঃখ আমার সয় ॥২
এ হেন রাধার, চরণ যুগলে, পরিচর্য্যা পাব কবে।
হা হা ব্রজজন, মোরে দয়া করি, কবে ব্রজবনে লবে ॥৩
বিলাস মঞ্জরী, অনঙ্গ মঞ্জরী, শ্রীরূপ মঞ্জরী আর।
আমাকে তুলিয়া, লহ নিজপদে, দেহ মোরে সিদ্ধি সার ॥৪

দৌলতপুরে প্রপন্নাশ্রম।

পরম দয়াল শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় গত কার্ত্তিক মাসে দৌলতপুরে শ্রীশ্রীমদ্রূপানুগ শুদ্ধ বৈষ্ণব শ্রীল বনমালি দাস অধিকারী ভক্তানন্দ মহোদয়ের ভবনে ব্রজলোকগত পরমহংস সচ্চিদানন্দ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গোস্বামী মহোদয়ের একটী আসন স্থাপিত হইয়া ঐ আশ্রমের নাম প্রপন্নাশ্রম হইয়াছে।

এই আশ্রমে শ্রীশ্রীমদ্রূপানুগ বৈষ্ণববৃন্দ' সঙ্কলিত যাবতীয় শ্রীগ্রন্থাদি সংগৃহীত রহিয়াছেন। প্রতি শুক্রবারে আশ্রমে শুদ্ধ বৈষ্ণবের সম্মেলন হইয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত জৈবধর্ম্ম পাঠান্তে শ্রীনাম কীর্ত্তন হইয়া থাকেন। পরম ভাগবত সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য শ্রীমদ্ বিষ্ণুদাস অধিকারী মহোদয় সুললিত ভাষায় শ্রীগ্রন্থাদির শুদ্ধ ও যথার্থ ভক্তি অনুকূল ব্যাখ্যা করিয়া অবশেষে মনোমুগ্ধকর কীর্ত্তনে সমাগত ভক্তবৃন্দকে কৃতার্থ করেন, শুদ্ধ রূপানুগ হরিকথা আলোচনা ব্যতীত অন্য আলোচনা বা অযোগ্য পাত্রের শ্রবণোদ্দেশে লীলা কীর্ত্তন গান আশ্রমে হন না। অথবা শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থাদি পাঠকালে কেহও শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদির বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া উৎপাতের কারণ,

উৎকট হরিভক্তির লক্ষণ, বাহ্য ভাবাদি ও ক্রন্দনাদির দৃশ্য দেখান না। মধ্যে মধ্যে পরদিবস অরুণোদয় কীর্ত্তনান্তে সমাগত ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—

বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা।
অপরাধ শূন্য হয়ে লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ॥
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি অনাচার।
জীবে দয়া কৃষ্ণনাম সর্ব্বধর্ম্মসার॥

লোক সমাজে প্রচার করিবার জন্য পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে উচ্চকীর্ত্তন করিতে করিতে পরিক্রমা করেন এবং গৃহস্থের বাড়ীতে দ্বারে দ্বারে উক্ত শিক্ষা বলিয়া আসেন।

আমরা পতিত জীব। সংসারে ত্রিতাপ প্রপীড়িত হইয়া কপট গৌরগত প্রাণাভিমানে ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়াছি, এখন আমাদের প্রকৃত সৎশিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। বৈষ্ণব পথাবলম্বী মহাজনপদাসীনাভিমানী অনেক মহোদয় দিগের চরিত্রানুসন্ধানে দেখা যাইতেছে যে তাঁহারা জড়ীয় স্বার্থানুসন্ধানে ব্যস্ত। প্রতিষ্ঠা, কনক কামিনীই তাঁহাদের শ্রীহরি নামের বিনিময়ে উদ্দেশ্য। এতাদৃশ মিছা ভক্ত দ্বারা আমাদের ন্যায় পতিত জীবের উদ্ধার অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা বৎ। সুতরাং সৎশিক্ষা পাইতে হইলে সদ্‌গুরুর একান্ত আবশ্যক। তাহাই বর্ত্তমান কালে সুদুর্ল্লভ। এমন কি কোটিতে একটী আছেন কিনা সন্দেহ। আমি একটী নগণ্য জীব। লোক সমাজে বিখ্যাত বৈষ্ণবাভিমানী অনেক মহোদয়ের সঙ্গ করিয়া এই জ্ঞান লাভ করিয়াছি যে তাঁহারাই আপনাদিগকে শুদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিয়া বহু শিষ্য প্রতিষ্ঠা ও কনক কামিনী সংগ্রহে ব্যস্ত। কিন্তু বৎসরাবধি কাল বিশেষ অনুসন্ধানে বুঝিয়াছি যে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর

অপ্রকটের পর হইতে ক্রমশই শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত শিক্ষা বৈষ্ণবাভিমানী সমাজে লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিতেছিলেন। শ্রীগৌর-নিজজন শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম জগতে প্রচার করিবার জন্য নিজে আদর্শ হইয়া যথাযথ আচরণ করিয়া ও ছয় গোস্বামীর অনুসরণে শ্রীগ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। আমি নিতান্ত দুর্ভাগা তাই গোস্বামী ঠাকুর মহোদয়ের প্রকট কালে তদীয় শ্রীচরণ দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছি। কিন্তু কি জানি কি সুকৃতিফলে তৎ প্রণীত গ্রন্থাদি পাঠে বড়ই আনন্দ পাইতেছি ও তাঁহার অভাব মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। তাঁহার আচরণে ও শিক্ষায় বুঝিয়াছি বৈষ্ণব ঠাকুরই প্রকৃত স্বার্থহীন আর যাঁহারা বৈষ্ণবাভিমানী স্বার্থপর তাঁহারাই কলির জীব। প্রকৃত সৎশিক্ষা প্রদানমানসে বোধ হয় ঠাকুর এই প্রপন্নাশ্রমে বসিয়া আমাদিগকে বুঝাইতেছেন যে নিত্য কৃষ্ণ দাস্য লাভ করিতে হইলে জড়ীয় স্বার্থ ও প্রাকৃত সঙ্গ লালসা ত্যাগ করিয়া ভগবানে ষড়্‌বিধ শরণাগতিতে প্রপন্ন হও।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ কিঙ্কর শ্রীল বনমালি দাস অধিকারী ভক্তানন্দ মহোদয়, ঠাকুরের পদানুসরণে কায়মনোবাক্যে স্বার্থহীন হইয়া মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রকৃত শিক্ষা প্রচার করিয়া আমাদিগের ন্যায় পতিত জীবকে মিছাভক্তাভিমানী, শঠ, প্রবঞ্চক, সমাজকণ্টকদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। দেখিতেছি, মহাপ্রভুর প্রকৃত শিক্ষা প্রচার, আশ্রমে যোগদানকারী ভক্তমাত্রেরই প্রাণের ইচ্ছা।

ভক্তানন্দ মহোদয়ের জন্য আমরা ধন্য। কারণ মহাপ্রভুর শিক্ষা যে কত উদার ও স্বার্থহীন তাহা তাঁহারই কৃপায় তদীয় আশ্রমে যোগদানে বুঝিতেছি। পতিতপাবন মহাপ্রভুর নিকট আমার প্রার্থনা যেন কখন

২

ও মিছাভক্তের স্বার্থের কবলে পতিত হইয়া চক্ষু রোগ নিরাময় করিতে গিয়া অন্ধ হইয়া না পড়ি। জন্মে জন্মে যেন রূপানুগ বৈষ্ণব ঠাকুরের দাসানুদাস হইতে পারি।

রূপানুগ বৈষ্ণব কৃপাভিখারী
দাস নয়নাভিরাম
খুলনা।

বিরহ ও স্ফুর্ত্তি।

কহ সখি, কোথা গেল মানস মোহন ?
গোকুলে উঠিছে হায়! শোকের লহরী
যার তরে, আসিবে কি আর সে রতন ?
ব্রজের জীবন মরি! রাধানাথ হরি।
ব্রজভূমে আর কি লো বাজিবে সে বাঁশী ?
তপনতনয়া আহা! উজান বাহিনী
যার স্বরে,—নাহি মানি কুলের কাহিনী
গোপনারী অবহেলে পরে প্রেমফাঁসি!
বিবশা বিহ্বলা আমি, এবে স্বপ্নসম
হায় সখি, কত কথা জাগে পোড়া মনে,
গিরিধরা, গোচারণ, কভু গোপাঙ্গনা-
মনো ননী চুরি, কভু পায়ে ধরা মম ;
কভু বলা "নাহি যাব ত্যজি বৃন্দাবনে,"
কোথা এবে প্রাণসখা তাই ভাবি মনে।

বিচ্ছেদ বেদনা মম ভুলিয়াছি সব, সখি,
নাহি মনে আর
হৃদি বৃন্দাবনে সদা, শোভিছে সে শ্যামরূপ,
অনন্ত অপার।
বৃন্দাবনে বনে বনে ঘুরি ফিরি নিজ মনে
যে দিকেতে চাই
সুশোভিত পূর্ণভাবে আমার ভাবের নিধি,
সদা দেখি তাই।
কালিন্দীর কাল জলে কালরূপে ধারা চলে
তুলি কল তান,
ভাবি সে শ্যামের বাঁশী স্বভাব যমুনা মম
সতত উজান।
হেরি যদি নিধুবনে তমাল পিয়াল পানে
শ্যামরূপ ময়
হৃদ্‌কুঞ্জে রাজে সখি, শান্তি ভরা কল্পতরু
নিত্য রসময়।
চাহিলে আকাশ পানে কি যে ভাব জাগে প্রাণে,
কহিব কি আর
হৃদয় আকাশে ফুটে নবঘন শ্যামরূপ
অনন্ত অপার।
তাহারি ভাবের কথা স্বভাব অতীত সখি,
বলা অতি ভার
ভাবিলে কে পায় পার? না ভাবিলে কোথা পার?
কি বলিব আর?

যদি নাহি ভাবি মনে তবু সদা জাগে মনে,
একি চমৎ কার ?
হৃদ্ বৃন্দাবন ছাড়ি নাহি যান বংশীধারী
এই কথা সার।
দীন শ্রীযতীন্দ্র নাথ সামন্ত ।

মহাভাব।

অপূর্ব্ব স্বভাব ! মহীসিন্ধু ব্যোম হাসে,
গুপ্ত রূপরাশি, স্থিরদীপ্ত আজি মরি ! ভুবন বিকাশি,
দাবাদি অনল রূপ, প্রেমে ঢাকি শ্যামরূপ, হাহুতাশ ভাব ;
স্তব্ধবিশ্ব মুগ্ধ নেত্রে দেখে নব রূপক্ষেত্রে
রহস্যের ভাব, একি মহাভাব !
উদার স্বভাব ! উথলিছে রসসিন্ধু,
প্রেমে ভরা তান প্রবাহিণী হৃদিভরি বহিছে উজান !
পুলকে পূরিত অঙ্গ 'গভীর প্রণয়রঙ্গ নব হাব ভাব ?
সরসে বিশুষ্ক মরু জীয়ে উঠে মরু তরু
সঞ্জীবনী ভাব, একি মহাভাব !
মধুর স্বভাব ! মধুরে অমিয় বাঁশী
রন্ধ্র ভেদে তান ভাব রাশি একাধারে পূর্ণ সমাধান
বিরাট প্রকৃতি মেলা ! আত্মভাবে বেঁধেফেলা অপরূপ ভাব !
গভীর গোপন তত্ত্ব, বুঝাতে আবার সত্য
প্রকৃতির ভাব, একি মহাভাব !

শ্রীযতীন্দ্র নাথ সামন্ত
সাং পুটসুরী, (বর্দ্ধমান)

ঠাকুরের শেষ দর্শন।

পরমকরুণাবতার শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেরণায় আমার এই প্রবন্ধের অবতারণা। ইহাতে কল্পিত এক বাক্য ও নাই। সহৃদয় শ্রীগৌর-ভক্তগণের শ্রীচরণে অসংখ্য দণ্ডবৎ প্রণতি পুরঃসর আমি সত্য ঘটনা লিখিব। বঙ্গাব্দা ১৩২১ সালের ২০ শে বৈশাখ তারিখে আমাদিগের পরমারাধ্য প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার কলিকাতাস্থ ভক্তিভবন হইতে শ্রীনবদ্বীপ গোদ্রুমদ্বীপে তদীয় শ্রীস্বানন্দ সুখদকুঞ্জে আসিয়াছিলেন। তৎকালে আমরা শ্রীমায়াপুরে বাস করিতেছিলাম। প্রভুর আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া পরদিবস ২১শে বৈশাখ তারিখে তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনার্থ স্বানন্দ সুখদকুঞ্জে গমন করি। তাঁহার শ্রীচরণ প্রান্তে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শয়ন করিয়া আছেন। শব্দ পাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে"? আমরা নিজ পরিচয় দিলে প্রভু উঠিয়া শয্যার উপর উপবেশন করিলেন এবং হর্ষোৎফুল্লচিত্তে আমাকে বলিলেন "যে শ্লোকটী শুনিয়া শ্রীহরিদাস ঠাকুর আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন শ্রীরূপের সেই শ্লোকটী বল"। প্রভুর আদেশে আমি শ্রীরূপগোস্বামী কৃত"

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং॥
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥

এই শ্লোকটী কীর্ত্তন করিলাম। শ্লোকশ্রবণে প্রভু আনন্দ সহকারে কহিলেন "নিরপরাধে শ্রীনাম গ্রহণের ফলই এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। পাপ বিমোচন, ব্যাধি বিনাশন এবং শমন জয়াদি নামের আভাসেই সম্পন্ন হয়। শুদ্ধ কৃষ্ণ নামের ফল একমাত্র কৃষ্ণ-প্রেমোদয়।

বার্দ্ধক্য হেতু এবং শারীরিক অপটুতা নিবন্ধন তিনি চলিতে পারিতেন না। এই সময়ে তিনি বহির্ম্মুখ সঙ্গ না হওয়ায় নির্জ্জনে নিরন্তর কৃষ্ণরসাস্বাদনে মগ্ন থাকিতেন। তিনি আমাদিগকে বলিতেন আমার শরীরের জন্য অনেককে বিরক্ত করিতে হয়। আমি এখন হইতে আর কাহাকে ও বিরক্ত করিব না। কেবল "অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ। কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত ধূলীসদৃশং বিচিন্তয়" ॥ এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিব। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ এই শ্লোক উচ্চারণে অপ্রকট হইয়াছিলেন। শ্রীমৎপ্রভুপাদ ও সেইরূপ "অয়িনন্দতনুজ" বলিয়া অপ্রকট হইয়াছিলেন। তিনি যে শ্রীনামকীর্ত্তন ও বৈষ্ণব সদাচার পালন করিয়াছেন বর্ত্তমানে সেরূপ আর দেখিতে পাই না। তিনি উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃকুল ও মাতৃকুল এই উভয়কুলই সম্পত্তিশালী ছিলেন। তিনি স্বয়ং, উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তথাপি তিনি এই সমস্ত পার্থিব সম্পদ্ এবং সম্মান অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। তিনি "তৃণাদপি সুনীচ" শ্লোকের ধর্ম্ম বর্ণে বর্ণে পালন পূর্ব্বক হরি ভজন করিয়া জগতে আদর্শ পুরুষ হইয়াছেন। তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ২০ বিংশ বৎসর ভগবদ্ভজন ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য করিতেন না। আমরা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি তিনি রাত্র ১০ ঘটিকা হইতে রাত্র ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীনাম কীর্ত্তন ও শ্রীরাধাগোবিন্দের অন্তরঙ্গ ভজন করিতেন। প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতাদি বৈষ্ণব গ্রন্থ আলোচনা করিতেন। তিনি বৈদিক, পৌরাণিক এবং গোস্বামী গ্রন্থ সমূহ মন্থন পূর্ব্ব যে সমস্ত গ্রন্থ-রত্ন প্রকাশ করিয়া জগৎকে প্রদান করিয়াছেন সেই সমস্ত গ্রন্থরাজী পরমার্থমার্গের পথিকগণের জীবন ও সহায় স্বরূপ হইয়া তাহাদিগের

বাস্তব কল্যাণ সাধন করিতেছেন এবং অনন্ত কাল করিবেন। ঠাকুরের অলৌকিক ভজনরীতি আমার ন্যায় দীন ও ক্ষুদ্র জীব কি বর্ণনা করিবে। এতদ্ব্যতীত ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পরমার্থজগতের আর একটী কার্য্য করিয়াছেন যে কার্য্য শ্রীভগবান্ কেবল তাঁহার পার্ষদ ভক্তগণের দ্বারা সম্পন্ন করাইয়া থাকেন। পতিতপাবনাবতার শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার শ্রীবৃন্দাবনধামের লুপ্ত তীর্থ সকল শ্রীমৎ সনাতন ও শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামী প্রভুগণের দ্বারা উদ্ধার করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রকটকালের বহুবৎসর পরে তদীয় শ্রীনবদ্বীপধামের তীর্থ সকল লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। পরম দয়াল মহাপ্রভু জীবের কল্যাণ নিমিত্ত সেই সকল তীর্থ পুনঃপ্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলে তদীয় পার্ষদ শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দ্বারা সেই কার্য্য সম্পাদন করাইয়াছেন। প্রভুপাদ প্রাচীন শাস্ত্র, রাজকীয় কাগজাদি দৃষ্টি করিয়া এবং স্বীয় সিদ্ধ অনুভবের দ্বারা শ্রীমায়াপুর ধাম এবং সেই ধামের মধ্যবর্ত্তী মহাযোগপীঠ শ্রীজগন্নাথমিশ্রের গৃহ এবং শ্রীগোদ্রুম প্রভৃতি গৌরসুন্দরের লীলাস্থলী পুনঃ প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই জানেন শ্রীঅন্তর্দ্বীপ ও চতুর্দ্দিকে শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ প্রভৃতি আর আটটী দ্বীপ এই নয়টী দ্বীপ যে ষোল ক্রোশ পরিমিত ভূমিখণ্ড ব্যাপিয়া রহিয়াছেন তাহার নাম শ্রীনবদ্বীপধাম। ইহা চিরকাল প্রসিদ্ধ আছে এবং ভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন "যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥" অতএব ভগবদ্ভক্তগণ এখন শ্রীমায়াপুর প্রভৃতি শ্রীগৌরধাম দর্শন এবং সেই ধামে বাস করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেছেন। শ্রীমায়াপুরের যে স্থানে এখন ভগবদ্গৃহ ও শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছেন সেই স্থানে এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী, শ্রীচৈতন্য দাস বাবাজী এবং শ্রীগৌরকিশোর

দাস বাবাজী প্রভৃতি পরমহংস মহাত্মাগণ সময়ে সময়ে আসিয়া ভজন করিতেন এবং ঐ স্থানেই যে শ্রীভগবান গৌরসুন্দর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীচাঁদ কাজির সমাধি এবং বল্লালপ্রাসাদের ভগ্নস্তুপ ইহার প্রমাণ স্বরূপ অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। অতএব নিরপেক্ষ ভক্তগণের শ্রীধামবিষয়ে কোন সন্দেহ হয় না। তবে "উলুকে না দেখে যেন স্বর্য্যের কিরণ" তদ্রূপ শ্রীভগবদ্ধাম সকল প্রাকৃতবিষয়রসে মগ্ন অভক্তগণের চক্ষুর অগোচর চিরকালই থাকিবে। স্বপ্রকাশ সত্য বস্তু নিত্যকালই বর্ত্তমান থাকিবেন। প্রাকৃত স্বার্থ প্রণোদিত ব্যক্তিগণের ভগবদ্ধাম ত্যাগ করিয়া অন্যত্র প্রীতি হয় ইহা স্বাভাবিক। তাঁহারা শত চেষ্টা করিয়া ও স্বপ্রকাশ বস্তু আচ্ছাদন করিতে পারিবেন না।

শ্রীমতী বিদ্যুল্লতা বনগ্রাম।

ভাড়াটীয়া ভক্ত নহে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২৪৪ পৃষ্ঠার)

ভাড়াটীয়া ভক্ত নিজ নিজ ভাড়াটিয়া শরীরের ভাড়া আদায় করিয়া লইতেছেন। আদায়ী ভাড়াগুলি নিজ প্রতিষ্ঠা, নিজ কনকার্জ্জন, নিজ কামিনী তর্পণ প্রভৃতি কার্য্যে লাগাইয়া দিয়া গৌরভক্তি লাভ করিতেছেন মনে করেন। কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ সর্ব্বদাই এরূপ ভাড়া দেওয়া নেওয়া কার্য্য হইতে বিরত থাকেন। ভাড়া দেওয়া নেওয়ার অভিনয় করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হন না। শ্রীগৌরসুন্দরের

আদেশানুযায়ী "অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে" এইটী সুন্দর-রূপে সর্ব্বদা আলোচ্য বিষয় করিয়া রাখেন, ভাড়াটিয়া ভক্ত নিমন্ত্রণ করিলে বা অনেক পাওয়া গেলেও তদ্দারা বৈষ্ণবসেবা হয় না। ভক্তির অনুষ্ঠান জন্য ভাড়ার রকমারি অনেক প্রকারে আদায় হইলেও তদ্দারা প্রকৃত হরিসেবা হয় না। ভাড়াটিয়ার দ্বারা কৃষ্ণসেবা হয় না, ভাড়াবুদ্ধিতেও গৌরভক্তি হয় না। ভাড়া দিলে শ্রীধামে যাওয়া যায় না, ভাড়া আদায় করিলেও শ্রীধাম-বাসী হওয়া হয় না। নিজের সেবা প্রবৃত্তি না হইলে পরদ্বারা হরিসেবা হয় না। ধনশিষ্যাদি দ্বারা ভক্তি হয় না। ভাড়াটিয়া গায়ক হরিনাম করিতে পারেন না, ভাড়াটিয়া বাদক হরিকীর্ত্তনে বাজাইতে পারেন না। ভাড়াটিয়া শ্রোতা হরিকীর্ত্তন শুনিতে পান না, ভাড়াটিয়া বক্তা হরিকীর্ত্তন গাইতে পারেন না। ভাড়াটিয়া শিষ্য ভাড়াটিয়া গুরু উভয়েই নিজত্বে স্থাপিত নহেন বলিয়া তাঁহাদের গৌর ভক্তির অভাব হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গকে নিজের জানিলেই উহা ভাড়া দিবার জন্য নহে বুঝিতে পারা যায়। তর্ক বিতর্ক ভাড়া দেওয়া যায়। মিছাভজন ভাড়া দেওয়া যায় কিন্তু ভক্তের নিজ ভজন ভাড়া দেওয়া

যায় না। মানুষ নিজ বাড়ী, নিজ বাহন প্রভৃতি ভাড়া দেয় না। নিজের না থাকিলেই ভাড়া লইতে হয়। ভাড়ার জিনিসকে নিজের সত্ব বলিয়া প্রচার করিলে কপটতা হয়। তজ্জন্য ভাড়াটিয়া ভক্ত নহেন। ভক্তি নিজের নিত্য বৃত্তি। কৃত্রিম বৃত্তি নহে। অন্যাভিলাষ যুক্ত হইলে গৌরের অনুকূল অনুশীলন হয় না। অচিৎ ভোগপর ফললাভাকাঙ্ক্ষার আবরণ থাকিলে গৌরের অনুকূল অনুশীলন হয় না, নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ আবরণে গৌরের অনুশীলন হয় না। অন্যাভিলাষ, কর্ম্মাবরণ ও জ্ঞানাবরণ ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া চলে ভক্তি ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া চলেনা। যাহারা ভক্তি ভাড়া লয় বা দেয় তাহারা ভক্ত নহে।

নাগরী সন্দেশ।

একদিন এক ব্রজের নাগরী দেখিলেন পথে যেতে।
আসিছে কয়েক গৌরাঙ্গ নাগরী কুলিয়া নগর হতে॥
ব্রজের নাগরী বলিলেন সই ভাল সে হইল বড়
আজি আমাদের দুই নাগরীতে সম্বন্ধ হইবে দঢ়
ইহা বলি বলে ব্রজের নাগরী কুলিয়া নাগরী সখি!
কাহারা তোমরা? তোমাদের কিছু পরিচয় নাহি দেখি,

কিছু দিন হতে নাম শুনিতেছি আগেত শুনিনি কভু
যাই হক্ সখি সই বলিবারে বিরত না হব তবু
আমাদের কালা আমাদের লয়ে যমুনা পুলিনে নিতি
করে অভিনব রাস রস ক্রীড়া তোমাদের কোন রীতি ?
কুলিয়া নাগরী বলিলেন সই আমাদেরো সহ গোরা
কৃষ্ণেরই মত করে রাসলীলা গোরার নাগরী মোরা
ব্রজাঙ্গনা কন আমাদের কালা, বাঁশরী বাজায় ঘাটে।
বাঁশী রব শুনে সব ফেলি মোরা তার পানে যাই ছুটে
কদম্ব শাখায় আরোহণ করি রাধা বোলে সাধে বাঁশী
সেই সুরে যত ব্রজনারী গলে লাগে প্রেম ফাঁসী
কুলিয়া নাগরী! তোমাদের সহ প্রেম চিন্তামণি গোরা
কিরূপে করেন রাসরঙ্গ বল শুনি কান ভ'রে মোরা
ব্রজনাগরীর কথা শুনি রহে চুপকরে কু'লে নারী
মনে মনে কয় হায় বুঝি যায় ভেঙ্গে চুরে ভারি ভুরি,
ব্রজাঙ্গনা কন তোমাদের লয়ে পরিচয় করি কিছু
আর যত কথা ক্রমশঃ হইবে সকলি শুনিব পিছু
আগে বল সই কোন জাতি নারী শ্রীগোরাচাঁদের তোরা
কোন সূত্র মতে নাগরভাবেতে ভাবহ তোমরা গোরা ?
কুলিয়া নাগরী চকিতের মত দেখিল আঁধার চ'খে।
বলিতে লাগিল তিনিত কৃষ্ণ! নাগরের ভাব তাঁকে
কিসে অসম্ভব সকলি তাঁহাতে সম্ভব সকল কালে
একমাত্র শুধু অসম্ভব হবে নাগরালি কোন ছলে ?
তাইতে আমরা গোরা কেও সই নাগর বলিয়া ভজি।
ব্রজাঙ্গনা কন ভজ বটে শুধু অপথে যেতেছ মজি।

শুদ্ধ ভজন হয় নাকো তাহা বিকৃত ভজন কর।
কথা শুন সই ঐরূপ যত নব মত পরিহর॥
গোরা ও কৃষ্ণেতে ভেদাভেদ নাহি একথা সতত মানি,
নাগর বুদ্ধিতে গোরাকে আমরা ভাবিতে কভুনা জানি
নদীয়ায় প্রভু নাগরালি হেতু কভু নাহি আসিয়াছে
তাঁর ইচ্ছা রোধি' অন্যভাবে গেলে সর্ব্বাপদ তাহে আছে
তিনি কৃষ্ণ বটে, ইচ্ছাময় তিনি যদি ইচ্ছা হত তাঁর
হ'ত কি কখনো নাগর সাজিয়া নদীয়া আসিতে ভার?
কলিযুগে প্রভু জীবত্রাণ লাগি ধরিয়া সন্ন্যাসী কায়া
অবতীর্ণ হ'য়ে দেখাইলা যত সন্ন্যাসী উচিত ক্রিয়া।
বিষয় হইয়া আশ্রয় জাতীয় ভাব অঙ্গীকার করি
দয়ানিধি গোরা অহেতু কৃপায় আসিলেন মায়াপুরী।
এইস্থলে তাঁরে নাগর করিয়া সাজাতে যাইলে সখী,
কিরূপ বিকৃত হয়ে যাবে ভাব কিছু, বুঝে দেখ দেখি॥
তথাপি তোমরা কোন ভাব ধরি, গোরাকে নাগর কর,
বল বল সই কোন ভাব ক্রমে গৌরাঙ্গ নাগর বর?
শুধাতেছি আজ সব মন কথা সই হও তুমি বলে,
কোন জাতি নারী তোমরা বলিতে হবে সই মন খুলে।

এই ভাবে ব্রজাঙ্গনা, যত কন বারাঙ্গণা সম নদে নাগরীরা, নানা বাজে কথা দ্বারা,
আসল কথার নাহি সদুত্তর দিতেছে।
অবান্তর কথা আনি, ঢাকে প্রশ্ন কথা গুলি, একে কহে আর ভাবে, সদুত্তর কোথা পাবে,
থাকিলেত কহিবেক ঝুঠা কথা কহিছে॥

বারেবারে বলে কেন, গৌরাঙ্গনাগর হেন, স্তব দ্বারা শ্রীগোরাকে, অর্চ্চিলে কি দোষে তাঁকে
দোষীকরা হয় কিছু বুঝিবারে পারিনে,
তোমাদের কথা গুলি আমাদের মতে মিলি, একমত হয় নাকো এক ক্ষেতে হয়ে থাকো,
তোমাদের কথা ধার মোরা কভু ধারিনে।
এতেক শুনিয়া তবে, ব্রজাঙ্গনা মিষ্ট ভাবে, কহেন শুনহ সই, যাহা কিছু আমি কই,
রেগোনা হঠাৎ শুধু মন দিয়ে শুনলো
তোমরা করেছ মনে, সব নেছি জেনে শুনে, মহাপ্রভু অনুগত, দাসীদল আছে যত,
তাহারা পাগল আর মোরা বড় জ্ঞানিলো
মহাপ্রভু চরণের, যারা ভৃঙ্গ তাঁহাদের, গ্রন্থ মাঝে কোন কালে গৌরাঙ্গ নাগর বলে,
এত টুকু পরিচয় কভু নাহি দেখেছি
অত্যন্ত নূতন কথা, এপ্রচার শুধু বৃথা, কেন মিথ্যা প্রচারিতে যত্ন পাও এত মতে,
ভঙ্গ দাও এই হতে কোলে টেনে নিতেছি,
গৌরাঙ্গ নাগরী কয়, ইহাতেই রাগ হয়, গোরাকে নাগর ভাবে ভাবিলে কি জাত যাবে ?
কি সন্ধি তোমার মনে নাহি পারি বুঝিতে
সুনাগর গোরা হন আমরা নাগরী জন, কোন জাতি নারী তাঁর ধারিলে সে সব ধার,
আমাদের পরিচয় আছে মেলা পুঁথিতে
ব্রজাঙ্গনা কহে বেশ প্রামাণ্য পুঁথিতে লেশ, পরিচয় মিলেনাত, নিজ নিজ মনোমত,
পুঁথি গড়ি তার মাঝে পরিচয় লিখিলে,
এমন পাগল কেবা কেই বা এমন বোবা, সেই সব কথা শুনে, চুপ করে রবে মনে
এমন কারেও নাহি দেখিতেছি নিখিলে
গৌরাঙ্গ নাগরী শুনি কহে মোরা বেশ জানি তোমাদের চেয়ে ঢের, পুঁজি আছে আমাদের,
তোমাদের মোরা আর সই নাহি বলিব

তোমা সহ আমাদের নাহিক সম্বন্ধ ফের, কেন মিছে সই বল ওগুলি চাতুরি ছল
তোমাদের কথা আর কানে নাহি তুলিব

তোমরা কেহই নও, সব কথা বাজে কও, আমরা সরল জানি, বিচার নাহিক মানি
যাহা ভাল মনে হয় তাই মোরা আচরি

তোমাদের কথা নিয়ে তোমরা সে থাক গিয়ে আমাদের বাধা দিলে পাবে নাকো শুভ ফলে
কেবলি বিরক্ত হবে বলিলাম ফুকারি

তোমরা বা সই কিসে তোমাদের সহ মিশে এক আছি আর হব রূপানুগ হয়ে যাব,
গৌরাঙ্গ নাগরী বাদ প্রচারিবে কাহারা

মোরা থাকি এক কোণে, কোন রূপে টেনে টুনে এক এক নব নব মত বাদ প্রচারিব.
শুনিবে সে সব কথা আমাদের যাহারা !

হেঁসে ব্রজাঙ্গনা কয়, তাই কি কথা না হয়, সই বলে কথা কব, মাঝে মাঝে তত্বলব,
চটে লাল হও কেন চটালেনা চটিব,

মহা সখি তোমরা যে না দেখিলে প্রাণে বাজে, বিরহ দারুণ শেল, অবশ্যই সেটা ভেল
এমন সম্বন্ধ বল কোন দুঃখে ত্যজিব।

তোমাদের ভাব হেরি, হাঁসি ঠেকাইতে নারি, রূপানুগা সই বলে, সইলো যেওনা ভুলে,
রূপানুগ শুনিলেই চট কেন ভারিলো

তবে কিনা কথা আছে, যারা আগে রেগে বাঁচে, লোকে কয় অপারগে, না পারিয়া যায় রেগে
ওলো সই তোমাদেরো সেই ভাব হেরিলো,

তোমাদের জালধর্ম্ম, প্রচ্ছন্ন ভোগের মর্ম্ম, উদ্ঘাটিত করি মোরা সে হেতু এতেক ঘোরা
প্রচণ্ড রাক্ষসী মূর্ত্তি আমাদের উপরে,

যাইহোক্ রেগোনাকো, নিজমত মনে রাখো কেন তাহা প্রচারিবে, কেনই বা গালি দিবে
যারা তোমাদের কথা প্রতিবাদে বিচারে

রসবোধ নাহি যার তাহারে বুঝান ভার, একটী সহজ কথা, জিজ্ঞাসিব তার বৃথা,
কভুত্তর দিও নাকো ঠিক ভাবে কহিবে

তোমরা কাহার নারী ঘোর ব্যভিচারাচারী, নারী কেন দেবসেবা যোগ্যা হবে কবে কেবা
শুনেছে বেশ্যাও যেয়ে রাসমঞ্চে মিলিবে ?

যারা বার বিলাসিনী তারা কিছু নাহি চিনি, যারে তারে বরিবারে মিছে চেষ্টা মাত্র করে
কি গৃহস্থ কি সন্ন্যাসী এ বিচার মানে না।

শেষে কাল ঘনাইলে, পাপসংখ্যা পূর্ণ হলে, সুর্পণখা সম হায়, নাসিকাটী কাটা যায়,
তখন বুঝিতে পারে পাপ আর করে না।

শেষে কি ! শেষে কি !! আর বলিব না পাপাচার ছেড়ে দিয়ে হরি ভজ, হরিপদ সরসিজ,
হৃদি মাঝে ভাব সদা ব্রজভাবে মাতিয়া

তাহা ছাড়া রসভঙ্গ হয়ে যাবে মিছে রঙ্গ মিছে ধর্ম্ম আচারেতে ভোগবাঞ্ছা জাগে চিতে
হরিভজ পরানন্দে চিত যাবে ভাতিয়া

ভজিলে ভজার মত, গোরাপদ অবিরত, তার চেয়ে শুভ নাই, বিপরীতে শুন ভাই,
বিকৃত কুফল এসে সাধকেরে আবরে।

গৌরাঙ্গ নাগরী লয়ে কোন কুঞ্জবনে গিয়ে কালা সম কেলি রঙ্গে কোন নাগরীর সঙ্গে
করেছেন নাগরালি জানাতে কি পাররে ?

যুক্তি নাই কথা নাই যা মনে আসিবে তাই আচরিলে কভু তারে হরিভক্তি বলিবারে
ভক্তিছেড়ে "ভুক্তি" তারে অনায়াসে বলা যায়

যেহেতু গোরার ইচ্ছা তেয়াগিয়া নিজ স্বেচ্ছা বশে চলি নিজেন্দ্রিয় তৃপ্তি ইচ্ছা ভক্তিপ্রিয়
ব্যতীত কেহই নাহি নিজে নিজে যেচে চায়॥

কুলিয়ানাগরী বলে, আমরা কি ছোট ছেলে, ভোগা দেওয়া কথা শুনে, এক ছেড়ে আর পানে
কখন কি চলে যাই মনেও তা ভেবনা

আমরা সঠিক রব, কারো কথা না শুনিব, সাত পাঁচ কথা নিয়ে দিন দিব তাড়াইয়ে,
কখন ভাবিব বল আমাদের ভাবনা ?

ব্রজাঙ্গনা কহে সখি, ভাব সদা নিরজাঁখি গোরাপদ প্রসাদেতে, ক্রমোন্নতি হবে তাতে,
বিচারে প্রবেশ কর বুঝে নিতে পারিবে ।

ব্রজ ভাবে প্রাণ ভরে মহাজন পথ ধরে, হরি সেবা কর ভাই, কোন দ্বন্দ্ব দ্বিধা নাই—
সেই ত চাতুরী সই পরানন্দে রহিবে

নহে তুচ্ছ খুটীনাটী, মানব জনম যেটী হরি সেবা না করিয়া, দিবে যদি কাটাইয়া
পরমার্থ লাভ আশা তাহা হলে থাকে কই

শুদ্ধ ভকতির বাধ, ত্যজ দশ অপরাধ, ভজ ভজ দিবানিশি, ব্রজবন্ধু কালশশী,
কলিমল কাটাবার নাহি পন্থা ইহা বই

মায়াপুরে যেটী গোরা, সেই ব্রজে ননী চোরা, ভজ তারে লীলা বুঝে, নবভাবে এসেছে যে
এ লীলার তাঁর যত, দাস প্রদর্শিত পথে

চলিলেই শুভ হয়, অন্যথা অশুভোদয়, মহাজন ! মহাজন !! মহাজন !!! যারা হন
তাঁদের পদাঙ্ক ধরি চল সই শুভ তাতে

অতি সত্য এবে যারে মনে করিতেছ তারে মহাজন পথে এলে, অতিমাত্র ভুল বলে,
ধারণা হইবে জেনো, বড় সত্য কথা এই,

অনন্তাপরাধ যাবে, বিশুদ্ধ ভকতি হবে. 'শ্রীরূপ' দর্শিত পথে, চল সবে এই হতে
রূপ প্রদর্শিত পথ প্রকৃত ভকতি সেই ।

শ্রীনারায়ণ দাস চট্টোপাধ্যায় ।

দীনের কথা ।

গোরা ! তুমি প্রেমামৃতময় হে !
তোহারি প্রেমের, বিন্দুদানে মোর, কর প্রেমানন্দোদয় হে ।

আমার কঠিন, মানস উপরে, কবে তব কৃপা ধারা,
ভাগীরথী সম, বহিতে থাকিবে, বাধা ও বন্ধহারা।
কবে আমি প্রভু, কহিতে শিখিব, গোরা সে আমার পতি ;
গোরা অসাধন-চিন্তামণি মোর, গোরা চাঁদ মম গতি।
গোরাচাঁদ মম, হৃদি নভো মাঝে, সমুদিত হবে কবে,
মোহের আঁধার, চন্দ্র পরকাশে, সুদূরে চলিয়া যাবে।
আমি প্রেমানন্দে পিব সুধা হে।
(আমি) গোরা শশিপাশে, চকোর হইয়া, সুধাতে পুরাব ক্ষুধা হে।
আমার আমিত্ব, কিছু রহিবে না, তুয়াময় হবে মন ;
তুয়া চন্দ্রমুখ, সদা নেহারিব, ভাবিয়া আপন জন।
গোরা তুমিত হে, অনেক পতিতে, রেখেছ আপন পদে ;
অধম অধীন, মোরে রাখ পায়, পুরাইয়া মন সাধে।
অনেক পাষণ্ডী, তোমার বিদ্বেষী, শেষে দাস হয়ে গেছে ;
সবারই নাশি, মোহদম্ভরাশি, রেখেছ চরণ কাছে।
তাইতে সাহসী, হয়েছি নাথ হে, মো সম পতিত জনে ;
অপার তোমার, অহেতু কৃপায়, রাখ পদে নিজ গুণে।
তুমিত স্বার্থপর হে!
ও দুটী চরণে, শরণ লয় যে, তাহার সকলি হর হে।
জাতিকুল গৃহ, ধন পরিজন, ছাড়ায়ে বাতুল করি ;
কাঁদায়ে কাঁদায়ে, ফিরাও সর্ব্বত্র, অহো! মরি বলিহারি।
তুয়া স্বার্থপর, তোমার মতন, আর যোড়া নাহি হেরি।
আপনার নাম, আপনি ভুঞ্জহ, সুগোপনে হরি হরি।
মোরা জানি তাহা কিবা লাজ হে।
যুগে যুগে জেগো, নানা নব ভাবে নিত্য লীলার সাজ হে।

ভাবিলে মানসে, নিজ নাম আমি, নিজে ভোগ করি দেখি।
অমনি আসিলে, নদীয়ায় আহা, রাধারূপে তনু ঢাকি।
নদীয়া বাসীর ঘরে ঘরে যেয়ে, বিতরিলা নিজ নাম;
সবারে যাচিয়া, প্রেমানন্দ সুধা, দিলা হে কৃপার ধাম।
শুধু বুঝি এই, অধম আমিই, বঞ্চিত রহিনু তাতে;
কারণ তাহার, তোমারে ভুলিয়া, প'ড়েছি মায়ার হাতে।
মোর মনে হয়, দিনত বিগত, কাল সমাগতক্রমে;
এখনও আমি, তুয়া পদাশ্রয়ে, ত্যজিতে নারিনু ভ্রমে।
তোমার সেবক, আছেন বিস্তর, শৈশবে সংসারে ছাড়ি;
তোমার ভজনে, প্রাণ সঁপেছিলা, ভবার্ণবে দিয়া পাড়ি।
নরোত্তম দাস, কৃষ্ণদাস কবি, তব ভক্ত চূড়ামণি;
আজন্ম বিরাগী, ইহাদের দেখি, মনে মনে অনুমানি।
আমার জনম, বৃথা চলি যাবে, ভজন হবেনা কিছু।
কৃপাসিন্ধু গোরা, করিবে না কৃপা, হতে পারিবনা নীচু।
বিষয় সম্ভোগে, প্রমত্ত হইব, ঘটিবে দারিদ্র জ্বালা;
সুখার্থে ফিরিব, সুখ পাব কোথা? লভিব দুঃখেরি ডালা।
চতুর্দ্দিকে মম, মায়ার বন্ধন সে বাধা কাটিবে কিসে,
মোহমায়া জ্বরা, সতত পীড়িছে, জারিছে বাসনা বিষে।
এর মাঝে যদি, প্রেমময় তুমি আপনি আসিয়া মোরে,
নিজ দাস করি, লহ নিজ ঠাঁই, তবে বাঁচি ভব ঘোরে।
অনিত্য শরীর ক্ষণে যার নাশ, তাহার ভরসা কোথা,
মানব জনমে, তোমা না ভজিলে সে দেহ ধারণ বৃথা,
অসংখ্য জনমে, দুর্লভ জনম, নর দেহ লাভ করি,
অনিত্য বিষয়ে যদি মগ্ন হই, হেলাতে না ভজি হরি

অনন্ত নরকে হইব পতিত, নাহিক খণ্ডন তার।
নিজের বিপদ আপনি সৃজিব, দোষ নাহি তাতে কার;
মায়ার প্রপঞ্চ, ইহাতে ভুলিলে, পরমার্থ আশা নাহি,
অকুল পাথারে যেতে হবে শুধু, ভগ্নতরী দাঁড় বাহি।
সংসার মাঝারে, চতুর যাহারা বৈষ্ণব তাঁদের বলি;
অন্যথা সবারে আত্মনাশা কহি, বিষয়েই রহে ভুলি,
হে গোরা! আমার কি গতি হইবে, তোরে না চিনিনু আমি,
মায়াতে ডুবিয়া মায়াময় হইনু এতেক জীবন যামি,
জীবের জীবন কদিনের প্রভু জলবিম্ব সম গণি,
একটী ফুৎকারে যাহা পায় নাথ অনিত্য তাহারে জানি,
এই জীবপুরে, সুধন্য তাহারা যাহারা তোমাকে ভজে।
আর অন্য যত মোহান্ধ বিষয়ী মায়া ভজে তোমা ত্যজে,
অধীনে কবে বা চরণে রাখিবা ওহে গোরা গুণনিধি।
সে কথা সতত মানসে ভাবিছে কবে দিন দিবে বিধি;
মায়ার কুহেলি ত্যাগ করি কবে, অমায়া নিষ্পাপ হব
বদনে নিয়ত শ্রীগোরা স্ফুরিবে ভক্তিবীজ মনে পাব!
বিশুদ্ধ বৈষ্ণব চরণের রজে আপনা বিকাব কবে
কবে বৈষ্ণবেরা এই দীন দ্বারা ভজন করায়ে লবে।
শুদ্ধ হরিকথা ব্যতীত সকলি বিষ্ঠাবৎ ত্যাগ করি;
কবে বৃন্দাবনে যমুনার কুলে, নিভৃতে ভজিব হরি।
যমুনার কুলে বাঁধিব কুটীর ভজন করিব তথি,
গোরা কৃপা বিনা মো-সম দীনের নাহি আর আন গতি।

ভক্তিহীন শ্রীনারায়ণ দাস চট্টোপাধ্যায়

সাং আবুরি, নদীয়া।

জন্মোৎসবের নিমন্ত্রণ।

শ্রীশ্রীমায়াধীশায় নমঃ। শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির। ২১শে ফাল্গুন ৪৩১ শ্রীচৈতন্যাব্দ।

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদনমিদং—

আগামী ১৩ই চৈত্র ২৭শে মার্চ্চ বুধবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে ভক্তসম্মিলন, মনোহরসাহী কীর্ত্তন, নামকীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ ও অতিথিসেবা যাত্রামহোৎসব প্রতিদিন হইবে। শুক্রবার ১৫ই চৈত্র অপরাহ্ণে ৫টার সময় শ্রীধাম প্রচারিণী সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সমাচরিত সদনুষ্ঠান স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অত্রস্থ সমাগত ভক্তবৃন্দ পরমানন্দিত হইবেন। বলা বাহুল্য যে মহাশয়ের ন্যায় মহোদয়দিগের অর্থসাহায্য ব্যতীত এরূপ বৃহৎ শুভানুষ্ঠান সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হওয়া দুঃসাধ্য।

সজ্জনকিঙ্কর

সম্পাদক—শ্রীনফরচন্দ্র পালচৌধুরী ভক্তিভূষণ
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ভক্তিভূষণ (এম্ এ বি এল)

সম্পাদক—শ্রীরাধাবল্লভ চৌধুরী ভক্তিভূষণ (রায়বাহাদুর)

উৎসব উপলক্ষ্যে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিমলাপ্রসাদ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী, কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীধাম প্রচারিণী সভা, শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির, বামনপুকুর পোঃ আঃ, জিলা নদীয়া, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে এবং উহার যথারীতি হিসাব সভার শ্রীপত্রিকায় ও বিবরণ পত্রে প্রদর্শিত হইবে।

(শ্রীভাগবত যন্ত্র)

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩২

বিষ্ণু ৪৩২ চৈত্র ১৩২৪ মার্চ্চ ১৯১৮

১ বিষ্ণু ১৪ চৈত্র ২৮ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উদয় ৬।১ অস্ত ৬।৯ কৃষ্ণ প্রতিপদ রা ১০।৫০ হস্তা নক্ষত্র ৪।২০

২ বিষ্ণু ১৫ চৈত্র ২৯ মার্চ্চ শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উ ৬।০ অ ৬।১০ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া রা ১২।৩৭ চিত্রা রা ৬।৪২

৩ বিষ্ণু ১৬ চৈত্র ৩০ মার্চ্চ শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৫।৫৯ অ ৬।১০ কৃষ্ণতৃতীয়া রা ২।০ স্বাতী রা ৮।৪৫

৪ বিষ্ণু ১৭ চৈত্র ৩১ মার্চ্চ রবিবার বাসুদেববার উ ৫।৫৮ অ ৬।১০ কৃষ্ণচতুর্থী রা ২।৫৮ বিশাখা রা ১০।১৮

এপ্রিল ১৯১৮।

৫ বিষ্ণু ১৮ চৈত্র ১ এপ্রিল সোমবার সঙ্কর্ষণবার উ ৫।৫৮ অ ৬।১১ কৃষ্ণপঞ্চমী রা ৩।২৪ অনুরাধা রা ১১।২৭

৬ বিষ্ণু ১৯ চৈত্র ২ এপ্রিল মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উ ৫।৫৭ অ ৬।১১ কৃষ্ণষষ্ঠী রা ৩।২০ জ্যেষ্ঠা রা ১২।৫

৭ বিষ্ণু ২০ চৈত্র ৩ এপ্রিল বুধবার অনিরুদ্ধবার উ ৫।৫৬ অ ৬।১২ কৃষ্ণ সপ্তমী রা ২।৪৫ মূলা রা ১২।১৪

৮ বিষ্ণু ২১ চৈত্র ৪ এপ্রিল বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উ ৫।৫৫ অ ৬।১২ কৃষ্ণঅষ্টমী রা ১।৪২ পূর্ব্বাষাঢ়া ১১।৫৫

৯ বিষ্ণু ২২ চৈত্র ৫ এপ্রিল শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উ ৫।৫৪ অ ৬।১২ কৃষ্ণ নবমী রা ১২।১৫ উত্তরাষাঢ়া রা ১১।১২

১০ বিষ্ণু ২৩ চৈত্র ৬ এপ্রিল শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৫।৫৩ অ ৬।১৩ কৃষ্ণদশমী রা ১০।২৭ শ্রবণা রা ১০।৮

১১ বিষ্ণু ২৪ চৈত্র ৭ এপ্রিল রবিবার বাসুদেববার উ ৫।৫২ অ ৬।১৩ কৃষ্ণ একাদশী রা ৮।২৩ ধনিষ্ঠা রা ৮।৫১ পাপবিমোচনী একাদশীর উপবাস।

১২ বিষ্ণু ২৫ চৈত্র ৮ এপ্রিল সোমবার সঙ্কর্ষণবার উ ৫।৫১ অ ৬।১৩ কৃষ্ণ দ্বাদশী সন্ধ্যা ৬।৮ শতভিষা রা ৭।২০ শ্রীমহাপ্রভুর বরাহনগরে আগমনোৎসব। ঠাকুর গোবিন্দ ঘোষের তিরোভাব।

১৩ বিষ্ণু ২৬ চৈত্র ৯ এপ্রিল মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উ ৫।৫০ অ ৬।১৪ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী ৩।৪৪ পূর্ব্বভাদ্রপদ ৫।৪২

১৪ বিষ্ণু ২৭ চৈত্র ১০ এপ্রিল বুধবার অনিরুদ্ধবার উ ৫।৪৯ অ ৬।১৪ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী ১।৪৯ উত্তরভাদ্রপদ ৪।২

১৫ বিষ্ণু ২৮ চৈত্র ১১ এপ্রিল বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উ ৫।৪৮ অ ৬।১৫ অমাবস্যা ১০।৫৫ রেবতী ২।২৬ আকাই হাটের কৃষ্ণদাস ঠাকুরের তিরোভাব।

১৬ বিষ্ণু ২৯ চৈত্র ১২ এপ্রিল শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উ ৫।৪৭ অ ৬।১৫ গৌর প্রতিপদ ৮।৪০ অশ্বিনী ১২।৫৭

১৭ বিষ্ণু ৩০ চৈত্র ১৩ এপ্রিল শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৫।৪৬ অ ৬।১৫ গৌর দ্বিতীয়া ৬।৩৬ তৃতীয়া রা ৪।৪৮ ভরণী ১১।৪২ চড়কপূজা।

বৈশাখ ১৩২৫।

১৮ বিষ্ণু ১ বৈশাখ ১৪ এপ্রিল রবিবার বাসুদেববার উ ৫।৫৪ অ ৬।১৬ গৌর চতুর্থী রা ৩।১৯ কৃত্তিকা ১০।৪১

১৯ বিষ্ণু ২ বৈশাখ ১৫ এপ্রিল সোমবার সঙ্কর্ষণবার উ ৫।৪৪ অ ৬।১৬ গৌর পঞ্চমী রা ২।১৫ রোহিণী ১০।৩ শ্রীরামানুজাচার্য্যের আবির্ভাব।

২০ বিষ্ণু ৩ বৈশাখ ১৬ এপ্রিল মঙ্গল প্রদ্যুম্নবার উ ৫।৪৩ অ ৬।১৭ গৌর ষষ্ঠী রা ১।৩৮ মৃগশিরা ৯।৪৮

২১ বিষ্ণু ৪ বৈশাখ ১৭ এপ্রিল বুধবার অনিরুদ্ধবার উ ৫।৪২ অ ৬।১৭ গৌর সপ্তমী রা ১।৩২ আর্দ্রা ১০।৩

২২ বিষ্ণু ৫ বৈশাখ ১৮ এপ্রিল বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উ ৫।৪২ অ ৬।১৮ গৌর অষ্টমী রা ১।৫৫ পুনর্ব্বসু ১২।৪৪

২৩ বিষ্ণু ৬ বৈশাখ ১৯ এপ্রিল শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উ ৫।৪১ অ ৬।১৮ গৌরনবমী রা ২।৫১ পুষ্যা ১২।১ শ্রীশ্রীরামনবমী।

২৪ বিষ্ণু ৭ বৈশাখ ২০ এপ্রিল শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৫।৪০ অ ৬।১৮ গৌর দশমী রা ৪।১১ অশ্লেষা ১।৪২

২৫ বিষ্ণু ৮ বৈশাখ ২১ এপ্রিল রবিবার বাসুদেববার উ ৫।৩৯ অ ৬।১৯ গৌর একাদশী দিবারাত্র মঘা ৩।৪৯

২৬ বিষ্ণু ৯ বৈশাখ ২২ এপ্রিল সোমবার সঙ্কর্ষণবার উ ৫।৩৮ অ ৬।১৯ গৌর একাদশী প্রা ৫।৫৫ পূর্ব্বফল্গুনী সন্ধ্যা ৬।১৫ একাদশীর উপবাস।

২৭ বিষ্ণু ১০ বৈশাখ ২৩ এপ্রিল মঙ্গল প্রদ্যুম্নবার উ ৫।৩৮ অ ৬।২০ গৌর দ্বাদশী ৭।৫৩ উত্তরফল্গুনী রা ৮।৫০

২৮ বিষ্ণু ১১ বৈশাখ ২৪ এপ্রিল বুধ অনিরুদ্ধবার উ ৫।৩৭ অ ৬।২০ গৌর ত্রয়োদশী ৯।৫৮ হস্তা ১১।২৬

২৯ বিষ্ণু ১২ বৈশাখ ২৫ এপ্রিল বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উ ৫।৩৬ অ ৬।২০ গৌর চতুর্দ্দশী ১১।৫৬ চিত্রা ১।৫২

৩০ বিষ্ণু ১৩ বৈশাখ ২৬ এপ্রিল শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উ ৫।৩৫ অ ৬।২১ পূর্ণিমা ১।৪১ স্বাতী রা ৩৫৯ ঠাকুর শ্রীবংশীবদনের আবির্ভাব।

মধুসূদন ৪৩২।

১ মধুসূদন ১৪ বৈশাখ ২৭ এপ্রেল শনি ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৫।৩৪ অ ৬।২১ কৃষ্ণ প্রতিপদ ৩।৩ বিশাখা দিবারাত্র।

২ মধুসূদন ১৫ বৈশাখ ২৮ এপ্রেল রবি বাসুদেববার উ ৫।৩৪ অ ৬।২১ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া ৪।০ বিশাখা প্রা ৫।৪১

৩ মধুসূদন ১৬ বৈশাখ ২৯ এপ্রেল সোম সঙ্কর্ষণবার উঃ ৫।৩৩ অঃ ৬।২২ কৃষ্ণ তৃতীয়া ৪।২৪ অনুরাধা ৬।৫৬

৪ মধুসূদন ১৭ বৈশাখ ৩০ এপ্রেল মঙ্গল প্রদ্যুম্নবার উ ৫।৩২ অ ৬।২২ কৃষ্ণ চতুর্থী ৪।১৭ জ্যেষ্ঠা ৭।৪১

মে ১৯১৮।

৫ মধুসূদন ১৮ বৈশাখ ১লা মে বুধ অনিরুদ্ধবার উ ৫।৩২ অ ৬।২৩ কৃষ্ণ পঞ্চমী ৩।৪০ মূলা ৭।৫৮

৬ মধুসূদন ১৯ বৈশাখ ২রা মে বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উ৫।৩১ অস্ত ৬।২৩ কৃষ্ণষষ্ঠী ২।৩৬ পূর্ব্বাষাঢ়া ৭।৪৪

৭ মধুসূদন ২০ বৈশাখ ৩রা মে শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উদয় ৫।৩০ অস্ত ৬।২৩ কৃষ্ণ সপ্তমী ১।৮ উত্তরাষাঢ়া ৭।৭ ঠাকুর অভিরামের তিরোভাব।

৮ মধুসূদন ২১ বৈশাখ ৪ঠা মে শনি ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৫।৩০ অ ৬।২৪ কৃষ্ণ অষ্টমী ১১।১৯ শ্রবণা প্রাঃ ৬।৭ পরে ধনিষ্ঠা রা ৪ ৫৩

৯ মধুসূদন ২২ বৈশাখ ৫ইমে রবি বাসুদেববার উ ৫।২৯ অ ৬।২৪ কৃষ্ণ নবমী ৯।১৪ শতভিষা রা ৩।৩৫

১০ মধুসূদন ২৩ বৈশাখ ৬ইমে সোম সঙ্কর্ষণবার উ ৫।২৮ অ ৬।২৫ কৃষ্ণ দশমী প্রা ৬।৫৭ পরে একাদশী রা ৪।৩২ পূর্ব্বভাদ্রপদ রা ১।৪৯

১১ মধুসূদন ২৪ বৈশাখ ৭ইমে মঙ্গল প্রদ্যুম্নবার উ ৫।২৮ অ ৬।২৫ কৃষ্ণদ্বাদশী রা ২।৫ উত্তরভাদ্রপদ রা ১২।৯ একাদশীর উপবাস।

১২ মধুসূদন ২৫ বৈশাখ ৮ইমে বুধ অনিরুদ্ধবার উ ৫।২৭ অ ৬।২৬ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী রা ১১।৪০ রেবতী ১০।৩২

১৩ মধুসূদন ২৬ বৈশাখ ৯ই মে বৃহস্পতি. কারণোদশায়ীবার উ ৫।২৭ অ ৬।২৬ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী রা ৯।২৩ অশ্বিনী রা ৯।১

১৪ মধুসূদন ২৭ বৈশাখ ১০মে শুক্র গর্ভোদশায়ীবার উ ৫।২৬ অ ৬।২৭ অমাবস্যা রা ৭।১৭ ভরণী রা ৭।৪৩

১৫ মধুসূদন ২৮ বৈশাখ ১১ই মে শনি ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৫।২৫ অ ৬।২৭ গৌরপ্রতিপদ বৈ ৫।২৭ কৃত্তিকা সন্ধ্যা ৬।৩৯

১৬ মধুসূদন ২৯ বৈশাখ ১২ইমে রবি বাসুদেববার উ ৫।২৫ অ ৬।২৮ গৌরদ্বিতীয়া ৩।৫৭ রোহিণী বৈ ৫।৫৬

১৭ মধুসূদন ৩০শে বৈশাখ ১৩ই মে সোমবার সঙ্কর্ষণবার উ ৫।২৪ অ ৬।২৮ গৌর তৃতীয়া ২।৫১ মৃগশিরা বৈ ৫।৩৬ শ্রীকৃষ্ণের চন্দন যাত্রা। শ্রীবদরী নারায়ণের দ্বার উদ্ঘাটন।

১৮ মধুসূদন ৩১শে বৈশাখ ১৪ইমে মঙ্গল প্রদ্যুম্নবার উ ৫।২৪ অ ৬।২৯ গৌর চতুর্থী ২।১২ আর্দ্রা বৈ ৫।৪৫

জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫।

১৯ মধুসূদন ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৫মে বুধ অনিরুদ্ধবার উ ৫।২৩ অ ৬।২৯ গৌর পঞ্চমী ২।৩ পুনর্বসু সন্ধ্যা ৬।২৩

২০ মধুসূদন ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৬মে বৃহস্পতি কারণোদশায়ীবার উ ৫।২৩ অ ৬।৩০ গৌর ষষ্ঠী ২।২৪ পুষ্যা রা ৭।৩০

২১ মধুসূদন ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৭ মে শুক্র গর্ভোদশায়ীবার উ ৫।২২ অ ৬।৩০ গৌর সপ্তমী ৩।১৭ অশ্লেষা রা ৯।৩

২২ মধুসূদন ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৮ মে শনি ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৫।২২ অ ৬।৩১ গৌর অষ্টমী ৪।৩৫ মঘা রা ১১।৫

২৩ মধুসূদন ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৯মে রবি বাসুদেববার উ ৫।২১ অ ৬।৩১ গৌর নবমী সন্ধ্যা ৬।১৭ পূর্ব্বফল্গুনী রা ১।২৭ শ্রীসীতানবমী ব্রত। শ্রীজাহ্নবা মাতার আবির্ভাব। শ্রীমধুপণ্ডিতের তিরোভাব।

২৪ মধুসূদন ৬ জ্যৈষ্ঠ ২০ মে সোম সঙ্কর্ষণবার উ ৫।২১ অ ৬।৩২ গৌর দশমী রা ৮।১৩ উত্তরফল্গুনী রা ৪।১

২৫ মধুসূদন ৭ জ্যৈষ্ঠ ২১ মে মঙ্গল প্রদ্যুম্নবার উ ৫।২০ : অ ৬।৩২ গৌর একাদশী রা ১০।১৬ হস্তা দিবারাত্র একাদশীর উপবাস।

২৬ মধুসূদন ৮ জ্যৈষ্ঠ ২২ মে বুধ অনিরুদ্ধবার উ ৫।২০ অ ৬।৩৩ গৌর দ্বাদশী রা ১২।১৩ হস্তা প্রা ৬।৩৭

২৭ মধুসূদন ৯ জ্যৈষ্ঠ ২৩ মে বৃহস্পতি কারণোদশায়ীবার উঃ ৫।১৯ অঃ ৬।৩৪ গৌর ত্রয়োদশী রা ১।৫৭ চিত্রা ৯।৬

২৮ মধুসূদন ১০ জ্যৈষ্ঠ ২৪ মে শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উদয় ৫।১৯ অঃ ৬।৩৪ গৌরচতুর্দ্দশী রা ৩।১৮ স্বাতী ১১।১৯ শ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী ব্রত।

২৯ মধুসূদন ১১ জ্যৈষ্ঠ ২৫মে শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৫।১৯ অ ৬।৩৪ পূর্ণিমা রাঃ ৪।১৪ বিশাখা ১।১০ শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোল যাত্রা। ঠাকুর পরমেশ্বরী দাসের তিরোভাব।

ত্রিবিক্রম ৪৩২।

১ ত্রিবিক্রম ১২ জ্যৈষ্ঠ ২৬ মে রবিবার বাসুদেববার উ ৫।১৯ অ ৬।৩৫ কৃষ্ণ প্রতিপদ রাঃ ৪।৩৯ অনুরাধা ২।৩১

২ ত্রিবিক্রম ১৩ জ্যৈষ্ঠ ২৭ মে সোমবার সঙ্কর্ষণবার উ ৫।১৯ অ ৬।৩৫ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া রাঃ ৪।৩৪ জ্যেষ্ঠা ৩।২৩

৩ ত্রিবিক্রম ১৪ জ্যৈষ্ঠ ২৮ মে মঙ্গল প্রদ্যুম্নবার উ ৫।১৯ অ ৬।৩৫ কৃষ্ণ তৃতীয়া রা ৩।৫৭ মূলা ৩।৪৮

৪ ত্রিবিক্রম ১৫ জ্যৈষ্ঠ ২৯ মে বুধ অনিরুদ্ধবার উ ৫।১৯ অ ৬।৩৬ কৃষ্ণ চতুর্থী রা ২।৫৩ পূর্ব্বাষাঢ়া ৩।৪১

৫ ত্রিবিক্রম ১৬ জ্যৈষ্ঠ ৩০ মে বৃহস্পতি কারণোদশায়ীবার উ ৫।১৮ অ ৬।৩৬ কৃষ্ণ পঞ্চমী রা ১।২৪ উত্তরাষাঢ়া ৩।১০ শ্রীরায় রামানন্দের তিরোভাব।

৬ ত্রিবিক্রম ১৭ জ্যৈষ্ঠ ৩১ মে শুক্র গর্ভোদশায়ীবার উ ৫।১৮ অ ৬।৩৬ কৃষ্ণ ষষ্ঠী রা ১১।৩৫ শ্রবণা ২।১৬

জুন ১৯১৮।

৭ ত্রিবিক্রম ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১ জুন শনি ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৫।১৮ অ ৬।৩৭ কৃষ্ণ সপ্তমী রা ৯।৩০ ধনিষ্ঠা ১।৩

৮ ত্রিবিক্রম ১৯ জ্যৈষ্ঠ ২ জুন রবি বাসুদেববার উ ৫।১৮ অ ৬।৩৭ কৃষ্ণ অষ্টমী রা ৭।১২ শতভিশা ১১।৩৮

৯ ত্রিবিক্রম ২০ জ্যৈষ্ঠ ৩ জুন সোম সঙ্কর্ষণবার উ ৫।১৮ অ ৬।৩৭ কৃষ্ণ নবমী ৪।৪৬ পূর্ব্বভাদ্রপদ ১০।৩

১০ ত্রিবিক্রম ২১ জ্যৈষ্ঠ ৪ জুন মঙ্গল প্রদ্যুম্নবার উ ৫।১৮ অ ৬।৩৮ কৃষ্ণ দশমী ২।১৮ উত্তরভাদ্রপদ ৮।২৪ ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের তিরোভাব।

১১ ত্রিবিক্রম ২২ জ্যৈষ্ঠ ৫ জুন বুধ অনিরুদ্ধবার উ ৫।১৮ অ ৬।৩৮ কৃষ্ণ একাদশী ১১।৫১ রেবতী প্রা ৬।৪৫ একাদশীর উপবাস।

১২ ত্রিবিক্রম ২৩ জ্যৈষ্ঠ ৬ জুন বৃহস্পতি কারণোদশায়ীবার উ ৫।১৮ অ ৬।৩৯ কৃষ্ণ দ্বাদশী ৯।৩২ ভরণী রা ৩।৫৩

১৩ ত্রিবিক্রম ২৪ জ্যৈষ্ঠ ৭ জুন শুক্র গর্ভোদশায়ীবার উ ৫।১৮ অ ৬।৩৯ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী ৭।২৪ কৃত্তিকা রা ২।৪৫

১৪ ত্রিবিক্রম ২৫ জ্যৈষ্ঠ ৮ জুন শনি ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৫।১৮ অ ৬।৩৯ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী প্রা ৫।৩২ পরে অমাবস্যা রা ৪।০ রোহিনী রা ১।৫৭ শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর আবির্ভাব।

১৫ ত্রিবিক্রম ২৬ জ্যৈষ্ঠ ৯ জুন রবি বাসুদেববার উ ৫।১৮ অ ৬।৪০ গৌর প্রতিপদ রা ২।৫১ মৃগশিরা রা ১।৩২

১৬ ত্রিবিক্রম ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১০ জুন সোম সঙ্কর্ষণবার উ ৫।১৮ অ ৬।৪০ গৌর দ্বিতীয়া রা ২।১০ আর্দ্রা রা ১।৩৪

১৭ ত্রিবিক্রম ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১১ জুন মঙ্গল প্রদ্যুম্নবার উ ৫।১৮ অ ৬।৪১ গৌর তৃতীয়া রা ১।৫৮ পুনর্ব্বসু রা ২।৬

১৮ ত্রিবিক্রম ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১২ জুন বুধ অনিরুদ্ধবার উ ৫।১৮ অ ৬।৪১ গৌর চতুর্থী রা ২।১৭ পুষ্যা রা ৩।৭

১৯ ত্রিবিক্রম ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩ জুন বৃহস্পতিবার উ ৫।১৮ অ ৬।৪১ গৌর পঞ্চমী রা ৩।৭ অশ্লেষা রা ৪।৩৪ শ্রীশ্যামানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব।

২০ ত্রিবিক্রম ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪ জুন শুক্র গর্ভোদশায়ীবার উ ৫।১৮ অ ৬।৪২ গৌর ষষ্ঠী রা ৪।২৩ মঘা দিবারাত্র।

আষাঢ় ১৩২৫।

২১ ত্রিবিক্রম ১লা আষাঢ় ১৫ জুন শনি ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৫।১৮ অ ৬।৪২ গৌর সপ্তমী দিবারাত্র মঘা প্রা ৬।৩১

২২ ত্রিবিক্রম ২ আষাঢ় ১৬ জুন রবি বাসুদেববার উ ৫।১৮ অ ৬।৪৩ গৌর সপ্তমী প্রা ৬।২ পূর্ব্বফল্গুনী ৮।৪৯

২৩ ত্রিবিক্রম ৩ আষাঢ় ১৭ জুন সোম সঙ্কর্ষণবার উ ৫।১৮ অ ৬।৪৩ গৌর অষ্টমী ৭।৫৭ উত্তরফল্গুনী ১১।২১

গৌর নবমী ৯।৫৮ হস্তা ১।৫৮ শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের তিরোভাব।

২৫ ত্রিবিক্রম ৫ আষাঢ় ১৯ জুন বুধ অনিরুদ্ধবার উ ৫।১৮ অ ৬।৪৪ গৌর দশমী ১১।৫৬ চিত্রা ৪।৩০ শ্রীনিত্যানন্দ সুতা গঙ্গার আবির্ভাব।

২৬ ত্রিবিক্রম ৬ আষাঢ় ২০ জুন বৃহস্পতি কারণোদশায়ীবার উ ৫।১৮ অ ৬।৪৫ গৌর একাদশী ১।৪০ স্বাতী সন্ধ্যা ৬।৪৭ একাদশীর উপবাস।

২৭ ত্রিবিক্রম ৭ আষাঢ় ২১ জুন শুক্র গর্ভোদশায়ীবার উ ৫।১৮ অ ৬।৪৫ গৌর দ্বাদশী ৩।১ বিশাখা রা ৮।৪৩

২৮ ত্রিবিক্রম ৮ আষাঢ় ২২ জুন শনিবার উ ৫।১৮ অ ৬।৪৫ গৌর ত্রয়োদশী ৩।৫৮ অনুরাধা রা ১০।৯ শ্রীদাস গোস্বামীর দণ্ডমহোৎসব।

২৯ ত্রিবিক্রম ৯ আষাঢ় ২৩ জুন রবি বাসুদেববার উ ৫।১৮ অ ৬।৪৬ গৌর চতুর্দ্দশী ৪।২৪ জ্যেষ্ঠা রা ১১।৮

৩০ ত্রিবিক্রম ১০ আষাঢ় ২৪ জুন সোম পূর্ণিমা ৪।১৯ মূলা রা ১১।৩৯ শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা। শ্রীমুকুন্দ দত্ত ও শ্রীধর পণ্ডিতের তিরোভাব।

বামন ৪৩২

১ বামন ১১ আষাঢ় ২৫ জুন মঙ্গলবার কৃষ্ণপ্রতিপদ ৩।৪৫ পূর্ব্বাষাঢ়া রা ১১।৩৯ শ্রীশ্যামদাস আচার্য্যের তিরোভাব। নবগ্রামে উৎসব।

২ বামন ১২ আষাঢ় ২৬ জুন বুধ অনিরুদ্ধবার উ ৫।১৯ অ ৬।৪৬ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া ২।৪৩ উত্তরাষাঢ়া রা ১১।১৩

৩ বামন ১৩ আষাঢ় ২৭ জুন বৃহস্পতি কারণোদশায়ীবার উ ৫।১৯ অ ৬।৪৬ কৃষ্ণ তৃতীয়া ১।১৬ শ্রবণা রা ১০।২৪

৪ বামন ১৪ আষাঢ় ২৮ জুন শুক্র গর্ভোদশায়ীবার উ ৫।২০ অ ৬।৪৬ কৃষ্ণ চতুর্থী ১১।২৭ ধনিষ্ঠা ৯।১৬ শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের আবির্ভাব।

৫ বামন ১৫ আষাঢ় ২৯ জুন শনি ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৫।২০ অ ৬।৪৬ কৃষ্ণ পঞ্চমী ৯।২২ শতভিষা ৭।৫৪

৬ বামন ১৬ আষাঢ় ৩০ জুন রবি বাসুদেবার উ ৫।২১ অ ৬ ৪৬ কৃষ্ণ ষষ্ঠী ৭।৫ পরে সপ্তমী রা ৪।৩৯ পূর্ব্বভাদ্রপদ সন্ধ্যা ৬।২২

জুলাই ১৯১৮

৭ বামন ১৭ আষাঢ় ১ জুলাই সোম সঙ্কর্ষণবার উ ৫।২১ অ ৬।৪৬ কৃষ্ণ অষ্টমী রা ২।১০ উত্তরভাদ্রপদ ৪।৪৩

৮ বামন ১৮ আষাঢ় ২ জুলাই মঙ্গল প্রদ্যুম্নবার উ ৫।২১ অ ৬।৪৬ কৃষ্ণ নবমী রা ১১।৪৩ রেবতী ৩।৪

৯ বামন ১৯ আষাঢ় ৩ জুলাই বুধ অনিরুদ্ধবার উ ৫।২২ অ ৬।৪৬ কৃষ্ণ দশমী রা ৯।২২ অশ্বিনী ১।৩০ শ্রীবাস পণ্ডিতের তিরোভাব।

১০ বামন ২০ আষাঢ় ৪ জুলাই বৃহস্পতি কারণোদশায়ীবার উ ৫।২২ অ ৬।৪৬ কৃষ্ণ একাদশী রা ৭।১৩ ভরণী ১২।৫ একাদশীর উপবাস।

১১ বামন ২১ আষাঢ় ৫ জুলাই শুক্র গর্ভোদশায়ীবার উ ৫।২৩ অ ৬।৪৬ কৃষ্ণ দ্বাদশী ৫।১৯ কৃত্তিকা ১০।৫৪

১২ বামন ২২ আষাঢ় ৬ জুলাই শনি ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৫।২৩ অ ৬।৪৬ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী ৩।৪৪ রোহিণী ১০।১

১৩ বামন ২৩ আষাঢ় ৭ জুলাই রবি বাসুদেববার উ ৫।২৩ অ ৬।৪৬ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী ২।৩৪ মৃগশিরা ৯।৩১

১৪ বামন ২৪ আষাঢ় ৮ জুলাই সোমবার অমাবস্যা ১।৫০ আর্দ্রা ৯।২৬ শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর অপ্রকট কালিকাপুরে উৎসব। শ্রীনবদ্বীপ গোদ্রুমে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব।

১৫ বামন ২৫ আষাঢ় ৯ জুলাই মঙ্গল প্রদ্যুম্নবার উ ৫।২৪ অ ৬।৪৫ গৌরপ্রতিপদ ১।৩৬ পুনর্ব্বসু ৯।৫২

১৬ বামন ২৬ আষাঢ় ১০ জুলাই বুধ অনিরুদ্ধবার উ ৫।২৫ অ ৬।৪৫ গৌর দ্বিতীয়া ১।৫২ পুষ্যা ১০।৪৭ শ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রা। শ্রীদামোদর স্বরূপ গোস্বামীর তিরোভাব।

১৭ বামন ২৭ আষাঢ় ১১ জুলাই বৃহস্পতি কারণোদশায়ীবার উ ৫।২৫ অ ৬।৪৫ গৌর তৃতীয়া ২।৪০ অশ্লেষা ১২।৯

১৮ বামন ২৮ আষাঢ় ১২ জুলাই শুক্র গর্ভোদশায়ীবার উ ৫।২৫ অ ৬।৪৫ গৌর চতুর্থী ৩।৫৪ মঘা ২।১

১৯ বামন ২৯ আষাঢ় ১৩ জুলাই শনি ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৫।২৬ অ ৬।৪৫ গৌর পঞ্চমী বৈ ৫।৩২ পূর্ব্বফল্গুনী ৪।১৫ লক্ষ্মী বিজয় হোড়া পঞ্চমী

২০ বামন ৩০ আষাঢ় ১৪ জুলাই রবি বাসুদেববার উ ৫।২৬ অ ৬।৪৫ গৌর ষষ্ঠী রা ৭।২৫ উত্তরফল্গুনী সন্ধ্যা ৬।৪৪

২১ বামন ৩১ আষাঢ় ১৫ জুলাই সোম সঙ্কর্ষণবার উ ৫।২৬ অ ৬।৪৫ গৌর সপ্তমী রা ৯।২১ হস্তা রা ৯।২২

২২ বামন ৩২ আষাঢ় ১৬ জুলাই মঙ্গল প্রদ্যুম্নবার উ ৫।২৭ অ ৬।৪৫ গৌর অষ্টমী রা ১১।২৪ চিত্রা রাঃ ১১।৫৫

শ্রাবণ ১৩২৫

২৩ বামন ১ শ্রাবণ ১৭ জুলাই বুধ অনিরুদ্ধবার উ ৫।২৭ অঃ ৬।৪৫ গৌর নবমী রাঃ ১।৯ স্বাতী রা ২।১৭

২৪ বামন ২ শ্রাবণ ১৮ জুলাই বৃহস্পতি কারণোদশায়ীবার উ ৫।২৭ অ ৬।৪৫ গৌর দশমী রা ২।৩৩ বিশাখা রা ৪।১৮ পুনর্যাত্রা।

২৫ বামন ৩ শ্রাবণ ১৯ জুলাই শুক্র গর্ভোদশায়ীবার উ ৫।২৮ অ ৬।৪৫ গৌর একাদশী রা ৩।৩১ অনুরাধা দিবারাত্র একাদশীর উপবাস।

২৬ বামন ৪ শ্রাবণ ২০ জুলাই শনি ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৫।২৮ অ৬।৪৪ গৌর দ্বাদশী রা ৩।৫৯ অনুরাধা প্রা৫।৪৯ হরিশয়ন মতে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ।

২৭ বামন ৫ শ্রাবণ ২১ জুলাই রবি বাসুদেববার উ ৫।২৮ অঃ ৬।৪৪ গৌর ত্রয়োদশী রা ৩।৫৬ জ্যেষ্ঠা ৬।৫৬

২৮ বামন ৬ শ্রাবণ ২২ জুলাই সোম সঙ্কর্ষণবার উ ৫।২৮ অঃ ৬।৪৪ গৌর চতুর্দ্দশী রাঃ ৩।২৪ মূলা ৭।৩২

২৯ বামন ৭ শ্রাবণ ২৩ জুলাই মঙ্গল প্রদ্যুম্নবার পূর্ণিমা রা ২।২৩ পূর্ব্বাষাঢ়া ৭।৩৯ শ্রীসনাতন গোস্বামীর তিরোভাব। কৃষ্ণের নবমেঘোৎসব।

শ্রীধর ৪৩২।

১ শ্রীধর ৮ শ্রাবণ ২৪ জুলাই বুধ অনিরুদ্ধবার উ ৫।২৯ অ ৬।৪৪ কৃষ্ণ প্রতিপদ রা ১২।৫৭ উত্তরাষাঢ়া ৭।১৮ চান্দ্রমতে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামীর তিরোভাব।

২ শ্রীধর ৯ শ্রাবণ ২৫ জুলাই বৃহস্পতি কারণোদশায়ীবার উ ৫।২৯ অ ৬।৪৪ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া রা ১১।১০ শ্রবণা ৬।৩৩ পরে ধনিষ্ঠা ৫।২৭

৩ শ্রীধর ১০ শ্রাবণ ২৬ জুলাই শুক্র গর্ভোদশায়ীবার উ ৫।৩০ অ ৬।৪৩ কৃষ্ণ তৃতীয়া রা ৯।৬ শতভিষা ৪।৯

৪ শ্রীধর ১১ শ্রাবণ ২৭ জুলাই শনি ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৫।৩০ অ ৬।৪২ কৃষ্ণ চতুর্থী সন্ধ্যা ৬।৫০ পূর্ব্বভাদ্রপদ রা ২।৩৯

৫ শ্রীধর ১২ শ্রাবণ ২৮ জুলাই রবি বাসুদেববার উ ৫।৩১ অ ৬।৪২ কৃষ্ণ পঞ্চমী ৪।২৫ উত্তরভাদ্রপদ রা ১।১ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব।

৬ শ্রীধর ১৩ শ্রাবণ ২৯ জুলাই সোম সঙ্কর্ষণবার উ ৫।৩১ অ৬।৪১ কৃষ্ণ ষষ্ঠী ১।৫৭ রেবতী রা ১১।২২

৭ শ্রীধর ১৪ শ্রাবণ ৩০ জুলাই মঙ্গল প্রদ্যুম্নবার উ ৫।৩২ অ ৬।৪১ কৃষ্ণ সপ্তমী ১১।২৯ অশ্বিনী রা ৯।৪৬

৮ শ্রীধর ১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই বুধ অনিরুদ্ধবার উ ৫।৩২ অ ৬।৪০ কৃষ্ণ অষ্টমী ৯।৯ ভরণী রা ৮।১৯ শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর তিরোভাব।

আগষ্ট ১৯১৮।

৯ শ্রীধর ১৬ শ্রাবণ ১ আগষ্ট বৃহস্পতি কারণোদশায়ীবার উ ৫।৩৩ অ ৬।৪০ কৃষ্ণ নবমী প্রা ৬।৫৯ পরে দশমী রা ৫।৪ কৃত্তিকা রা ৭।৬

১০ শ্রীধর ১৭ শ্রাবণ ২ আগষ্ট শুক্র গর্ভোদশায়ীবার উ ৫।৩৩ অ ৬।৩৯ কৃষ্ণ একাদশী রা ৩।২৮ রোহিনী বৈ ৬।৬

১১ শ্রীধর ১৮ শ্রাবণ ৩ আগষ্ট শনি ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৫।৩৪ অ ৬।৩৮ কৃষ্ণ দ্বাদশী রা ২।১৬ মৃগশিরা ৫।৩১ একাদশীর উপবাস।

১২ শ্রীধর ১৯ শ্রাবণ ৪ আগষ্ট রবি বাসুদেববার উ ৫।৩৪ অ ৬।৩৮ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী রা ১।৩০ আর্দ্রা ৫।১৯

১৩ শ্রীধর ২০ শ্রাবণ ৫ আগষ্ট সোম সঙ্কর্ষণবার উ ৫।৩৫ অ ৬।৩৭ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী রা ১।১৪ পুনর্ব্বসু বৈ ৫।৩৭

১৪ শ্রীধর ২১ শ্রাবণ ৬ আগষ্ট মঙ্গল প্রদ্যুম্নবার উ ৫।৩৫ অ ৬।৩৭ অমাবস্যা রা ১।২৯ পুষ্যা সন্ধ্যা ৬।২৪

১৫ শ্রীধর ২২ শ্রাবণ ৭ আগষ্ট বুধ অনিরুদ্ধবার উ ৫।৩৫ অ ৬।৩৬ গৌর প্রতিপদ রা ২।১৫ অশ্লেষা ৭।৪১

১৬ শ্রীধর ২৩ শ্রাবণ ৮ আগষ্ট বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উ ৫।৩৬ অ ৬।৩৫ গৌর দ্বিতীয়া রা ৩।২৭ মঘা ৯।২৬

১৭ শ্রীধর ২৪ শ্রাবণ ৯ আগষ্ট শুক্র গর্ভোদশায়ীবার উ ৫।৩৬ অ ৬।৩৫ গৌর তৃতীয়া রা ৫।৫ পূর্ব্বফল্গুনী রা ১১।৩৫

১৮ শ্রীধর ২৫ শ্রাবণ ১০ আগষ্ট শনি ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৫।৩১ অ ৬।৩৪ গৌর চতুর্থী দিবারাত্র উত্তরফল্গুনী রা ২।২

১৯ শ্রীধর ২৬ শ্রাবণ ১১ আগষ্ট রবি বাসুদেববার উ ৫।৩১ অ ৬।৩৩ গৌর চতুর্থী ৬।৪৯ হস্তা রা ৪।৩৮,

২০ শ্রীধর ২৭ শ্রাবণ ১২ আগষ্ট সোম সঙ্কর্ষণবার উ ৫।৩১ অ ৬।৩৩ গৌর পঞ্চমী ৯।২ চিত্রা দিবারাত্র।

২১ শ্রীধর ২৮ শ্রাবণ ১৩ আগষ্ট মঙ্গল প্রদ্যুম্নবার উ ৫।৩৮ অ ৬।৩২ গৌর ষষ্ঠী ১১।১ চিত্রা ৭।১৪

২২ শ্রীধর ২৯ শ্রাবণ ১৪ আগষ্ট বুধ অনিরুদ্ধবার উ [৫।৩৮ অ ৬।৩১ গৌর সপ্তমী ১২।৪৮ স্বাতী ১০।১

২৩ শ্রীধর ৩০ শ্রাবণ ১৫ আগষ্ট বৃহস্পতি কারণোদশায়ীবার উ ৫।৩৮ অ ৬।৩১ গৌর অষ্টমী ২।১৪ বিশাখা ১১।৪৪

২৪ শ্রীধর ৩১ শ্রাবণ ১৬ আগষ্ট শুক্র গর্ভোদশায়ীবার উ ৫।৩৯ অ ৬।৩০ গৌর নবমী ৩।১৫ অনুরাধা ১।২৪

২৫ শ্রীধর ৩২ শ্রাবণ ১৭ আগষ্ট শনি ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৫।৩৯ অ ৬।২৯ গৌর দশমী ৩।৪৬ জ্যেষ্ঠা ২।৩৬ শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রারম্ভ।

ভাদ্র ১৩২৫।

২৬ শ্রীধর ১ ভাদ্র ১৮ আগষ্ট রবি বাসুদেববার উ ৫।৪০ অ ৬।২৮ গৌর একাদশী ৩।৪৬ মূলা ৩।১৮ একাদশীর উপবাস।

২৭ শ্রীধর ২ ভাদ্র ১৯ আগষ্ট সোম সঙ্কর্ষণবার উ ৫।৪০ অ ৬।২৮ গৌর দ্বাদশী ৩।১৭ পূর্ব্বাষাঢ়া ৩।৩২ শ্রীরূপ গোস্বামীর তিরোভাব। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের ও গোবিন্দ দাসের তিরোভাব।

২৮ শ্রীধর ৩ ভাদ্র ২০ আগষ্ট মঙ্গল প্রদ্যুম্নবার উ ৫।৪০ অ৬।২৭ গৌর ত্রয়োদশী ২।১৮ উত্তরাষাঢ়া ৩।১৬

২৯ শ্রীধর ৪ ভাদ্র ২১ আগষ্ট বুধ অনিরুদ্ধবার উ ৫।৪০ অ ৬।২৬ গৌর চতুর্দ্দশী ১২।৫৫ শ্রবণা ২।৩৭

৩০ শ্রীধর ৫ভাদ্র ২২ আগষ্ট বৃহস্পতিবার উ৫।৪১ অ৬।২৫ পূর্ণিমা ১১।৯ ধনিষ্ঠা ১।৩৫ শ্রীবলদেবের আবির্ভাব। ঝুলনযাত্রা সমাপন, হিন্দোলোৎসব।

হৃষীকেশ ৪৩২।

১ হৃষীকেশ ৬ ভাদ্র ২৩ আগাষ্ট শুক্র গর্ভোদশায়ীবার উ ৫।৪১ অ ৬।২৪ কৃষ্ণ প্রতিপদ ৯।৭ শতভিষা ১২।১৯

২ হৃষীকেশ ৭ ভাদ্র ২৪ আগষ্ট শনি ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৫।৪১ অ ৬।২৪ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া ৬।৫২ পরে তৃতীয়া রা ৪।২৮ পূর্ব্বভাদ্রপদ ১০।৫০

৩ হৃষীকেশ ৮ ভাদ্র ২৫ আগষ্ট রবি বাসুদেববার উ ৫।৪২ অ ৬।২৩ কৃষ্ণ চতুর্থী রা ২।১ উত্তরভাদ্রপদ ৯।১৩

৪ হৃষীকেশ ৯ ভাদ্র ২৬ আগষ্ট সোম সঙ্কর্ষণবার উ ৫।৪২ অ ৬।২২ কৃষ্ণ পঞ্চমী রা ১১।৩৫ রেবতী ৭।৩৩

৫ হৃষীকেশ ১০ ভাদ্র ২৭ আগষ্ট মঙ্গল প্রদ্যুম্নবার উ ৫।৪২ অ ৬।২১ কৃষ্ণ ষষ্ঠী রাঃ ৯।১৫ অশ্বিনী প্রা ৫।৫৬ পরে ভরণী ৪।২৬

৬ হৃষীকেশ ১১ ভাদ্র ২৮ আগষ্ট বুধবার অনিরুদ্ধবার উ ৫।৪৩ অঃ ৬।২০ কৃষ্ণ সপ্তমী রাঃ ৭।৬ কৃত্তিকা ৩।৯

৭ হৃষীকেশ ১২ ভাদ্র ২৯ আগষ্ট বৃহস্পতি কারণোদশায়ীবার উ ৫।৪৩ অঃ ৬।১৯ কৃষ্ণ অষ্টমী ৫।১১ রোহিণী ২।৬ শ্রীজন্মাষ্টমী ব্রত।

৮ হৃষীকেশ ১৩ ভাদ্র ৩০ আগষ্ট শুক্র গর্ভোদশায়ীবার উ ৫।৪৩ অ ৬।১৮ কৃষ্ণ নবমী ৩।৩৫ মৃগশিরা রা ১।২৫ নন্দোৎসব।

৯ হৃষীকেশ ১৪ ভাদ্র ৩১ আগষ্ট শনি ক্ষীরোদশায়ীবার উঃ ৫।৪৪ অঃ ৬।১৭ কৃষ্ণ দশমী ২।২৩ আর্দ্রা রাঃ ১।৭

সেপ্টেম্বর ১৯১৮

১০ হৃষীকেশ ১৫ ভাদ্র ১ সেপ্টেম্বর রবি বাসুদেববার উ৫।৪৪ অ৬।১৬ কৃষ্ণ একাদশী ১।৩৮ পুনর্ব্বসু রা ১।১৮ একাদশীর উপবাস।

১১ হৃষীকেশ ১৬ ভাদ্র ২ সেপ্টেম্বর সোম সঙ্কর্ষণবার উঃ ৫।৪৫ অঃ ৬।১৫ কৃষ্ণ দ্বাদশী ১।২১ পুষ্যা রাঃ ১।৫৮

১২ হৃষীকেশ ১৭ ভাদ্র ৩ সেপ্টেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্নবার উঃ ৫।৪৫ অ ৬।১৪ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী ১।৩৬ অশ্লেষা রাঃ ৩।৭

১৩ হৃষীকেশ ১৮ ভাদ্র ৪ সেপ্টেম্বর বুধবার উ ৫।৪৫ অ ৬।১৩ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী ২।২১ মঘা রা ৪।৪৪ সৌরমতে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জন্মদিন।

১৪ হৃষীকেশ ১৯ ভাদ্র ৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ীবার উ ৫।৪৬ অ ৬।১২ অমাবস্যা ৩।৩৫ পূর্ব্বফল্গুনী দিবারাত্র।

১৫ হৃষীকেশ ২০ ভাদ্র ৬ সেপ্টেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ীবার উ ৫।৪৬ অ ৬।১১ গৌর প্রতিপদ বৈ ৫।১২ পূর্ব্বফল্গুনী প্রা ৬।২৮

১৬ হৃষীকেশ ২১ ভাদ্র ৭ সেপ্টেম্বর শনি ক্ষীরোদকশায়ীবার উ ৫।৪৬ অ ৬।১০ গৌর দ্বিতীয়া রা ৭।৬ উত্তরফল্গুনী ৯।১২

১৭ হৃষীকেশ ২২ ভাদ্র ৮ সেপ্টেম্বর রবি বাসুদেববার উ ৫।৪৭ অ ৬।৯ গৌর তৃতীয়া রা ৯।৩০ হস্তা ১১।৪৬

১৮ হৃষীকেশ ২৩ ভাদ্র ৯ সেপ্টেম্বর সোম সঙ্কর্ষণবার উ ৫।৪৭ অ ৬৮ গৌর চতুর্থী রা ১১।১১ চিত্রা ২।২২

১৯ হৃষীকেশ ২৪ ভাদ্র ১০ সেপ্টেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্নবার উ ৫।৪৭ অ ৬।৭ গৌর পঞ্চমী রা ১।০ স্বাতী ৪।৫০ শ্রীঅদ্বৈতপত্নী সীতার আবির্ভাব।

২০ হৃষীকেশ ২৫ ভাদ্র ১১ সেপ্টেম্বর বুধ অনিরুদ্ধবার উ ৫।৪৮ অ ৬।৬ গৌর ষষ্ঠী রা ২।২৯ বিশাখা রা ৭।০

২১ হৃষীকেশ ২৬ ভাদ্র ১২ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ীবার উ ৫।৪৮ অ ৬।৫ গৌর সপ্তমী ৩।৩২ অনুরাধা রা ৮।৪৮ ললিতা সপ্তমী।

২২ হৃষীকেশ ২৭ ভাদ্র ২৩ সেপ্তেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ীবার উ ৫।৪৮ অ ৬।৪ গৌর অষ্টমী রা ৪।৬ জ্যেষ্ঠা রা ১০।৭ শ্রীরাধাষ্টমী। দূর্ব্বাষ্টমী

২৩ হৃষীকেশ ২৮ ভাদ্র ১৪ সেপ্টেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৫।৪৯ অ ৬।৩ গৌর নবমী রা ৪।৯ মূলা ১০।৫৬

২৪ হৃষীকেশ ২৯ ভাদ্র ১৫ সেপ্টেম্বর রবি বাসুদেববার উ ৫।৪৯ অ ৬।২ গৌর দশমী রা ৩।৪২ পূর্ব্বাষাঢ়া রা ১১।১৬

২৫ হৃষীকেশ ৩০ ভাদ্র ১৬ সেপ্টেম্বর সোম সঙ্কর্ষণবার উ ৫।৪৯ অ ৬।১ গৌর একাদশী রা ২।৪৫ উত্তরাষাঢ়া রা ১১।৩ ভান্বর্কোদয়মারভ্য শ্লোকের মর্ম্ম বর্জ্জনকারিমতে বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ।

২৬ হৃষীকেশ ৩১ ভাদ্র ১৭ সেপ্টেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্নবার উ ৫।৪৯ অ ৬।০ গৌর দ্বাদশী রা ১।২৪ শ্রবণা রা ১০।৩১ ভান্বর্কোদয়মারভ্য তাৎপর্য্য উদাসীনের মতে একাদশীর পারণ। ঋক্ষস্য সতি চাধিক্যে তিথি মধ্যেহি পারণম্। দ্বাদশীলঙ্ঘনে দোষা বহুশো লিখিতো যতঃ। তিথি নক্ষত্রয়োর্যোগে উপবাসো ভবেদ্‌যদা পারণস্তু ন কর্ত্তব্যং যাবন্নৈকস্য সংক্ষয়ঃ বিষ্ণুশৃঙ্খলকেপি স্যাদ্ বৃদ্ধির্নিশি পরত্র চেৎ। যদাধিক্যং তিথিভয়োঃ শক্তঃ কুর্য্যাদ্‌ব্রতদ্বয়ং। ভান্বর্কোদয়মারভ্য প্রবৃত্তান্যধিকানি চেৎ। সমান্যূনানি বা সন্তু ততোঽমীষাং ব্রতৌচিতী। পারণায়া অনৌচিত্যং তাবত্যাং নিশিচেত্তবেৎ। অশক্তস্তূত্তরং কুর্য্যাদ্যোগস্যৈবাস্য গৌরবাৎ। অসমর্থ পক্ষে কেবলমাত্র দ্বাদশীর উপবাস। দুই দিন উপবাসেও দোষ নাই। রাত্রৌ তু পারণাভাবাদ্ যুক্তং কর্ত্তুং ব্রতদ্বয়ং। ন চাত্র বিধিলোপঃ স্যাদুভয়োর্দেবতা হরিঃ। বৈষ্ণবেষ্বষ্ট মহাদ্বাদশীব্রতস্য নিত্যত্বাৎ। এবমেকাদশীং ত্যক্ত্বা দ্বাদশ্যাং সমুপোষণাৎ। পূর্ব্ববাসরজং পুণ্যং সর্ব্বং প্রাপ্নোত্যসংশয়ং।

অশক্তস্ত ব্রতদ্বন্দ্বে ভুংক্তে বৈকাদশী দিনে। উপবাসং বুধঃ কুর্য্যাচ্ছ্রবণ দ্বাদশীদিনে। শ্রীবামন মহাদ্বাদশীর উপবাস।

আশ্বিন ১৩২৫

২৭ হৃষীকেশ ১ আশ্বিন ১৮ সেপ্টেম্বর বুধ অনিরুদ্ধবার উ ৫।৫০ অ ৫।৫৯ গৌর ত্রয়োদশী রা ১১।৪১ ধনিষ্ঠা ৯।৩৫ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব।

• ২৮ হৃষীকেশ ২ আশ্বিন ১৯ সেপ্তেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ীবার উ ৫।৫০ অ ৫।৫৮ গৌর চতুর্দ্দশী ৯।৪১ শতভিষা রা ৮।২০ শ্রীহরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব। অনন্ত চতুর্দ্দশী।

২৯ হৃষীকেশ ৩ আশ্বিন ২০ সেপ্তেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ীবার উ ৫।৫০ অ ৫।৫৭ পূর্ণিমা রা ৭।২৭ পূর্ব্বভাদ্রপদ রা ৬।৫৩

পদ্মনাভ ৪৩২

১ পদ্মনাভ ৪ আশ্বিন ২১ সেপ্তেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৫।৫১ অ ৫।৫৬ কৃষ্ণ প্রতিপদ ৫।৫ উত্তর ভাদ্রপদ ৫।১৭

২ পদ্মনাভ ৫ আশ্বিন ২২ সেপ্তেম্বর রবি বাসুদেববার উ ৫।৫১ অ ৫।৫৫ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া ২।৩৯ রেবতী ৩।৩৮

৩ পদ্মনাভ ৬ আশ্বিন ২৩ সেপ্তেম্বর সোম সঙ্কর্ষণবার উ ৫।৫১ অ ৫।৫৪ কৃষ্ণ তৃতীয়া ১২।১৪ অশ্বিনী ১।৫৮

৪ পদ্মনাভ ৭ আশ্বিন ২৪ সেপ্তেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্নবার উ ৫।৫২ অ ৫।৫৩ কৃষ্ণ চতুর্থী ৯।৫৬ ভরণী ১২।২৬

৫ পদ্মনাভ ৮ আশ্বিন ২৫ সেপ্তেম্বর বুধ অনিরুদ্ধবার উ ৫।৫২ অ ৫।৫২ কৃষ্ণ পঞ্চমী ৭।৪৮ কৃত্তিকা ১১।৬

৬ পদ্মনাভ ৯ আশ্বিন ২৬ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ীবার উ ৫।৫২ অ ৫।৫১ কৃষ্ণ ষষ্ঠী প্রা ৫।৫৪ পরে সপ্তমী রা ৪।২০ রোহিণী ৯।৫৯

৭ পদ্মনাভ ১০ আশ্বিন ২৭ সেপ্টেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ীবার উ ৫।৫৩ অ ৫।৫০ কৃষ্ণ অষ্টমী রা ৩।৯ মৃগশিরা ৯।১২

৮ পদ্মনাভ ১১ আশ্বিন ২৮ সেপ্টেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৫।৫৩ অ ৫।৪৯ কৃষ্ণ নবমী রা ২।২৫ আর্দ্রা ৮।৪৮

৯ পদ্মনাভ ১২ আশ্বিন ২৯ সেপ্টেম্বর রবি বাসুদেববার উ ৫।৫৩ অ ৫।৪৮ কৃষ্ণ দশমী রা ২।১০ পুনর্ব্বসু ৮।৫২

১০ পদ্মনাভ ১৩ আশ্বিন ৩০ সেপ্তেম্বর সোম সঙ্কর্ষণবার উ ৫।৫৪ অ ৫।৪৭ কৃষ্ণ একাদশী রা ২।২৭ পুষ্যা ৯।২৫ একাদশীর উপবাস।

অক্টোবর ১৯১৮

১১ পদ্মনাভ ১৪ আশ্বিন ১ অক্টোবর মঙ্গল প্রদ্যুম্নবার উ ৫।৫৪ অ ৫।৪৬ কৃষ্ণ দ্বাদশী রা ৩।১৪ অশ্লেষা ১০।২৯

১২ পদ্মনাভ ১৫ আশ্বিন ২ অক্টোবর বুধ অনিরুদ্ধবার উ ৫।৫৪ অ ৫।৪৫ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী রা ৪।২৯ মঘা ১১।৫৮

১৩ পদ্মনাভ ১৬ আশ্বিন ৩ অক্টোবর বৃহস্পতি কারণোদশায়ীবার উ ৫।৫৫ অ ৫।৪৪ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী দিবারাত্র পূর্ব্বফল্গুনী ১।৫৬

১৪ পদ্মনাভ ১৭ আশ্বিন ৪ অক্টোবর শুক্র গর্ভোদশায়ীবার উ ৫।৫৫ অ ৫।৪৩ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী প্রা ৬।৮ উত্তরফল্গুনী ৪।১৬

১৫ পদ্মনাভ ১৮ আশ্বিন ৫ অক্টোবর শনি ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৫।৫৫ অ ৫।৪২ অমাবস্যা ৮।৫ হস্তা রা ৬।৪৮

১৬ পদ্মনাভ ১৯ আশ্বিন ৬ অক্টোবর রবি বাসুদেববার উ ৫।৫৬ অ ৫।৪১ গৌর প্রতিপদ ১০।৯ চিত্রা রা ৯।২৫

১৭ পদ্মনাভ ২০ আশ্বিন ৭ অক্টোবর সোম সঙ্কর্ষণবার উ ৫।৫৬ অ ৫।৪০ গৌর দ্বিতীয়া ১২।১২ স্বাতী রা ১১।৫৫

১৮ পদ্মনাভ ২১ আশ্বিন ৮ অক্টোবর মঙ্গল প্রদ্যুম্নবার উ ৫।৫৭ অ ৫।৩৯ গৌর তৃতীয়া ২।৩ বিশাখা রা ২।১০

১৯ পদ্মনাভ ২২ আশ্বিন ৯ অক্টোবর বুধ অনিরুদ্ধবার উ ৫।৫৭ অ ৫।৩৮ গৌর চতুর্থী ৩।৩৪ অনুরাধা রা ৪।৩

২০ পদ্মনাভ ২৩ আশ্বিন ১০ অক্টোবর বৃহস্পতি কারণোদশায়ীবার উ ৫।৫৭ অ ৫।৩৭ গৌর পঞ্চমী

২১ পদ্মনাভ ২৪ আশ্বিন ১১ অক্টোবর শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উঃ ৫।৫৮ অ ৫।৩৬ গৌর ষষ্ঠী সন্ধ্যা ৫।১৭ মূলা দিবারাত্র।

২২ পদ্মনাভ ২৫ আশ্বিন ১২ অক্টোবর শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৫।৫৮ অ ৫।৩৫ গৌর সপ্তমী সন্ধ্যা ৫।২১ মূলা প্রাঃ ৬।২৩।

২৩ পদ্মনাভ ২৬ আশ্বিন ১৩ অক্টোবর রবিবার বাসুদেববার উ ৫।৫৯ অ ৫।৩৫ গৌর অষ্টমী ৪।৫৭ পূর্ব্বাষাঢ়া ৬।৫১।

২৪ পদ্মনাভ ২৭ আশ্বিন ১৪ অক্টোবর সোমবার সঙ্কর্ষণবার উ ৫।৫৯ অ ৫।৩৪ গৌর নবমী ৪।২ উত্তরাষাঢ়া ৬।৪৮।

২৫ পদ্মনাভ ২৮ আশ্বিন ১৫ অক্টোবর মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উ ৫।৫৯ অ ৫।৩৩ গৌর দশমী ২।৪৩ শ্রবণা প্রাঃ ৬।১৯ পরে ধনিষ্ঠা রাঃ ৫।২৭ শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব।

২৬ পদ্মনাভ ২৯ আশ্বিন ১৬ অক্টোবর বুধবার অনিরুদ্ধবার উ ৬।০ অ ৫।৩২ গৌর একাদশী ১।১ শতভিষা রাঃ ৪।১৬ একাদশীর উপবাস।

২৭ পদ্মনাভ ৩০ আশ্বিন ১৭ অক্টোবর বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ী-বার উ৬।০ অ৫।৩১ গৌর দ্বাদশী ১২।৩৬ পূর্ব্বভাদ্রপদ রাঃ ২।৫৩ শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর, ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব। পার্শ্ব পরিবর্ত্তন। উর্জ্জাব্রতারম্ভ।

কার্ত্তিক ১৩২৫

২৮ পদ্মনাভ ১ কার্ত্তিক ১৮ অক্টোবর শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উ ৬।১ অ ৫।৩০ গৌর ত্রয়োদশী ৮।৫১ উত্তরভদ্রাপদ রাঃ ১।১৯।

২৯ পদ্মনাভ ২ কার্ত্তিক ১৯ অক্টোবর শনি ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৬।১ অ ৫।২৯ গৌর চতুর্দ্দশী ৬।৩১ পরে পূর্ণিমা. রা ৪।৭ রেবতী রা ১১।৩৯ শ্রীমুরারি গুপ্তের তিরোভাব শ্রীকৃষ্ণের কৌমুদী রাস।

দামোদর ৪৩২।

১ দামোদর ৩রা কার্ত্তিক ২০ অক্টোবর রবি বাসুদেববার উ ৬।২ অ ৫।২৮ কৃষ্ণ প্রতিপদ রা ১।৪৩ অশ্বিনী রা ৯।৫৮

২ দামোদর ৪ কার্ত্তিক ২১ অক্টোবর সোম সঙ্কর্ষণবার উ ৬।২ অ৫।২৮ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া রা ১১।২৬ ভরণী রা ৮।২৫

৩ দামোদর ৫ কার্ত্তিক ২২ অক্টোবর মঙ্গল প্রদ্যুম্নবার উ ৬।৩ অ ৫।২৭ কৃষ্ণ তৃতীয়া রা ৯।২০ কৃত্তিকা রা ৭।২

৪ দামোদর ৬ কার্ত্তিক ২৩ অক্টোবর বুধ অনিরুদ্ধবার উ ৬।৩ অ ৫।২৬ কৃষ্ণ চতুর্থী রা ৭।২৯ রোহিণী সন্ধ্যা ৫।৫০

৫ দামোদর ৭ কার্ত্তিক ২৪ অক্টোবর বৃহস্পতি উ ৬।৪ অ ৫।২৫ কৃষ্ণ পঞ্চমী সন্ধ্যা৫।৫৮ মৃগশিরা বৈ৪।৫৮ শ্রীঠাকুর নরোত্তমের তিরোভাব।

৬ দামোদর ৮ কার্ত্তিক ২৫ অক্টোবর শুক্র গর্ভোদশায়ীবার উ ৬।৪ অ ৫।২৪ কৃষ্ণ ষষ্ঠী ৪।৪৯ আর্দ্রা ৪।৩০

৭ দামোদর ৯ কার্ত্তিক ২৬ অক্টোবর শনি ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৬।৫ অ ৫।২৩ কৃষ্ণ সপ্তমী ৪।৮ পুনর্ব্বসু ৪।২৭

৮ দামোদর ১০ কার্ত্তিক ২৭ অক্টোবর রবি বাসুদেববার উ ৬।৫ অ ৫।২৩ কৃষ্ণ অষ্টমী ৩।৫৬ পুষ্যা ৪।৫৫

৯ দামোদর ১১ কার্ত্তিক ২৮ অক্টোবর সোম সঙ্কর্ষণবার উ৬।৬ অ৫।২২ কৃষ্ণ নবমী ৪।১৫ অশ্লেষা সন্ধ্যা ৫।৫১

১০ দামোদর ১২ কার্ত্তিক ২৯ অক্টোবর মঙ্গল প্রত্যুম্নবার উ ৬।৬ অ ৫।২২ কৃষ্ণ দশমী সন্ধ্যা ৫।৬ মঘা রা ৭।১৪

১১ দামোদর ১৩ কার্ত্তিক ৩০ অক্টোবর বুধ অনিরুদ্ধবার উ ৬।৭ অ ৫।২১ কৃষ্ণ একাদশী রা ৬।২৪ পূর্ব্বফল্গুনী রা ৯।৭ একাদশীর উপবাস।

১২ দামোদর ১৪ কার্ত্তিক ৩১ অক্টোবর বৃহস্পতি কারণোদশায়ীবার উ ৬।৭ অ ৫।২০ কৃষ্ণ দ্বাদশী রা ৮।৬ উত্তরফল্গুনী রা ১১।১২ শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব।

নবেম্বর ১৯১৮।

১৩ দামোদর ১৫ কার্ত্তিক ১ নবেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ীবার উ ৬।৮ অ ৫।২০ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী রা ১০।৪ হস্তা রা ১।৫২

১৪ দামোদর ১৬ কার্ত্তিক ২ নবেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৬।৮ অ ৫।১৯ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী রা ১২।১২ চিত্রা রা ৪।৩০

১৫ দামোদর ১৭ কার্ত্তিক ৩ নবেম্বর রবি বাসুদেববার উ ৬।৯ অ ৫।১৯ অমাবস্যা রা ২।১৬ স্বাতী দিবারাত্র।

১৬ দামোদর ১৮ কার্ত্তিক ৪ নবেম্বর সোম সঙ্কর্ষণবার উ ৬।৯ অ ৫।১৮ গৌর প্রতিপদ রা ৪।৮ স্বাতী ২।১২

১৭ দামোদর ১৯ কার্ত্তিক ৫ নবেম্বর মঙ্গল উ ৬।১০ অ ৫।১৭ গৌর দ্বিতীয়া রা ৫।৪০ বিশাখা ৯।২২ শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের তিরোভাব।

১৮ দামোদর ২০ কার্ত্তিক ৬ নবেম্বর বুধ অনিরুদ্ধবার উ ৬।১০ অ ৫।১৭ গৌর তৃতীয়া দিবারাত্র অনুরাধা ১১।২১

১৯ দামোদর ২১ কার্ত্তিক ৭ নবেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ীবার উ ৬।১১ অ ৫।১৬ গৌর তৃতীয়া ৬।৪৮ জ্যেষ্ঠা ১২।৫০

২০ দামোদর ২২ কর্ত্তিক ৮ নবেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ীবার উ ৬।১২ অ ৫।১৬ গৌরচতুর্থী ৭।২৫ মূলা ১ ৫৪

২১ দামোদর ২৩ কার্ত্তিক ৯ নবেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৬।১২ অ ৫।১৫ গৌর পঞ্চমী ৭।৩১ পূর্ব্বাষাঢ়া ২।২৭

২২ দামোদর ২৪ কার্ত্তিক ১০ নবেম্বর রবি বাসুদেববার উ ৬।১৩ অ ৫।১৫ গৌর ষষ্ঠী ৭।৭ উত্তরাষাঢ়া ২।৩২

২৩ দামোদর ২৫ কার্ত্তিক ১১ নবেম্বর সোম সঙ্কর্ষণবার উ ৬।১৪ অ ৫।১৬ গৌর সপ্তমী প্রা ৬।১৪ পরে অষ্টমী রা ৪।৫৫ শ্রবণা ২।৯ শ্রীনিবাসাচার্য ঠাকুরের শ্রীগদাধরদাসের ও শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের তিরোভাব।

২৪ দামোদর ২৬ কার্ত্তিক ১২ নবেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্নবার উ ৬।১৪ অ ৫।১৪ গৌর নবমী রা ৩।১৫ ধানষ্ঠা ১।২২

২৫ দামোদর ২৭ কার্ত্তিক ১৩ নবেম্বর বুধ অনিরুদ্ধবার উ ৬।১৫ অ ৫।১৪ গৌর দশমী রা ১।১৮ শতভিষা ১২।১৫

২৬ দামোদর ২৮ কার্ত্তিক ১৪ নবেম্বর বৃহস্পতি উ ৬।১৬ অ ৫।১৩ গৌর একাদশী রা ১১।৮ পূর্ব্বভাদ্রপদ ১০।৫৬ শ্রীগৌর কিশোর দাস পরমহংস বাবাজীর নবদ্বীপ কুলিয়ায় অপ্রকট মহোৎসব। একাদশীর উপবাস।

২৭ দামোদর ২৯কার্ত্তিক ১৫নবেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ীবার গৌর দ্বাদশী রা ৮।৪৯ উত্তরভাদ্রপদ ৯।২৫ হরি উত্থান মতে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত সমাপন।

২৮ দামোদর ৩০ কার্ত্তিক ১৬ নবেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৬।১৭ অ ৫।১২ গৌর ত্রয়োদশী রা ৬।২৭ রেবতী ৭।৪৬ পরে অশ্বিনী প্রাঃ ৬।৬

অগ্রহায়ণ ১৩২৫।

২৯ দামোদর ১ অগ্রহায়ণ ১৭ নবেম্বর রবি বাসুদেববার উ ৬।১৮ অ ৫।১২ গৌর চতুর্দ্দশী ৪।৬ ভরণী রা ৪।৩১

৩০ দামোদর ২ অগ্রহায়ণ ১৮ নবেম্বর সোম সঙ্কর্ষণবার উ ৬ ১৮ অ ৫।১২ পূর্ণিমা ১।৫২ কৃত্তিকা রা ৩।৪ শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীর ও কাশীশ্বর পণ্ডিতের তিরোভাব। চান্দ্রমতে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত সমাপন। ঊর্জ্জাব্রত শেষ।

১ কেশব ৩ অগ্রহায়ণ ১৯ নবেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্নবার উ ৬।১৯ অ ৫।১১ কৃষ্ণ প্রতিপদ ১১।৪৭ রোহিণী রা ১।৫০ শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব।

২ কেশব ৪ অগ্রহায়ণ ২০ নবেম্বর বুধ অনিরুদ্ধবার উ ৬।২০ অ ৫।১১ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া ৯।৫৮ মৃগশিরা রা ১২।৫৪

৩ কেশব ৫ অগ্রহায়ণ ২১ নবেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ীবার উ ৬।২১ অ ৫।১১ কৃষ্ণ তৃতীয়া ৮।৩০ আর্দ্রা রা ১২।২০

৪ কেশব ৬ অগ্রহায়ণ ২২ নবেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ীবার উ ৬।২২ অ ৫।১০ কৃষ্ণ চতুর্থী ৭।২৬ পুনর্ব্বসু রা ১২।১০

৫ কেশব ৭ অগ্রহায়ণ ২৩ নবেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৬।২২ অ ৫।১০ কৃষ্ণ পঞ্চমী ৬।৪৮ পুষ্যা রা ১২।৩১

৬ কেশব ৮ অগ্রহায়ণ ২৪ নবেম্বর রবি বাসুদেববার উ ৬।২৩ অ ৫।১০ কৃষ্ণ ষষ্ঠী ৬।৪০ অশ্লেষা রা ১।২০

৭ কেশব ৯ অগ্রহায়ণ ২৫ নবেম্বর সোম সঙ্কর্ষণবার উ ৬।২৪ অ ৫।১০ কৃষ্ণ সপ্তমী ৭।৩ মঘা রা ২।৪০

৮ কেশব ১০ অগ্রহায়ণ ২৬ নবেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্নবার উ ৬।২৫ অ ৫।১০ কৃষ্ণ অষ্টমী ৭।৫৮ পূর্ব্বফল্গুনী রা ৪।২৭

৯ কেশব ১১ অগ্রহায়ণ ২৭ নবেম্বর বুধ অনিরুদ্ধবার উ ৬।২৫ অ ৫।১০ কৃষ্ণ নবমী ৯।১৯ উত্তরফল্গুনী দিবারাত্র।

১০ কেশব ১২ অগ্রহায়ণ ২৮ নবেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ীবার উ ৬।২৬ অ ৫।১০ কৃষ্ণ দশমী ১১।৫ উত্তরফল্গুনী প্রা ৬।৩৮

১১ কেশব ১৩ অগ্রহায়ণ ২৯ নবেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ীবার উ ৬।২৬ অ ৫।১০ কৃষ্ণ একাদশী ১।৭ হস্তা ৯।৬ একাদশীর উপবাস।

১২ কেশব ১৪ অগ্রহায়ণ ৩০ নবেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৬।২৭ অ ৫।১০ কৃষ্ণ দ্বাদশী ৩।১৭ চিত্রা ১১।৪৩ শ্রীকালীয়কৃষ্ণদাসের তিরোভাব।

ডিসেম্বর 1918।

১৩ কেশব ১৫ অগ্রহায়ণ ১ ডিসেম্বর রবি বাসুদেববার উ ৬।২৭ অ ৫।১০ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী সন্ধ্যা ৫।২৩ স্বাতী ২।১৭ সারঙ্গ ঠাকুরের তিরোভাব।

১৪ কেশব ১৬ অগ্রহায়ণ ২ ডিসেম্বর সোম সঙ্কর্ষণবার উ ৬।২৮ অ ৫।১০ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী রা ৭।১৬ বিশাখা ৪।৪১

১৫ কেশব ১৭ অগ্রহায়ণ ৩ ডিসেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্নবার উ ৬।২৯ অ ৫।১০ অমাবস্যা রা ৮।৪৯ অনুরাধা ৬।৪৫

১৬ কেশব ১৮ অগ্রহায়ণ ৪ ডিসেম্বর বুধ অনিরুদ্ধবার উ ৬।২৯ অ ৫।১১ গৌর প্রতিপদ রা ৯।৫৫ জ্যেষ্ঠা রা ৮।২২

১৭ কেশব ১৯ অগ্রহায়ণ ৫ ডিসেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ীবার উ ৬।৩০ অ ৫।১১ গৌর দ্বিতীয়া রা ১০।৩১ মূলা রা ৯।৩২

১৮ কেশব ২০ অগ্রহায়ণ ৬ ডিসেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ীবার উ ৬।৩১ অ ৫।১১ গৌর তৃতীয়া রা ১০।৩৭ পূর্ব্বাষাঢ়া ১০।১২

১৯ কেশব ২১ অগ্রহায়ণ ৭ ডিসেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ীবার গৌর চতুর্থী রা ১০।১২ উত্তরাষাঢ়া রা ১০।২৪ শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর আবির্ভাব।

২০ কেশব ২২ অগ্রহায়ণ ৮ ডিসেম্বর রবি বাসুদেববার উ ৬।৩২ অ ৫।১১ গৌর পঞ্চমী রা ৯।১৯ শ্রবণা ১০।৬

২১ কেশব ২৩ অগ্রহায়ণ ৯ ডিসেম্বর সোম সঙ্কর্ষণবার উ ৬।৩৩ অ ৫।১২ গৌরষষ্ঠী রা ৮।০ ধনিষ্ঠা রা ৯।২৬

২২ কেশব ২৪ অগ্রহায়ণ ১০ ডিসেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্নবার উ ৬।৩৩ অ ৫।১২ গৌর সপ্তমী সন্ধ্যা ৬।২০ শতভিষা ৮।২৩

২৩ কেশব ২৫ অগ্রহায়ণ ১১ ডিসেম্বর বুধ অনিরুদ্ধবার উ ৬।৩৪ অ ৫।১২ গৌর অষ্টমী ৪।২৩ পূর্ব্বভাদ্রপদ রা ৭।৬

২৪ কেশব ২৬ অগ্রহায়ণ ১২ ডিসেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ীবার উ ৬।৩৫ অ ৫।১২ গৌর নবমী ২।১৪ উত্তরভাদ্রপদ সন্ধ্যা ৫।১৬

২৫ কেশব ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩ ডিসেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ীবার উ ৬।৩৫ অ ৫।১২ গৌর দশমী ১১।৫৬ রেবতী ৪।০

২৬ কেশব ২৮ অগ্রহায়ণ ১৪ ডিসেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৬।৩৬ অ ৫।১৩ গৌর একাদশী ৯।৩৫ অশ্বিনী ২।২১ একাদশীর উপবাস।

২৭ কেশব ২৯ অগ্রহায়ণ ১৫ ডিসেম্বর রবি বাসুদেববার উ ৬।৩৭ অ ৫।১৩ গৌর দ্বাদশী ৭।১৫ পরে ত্রয়োদশী রা ৫।২ ভরণী ১২।৪৫

পৌষ ১৩২৫।

২৮ কেশব ১লা পৌষ ১৬ ডিসেম্বর সোম সঙ্কর্ষণবার উ ৬।৩৭ অ ৫।১৩ গৌর চতুর্দ্দশী রা ৩।০ কৃত্তিকা ১১।১৬

২৯ কেশব ২ পৌষ ১৭ ডিসেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্নবার উ ৬।৮ অ ৩।১৩ পূর্ণিমা রা ১।১৪।

নারায়ণ ৪৩২।

১ নারায়ণ ৩রা পৌষ ১৮ডিসেম্বর বুধবার অনিরুদ্ধবার উ৬।৩৯ অ ৫।১৪ কৃষ্ণ প্রতিপদ রাঃ ১১.৪৮ মৃগশিরা ৯।০

২ নারায়ণ ৪ পৌষ ১৯ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উ ৬।৪০ অ ৫।১৪ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া রাঃ ১০।৪৬ আর্দ্রা ৮।২১।

৩ নারায়ণ ৫ পৌষ ২০ ডিসেম্বর শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উ ৬।৪০ অঃ ৫।১৪ কৃষ্ণ তৃতীয়া রাঃ ১০।১২ পুনর্বসু ৮।৬

৪ নারায়ণ ৬ পৌষ ২১ ডিসেম্বর শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৬।৪১ অ ৫।১৪ কৃষ্ণ চতুর্থী রাঃ ১০।৮ পুষ্যা ৮।২০।

৫ নারায়ণ ৭ পৌষ ২২ ডিসেম্বর রবিবার বাসুদেববার উ ৬।৪২ অ ৫।১৫ কৃষ্ণ পঞ্চমী রাঃ ১০।৩৪ অশ্লেষা ৯।৩।

৬ নারায়ণ ৮ পৌষ ২৩ ডিসেম্বর সোমবার সঙ্কর্ষণবার উ ৬।৪৩ অ ৫।১৫ কৃষ্ণ ষষ্ঠী রাঃ ১১।৩৩ মঘা ১০।১৬।

৭ নারায়ণ ৯ পৌষ ২৪ ডিসেম্বর মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উ ৬।৪৩ অ ৫।১৫ কৃষ্ণ সপ্তমী রাঃ ১২।৫৮ পূর্ব্বফল্গুনী ১১।৫৬।

৮ নারায়ণ ১০ পৌষ ২৫ ডিসেম্বর বুধবার অনিরুদ্ধবার উ ৬।৪৪ অ ৫।১৬ কৃষ্ণ অষ্টমী রাঃ ২।৪৬ উত্তর ফল্গুনী ২।১।

৯ নারায়ণ ১১ পৌষ ২৬ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উ ৬।৪৪ অ ৫।১৭ কৃষ্ণ নবমী রাঃ ৪।৪৯ হস্তা ৪।২৬।

১০ নারায়ণ ১২ পৌষ ২৭ ডিসে শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উ ৬।৪৪ অ৫।১৭ কৃষ্ণ দশমী দিবারাত্র চিত্রা রাঃ ৭।১।

১১ নারায়ণ ১৩ পৌষ ২৮ ডিসেম্বর শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৬।৪৪ অ ৫।১৮ কৃষ্ণ দশমী ৭।০ স্বাতী রাঃ ৯।৩৭।

১২ নারায়ণ ১৪ পৌষ ২৯ ডিসেম্বর রবিবার বাসুদেববার উ ৬।৪৫ অ ৫।১৯ কৃষ্ণ একাদশী ৯।৭ বিশাখা রাঃ ১২।৪ একাদশীর উপবাস।

১৩নারারণ ১৫ পৌষ ৩০ ডিসেম্বর সোম সঙ্কর্ষণবার উ৬।৪৫ অ৫।২০ কৃষ্ণদ্বাদশী ১১।০ অনুরাধা রাঃ ২।১৪ শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের তিরোভাব।

১৪ নারায়ণ ১৬ পৌষ ৩১ ডিসেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্নবার উ৬।৪৫ অ৫।২০ কৃষ্ণত্রয়োদশী ১২।৩০ জ্যেষ্ঠা অ৫৮ শ্রীমহেশ পণ্ডিতের তিরোভাব।

জানুয়ারী ১৯১৯।

১৫ নারায়ণ ১৭ পৌষ ১ জানুয়ারী বুধবার অনিরুদ্ধবার উ ৬।৪৫ অ ৫।২১ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী ১।৩৫ মূলা রাঃ ৫।১৬।

১৬ নারায়ণ ১৮ পৌষ ২রা জানুয়ারী বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উ ৬।৪৬ অ ৫।২২ অমাবস্যা ২।৯ পূর্ব্বাষাঢ়া শেষ রাত্র ৬।৩।

১৭ নারায়ণ ১৯ পৌষ ৩ জানুয়ারী শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উ ৬।৪৬ অ ৫।২২ গৌর প্রতিপদ ২।১১ উত্তরাষাঢ়া শেষরাত্রে ৬।২১।

১৮ নারায়ণ ২০ পৌষ ৪ জানুয়ারী শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৬।৪৬ অ ৫।২৩ গৌর দ্বিতীয়া ১।৪৪ শ্রবণা শেষ রাঃ ৬।৯।

১৯ নারায়ণ ২১ পৌষ ৫ জানুয়ারী রবি বাসুদেববার উ৬।৪৬ অ৫।২৪ গৌরতৃতীয়া ১২।৪৯ ধনিষ্ঠা শেষ রাঃ ৫।৩৪ শ্রীজীব গোস্বামীর তিরোভাব।

২০ নারায়ণ ২২ পৌষ ৬ জানুয়ারী সোম সঙ্কর্ষণবার উ ৬।৪৭ গৌর চতুর্থী ১১।২৯ শতভিষা রাঃ ৪।৩৫ শ্রীকৃষ্ণের উত্তরায়ণ বা শাল্যোদনীযাত্রা।

২১ নারায়ণ ২৩ পৌষ ৭ জানুয়ারী মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উ ৬।৪৭ অ ৫।২৫ গৌর পঞ্চমী ৯।৪৭ পূর্ব্বভাদ্রপদ রাঃ ৩।২১।

২২ নারায়ণ ২৪ পৌষ ৮ জানুয়ারী বুধবার অনিরুদ্ধবার উ ৬।৪৭ অ ৫।২৬ গৌর ষষ্ঠী ৭।৪৯ পরে সপ্তমী শেষ রাঃ ৫।৩৯ উত্তরভাদ্রপদ ১।৫৪।

২৩ নারায়ণ ২৫ পৌষ ৯ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উ ৬।৪৭ অ ৫।২৭ গৌর অষ্টমী রাঃ ৩।২১ রেবতী রাঃ ১২।১৮।

২৪ নারায়ণ ২৬ পৌষ ১০ জানুয়ারী শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উ৬।৪৭ অ ৫।২৭ গৌর নবমী রাঃ ১।০ অশ্বিনী রাঃ ১০।৩৮।

২৫ নারায়ণ ২৭ পৌষ ১১ জানুয়ারী শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৬।৪৭ অ ৫।২৮ গৌর দশমী রাঃ ১০।৪১ ভরণী রাঃ ৯।১।

২৬ নারায়ণ ২৮ পৌষ ১২ জানুয়ারী রবিবার বাসুদেববার উ ৬।৪৮ অ ৫।২৮ গৌর একাদশী রাঃ ৮।৩০ কৃত্তিকা রাঃ ৭।৩০।

২৭ নারায়ণ ২৯ পৌষ ১৩ জানুয়ারী সোমবার সঙ্কর্ষণবার উ ৬।৪৮ অ ৫।২৯ গৌর দ্বাদশী সন্ধ্যা ৬।৩০ রোহিণী সন্ধ্যা ৬।১১ শ্রীজগদীশ

পণ্ডিতের তিরোভাব। জয়ন্তী মহাদ্বাদশীর উপবাস। ভান্বর্কোদয়মারভ্য প্রবৃত্তান্যধিকানি চেৎ। সামান্যূনানি বা সন্তততোহমীষাং ব্রতৌচিতী।

২৮ নারায়ণ ৩০ পৌষ ১৪ জানুয়ারী মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উ ৬।৪৮ অ ৫।৩০ গৌর ত্রয়োদশী ৪।৪৫ মৃগশিরা সন্ধ্যা ৫।৬।

মাঘ ১৩২৫।

২৯ নারায়ণ ১ মাঘ ১৫ জানুয়ারী বুধবার অনিরুদ্ধবার উ ৬।৪৮ অ ৫।৩০ গৌর চতুর্দ্দশী ৩।২১ আর্দ্রা ৪।২২।

৩০ নারায়ণ ২ মাঘ ১৬ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উ ৬।৪৮ অ ৫।৩১ পূর্ণিমা ২।২২ পুনর্বসু ৪।১।

মাধব ৪৩২

১ মাধব ৩ মাঘ ১৭ জানুয়ারী শুক্র গর্ভোদশায়ীবার উ ৬।৪৮ অ ৫।৩২ কৃষ্ণ প্রতিপদ ১।৫০ পুষ্যা ৪।৮ শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক যাত্রা।

২ মাধব ৪ মাঘ ১৮ জানুয়ারী শনি ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৬।৪৮ অ ৫।৩২ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া ১।৪৮ অশ্লেষা ৪।৪৪

৩ মাধব ৫ মাঘ ১৯ জানুয়ারী রবি বাসুদেববার উ ৬।৪৮ অ ৫।৩৩ কৃষ্ণ তৃতীয়া ২।১৭ মঘা সন্ধ্যা ৫।৫০ শ্রীরাম চন্দ্র কবিরাজের তিরোভাব।

৪ মাধব ৬ মাঘ ২০ জানুয়ারী সোম সঙ্কর্ষণবার উ ৬।৪৯ অ ৫।৩৩ কৃষ্ণ চতুর্থী ৩।১৭ পূর্ব্বফল্গুনী রা ৭।২১

৫ মাধব ৭ মাঘ ২১ জানুয়ারী মঙ্গল প্রদ্যুম্নবার উ ৬।৪৯ অ ৫।৩৪ কৃষ্ণ পঞ্চমী ৪।৪৩ উত্তরফল্গুনী রা ৯।২২

৬ মাধব ৮ মাঘ ২২ জানুয়ারী বুধ অনিরুদ্ধবার উ ৬।৪৯ অ ৫।৩৪ কৃষ্ণ ষষ্ঠী সন্ধ্যা ৬।৩৩ হস্তা রা ১১।৪৩

৭ মাধব ৯ মাঘ ২৩ জানুয়ারী বৃহস্পতি কারণোদশায়ীবার উ ৬।৪৮ অ ৫।৩৫ কৃষ্ণ সপ্তমী রা ৮।৩১ চিত্রা রা ২।১৬

৮ মাধব ১০ মাঘ ২৪ জানুয়ারী শুক্র গর্ভোদশায়ীবার উ ৬।৪৮ অ ৫।৩৬ কৃষ্ণ অষ্টমী রা ১০।৪৭ স্বাতী রা ৪।৫৩

৯ মাধব ১১ মাঘ ২৫ জানুয়ারী শনি ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৬।৪৮ অ ৫।৩৭ কৃষ্ণ নবমী রা ১২।৫২ বিশাখা দিবারাত্র

১০ মাধব ১২ মাঘ ২৬ জানুয়ারী রবি বাসুদেববার উ ৬।৪৭ অ ৫।৩৭ কৃষ্ণ দশমী রা ২।৪৩ বিশাখা ৭।২২

১১ মাধব ১৩ মাঘ ২৭ জানুয়ারী সোম সঙ্কর্ষণবার উ ৬।৪৭ অ ৫।৩৮ কৃষ্ণ একাদশী রা ৪।১০ অনুরাধা ৯।৩৭ একাদশীর উপবাস

১২ মাধব ১৪ মাঘ ২৮ জানুয়ারী মঙ্গল প্রদ্যুম্নবার উ ৬।৪৭ অ ৫।৩৯ কৃষ্ণ দ্বাদশী রা ৫।১২ জ্যেষ্ঠা ১১।২৮

১৩ মাধব ১৫ মাঘ ২৯ জানুয়ারী বুধ অনিরুদ্ধবার উ ৬।৪৬ অ ৫।৪০ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী রা ৫।৪৩ মূলা ১২।৫০

১৪ মাধব ১৬ মাঘ ৩০ জানুয়ারী বৃহস্পতি কারণোদশায়ীবার উ ৬।৪৬ অ ৫।৪০ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী শেষ রা ৫।৪২ পূর্ব্বাষাঢ়া ১।৪৪ শ্রীজয়দেবের, ঠাকুর লোচনের ও ঠাকুর উদ্ধারণ দত্তের তিরোভাব।

১৫ মাধব ১৭ মাঘ ৩১ জানুয়ারী শুক্র গর্ভোদশায়ীবার উ ৬।৪৬ অ ৫।৪১ অমাবস্যা শেষ রা ৫।১২ উত্তরাষাঢ়া ২।১০

ফেব্রুয়ারী ১৯১৯

১৬ মাধব ১৮ মাঘ ১লা ফেব্রুয়ারী শনি ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৬।৪৫ অ ৫।৪২ গৌর প্রতিপদ রা ৪।১৩ শ্রবণা ২।৫

১৭ মাধব ১৯ মাঘ ২ ফেব্রুয়ারী রবি বাসুদেববার উ ৬।৪৫ অ ৫।৪৩ গৌর দ্বিতীয়া রা ২।৫০ ধনিষ্ঠা ১।৩৫

১৮ মাধব ২০ মাঘ ৩ ফেব্রুয়ারী সোম সঙ্কর্ষণবার উ ৬।৪৪ অ ৫।৪৩ গৌর তৃতীয়া রা ১।৬ শতভিষা ১২।৪২

১৯ মাধব ২১ মাঘ ৪ ফেব্রুয়ারী মঙ্গল প্রদ্যুম্নবার উ ৬।৪৪ অ ৫।৪৪ গৌর চতুর্থী রা ১১।৬ পূর্ব্বভাদ্রপদ ১১।৩০

২০ মাধব ২২ মাঘ ৫ ফেব্রুয়ারী বুধ অনিরুদ্ধবার উ৬।৪৪ অ৫।৪৫ গৌর পঞ্চমী রা ৮।৫৪ উত্তরভাদ্রপদ ১০।৬ শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর, শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব। শ্রীমায়াপুরে উৎসব।

২১ মাধব ২৩ মাঘ ৬ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি কারণোদশায়ীবার উ ৬।৪৩ অ ৫।৪৫ গৌর ষষ্ঠী সন্ধ্যা ৬।৩৪ রেবতী ৮।৩১

২২ মাধব ২৪ মাঘ ৭ ফেব্রুয়ারী শুক্র উ ৬।৪৩ গৌর সপ্তমী ৪।১২ অশ্বিনী প্রা ৬।৫১ পরে ভরণী শেষ রা ৫।১১ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব।

২৩ মাধব ২৫ মাঘ ৮ ফেব্রুয়ারী শনি ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৬।৪২ অ ৫।৪৬ গৌর অষ্টমী ১।৫২ কৃত্তিকা রা ৩।৩৮

২৪ মাধব ২৬ মাঘ ৯ ফেব্রুয়ারী রবি বাসুদেববার উ ৬।৪২ অ ৫।৪৭ গৌর নবমী ১১।৪০ রোহিণী রা ২।১৭ শ্রীমধ্বাচার্য্যের তিরোভাব!

২৫ মাধব ২৭ মাঘ ১০ ফেব্রুয়ারী সোম সঙ্কর্ষণবার উ ৬।৪১ অ ৫।৪৮ গৌর দশমী ৯।৪০ মৃগশিরা রা ১।৬

২৬ মাধব ২৮ মাঘ ১১ ফেব্রুয়ারী মঙ্গল প্রদ্যুম্নবার উ ৬।৪১ অ ৫।৪৮ গৌর একাদশী ৭।৫৬ পরে দ্বাদশী, শেষ রা ৬।৩৩ আর্দ্রা রা ১২।৭ ত্রিস্পৃশা বরাহ মহাদ্বাদশীর উপবাস।

২৭ মাধব ২৯ মাঘ ১২ ফেব্রুয়ারী বুধ অনিরুদ্ধবার উ ৬।৪০ অ ৫।৪৯ গৌর ত্রয়োদশী রা ৫।৩৫ পুনর্ব্বসু রা ১১।৫০ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব নবদ্বীপ কুলিয়ায় বসন্ত গানোৎসব।

ফাল্গুন ১৩২৫

২৮ মাধব ১ ফাল্গুন ১৩ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি কারণোদশায়ীবার উ ৬।৩৯ অ ৫।৪৯ গৌর চতুর্দ্দশী রা ৫।৪ পুষ্যা রা ১১।৪৯

২৯ মাধব ২ ফাল্গুন ১৪ ফেব্রুয়ারী শুক্র গর্ভোদশায়ীবার উ ৬।৩৯ অ ৫।৫০ পূর্ণিমা রা ৫।৩ অশ্লেষা রা ১২।১৯ শ্রীকৃষ্ণের মধুরোৎসব।

গোবিন্দ ৪৩২

১ গোবিন্দ ৩ ফাল্গুন ১৫ ফেব্রুয়ারী শনি ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৬।৩৮ অ ৫।৫০ কৃষ্ণ প্রতিপদ শেষ রা ৫।৩৩ মঘা রা ১।১৭

২ গোবিন্দ ৪ ফাল্গুন ১৬ ফেব্রুয়ারী রবি বাসুদেববার উ ৬।৩৮ অ ৫।৫১ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া শেষ রা ৬।২৪ পূর্ব্বফল্গুনী ২।৪২

৩ গোবিন্দ ৫ ফাল্গুন ১৭ ফেব্রুয়ারী সোম সঙ্কর্ষণবার উ ৬।৩৭ অ ৫।৫১ কৃষ্ণ তৃতীয়া দিবারাত্র উত্তরফল্গুনী রা ৪।৩৭

৪ গোবিন্দ ৬ ফাল্গুন ১৮ ফেব্রুয়ারী মঙ্গল প্রদ্যুম্নবার উ ৬।৩৬ অ ৫।৫২ কৃষ্ণ তৃতীয়া ৮।০ হস্তা দিবারাত্র

৫ গোবিন্দ ৭ ফাল্গুন ১৯ ফেব্রুয়ারী বুধ অনিরুদ্ধবার উ ৬।৩৬ অ ৫।৫২ কৃষ্ণ চতুর্থী ৯।৪৯ হস্তা প্রাত ৬।৫৩

৬ গোবিন্দ ৮ ফাল্গুন ২০ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি কারণোদশায়ীবার উ ৬।৩৫ অ ৫।৫৩ কৃষ্ণ পঞ্চমী ১১।৫২ চিত্রা ৯।২৪

৭ গোবিন্দ ৯ ফাল্গুন ২১ ফেব্রুয়ারী শুক্র গর্ভোদশায়ীবার উ ৬।৩৫ অ ৫।৫৩ কৃষ্ণ ষষ্ঠী ২।১ স্বাতী ১২।১

৮ গোবিন্দ ১০ ফাল্গুন ২২ ফেব্রুয়ারী শনি ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৬।৩৪ অ ৫।৫৪ কৃষ্ণ সপ্তমী ৪।৩ বিশাখা ২।৩৩

৯ গোবিন্দ ১১ ফাল্গুন ২৩ ফেব্রুয়ারী রবি বাসুদেববার উ ৬।৩৩ অ ৫।৫৪ কৃষ্ণ অষ্টমী সন্ধ্যা ৫।৫০ অনুরাধা ৪।৫১

১০ গোবিন্দ ১২ ফাল্গুন ২৪ ফেব্রুয়ারী সোম সঙ্কর্ষণবার উ ৬।৩২ অ ৫।৫৫ কৃষ্ণ নবমী রা ৭।১৫ জ্যেষ্ঠা রা ৬।৪৮

১১ গোবিন্দ ১৩ ফাল্গুন ২৫ ফেব্রুয়ারী মঙ্গল প্রদ্যুম্নবার উ ৬।৩১ অ ৫।৫৫ কৃষ্ণ দশমী রা ৮।১৩ মূলা রা ৮।১৫

১২ গোবিন্দ ১৪ ফাল্গুন ২৬ ফেব্রুয়ারী বুধ অনিরুদ্ধবার উ ৬।৩০ অ ৫।৫৬ কৃষ্ণ একাদশী রা ৮।৩৯ পূর্ব্বাষাঢ়া রা ৯।১৭ একাদশীর উপবাস।

১৩ গোবিন্দ ১৫ ফাল্গুন ২৭ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি কারণোদশায়ীবার উ ৬।৩০ অ ৫।৫৭ কৃষ্ণ দ্বাদশী রা ৮।৩৫ উত্তরাষাঢ়া রা ৯।৪৮

১৪ গোবিন্দ ১৬ ফাল্গুন ২৮ ফেব্রুয়ারী শুক্র গর্ভোদশায়ীবার উ ৬।২৯ অ ৫।৫৭ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী রা ৮।১ শ্রবণা রা ৯।৫০ শিবরাত্রি

মার্চ্চ ১৯১৯

১৫ গোবিন্দ ১৭ ফাল্গুন ১ মার্চ্চ শনি ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৬।২৮ অ ৫।৫৮ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী রা ৭।০ ধনিষ্ঠা রা ৯।২৫

১৬ গোবিন্দ ১৮ ফাল্গুন ২ মার্চ্চ রবি বাসুদেববার উ ৬।২৬ অ ৫।৫৯ অমাবস্যা সন্ধ্যা ৫।৩৪ শতভিষা রা ৮।৩৭

১৭ গোবিন্দ ১৯ ফাল্গুন ৩ মার্চ্চ সোম সঙ্কর্ষণবার উ ৬।২৬ অ ৫।৫৯ গৌর প্রতিপদ ৩।৪৭ পূর্ব্বভাদ্রপদ রা ৭।২৮

১৮ গোবিন্দ ২০ ফাল্গুন ৪ মার্চ্চ মঙ্গল প্রদ্যুম্নবার উ ৬।২৫ অ ৫।৫৯ গৌর দ্বিতীয়া ১।৪৫ উত্তরভাদ্রপদ সন্ধ্যা ৬।৮

১৯ গোবিন্দ ২১ ফাল্গুন ৫ মার্চ্চ বুধ অনিরুদ্ধবার উ ৬।২৪ অ ৫।৫ গৌর তৃতীয়া ১১।৩১ রেবতী ৪।৩৫

২০ গোবিন্দ ২২ ফাল্গুন ৬ মার্চ্চ বৃহস্পতি কারণোদশায়ীবার উ ৬।২৩ অ ৬।০ গৌর চতুর্থী ৯।৮ অশ্বিনী ২।৫৬

২১ গোবিন্দ ২৩ ফাল্গুন ৭ মার্চ্চ শুক্র গর্ভোদশায়ীবার উ ৬।২২ অ ৬।০ গৌর পঞ্চমী প্রাতে ৬।৪৫ পরে ষষ্ঠী রা ৪।২৪ ভরণী ১।১৬ শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব।

২২ গোবিন্দ ২৪ ফাল্গুন ৮ মার্চ্চ শনি ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৬।২২ অ ৬।১ গৌর সপ্তমী রা ২।১১ কৃত্তিকা ১১।৪০

২৩ গোবিন্দ ২৫ ফাল্গুন ৯ মার্চ্চ রবি বাসুদেববার উ ৬।২১ অ ৬।১ গৌর অষ্টমী রা ১২।১০ রোহিনী ১০।১৩

২৪ গোবিন্দ ২৬ ফাল্গুন ১০ মার্চ্চ সোম সঙ্কর্ষণবার উ ৬।২০ অ ৬।২ গৌর নবমী রা ১০।২৫ মৃগশিরা ৯।০

২৫ গোবিন্দ ২৭ ফাল্গুন ১১ মার্চ্চ মঙ্গল প্রদ্যুম্নবার উ ৬।১৯ অ ৬।২ গৌর দশমী রা ৯।১ আদ্রা ৮।৪

২৬ গোবিন্দ ২৮ ফাল্গুন ১২ মার্চ্চ বুধ অনিরুদ্ধবার উ ৬।১৮ অ ৬।৩ গৌর একাদশী রা ৮।২ পুনর্ব্বসু ৭।৩২

২৭ গোবিন্দ ২৯ ফাল্গুন ১৩ মার্চ্চ বৃহস্পতি কারণোদশায়ীবার উ ৬।১৭ অ ৬।৩ গৌর দ্বাদশী রা ৭।৩০ পুষ্যা ৭।২৩ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর ও হৃদয়ানন্দের তিরোভাব। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের আবির্ভাব।

২৮ গোবিন্দ ৩০ ফাল্গুন ১৪ মার্চ্চ শুক্র গর্ভোদশায়ীবার উ ৬।১৬ অ ৬।৩ গৌর ত্রয়োদশী রা ৭।২৯ অশ্লেষা ৭।৪৬

চৈত্র ১৩২৫

২৯ গোবিন্দ ১ চৈত্র ১৫ মার্চ্চ শনি ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৬।১৫ অ ৬।৪ গৌর চতুর্দ্দশী রা ৭।৫৯ মঘা ৮।৩৭

৩০ গোবিন্দ ২ চৈত্র ১৬ মার্চ্চ রবি বাসুদেববার উ ৬।১৪ অ ৬।৪ পূর্ণিমা রা ৯।০ পূর্ব্বফল্গুনী ৯।৫৮। শ্রীকৃষ্ণের দোল যাত্রা। শ্রীশ্রীমায়াপুরে শ্রীশ্রীযোগপীঠে গৌরজন্মভিটায় শ্রীমহাপ্রভুর জন্মমহামহোৎসব। পূর্ণিমাতে শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩৩ আরম্ভ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

——†*†——

শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার মুখপত্রী।

বিংশ বর্ষ—১০ম সংখ্যা।

অশেষক্লেশবিশ্লেষি-পরেশাবেশসাধিনী।
জীয়াদেষা পরাপত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী॥

সজ্জন—অকিঞ্চন।

যিনি অহংগ্রহোপসনামদে মত্ত নহেন, যিনি স্বীয় কর্ম্মফললাভের জন্য উদ্গ্রীব নহেন এবং যিনি ভগবদ্বিভিন্ন অপরবস্তু প্রাপ্তির জন্য ব্যস্ত নহেন তাঁহার জ্ঞান সম্পত্তি, কর্ম্ম সমৃদ্ধি এবং লৌকিক সুখলাভে চিত্ত ব্যগ্র নহে। এই জড়জগতে থাকিয়া জীব অনেক সময়ে আত্মহারা হইয়া নির্ব্বিশেষজ্ঞানে জ্ঞানী, স্বর্গসুখাদিতে ভোগী এবং ঐহিক ইন্দ্রিয়পর হইয়া আপনাকে ধনী মনে করেন। পৃথিবীর কোন না কোন বস্তুকে নিজের আয়ত্তাধীন করিতে প্রয়াসী হইয়া তত্তৎফললাভের উদ্দেশে কখনও বা ত্যাগীর বেশে, ভোগীর ভোগময় তাৎপর্য্যে এবং যথেচ্ছাচারের প্রবল তাড়নায় আমার ছিল, আমার আছে বা আমার চাই বলিয়া "কিছুর" অন্বেষণ করেন। যেকাল পর্য্যন্ত জীব "কিছুর" পশ্চাদ্ধাবিত হইবার দাবী

রাখেন তখন পর্য্যন্ত "কিছু" তাঁহাকে ছাড়ে না। "কিছু" সংগৃহীত হইলেই জগতের সকল লোক তাঁহার পিছু পিছু ছুটিতে থাকে। যাহার "কিছু" নাই তিনিই অকিঞ্চন তিনিই সজ্জন। তাঁহার কিছু অন্বেষণ করিতে হয় না। কিছু ছিল, আছে বা থাকিবে বলিয়া দৌড়িতে হয় না। সোজা স্মুজি সেই "কিছুটী" আশ্রয় জাতীয় বস্তু। জীব স্বয়ং সুনির্ম্মল আশ্রয় জাতীয় হইয়াও তাহা ভুলিয়া গিয়া নিজের অস্মিতাকে বিষয়ি জাতীয়ের অভিন্ন জানিয়াছেন সুতরাং আশ্রয় বা অবলম্বন অনুসন্ধান করিতে গিয়া ভোগ্য আশ্রয় লাভের জন্য ঢুঁড়িতেছেন। তিনি স্বয়ং আশ্রয় জাতীয় এবং ভগবান্ই তাঁহার একমাত্র নিত্য বিষয় একথা ভুলিয়াছেন। যেকাল পর্য্যন্ত তাঁহার অকিঞ্চনতার উপলব্ধি না হয় তৎকালাবধি তিনি সকিঞ্চন অর্থাৎ জ্ঞানী কর্ম্মী বা অন্যাভিলাষী। ভগবানের শুদ্ধভক্তই অকিঞ্চন। অকিঞ্চন তৃণাপেক্ষা সুনীচ অর্থাৎ জড়ের কোন উপাধিকে তিনি নিজ সম্পত্তি বলিয়া জানেন না। অকিঞ্চন তরু অপেক্ষা সহ্যগুণ বিশিষ্ট, অর্থাৎ জড়ের কোন বস্তুর আক্রমণের যোগ্য বলিয়া আপনাকে জানেন না। অকিঞ্চন সকলকেই সম্পত্তিমান্ জানেন এবং কোন সম্পত্তিতে নিজের প্রতিষ্ঠা চান না। সজ্জনই একমাত্র অকিঞ্চন। তিনি সুবিমল কৃষ্ণসেবাপরায়ণ। সজ্জন হিংসা দ্বেষ বর্জ্জিত পরাপেক্ষা রহিত। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের "যস্যাত্মবুদ্ধিঃকুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ। যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ।" শ্লোকটীর মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অকিঞ্চন বা সজ্জন হইয়াছেন। বিনাশী অসৎবস্তুর প্রতি তাঁহার কোন অভিনিবেশ নাই। তিনি প্রপন্ন।

সন ১৩২৩ সালের শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার আয় ব্যয়ের হিসাব।

চৈতন্যাব্দ ৪৩০।

জমার হিসাব——

গত বর্ষের বাকী জমা	১২২॥/ ৭॥
গত বর্ষে এমারত সংস্কার ও বৃদ্ধিকল্পে রক্ষিত	১৫০৲
বর্ত্তমান বর্ষের খুচরা প্রণামী	১২১৸/৫
সার্ব্বভৌম পরীক্ষার প্রদেয় আদায়	২৲
দৈনিক ভোগ দরুণ খুচরা প্রণামী	৩৫॥১০
উদ্বৃত্ত দ্রব্য বিক্রয়	৮৲
শ্রীযুক্ত স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর	৩০০৲
শ্রীযুক্ত বনমালি ভক্তানন্দ মারফত নাট্য মন্দিরের "সিমেণ্ট করার জন্য" শ্রীযুক্তা বিনোদিনী দাসী প্রদত্ত	১০০৲
শ্রীযুক্ত পরমেশ্বর সাহা	৬০৲
শ্রীমতী কাদম্বিনী মিত্র	২২৲
" কমলাপ্রসাদ দত্ত	২০৲
" জনার্দ্দন পাত্র	ঐ

শ্রীযুক্ত বিরজা প্রসাদ দত্ত	২০৲
,, মণিমাধব মিত্র ভক্তসুহৃদ	১৫৲
,, রাধামাধব নারায়ণ হিকিম	১১৲
,, কুঞ্জ লাল দে	১০৲
,, নফর চন্দ্র পাল চৌধুরী ভক্তিভূষণ	ঐ
,, পণ্ডিত বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী	ঐ
,, ললিতাপ্রসাদ দত্ত এম্ আর এ এস্	ঐ
শ্রীমতী প্রসন্নময়ী পাল	ঐ
শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ ঘোষ	৯৲
শ্রীমতী কৃষ্ণবিনোদিনী মিত্র	৮৲
শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর রায়	৭৲
,, সীতানাথ ভক্তিতীর্থ	ঐ
,, হরপ্রসাদ জানা	ঐ
,, অন্নদা প্রসাদ নারায়ণ বাবু ভক্তিভূষণ	৬৲
,, অমর নাথ বসু	ঐ
,, অমরেন্দ্র নারায়ণ বসু	ঐ
,, গিরীন্দ্র নাথ সরকার সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য	ঐ
,, গৌরগোবিন্দ বিশ্বাস	ঐ
,, তারিণী চরণ সমাজদার	ঐ
,, প্রভাসচন্দ্র দত্ত এল্ এম্ ই	ঐ
,, বনমালী দাস ভক্তানন্দ	ঐ
,, বসন্ত কুমার ভক্ত্যাশ্রম	ঐ
,, শম্ভুনাথ বন্দোপাধ্যায়	ঐ
,, রাজা শ্রীরামচন্দ্র সিংহদেব	ঐ

শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ মজুমদার এল্. এম্. এস্.	৬৲
,, সুরেশ চন্দ্র চৌধুরী	ঐ
,, হরিদাস চক্রবর্ত্তী	ঐ
,, হীরালাল বিশ্বাস	ঐ
,, শৈলজাপ্রসাদ দত্ত এল্. এম্. ই	৫॥০
,, অনন্ত চরণ মহান্তি ভক্তিরত্ন	৫৲
,, কুমুদ কান্ত ভৌমিক	ঐ
,, গয়ারাম ঘোষ	ঐ
,, নরেন্দ্র কুমার দত্ত চৌধুরী	ঐ
,, কুমার মণীন্দ্র চন্দ্র সিংহ বাহাদুর	ঐ
,, বিশ্বম্ভর মিত্র মহাশয়ের পরিবার	ঐ
,, বিহারী লাল মজুমদার	ঐ
,, শৈলজাপ্রসাদ দত্তের মাতা	ঐ
,, সখীচরণ রায় ও পঞ্চানন পোদ্দার	ঐ
,, ক্ষেত্রমোহন ব্রহ্ম	ঐ
শ্রীমতী নৃপেন্দ্র বালা চৌধুরাণী	ঐ
শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ আচার্য্য	৪৲
,, হেমচন্দ্র মিত্র	ঐ
শ্রীমতী সৌদামিনী ঘোষ মজুমদার	ঐ
শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মাইতি	৩৲
,, পার্ব্বতী চরণ দাস	ঐ
,, রাই মোহন চৌধুরী	ঐ
,, রাধাবল্লভ সাহা	ঐ
শ্রীমতী বসন্ত কুমারী দাসী	ঐ

শ্রীমতী সরযূ বালা মিত্র	৩৲
শ্রীমতী সরোজবাসিনী ঘোষ	ঐ
শ্রীযুক্ত অচ্যুতানন্দের মাতা	২৲
" উপেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক	ঐ
" উপেন্দ্র নাথ হুই	ঐ
" করুণাকৃষ্ণ চৌধুরী	ঐ
" কাঙ্গালী চরণ সাহু	ঐ
" কুঞ্জবিহারী পাইন	ঐ
" কুঞ্জ বিহারী দাস অধিকারী	ঐ
" কৃষ্ণবিনোদ রায়	ঐ
" গদাধর সাউ	ঐ
" গণেশ চন্দ্র দত্তের পরিবার	ঐ
" গোলোকনাথ দাস মহাপাত্র	ঐ
" গোলোক নাথ নায়ক	ঐ
" গৌরহরি দত্ত	ঐ
" জ্ঞানেন্দ্র নাথ দত্ত চৌধুরী	ঐ
" চারুচন্দ্র হালদার	ঐ
" চৌধুরী ব্রজেন্দ্র নন্দন দাস মহপাত্র	ঐ
" জনার্দ্দিন ঘোষ	ঐ
" জানকী নাথ মজুমদার	ঐ
" ত্রৈলোক্য নাথ রায়	ঐ
" নিশিকান্ত মৌলিক	ঐ
" নৃসিংহকুমার মুখোপাধ্যায়	ঐ
" নৃসিংহ প্রসাদ অধিকারী	ঐ

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন হালদার ২৲
,, পুলিন বিহারী মিত্র ২৲
,, প্রমথ নাথ ঘোষ ২৲
,, ভূজঙ্গ ভূষণ মিত্র ২৲
,, মধুসূদন দাস অধিকারী সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য ২৲
,, মণীন্দ্র নাথ দত্ত ২৲
,, রজনী কান্ত বসু ২৲
,, রবীন্দ্র নাথ দত্ত ২৲
,, রাধানাথ ঘোষ ২৲
,, রাধিকাপ্রসদ শেঠ ২৲
,, রাসবিহারী সাহা ২৲
,, ললিতমোহন দাস ২৲
,, ললিত লাল ভক্তিবিলাস ২৲
,, বিজয়কৃষ্ণ গুপ্ত ২৲
,, বিষ্ণুদাস কর অধিকারী সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য ২৲
,, বৈকুণ্ঠ নাথ দত্ত গুপ্ত কবিরত্ন কবিরাজ ২৲
,, বৈদ্যনাথ মণ্ডল ২৲
,, শশী ভূষণ রায় ২৲
,, সতীশ চন্দ্র বসু মহাশয়ের মাতা ২৲
ঐ ভগিনী ২৲
,, সারদা চরণ গুপ্ত চৌধুরী ২৲
,, সূর্য্যকুমার বসু ২৲
,, সৌম্যেন্দ্র নাথ দত্তের মাতা ২৲
,, প্রভু হীরালাল গোস্বামী ২৲

নাম	
শ্রীমতী কুসুম কুমারী দেবী	২৲
„ যোগেন্দ্র বালা চৌধুরাণী	ঐ
„ লতিকা দেবী	ঐ
শ্রীযুক্ত তারিণী চরণ হালদার ভক্তিভূষণ	১৷০
„ অতুল চন্দ্রের মাতা	১৲
„ অনন্ত চরণ পোদ্দার	ঐ
„ অভিরাম দাস অধিকারী	ঐ
„ অমরেন্দ্র নাথ সোম	ঐ
„ অরবিন্দ দত্তের মাতা	ঐ
„ অবলা কান্ত বসু	ঐ
„ অক্ষয় ভূষণ গাঙ্গুলী রায় বাহাদুর	ঐ
„ আনন্দরাম সাঁতরা	ঐ
„ আশুতোষ রায়	ঐ
„ ইন্দুভূষণ রায়	ঐ
„ ইন্দ্রকুমার সাহা	ঐ
„ উপেন্দ্র নাথ অধিকারী	ঐ
„ উপেন্দ্র নাথ মণ্ডল	ঐ
„ উমাপ্রসাদ মিশ্র	ঐ
„ উমেশ চন্দ্র দত্ত	ঐ
„ একাদশী চরণ সাহু	ঐ
„ কণ্ঠীরাম দত্ত	ঐ
„ কল্প বিহারী সাহা	ঐ
„ কালা চাঁদ মান্না	ঐ
„ কালীচরণ দত্ত	ঐ

শ্রীযুক্ত	কুড়ান চন্দ্র পাত্র	১৲
”	কৃষ্ণচন্দ্র মল্লিক	ঐ
”	কেদার নাথ গুহ	ঐ
”	কেদার নাথ মণ্ডল	ঐ
”	কেদার নাথ রায়	ঐ
”	কেশব লাল সাহা	ঐ
”	কৈলাস চন্দ্র দে	ঐ
”	গদাধর মহান্তি	ঐ
”	গিরীন্দ্র নাথ রায়	ঐ
”	গোপীনাথ বেরা	ঐ
”	গোপীনাথ সাউ	ঐ
”	গোপীনাথ সাহা	ঐ
”	গোপাল চন্দ্র দাস	ঐ
”	গোবর্দ্ধন বেরা	ঐ
”	গোষ্ঠ বিহারী দে	ঐ
”	জনৈক (কাজিপুর হরিসভার)	ঐ
”	ত্রিলোচন রায়	ঐ
”	দয়ানন্দ দাস খাওয়া	ঐ
”	দীগেন্দ্র চন্দ্র দাস	ঐ
”	দুর্গা চরণ কুণ্ডু	ঐ
”	দেবেন্দ্র নাথ গুহ	ঐ
”	দেবেন্দ্র নাথ দাস	ঐ
”	দেবেন্দ্র নাথ সাহু	ঐ
”	দ্বারকা নাথ সাহা	ঐ

শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস সাহু	১
,, নটবর মুখোপাধ্যায়	ঐ
,, নরসিংহ চরণ অধিকারী	ঐ
,, নিতাই গৌর বন্ধু	ঐ
,, নিত্যানন্দ দাস ধাওয়া	ঐ
,, নিত্যানন্দ মাইতি	ঐ
,, ঐ ঐ	ঐ
,, নিবারণ চন্দ্র দত্ত	ঐ
,, ঐ ঐ (ডাক্তার)	ঐ
,, নীলমাধব সাহু	ঐ
,, পঞ্চানন দাস	ঐ
,, পবন মণ্ডল	ঐ
,, পীতাম্বর দাস	ঐ
,, পূর্ণচন্দ্র দত্ত	ঐ
,, প্রভাস চন্দ্র ঘোষ	ঐ
,, প্রমোদ গোপাল দাস মহাপাত্র	ঐ
,, প্রমোদ বিহারী গুহ ঠাকুরতা	ঐ
,, ভগীরথ ঘড়াই	ঐ
,, ভগীরথ সেন	ঐ
,, ভাগবত চরণ পাত্র	ঐ
,, ভিকারীচরণ দাস	ঐ
,, ভীমচরণ সাহা	ঐ
,, ভূপতি চরণ মুখোপাধ্যায়	ঐ
,, মতিলাল নন্দী	ঐ

শ্রীযুক্ত মধুসূদন ভূঞা ১৲
" মাধব চন্দ্র সাহু ১৲
" মাণিকলাল মুখোপাধ্যায় ১৲
" মুক্তারাম ঘোষ ১৲
" মুচিরাম পাত্র ১৲
" মোহিনী মোহন জ্যোতিঃশাস্ত্রী ১৲
" যজ্ঞেশ্বর ঘোষ ১৲
" যতীন্দ্র নাথ হালদার ১৲
" যতীন্দ্র মোহন অধিকারী ১৲
" যতীন্দ্র মোহন সাহু ১৲
" যোগেন্দ্র নাথ দত্ত ১৲
" রঘুনাথ দাস ১৲
" রঘুনাথ পান ১৲
" রজনীকান্ত ব্রহ্ম ১৲
" রজনী কান্ত সাহু ১৲
" রাজেন্দ্র নাথ সাহা ১৲
" রাজেন্দ্র নাথ সাহু ১৲
" রাধা নাথ পোদ্দার ১৲
" রামেন্দ্র নাথ বসু ১৲
" রেবতী মোহন গোস্বামী ১৲
" ললিত গোপাল দাস মহাপাত্র ১৲
" লাল মোহন দাস ১৲
" লাল বিহারী দত্ত ১৲
" বঙ্ক বিহারী কর্ম্মকার ১৲

শ্রীযুক্ত বলরাম বেরা ১৲
„ বলাই চাঁদ দাস ১৲
„ বিনোদ বিহারী দাস মহাপাত্র ১৲
„ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ১৲
„ বিপিন বিহারী দাস ১৲
„ বিপিন বিহারী সমাজদার ১৲
„ বেনোয়ারীলাল সরকার ১৲
„ বৈকুণ্ঠ নাথ ভক্তিতত্ত্ব বাচস্পতি ১৲
„ বৈদ্যনাথ সাহু ১৲
„ ব্রজমোহন দাস ১৲
„ শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲
„ শশধর দে ১৲
„ শশীভূষণ রায় ১৲
„ শশীভূষণ বিশ্বাস ১৲
„ শশীভূষণ সাহু ১৲
„ শশী মোহন গোস্বামী ১৲
„ শিবপ্রসাদ দাস ১৲
„ শিশুপাল দত্ত ১৲
„ শীতলানন্দ সরকার ১৲
„ শ্যামসুন্দর সরকার ১৲
„ শ্রীধর সাহু ১৲
„ শ্রীনাথ দত্ত ১৲
„ সতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৲
„ সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ বসু	১৲
,, সনাতন দাস	১৲
,, সরযূ প্রসাদ পান	১৲
,, সরসী চন্দ্র দাস	১৲
,, সীতানাথ ঘোষ	১৲
,, সীতানাথ রায়	১৲
,, সীতানাথ সাহা	১৲
,, সুরেন্দ্র নাথ দে	১৲
,, সৌম্যেন্দ্র নাথ দত্ত	১৲
,, স্বপ্নেশ্বর ভোল	১৲
,, হরকালী সরকার	১৲
,, হরলাল সাহা	১৲
,, হরি চরণ দাস	১৲
,, হরিদাস পালুই	১৲
শ্রীমতী হরিপ্রিয়া বসু	১৲
শ্রীযুক্ত হাজারী দাস প্রামাণিক	১৲
,, হারাধন মাইতি	১৲
,, হারাধন সর্দ্দার	১৲
,, হীরালাল ঘোষ	১৲
,, হেমচন্দ্র ঘোষ	১৲
,, ঐ	১৲
,, ক্ষেত্র মোহন দাস	১৲
আটজন স্ত্রীলোক	৮৲
শ্রীমতী কামিনী	১৲

শ্রীমতী কিরণ শশী বসু মল্লিক	১৲
,, গঙ্গমণি চৌধুরাণী	১৲
,, গৌরী দাসী	১৲
,, গৌরী দাসী	১৲
,, দক্ষের মাতা	১৲
,, দাক্ষায়ণী দাসী	১৲
,, দ্যুতিকা দেবী	১৲
,, নিস্তারিণী দাসী	১৲
,, পটলীর মা	১৲
,, মতি	১৲
,, মাতঙ্গিনী	১৲
,, মৃণালিনী দেবী	১৲
,, লক্ষ্মীমণি দাসী	১৲
,, বরদা সুন্দরী দাসী	১৲
,, বিমোহিনী মিত্র	১৲
,, ব্রহ্মময়ী দেবী	১৲
,, হেমাঙ্গিনী দত্ত	১৲
,, সরোজিনী বক্সী	১৲
,, সিদ্ধেশ্বরী দাসী	১৲
,, স্বর্ণময়ী দাসী	১৲
,, স্বর্ণলতা	১৲
মোট	১৫৪৬৸২।

খরচের হিসাব ঃ——

এমারত সংস্কার নাটমন্দিরের সিমেণ্ট মেরাফ ও নহবদখানা ইত্যাদিতে	২০৮॥৵১০
বাসন অলঙ্কার ও অঙ্গরাগ	৩০৸৫
গান্ কীর্ত্তন ও নহবদাদিতে	৮৩।০
ভোগরাগাদিতে	৪৭৪৸৶১৫
আলোকসজ্জা, পারিশ্রমিক ও অন্যান্য ব্যয়	৮০।৶৫
অধ্যাপক সম্মান, ডাক ও মুদ্রাঙ্কণাদিতে	১০।০
জমীর খাজনা	২॥৶১৫
বিষ্ণুপ্রিয়া উৎসব	৭৸০
শ্রীমূর্ত্তিদিগের দৈনিক সেবা	৩৩৫॥১০
এমারত সংস্কারে ও বৃদ্ধিকল্পে রক্ষিত	১৩৩৵১২॥
মজুত	১৭৮।৵১০
মোট	১৫৪৩৸২॥

শ্রীবরদাপ্রসাদ ভক্তিভূষণ সহঃসম্পাদক।
শ্রীসাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তভূষণ।
শ্রীবসন্তকুমার ভক্ত্যাশ্রম।
শ্রীবিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্তসরস্বতী কার্য্যাধ্যক্ষ।

———

সার্ব্বভৌমপাধি পরীক্ষার প্রশ্ন।

শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভা ৪৩২।

পঞ্চরাত্র প্রথম প্রশ্নপত্র।

পূর্ণসংখ্যা শত—কাল ১৫ দণ্ড।

১। পঞ্চরাত্র শব্দে কি বুঝায়? ভাগবতগণের সহ পাঞ্চরাত্রিকের ভেদ কি? ৫

২। বর্ণ বিভাগ কিরূপে হইয়াছিল? বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কিরূপে বিকৃত হইয়াছে। উহার শুদ্ধভাবে পুনঃস্থাপন কিরূপে হইবে? শৌক্র সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য বর্ণ কি? ১২

৩। গুরুর লক্ষণ কি? সদ্‌গুরু কাহাকে বলে? গুরু কয়-প্রকার ও তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি? দক্ষিণাগ্রহণে গুরুর কর্ত্তব্য কি? শিষ্যের গুরুর প্রতি কর্ত্তব্য কি? কি কারণে গুরু পরিত্যাজ্য হইতে পারেন? ১২

৪। হরিবাসর কাহাকে বলে? সেদিনের কৃত্য কি? অষ্ট মহাদ্বাদশী কি এবং কাহাকে বলে? একাদশী সহ মহাদ্বাদশীর সম্বন্ধ কিরূপ? পারণ কালের বিচার কিরূপ? ১৪

৫। চাতুর্ম্মাস্য ব্রত কি? তাহার কৃত্য কি? উর্জ্জাব্রত কাহাকে বলে? বক পঞ্চক কি? ৮

৬। নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ কি? ভগবদ্ধর্ম্ম কি কি? ১৫

৭। দশ সংস্কার কি? সৎক্রিয়া সারদীপিকার সহিত ভব-দেবাদির পদ্ধতি কোন্ কোন্ বিষয়ে পৃথক্? ৬

৮। বৈষ্ণবের শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য কি না? কর্ত্তব্য হইলে কিরূপে করিতে হইবে। ৪

৯। মন্ত্র কাহাকে বলে? নাম ও মন্ত্রে পার্থক্য কি? ৪

১০। চতুর্থাশ্রম কি? একদণ্ড ও ত্রিদণ্ড বিধান কিরূপ? ৬

১১। ষোড়শোপচার কি কি? অর্চ্চামূর্ত্তির সহিত বৈষ্ণবের কৃত্য কি? ৪

১২। অরুণোদয় বিদ্ধা, ত্রিস্পৃশা, তিথি, নক্ষত্র, দ্বাদশ মাসের নাম, মহাযুগ, মন্বন্তর, চান্দ্র, পঞ্চাঙ্গ ও পুরশ্চরণ শব্দে কি বুঝায়? ১০

পঞ্চরাত্র দ্বিতীয় প্রশ্ন।

পূর্ণসংখ্যা শত—কাল চৈত্র সংক্রান্তি পর্য্যন্ত।

(১) শুদ্ধভক্তি প্রচারের প্রতিবন্ধক বিচার।

(২) বিশুদ্ধ বৈষ্ণব জীবন।

উপরি লিখিত বিষয় দুইটী অবলম্বনে প্রবন্ধ রচনা করিবেন।

সম্প্রদায়বৈভব প্রথমপ্রশ্নপত্র।

পূর্ণসংখ্যা শত—কাল ১৫ দণ্ড।

১। শুদ্ধভক্তি বিপর্যায়কারীর প্রতি কি কর্ত্তব্য? অশুদ্ধ কথা সম্প্রদায়ের অনুমোদিত বলিয়া প্রচারকারিগণের প্রতি শুদ্ধবৈষ্ণবের কিরূপ বিধেয়?

২। শুদ্ধভক্তি প্রচারের প্রতিবন্ধক কি কি? যাঁহারা অশুদ্ধমত প্রচার করিতেছেন তাহাদের সম্বন্ধে শুদ্ধভক্তগণ কি করিবেন?

৩। কুলিয়া ও নদীয়া কোথায়? নব্য বিরোধীগণের কল্পনা কিরূপ অশুদ্ধ তাহার প্রমাণ সহ বর্ণন করুন্।

৪। প্রাকৃত সহজিয়া ও গৌর নাগরীর বিশ্বাস ও ব্যবহার অশুদ্ধ কিরূপে? তাঁহারা ঐরূপ ব্যবহার ছাড়িবেন কিরূপে?

৫। নিম্নলিখিত বৈষ্ণবগণের জীবনী সংক্ষেপে লিখুন।

(১) শ্রীজীব গোস্বামী (২) শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী (৩) শ্রীগৌর-কিশোর দাস গোস্বামী (৪) বেদান্তদেশিক (৫) অচ্যুত প্রেক্ষ্যতীর্থ (৬) শ্রীনিবাসাচার্য্য (নিম্বার্ক) (৭) মাধবেন্দ্রপুরী (৮) নরহরি সরকার ঠাকুর (৯) শ্রীবাস পণ্ডিত (১০) জয় তীর্থ।

৬। নিম্নলিখিত স্থানগুলি কোথায়?

(১) মোদদ্রুমদ্বীপ ও রামচন্দ্রপুর (৩) ঢাকা দক্ষিণ (৪) পরব্যোম (৫) মহৎপুর বা মাতাপুর (৬) কোলদ্বীপ, গদখালির কোল আমাদ, কোলের গঞ্জ, তেঘরির কোল (৭) মাজদিয়া বা মধ্যদ্বীপ (৮) গোপীবল্লভপুর (৯) খেতরি (১০) উড়ুপী—

(৭) নিম্নলিখিত শব্দের অর্থ কি?

(১) অতিবাড়ী (২) জাতি গোস্বামী (৩) সখীভেকী (৪) ভাড়াটিয়া ভক্ত (৫) পঞ্চসংস্কার (৬) গুরুপ্রণালী (৭) বৈষ্ণবের প্রায় (৮) রাগানুগ ও বৈধ (৯) দৈব ও আসুর (১০) মন্ত্র ও মহামন্ত্র।

৮। চারিসম্প্রদায়ের মূলাশ্রয়ের নাম, প্রবর্ত্তক আচার্য্যের নাম, আনুমানিক কাল, উপাস্য বিগ্রহের মূর্ত্তি, উপাসনার রস, উপাসনার

প্রকার, ব্রহ্মসূত্রের প্রতি সম্প্রদায়ের ভাষ্য নাম, ভাষ্যের টীকাটিপ্পনীকারগণের নাম, শিষ্য পরম্পরামধ্যে খ্যাতজনের নাম, এবং প্রত্যেকের মতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখুন।

সম্প্রদায়বৈভব দ্বিতীয় প্রশ্ন।

পূর্ণসংখ্যা শত—কাল চৈত্রসংক্রান্তি পর্য্যন্ত।

(১) গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে শুদ্ধভক্তিরক্ষণের উপায়।

(২) অর্থপিপাসা, ইন্দ্রিয়তর্পণ ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহত্রয়বর্জ্জনের উপায় ও শুদ্ধভক্তির স্বরূপ।

——†*†——

ভাড়াটিয়ার নিবেদন।

আমাদের যদি কর এখনো উদ্ধার,　　তাহলেও এ সঙ্কটে পেয়ে যাই পার,
ভাড়া লেনা দেনা করে,　ভাড়াটীয়া নাম ধরে,
ভক্তি হতে চির তরে লয়েছি বিদায়　　জেনেশুনে গরল খেয়েছি হায় হায়!
সবারে ডেকেছি ওগো! এস কেহ এস!　ভাড়া নেবে? এস এস কাছে মোর বসো
আমি ভক্তি ছাড়া লোক, ভাড়া কিছু নেওয়া হোক?
এরূপে সবারে ডাকি সহজিয়া ভাবে,　কুপথে নিয়েছি এর শাস্তি কেবা দিবে॥
কখন গোঁসাই সেজে শিষ্যবর্গাদিকে,　মন্ত্রভাড়া দিয়ে তার পরকাল টাকে
একেবারে নষ্ট করে,　দিয়েছি যে চিরতরে;
আবার কখনো সেজে সখির সজ্জায়　　কৃষ্ণ অনুচরি হয়ে থাকিতাম হায়

কভু বা গ্রহণ করি বক্তা-গিরি ভাড়া, কভু বড় ভক্ত হই সর্ব্বভক্ত বাড়া!
ভক্তি কথা খুব গাই, কিন্তু ভক্তি মনে নাই,
চাতুরী কাপট্য, শাঠ্য আচার্য্য আমার; কৃষ্ণ তুষ্ট না হলেও এমোর আচার॥
আমাদের যদি কর এখনো উদ্ধার তাহলেও এ সঙ্কটে পেয়ে যাই পার;
প্রেম ভক্তি কাকে বলে, জানিনা তা কোন কালে,
জানিতেও ইচ্ছা বড় মনে নাহি হয় আমাদের হরিভক্তি নিজ ভুক্তিময়;
মনে করি বড় ভক্ত আমি পৃথিবীতে, কৃষ্ণ বড় তুষ্ট হন মোদের ক্রিয়াতে
কিন্তু তাহা কভু নয়, কৃষ্ণ তিনি দয়াময়
দয়া করি এ নরকে যদি দেন ত্রাণ শুদ্ধভাবে হরিনামে জুড়াই এ প্রাণ
সদা আশ স্বেষ্টসিদ্ধি হরিভক্তি নহে বৃদ্ধি
তৃষার্ত্ত কুরঙ্গ যথা মরুপানে ধায়, আমরা সেরূপ ফিরি যশের আশায়,
ভক্তি ভাব দেখি মম, মুগ্ধনরকুলে অসংখ্য যশের মালা দেয় মোর গলে।
কিন্তু তাহে এহৃদয় কোন মতে তৃপ্ত নয়,
আরো চাই আরো চাই এই সদা ভাবি, কোথায় বা হরিভক্তি, শূন্য প্রায় সবি;
ধিক্ শতধিক মোরে, অতিশ্রান্ত আমি ওরে,
কৃষ্ণ ভক্তিহীন এই পামর দুর্জ্জনে, কে করিবে পরিত্রাণ কৃপা বিন্দুদানে॥
আমাদের যদি কর এখনো উদ্ধার, তাহলেও এ সঙ্কটে পেয়ে যাই পার,
শুদ্ধ ভক্ত ভবে যাঁরা, আমাদের মত তাঁরা,
ভক্তি ভাড়া নাহি দেন তাঁদের আচার আমাদের ধারণার অগম্য অপার;
সুউজ্জল শান্ত স্নিগ্ধ ত্রিতাপ নিবারি; ভকতের কৃপা-রশ্মি সতত সবারি
বহু জন্মান্তরার্জ্জিত, পাপরাশিপুঞ্জীকৃত,
একই কটাক্ষে ধ্বংস করিবারে পারে; যথা অন্ধকার গৃহ দীপে আলো করে।
শুদ্ধ ভক্ত নিরপেক্ষ বিচার প্রবীণ, কৃষ্ণের ভক্তিতে তাঁর অন্তর দ্রবিণ
তাঁদের যে অনুগত, পৃথ্বী তাঁর স্পর্শে পূত,

হরেন'াম মহামন্ত্রে নিত্য তিনি ধনী, শুদ্ধভক্ত অনুগত ভবে হন যিনি ;
সুষ্ঠু ভাবে সূচীসূক্ষ্ম বিচারোদ্ঘাটিতে, ভক্তগণ মূর্ত্তিমন্ত—ব্যাস—অবনীতে

মিছে প্রজ্ঞ অভিমানী আমাদের মোরা মানি,

কিন্তু প্রজ্ঞাবিরহিত অজ্ঞান আমরা প্রজ্ঞাবন্ত যারে বলি বৈষ্ণব তাঁহারা
মাদৃশ মানববৃন্দ চিরানিন্দ্য যাহা—— পরা'শুদ্ধ ভক্তি ধর্ম্ম, নাহি লভে তাহা

নিন্দনীয় সহজিয়া, ভাবে ভক্তি আবরিয়া,

আত্মপ্রবঞ্চক হয়ে ভক্তিধর্ম্মবলে আত্মেন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি সাধে নানা ছলে,
বিষয় বাসনা ক্ষিপ্ত অতৃপ্ত আশায়, — কদর্য্য কার্য্যও করি সম্পাদিত হায়,

ফলে যাই লাভ হোক্ তাহে কিছু নাহি শোক

অনর্থের সৃষ্টিকারী অর্থ লাভ লাগি, পরমার্থে স্বার্থ হতে দূরে ফেলে থাকি
নন্দসুত চরণারবিন্দ মধু পানে রত, ইচ্ছা নাহি, ইচ্ছা অর্থ আনয়নে,
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করি, করি অর্থ লাভ সেই দেব অর্থে মোর পূরে সর্ব্বাভাব।

সে সকল অর্থ দ্বারা, প্রতিপাল্য আছে যারা

তাদের পোষণ করি এ মোর করম, সেই হেতু ভাড়া কিছু লইনাকো কম।
অর্থ দেয় ভক্তি করি লোকে দেবতারে, দেবতা বঞ্চিয়া নিজ স্বার্থ তাতে পূরে।

কাছে বসি বিগ্রহের নিজ নিজ শিষ্যদের,—

শিরে এ রাজিব পদ দিয়ে বসে থাকি, নিজের চরণ ধুলি কবচেতে রাখি।
শিষ্য কাছে বেচি পুনঃ, হায় গুরুগিরি, প্রতিবাদ কাহাকেও করিতে না হেরি।

একচেটে হয়ে প'ল মোদের পসারগুলো

হা কৃষ্ণচরণে তব এই সে মিনতি, পসারের থাকে যেন অবিচ্ছিন্ন স্থিতি।
"পসার সঠিক রো'ক্ নাহি কিছু শোক তব পদে ভক্তি হোক কিম্বা নাহি হোক্।

ভক্তি ভাড়া ব্যবসাটী, থাকিলে ক্ষীরের বাটী,

তোমারে কোথায় ? নিজে বড় সুখে খাব, এমন ব্যবসা গেলে প্রাণে না বাঁচিব !

তোমাতে ভকতি, সেতো স্বার্থসিদ্ধি লাগি ? যদি করে দেও মোরে খুব সিদ্ধি ভাগি
তাহা হলে পথে যেয়ে, কেঁদে মাটী ভিজাইয়ে
তোমারে ডাকিব খুব ! আর এক কথা, এ রহস্য কেহ যেন না জানে সর্ব্বথা।
কৃষ্ণকেও ল'য়া করি রহস্য চাতুরী কত গুণ ধরি মোরা কি বর্ণিতে পারি ?
শাড়ী চন্দ্রহার পরে সখীভেকি সাজ ধরে
ভাবি মোরা অতি বড় ভক্ত হয়ে গেছি, অপ্রাকৃত গৌরশিক্ষা কেন্দ্রে বসে আছি
ভাবি মোরা—জগতে মোদের চেয়ে বড়, ভক্ত নাই আমরাই ভক্ত অতি দঢ়।
এতেক বুজরুগী করি মনে করেছ কি, প্রকৃত ভক্তের তাড়ানাই !! খেয়ে থাকি ?
তবে খুব চেপে যাই, শিষ্যদের না শুনাই,
সর্ব্বত্র চাতুরী হরি হরি ভক্তি নাই এ বিপদে কেমনে বা সমুদ্ধার পাই।
আমাদের যদি কর এখনো উদ্ধার. তাহলেও এ সঙ্কটে পেয়ে যাই পার।
সব ভাড়া সব ভাড়া, এ পদের রজ গুঁড়া
তাহাও কবচে পুরি শিষ্যে ভাড়া দেই, বিন্দুমাত্র নাহি জানি কোথা ভক্তি থেই
মোদের উচ্ছিষ্ট তাও শিষ্য কাছে বেচি শিষ্যস্কন্ধে চেপে মোরা সর্ব্বদাই নাচি।
শিষ্যের আলয়ে যেয়ে পা দুখানি জলে ধুয়ে
সেই জল ও রেখে দিই ফেলি নাক কভু যদি ভাড়া হয়ে যায় কিছু পাই তবু,
কথা ভাড়া ভক্তি ভাড়া সকলই ভাড়া, ভাব ভাড়া লেখা ভাড়া, ভাড়া গ্রন্থ পড়া,
এমনি বক্তৃতা করি; শুনি তাই নর নারী,
অবশ্য অর্থের ধার করেন বর্ষণ, হৃদয়ে তা দেখি হয় হর্ষের বর্দ্ধন,
আশারূপ রবিতপ্ত মনঃ ক্ষেত্র সম, অভাব কর্ষিত হয়ে রহে ভূমিসম,
যেমন সকলে মিলে, কিছু অর্থ দিয়ে দিলে,
অমনি বিমর্ষ ভাব হয়ে যায় দূর, আনন্দ উপজে মম মানসে প্রচুর,

নেড়া হরিদাস-সম হস্ত প্রসারিয়া, হরি কই বলি কভু বেড়াই ছুটিয়া

যদি কেউ বাহু পাশে, পাখী যথা ফাঁদে পশে,

সে ভাবে বাধিয়া যায় পরম মঙ্গল, শিষ্য হয়ে যায় যদি বাড়ে অর্থবল,

বেশী কিছু নাহি হয় তাম্বুল খরচ, হয়ে গেলে ভাল হয় না হয় করজ।

এইরূপে নানাভাবে, উপার্জ্জন ক'রি সবে,

সবে মাত্র ভক্তি ভাব না করি অর্জ্জন, আর মাত্র অভক্তিটা করি না বর্জ্জন,

ইদানি মনের মাঝে, মাঝে মাঝে বাজে ওরে রে! কপট তোর কিছু হল না যে

অর্থগৃধ্নু! ভক্তি নামে কাপট্য শিখিলি, পরমার্থ পানে কভু নাহি নিরখিলি!

কিছুতেই ভক্তি পথে হতে অগ্রসর, নাহি দেয় কোন মতে প্রাক্তন দুস্তর,

বৈষ্ণবের কৃপা বিনে, এমন কঠিন দিনে

পরিত্রাণোপায় আর না পাই দেখিতে, স্বচেষ্টায় নিজোদ্ধার সাধ্য নাহি ইথে,

হে বৈষ্ণব! ভাড়াটিয়া এ বৈষ্ণব গণে, সত্য সত্য কৃষ্ণভক্তি দাও নিজ গুণে

প্রতিদিন দিন করে, কাল মোর আয়ু হরে,

ভাড়াটিয়া থেকে নাহি সে দিনে উদ্ধার, এ চিন্তা প্রবল বড় মানসে আমার

ভাবিলে একথা, দেখি আঁখিতে আঁধার ভাড়াটিয়া ভক্তগণে কর হে উদ্ধার।

আমাদের যদি কর এখনো উদ্ধার, তাহলেও এ বিপদে পেয়ে যাই পার।

আমরা কপট জন, তোমরা ত অকিঞ্চন,

কৃপামৃত যদি কর সিঞ্চিত এ প্রাণে, তাহলে ভকতি পাই কৃষ্ণের চরণে,

আত্মপ্রবঞ্চনা মোরা শিখিয়াছি শুধু, ফলে লাভ করিয়াছি মরুভূমি ধু ধু,

আমরা সতত ভাবি, মোদের আচার সবি,

কৃষ্ণভক্তি অনুকূল কৃষ্ণভক্তিময়, কিন্তু নয়! ভণ্ডামিতে পূর্ণ সমুদয়,

কণ্ডুয়ণ সুখে রক্ত ঝরে দর দর, তবু সেই সুখে লুব্ধ মুগ্ধ যথা নর,

তেমতি আমরা সবে অভক্তি দূষিত ভাবে

ভুক্তিকেই ভক্তি বলে করি সংসাধন আত্মসুখরূপে তাহা মায়ার বাঁধন!
হে বৈষ্ণব কৃপাসিন্ধু পতিত পাবন এবার করহ এই অধমে তারণ।
তাহা হলে বিশ্বমাঝে, ভাড়াটে ভকত যে যে
তাদের সমূলে ধ্বংস করিবার তরে, কক্ষচ্যুত তারা প্রায় তীব্রবেগভরে,
গোরাকৃষ্ণ পদ দ্বন্দ্ব হৃদয়ে ভাবিয়া, ভাড়াটে ভকত দল বেড়াব নাশিয়া
গৌরাঙ্গ নাগরী নেড়া, সহ'জে গোসাই যারা
এদের নিকটে যেই লবে উপদেশ যাবচ্চন্দ্র দিবাকর মঙ্গল বিশেষ
কিছুই হবেনা তাই সকাতরে বলি যেওনা ওপথে কেউ ভ্রমক্রমে চলি,
গোরা কৃষ্ণ পদরজে যাতে মোর মন মজে
তাই কর হে বৈষ্ণব কহি বার বার, অন্যথা কোনই গতি নাহিক আমার॥
ওহে বৈষ্ণব ভজনানন্দী বন্দি তোহারি চরণে
যাচি এই আমি, হরিনাম ধন! জপিব জীবনে মরণে,
ওহে—ভক্তি নাহিক চিত্তে মোর; সদা—চখে লেগে আছে মায়া ঘোর,
পরা—ভক্তি, গলিত আঁখি মোর ঝরেনা আমার নয়নে,
নাহি যে আমার পাপ ওর প্রভু' ভক্তিহীনতা কারণে।
অকুল সাগরে ভাসিছে, কাঁদি গাই নাচি হাঁসিহে,
তোমারে ভাল না বাসি হে, ভালবাসি মায়া ফাঁসিটি
কেন মায়ামোহে পোড়া সব, মিছে সংসার কলরব
নিজে যেচে করি অনুভব, কানে বাজেনা কালার বাঁশিটী!
মম—মরুভূ সমান প্রাণে; তব—করুণামৃত দানে; মধু—গোরার শ্রীনাম গানে
বহাও ভকতি প্রেমধার, তাবিনে আমার নাহি পার;
আমি বুঝিতে পেরেছি এবে, গোরাচাঁদে যেনা সেবে, সুগতি কোথাসে পাবে,
অগতির গতি সে নিমাই (ভকতি পথে)

তোমরা তাঁহারি দাসগণ, পদে করি এই নিবেদন,

ওগো! কাঙ্গালের নিধি গোরাধন, তাঁরি নাম যেন সদা গাই (নিরপরাধে)

আমাদের যদি কর এখনো উদ্ধার, তা হলেও এসঙ্কটে পেয়ে যাই পার।

এই বলি ভাড়াটিয়া ভক্ত একজন, শুদ্ধভক্ত কাছে কিছু কৈল নিবেদন।

বৈষ্ণবপদরজভিখারী, দীনহীন
শ্রীনারায়ণদাস চট্টোপাধ্যায়
সাং আবুরি, নদীয়া।

দুঃসঙ্গ।

কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে নব্য নদীয়া নাগরী বলিয়া এক সম্প্রদায় মস্তকোত্তোলন পূর্ব্বক শুদ্ধভক্তবৃন্দের প্রাণে আঘাত প্রদান ও শ্রীগৌরহরির প্রচারিত শুদ্ধা ভক্তির বিনাশ সাধনে তৎপর হইয়াছেন। গৌরসুন্দরের আশ্রিত বলিয়া গৌরসুন্দরকে রাধাকৃষ্ণ হইতে ভিন্নবুদ্ধিতে গ্রহণ করিয়া গৌরসুন্দরের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিতেছেন। কৃষ্ণেতর বস্তুই মায়া সুতরাং রাধাকৃষ্ণ হইতে গৌরসুন্দরে যেটা অধিক গুণ সেটা কৃষ্ণেতর বস্তু বা মায়া। তাদৃশ দাম্ভিকগণের যদি ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি কিছু মাত্র থাকিত বা নিষ্কিঞ্চন নিরপেক্ষ, কৃষ্ণৈকপরায়ণ নির্ব্ব্যলীক মহাত্মার পাদপদ্মাশ্রয় হইত তবে এরূপ প্রচ্ছন্ন মায়াবাদ, নির্ম্মৎসর পারমহংস ধর্ম্মে তাঁহারা মিশ্রিত করিতেন না। সম্বন্ধ জ্ঞানের অভাবে যে অজ্ঞানতা তাহাই মায়া। ব্রজেন্দ্রনন্দন বিষয় হইয়াও স্বীয় প্রেম, মাধুর্য্য ও রসাস্বাদনের জন্য আশ্রয় জাতীয় অভেদাংশ শ্রীমতী রাধিকার ভাবকান্তি গ্রহণ পূর্ব্বক গৌর ভগবান। তিনি স্বয়ং বস্তু হইয়াও নিজে নিজের সেবা করিতে গৌররূপে অবতীর্ণ।

তাদৃশ আশ্রয় জাতীয় ভগবান গৌরকে নিজের প্রাকৃত মায়িক বুদ্ধিতে বিষয় জাতীয়ত্বে আরোপ করা অপরাধের ফলমাত্র। উদার বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরকে নাগর করিয়া তুলিলে তাহার উদারতার পরিচয় হইবে না। শুদ্ধভক্তগণ তাদৃশ ভক্তাভিমানী সম্বন্ধজ্ঞানহীনগণকে মায়াবাদীর অন্তর্গত অসৎ বলিয়া উপেক্ষা করেন।

নির্ব্বিশেষবাদী দুঃসঙ্গ বলিয়া কথিত হইল কেন? তাহারা তো বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে! তাহারা তো যাবতীয় বস্তু মায়া-প্রসূত বলিয়া ত্যাগ করিয়া বৃক্ষতলবাসী। শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন শ্রীভগবান ও তদীয় বস্তুসমূহে প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট হওয়ায় তাহারা অসৎ। তাহারা ভগবানের বিচিত্রলীলা বুঝিতে পারেনা। জীব নিত্যকৃষ্ণদাস হইলেও স্বীয় ভোগ বাসনাক্রমে তাহার শুদ্ধ স্বরূপ লিঙ্গ ও স্থূল দেহরূপ দ্বিবিধ মায়িক আবরণে আচ্ছাদিত। ভগবানের স্বরূপ নিত্য চেতনময়। ভগবান সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অদ্বয়জ্ঞান মায়াধীশ নির্ব্বিকার। ভগবান নিজ ইচ্ছাক্রমে এ জড়জগতে আসিলেও তাহার ভগবত্তা মায়াশক্তির বশীভূত হন না। "মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ" ভগবৎ স্বরূপ বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহে।

> প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন
> সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।

শ্রীভগবানের বিকার এ জড়জগৎ হইলে ভগবানের নিত্যত্ব থাকে না। ভগবান অখণ্ড, মায়িক খণ্ড প্রতীতি দ্বারা ভগবত্তার বিকার মায়াপ্রসূত। ভগবদ্ভক্তগণ বিভিন্নাংশ হইয়াও নিত্য। শ্রীভগবানকে যাহারা মায়াবশ-যোগ্য বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং ভগবদ্ভক্তগণকে ও ভগবদ্ভক্তগণের ক্রিয়া ও চেষ্টা সমূহকে যাহারা সাধারণ বদ্ধজীব ও বদ্ধজীবের তুল্য আচরণ বলিয়া বিবেচনা করেন তাহারা মায়াবাদী বা অসৎ। প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিদ্বারা যার-

তীয় বস্তু ত্যাগই ফল্গু বৈরাগ্য এবং তাৎকালিক। ভগবদ্ভক্তগণ কৃষ্ণকেই একমাত্র বিষয় ও যাবতীয় বস্তুকে আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করেন। কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা ও প্রত্যেক বস্তু তাহার ভোগ্য, সুতরাং যাবতীয় বস্তু কৃষ্ণ-ভোগ্য বলিয়া ভগবদ্ভক্তের তাদৃশ বস্তু সমূহে প্রাকৃত ভোগবুদ্ধি নাই।

অনর্থ নিবৃত্তি হইবার পূর্ব্বে যাহারা নির্ব্বিঘ্ন পরমহংসগণের দর্শনীয় ও আস্বাদনীয় রূপ, গুণ ও লীলা কীর্ত্তন ও শ্রবণে তৎপর তাহারা রূপানুগ-নহে বলিয়া দুঃসঙ্গ মধ্যে পরিগণিত। বৈষ্ণবাচার্য্য, সিদ্ধান্তবিৎ, রসিকরাজ শ্রীপাদ জীব বলিলেন"প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণং অন্তঃকরণ শুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যং শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যক্ উদিতেচ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যেত। সম্পন্নেচ গুণানাং স্ফুরণে পরিকর-বৈশিষ্ট্যেন তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে। অর্থাৎ প্রথমে কৃষ্ণাভিন্ন শ্রীনামকীর্ত্তন দশাপরাধশূন্য হইয়া শ্রীনামকীর্ত্তন দ্বারা অনর্থ নিবৃত্তি হইলে জীবের রূপ দর্শন ও গুণ লীলা শ্রবণ সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রাকৃত জগতে নাম রূপ গুণ স্বয়ংবস্তু হইতে ভিন্ন। শ্রীভগবান, তাঁহার রূপ গুণ লীলা অভিন্ন।

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণচৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বাৎ নামনামিনঃ। নাম রূপ গুণ লীলায় পৃথক বুদ্ধি অপরাধ মাত্র। কৃত্রিমরূপে রূপ, গুণ, লীলা দর্শন ও শ্রবণ চেষ্টা নিজ জড়েন্দ্রিয় তৃপ্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রীরূপ, শ্রীজীব প্রমুখ মনীষিবৃন্দ যে ভজনপন্থা নির্দ্দেশ করিলেন তাহা অনাদরপূর্ব্বক যে নবীন বিধান তাহা মায়াপ্রসূত। সাধনের পূর্ব্বেই যাহারা সাধ্যবস্তু প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করেন তাহারা কোন দিনই মায়ার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবেন না। তাদৃশ মিছা কপট মূর্খ দাম্ভিক ভক্তাভিমানীদিগকে দুঃসঙ্গ বলিয়া পরি-বর্জ্জন না করিলে মঙ্গললাভের আশা সুদূর পরাহত।

মন্ত্রাত্মক শ্রীগৌরসুন্দরকে যাহারা প্রাকৃত অর্থ বিনিময়ে বিক্রয় করতঃ বৈষ্ণবাচার্য্য বলিয়া মূর্খ সমাজে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন তাহারাও দুঃসঙ্গ মধ্যে পরিগণিত। শ্রীগৌর ভগবান, পরমহংস অমল জীবের উপাস্য; তিনি ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র নিত্য বদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয় সুখদানের যন্ত্র নহেন। প্রাকৃতদেহ পুষ্টি, ইন্দ্রিয়চেষ্টা চরিতার্থ বা অর্থ সংগ্রহের বহুল উপায় আছে। শুক্ল বৃত্তি আছে ও চৌর্য্য বৃত্তি আছে। গৌরসুন্দরকে বিক্রয় করিয়া প্রাকৃত উদরোপস্থবেগ পূরণকরতঃ গোস্বামী অর্থাৎ সংযতেন্দ্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া আপনাকে পতিতোদ্ধারক বলা কিরূপ প্রতারণা তাহা প্রত্যেক নিঃস্বার্থপর বুদ্ধিমান ব্যক্তি সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন। জীবসকল প্রাকৃত বিষয়ে অভিনিবিষ্ট থাকিয়া তাদৃশ প্রাকৃত চেষ্টাপর ব্যক্তিগণকে অমল বৈষ্ণবাচার্য্যত্বে বরণ করিয়া এই ভবসাগর হইতে উদ্ধার লাভের চেষ্টা করিতেছেন বা তাদৃশ গুরুকে প্রাকৃত অর্থ দান করিয়া চতুর্ব্বর্গের ফল অর্জ্জিত হইল মনে করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিতেছেন দেখিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। গুরুকে প্রাকৃত মর্ত্ত্য জ্ঞানে প্রাকৃত বস্তু দ্বারা সন্তুষ্ট করিবার বাসনা জীবের বিরূপাবস্থা হইতে হয়। গুরু শিষ্যের মধ্যে অপ্রাকৃত সম্বন্ধ। বৈষ্ণব প্রাকৃত বিষয় গ্রহণ করেন না। প্রাকৃতবিষয়গ্রহণেচ্ছু, প্রাকৃতব্যক্তির নিকট হইতে অপ্রাকৃত, কুণ্ঠধর্ম্ম রহিত ভগবৎ সেবায় অধিকার হইতে পারে না। দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং তস্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ অর্থাৎ অপ্রাকৃত অনুভূতি সম্পন্ন মহান্ত গুরু শিষ্যকে অপ্রাকৃত কৃষ্ণ মন্ত্র দ্বারা প্রাকৃত বুদ্ধির নিরসন করিয়া দিব্য জ্ঞান প্রদান অর্থাৎ অপ্রাকৃত অনুভূতি প্রদান করিবেন, ইহাই দীক্ষা সুতরাং বিষয় হইতে বিরত করাই মহান্ত গুরুর কার্য্য। সেস্থলে প্রাকৃত বস্তুর ব্যবধান নাই। এই সংসার সমুদ্র হইতে উদ্ধার পাইয়া অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবাপ্রার্থিগণ অকিঞ্চন বেদশাস্ত্রে পারঙ্গত, মুক্ত মহৎ ব্যক্তির পাদপদ্মের স্নিগ্ধ-

তার আশ্রয় গ্রহণ করিলে এবং প্রাকৃত বিষয় গ্রহণেচ্ছু প্রাকৃত বিষয় সেবা-পর মন্ত্রজীবি ব্যবহারিক গুরুর দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ রূপ সত্যের মর্য্যাদা করিলেই মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন এবং গৌরসুন্দরের আশ্রিত বলিয়া অভিমান করিতে পারিবেন।

অন্য প্রকার অসাধু বিষয়ী।

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥

বিষয়ী আপনাকে বিষয় জাতীয় বস্তু বলিয়া অভিমান করেন এবং যাবতীয় বস্তু আশ্রয় রূপে তাহারই ভোগের জন্য এরূপ তাহার ধারণা। বিষয়ীর যাবতীয় কার্য্য ইন্দ্রিয় সুখতৃপ্তি। তাদৃশ ব্যক্তির সংসর্গে চিত্ত দুষ্ট হইয়া জীবকে হরিবিমুখ করিয়া দিতে পারে। একের উদ্দেশ্য যাবতীয় বস্তু হইতে নিজেন্দ্রিয় তৃপ্তি অন্যের উদ্দেশ্য যাবতীয় বস্তু দ্বারা কৃষ্ণ সেবা। সুতরাং পরস্পরে মিত্রতা অস্বাভাবিক। তাদৃশ ইন্দ্রিয় সুখতৎপর জীবের সঙ্গবাসনা হৃদয়ে উপস্থিত হওয়া হরি বিমুখতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাস বৈশসং॥ —কাত্যায়ন

অর্থাৎ পিঞ্জর বদ্ধ হইয়া অগ্নিতে দগ্ধ হওয়া বরং শ্রেয়ঃ তথাপি হরি-বিমুখ জনের সঙ্গ করিবে না।

হরিবিমুখ দুঃসঙ্গ ত্যাগই ভক্ত জীবনে প্রধান আচরণ। দুঃসঙ্গ মানবকে অজ্ঞাতসারে তাহার হরিবিমুখতা আনিয়া দেয়। সেবোন্মুখ জীব যাবতীয় দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক অকিঞ্চন নির্ব্বিঘ্ন অপ্রাকৃত হরিসেবাতৎপর নিরপেক্ষ মহৎব্যক্তির শ্রীপাদপদ্মের রেণুতে অভিষিক্ত হইয়া নিরপরাধে কৃষ্ণাভিন্ন শ্রীনামকীর্ত্তন দ্বারা পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারিবেন।

শুদ্ধ বৈষ্ণবদাসানুদাস
দীন শ্রীকুঞ্জবিহারীদাস অধিকারী (সম্প্রদায় বৈষ্ণবাচার্য্য)।

কল্যাণ কল্পতরু।

(সনেট)

হে কল্যাণ কল্পতরু তোমার শাখায়,
কি অমৃত বিনিস্যন্দি ফল ফুল ফলে;
সেই মাত্র জ্ঞাত যেই ভাগ্যবানে খায়,
শ্রদ্ধা করি প্রেমাবেশে ভাসি আঁখিজলে;
কোটীকল্প জনমের তাপত্রয়ানলে;
মোহমুগ্ধ নরচিত্ত দগ্ধ হয়ে যায়;
সাধুকৃপাবলে তব সন্ধান লভিলে,
শ্রান্ত পান্থ শান্ত হয় তব ছায়াতলে;
কত কৃষ্ণভক্তিসুধা আছে তব বুকে,
সেই জানে নিষ্কপটে যে জন তোমার;
ত্বমেকশরণাগতি লইয়াছে সুখে,
পার হয়ে কুহকিনি কবল মায়ার!
হে ভক্তিবিনোদ প্রভো! জীবের হিতায়!
ঢেলে দেছ ভক্তিসুধা এ ভক্তিগীতায়!

বঞ্চিত

শ্রীনারায়ণ দাস চট্টোপাধ্যায়

সাং আবুরি, নদীয়া।

উদ্দেশে।

সুধাভুঞ্জিত অলি-গুঞ্জিত হেরি রঞ্জিত পদ-কমল তার
হয়, কুণ্ঠিত অবগুণ্ঠিত পদে লুণ্ঠিত মতি সরম-ভার,
বঙ্কিম ঠাম চরণে চরণ,
জীবনে মরণ লইলে শরণ,
ধরম করম সরম ভরম পরে হয় সব একাকার,
কথা নহে ত নহে ত বুঝাবার।

হই লাঞ্ছিত শত বঞ্চিত চির বাঞ্ছিত তবু চরণ তার
হ'ক, শঙ্কিত ধুত স্পন্দিত হৃদে ঝঙ্কৃত শুধু নামটী সার
নির্ম্মল প্রেম পরশ-রতন,
পরশ পাইতে করি সে যতন,
সকাম-বাসনা-কলুষ-মলিন মানসে কনক করে কে আর?
মায়ার পূতনা বধে কে আর?

হই নিন্দিত, তাও বাঞ্ছিত, চির বন্দিত পদ কেবা না চায়?
কত বৈভব কত গৌরব, কত সৌরভ দিয়ে সেধেছে হায়!
গঞ্জনা-বাণী শুনে না শুনিব,
মান ভয়ে আর কভু না রহিব,
যতই জটিল যতই কুটিল হউক জটিলা কুটিলা হায়!
জীবনে মরণে সাধিব তায়।

দীন শ্রীযতীন্দ্র নাথ সামন্ত
সাং পুটশুরী জেলা বর্দ্ধমান।

শ্রীরূপ উদ্দেশে।

মোরা শ্রীরূপ চরণে সদা কৃপা ভিখারী
তাই প্রাকৃত পথেতে কভু চলিতে নারি
যাহারা আপন মতে চলিতে রত হেলায় রতন চায় সাহস কত,
তারা সাজিতে বাসনা করে নবীনা নারী
মোরা শ্রীরূপ চরণে সদা কৃপা ভিখারী।
ওরূপের রূপ বুঝে কোন্ রূপসী,
এ যে পীযূষ পুলক ভরা কনক-শশী,
কিরণে বিষের নাশ অমিয় ফলে উলসি পয়োধি জল উজান চলে
এ যে কামিনী-কাঞ্চন হ'তে বিপদবারী
মোরা শ্রীরূপ চরণে সদা কৃপা ভিখারী।
এ যে অগস্ত্যের সিন্ধুপান হ'তেও বাড়া,
এ যে ব্রহ্মাণ্ড হৃদয়ে ভরা, এমনি ধারা;
যার চরণে শরণ লয় মদনরতি ভোগের মাঝেতে থাকি টলেনা মতি,
যেথা দেবতা ভিখারী হয় বিভবে হারি
মোরা শ্রীরূপ চরণে সদা কৃপা ভিখারী।
যারা প্রাকৃতের বিলাসেতে সুখেতে চলে,
তা'দের হৃদয়ে কবে ভকতি ফলে?
যত নাম অপরাধীদের নাহি কি জানা? (শুধু)
সুখটী চাহিলে ভুল ষোলটী আনা?
জড়েতে ভুলিয়া তারা গরবে ভারী
মোরা শ্রীরূপ চরণে সদা কৃপা ভিখারী।

দীন শ্রীযতীন্দ্র নাথ সামন্ত
সাং পুটস্তুরী, (বর্দ্ধমান)

বিপ্রলিপ্সা তৃতীয় দোষ।

যাহার অধিষ্ঠান আছে তাহাই সত্য। অধিষ্ঠান থাকিলে দ্রষ্টার নিকট সত্যের প্রতীতি হয়। অধিষ্ঠান থাকিলে দ্রষ্টা না দেখিলেও সত্য অবস্থান করে। যাহার অধিষ্ঠান নাই তাহা অসত্য বা মিথ্যা। কোন স্থানে দ্রষ্টা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াও অসত্যের সত্তা দেখিতে পান না। দ্রব্যের সত্তা থাকিলে দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইলে দৃশ্য বস্তুর সত্তা অনুভূত হয়। অধিষ্ঠান নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইলে সত্যে সংশয় উপস্থিত হয়। বস্তুর প্রকৃত অধিষ্ঠান দ্রষ্টার ইন্দ্রিয়ের অপটুতাবশতঃ অনেক স্থলে উপলব্ধ হয় না আবার কোথাও বা প্রকৃত অধিষ্ঠানের পরিবর্ত্তে একবস্তু অপর বস্তু বলিয়া প্রতীত হয়। প্রমাদ ও বঞ্চনেচ্ছা প্রকৃত সত্যকে কোন কোন স্থলে আবরণ করে।

সত্য নিরূপণ কার্য্যে ভ্রমাদি দোষ চতুষ্টয় উপস্থিত হইলে অভীপ্সিত ফললাভের আশা দুরাশা হইয়া পড়ে। মিথ্যাকে সত্য বলিয়া ঠকাইতে যাওয়াই বিপ্রলিপ্সা। অবান্তর উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া মনোগত অভিপ্রায় জগৎকে না জানাইয়া কপটতার আশ্রয়ে অনেকে আত্মবঞ্চনা করেন। অঘ বক পূতনা এইরূপ বিপ্রলিপ্সা আশ্রয় করিয়া পরমসত্য-বস্তু কৃষ্ণকে বঞ্চনা করিয়া আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া স্থাপনে ব্যগ্র হইয়াছিল। পরম সত্য বস্তু কৃষ্ণ তাহাদের কাপট্য ধরিয়া ফেলিলেন সুতরাং অসত্য স্থাপনে অগ্রসর হইয়াও তাহারা কৃতকার্য্য হয় নাই।

জীবের ভ্রান্তি বা অজ্ঞানতাকে অনেকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন। কেহ বা তাহাকে তাৎকালিক সত্য, কেহ বা প্রাদেশিক সত্য, কেহ বা সত্যবৎ কেহ বা অসত্য কেহ বা মিথ্যা বলিয়া সংজ্ঞা প্রদান করেন। অজ্ঞান জীব সচ্চিদানন্দ ভগবান কৃষ্ণকে পরম সত্য বা মাথুরমণ্ডলকে

সত্য বলিয়া বুঝিতে পারে না। অজ্ঞান মোহান্ধকারে শ্রীগৌড়মণ্ডলকে বিশেষতঃ শ্রীনবদ্বীপ ধামকে সত্য বলিয়া বুঝিতে ভ্রম করিয়া নানা-প্রকার ভ্রান্তিময় অসত্যকে সত্য বলিয়া আবাহন করে। অজ্ঞানবশতঃ প্রমাদের বশবর্ত্তী হইয়া, বঞ্চনেচ্ছায় ব্যগ্র হইয়া অথবা নিজের ইন্দ্রিয়ের অপটুতা নিবন্ধন মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রচার করিতে গেলে বিবুধগণ তাহা গ্রহণ করেন না। হরিবিমুখ জীবগণ ভ্রমচতুষ্টয়ের হস্ত হইতে পরিত্রাণ না পাইলেও, নিষ্কপট কৃষ্ণদাসগণ তাদৃশ ভ্রমচতুষ্টয়ের ক্রীড়া পুত্তলি নহেন। শুদ্ধভক্ত স্বয়ং সত্যবস্তু সুতরাং কুহকমুগ্ধ জগৎকে যে সকল কপটতাপূর্ণ যুক্তি দ্বারা ভক্তপরিচয়াকাঙ্ক্ষী অবান্তরোদ্দেশ্যজীবি জড়োপাসক ব্যক্তিগণ বিমোহন করিবার যত্ন করে তাদৃশ বন্ধ্যা চেষ্টাসমূহ কখনই ফল প্রসব করিতে পারে না। সাধুগণের প্রচ্ছন্নশত্রু আউল, বাউল, নেড়া, কর্ত্তাভজা, সাঁই, দরবেশ, সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাত-গোঁসাই, অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী প্রভৃতি অপসম্প্রদায়-গুলি বৈষ্ণব নামে পরিচয় লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহাদের দলের বঞ্চিত লোকগুলিও ঐরূপ বৈষ্ণব বিদ্বেষিগণকে বৈষ্ণব সংজ্ঞায় ভূষিত করিবার জন্য বৃথা বাগ্বেগের আশ্রয় গ্রহণ করেন। যতই কেন বৈষ্ণব পরিচয়াকাঙ্ক্ষী অপসম্প্রদায়গুলিকে বৈষ্ণব সৎ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রয়াস হউক না শুদ্ধবৈষ্ণব তাহাদিগের দুর্ব্বলতা ধরিয়া ফেলেন এবং তাহাদের বিশ্বাস করেন না। বিশেষতঃ বৈষ্ণব নামে পরিচয়াকাঙ্ক্ষিগণ স্ব স্ব অবৈষ্ণবোচিত ব্যবহারেই বিচক্ষণের নিকট ধরা পড়িয়া যাইবেন।

এই শুদ্ধভক্তি প্রচারে বিরোধী বৈষ্ণব বিদ্বেষী দলের গোপনীয় বৃত্তির পরিচয় অনুসন্ধান করিলে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে ইহারা শুদ্ধ বৈষ্ণব-গণের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধী। অপরাধের ফলেই তাহাদের মধ্যে কেহ

"শুদ্ধ বৈষ্ণবের জন্মোৎসব করা বিধেয় নহে" "সর্ব্বক্ষণ শ্রীনামসেবনরূপ ভগবানের একমাত্র অপ্রাকৃত উপাসনা করার আবশ্যকতা নাই" "চরিতামৃতের ঘুণ হইয়া অশুদ্ধ শাক্ত মতের বিচারই বৈষ্ণবের সূক্ষ্মমর্ম্ম" বলিয়া থাকেন আবার ইন্দ্রিয়পরায়ণতার মৌখিক নিন্দাপরায়ণ হইয়া গৌণভাবে তাহারই প্রশ্রয়দাতা" "বৈষ্ণব জগতের উপকারচ্ছলে স্ব স্ব জড় বিদগ্ধ উদরাদির পোষ্টা এবং কেহ বা আমিই বড় বুদ্ধিমান্, আমিই কৌশল জানি, আমি মায়াবাদী ভক্ত মোকদ্দামায় জয় লাভ করিতে পারি, আমার তুল্য নিপুণ ব্যক্তি ইহ জগতে নাই, আমাকে পয়সা দিলেই হইল, আমি খুব গলাবাজিতে নিপুণ, লোককে অন্যরূপ বুঝাইয়া নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করিয়া লইতে পারি, হরিভজনের আবশ্যকতা অপেক্ষা যাহাতে আমার দুপয়সা পাওনা আছে তাহাই ধর্ম্ম, তাহাই সত্য"।

আমি এবার শ্রীধাম প্রাচীন নবদ্বীপে গিয়াছিলাম। দেখিলাম একটী বৈরাগী নবদ্বীপে ষ্টেশনের নিকটে দাঁড়াইয়া নানাপ্রকার কথায় ভক্তগণকে ভ্রান্তিতে প্রবৃত্ত করাইতেছে। বলিতেছে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান নহে, রামচন্দ্রপুরে গঙ্গাগোবিন্দের মন্দির নদীগর্ভে খুঁড়িয়া বাহির করিতে হইবে। ভগবান্ কোলদেবের অন্তরঙ্গ ভক্তগণ এক্ষণে প্রকট হইয়া গৌরজন্মস্থান খুঁড়িয়া বাহির করিবেন। যে স্থান হইতে গৌরজন্মস্থান বাহির হইবে তাহা ভক্তিরত্নাকর লিখিত কোল-দ্বীপ বা কুলিয়া নহে সে স্থানেই ভগবানের জন্মস্থান। উহা মোদদ্রুম দ্বীপের অন্তর্গত নহে। ভক্তিরত্নাকরের উদ্দিষ্ট মাউগাছির অন্তর্গত রামচন্দ্র-পুরে দেওয়ান মহাশয়ের গৌরজন্মস্থান। চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক ও চৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্যের উল্লিখিত গঙ্গার পশ্চিম পারস্থিত কুলিয়া এই রামচন্দ্রপুরের পশ্চিমেই ছিল। কাঁচড়াপাড়ার কুলিয়ার বা সাত কুলিয়ার পূর্ব্ব দিকে গঙ্গাপারে রামচন্দ্রপুর ও দেওয়ানের গৌরজন্মস্থান নাই সুতরাং

ঐ দুই স্থানে কুলিয়া থাকিতে পারে না। বৈরাগীর নিকট দাঁড়াইয়া একটি শিক্ষিত কুলিয়া নবদ্বীপ বাসী বলিতে লাগিলেন যে তা'হলে বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ রামচন্দ্রপুরের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত সুতরাং উহা কুলিয়া নহে। রিভিউ নামক সাময়িক পত্রে কান্দিবংশের ইতিহাস লেখক ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন গৌরাঙ্গের জন্ম স্থানে দেওয়ান মন্দির করিয়া কৃষ্ণ, মদন মোহন গোবিন্দ গোপীনাথ স্থাপন করেন। অন্য বাজে লোক ভ্রম করিয়া বলেন তিনি রাধাবল্লভ স্থাপন করেন। আবার সঠিক খবরে পাওয়া যায় যে ঐ মন্দিরে কৃষ্ণমূর্ত্তি আদৌ স্থাপিত হন নাই কেবল রামচন্দ্রদেবের মূর্ত্তি যাহা কাঁদি রাজবাড়ীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে উহাই স্থাপিত হইয়া বাহির দ্বীপের ঐ অংশ রামচন্দ্রপুর বলিয়া কথিত হয়। রামচন্দ্রপুর নদীয়া হইলে তৎপশ্চিমস্থিত মাউগাছি ও পূর্ব্বস্থলীই কুলিয়া হয়। কলিকাতা রিভিউর ৭৪ সালের প্রবন্ধ লেখক দেববিগ্রহ সম্বন্ধেই যখন ঐরূপ ভুল করিয়াছেন তখন গৌরাঙ্গের জন্মস্থান সম্বন্ধে ও কিম্বদন্তীতে যে ভুল করেন নাই ইহা কিরূপে প্রমাণিত হইল। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ঐ সাময়িক পত্রে প্রাচীন নদীয়ার অবস্থান বর্ত্তমান সহরের উত্তরাংশে বল্লালদিঘী গ্রামের সন্নিহিত প্রদেশে ছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর নদীয়ার জেলা জজ মুর সাহেবের প্রাপ্ত প্রমাণ ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে কমিশনর ডাম্পিয়ার সাহেবের রোবকারী এবং ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টের চিফ জষ্টিস্ ও জষ্টিস্ র্যাম্পিনী সাহেব যে স্থানে প্রাচীন নদীয়ার স্থানে নিরূপিত ছিল প্রমাণ পাইয়াছেন যে স্থলে দুই শত বর্ষের পূর্ব্বলেখক শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী গৌরাঙ্গের জন্মস্থান লিখিয়াছেন তাহা কিরূপে বাতিল হইবে এবং আঁচড়ার চাঁদ বা কালনার চাঁদ গোরাচাঁদের উদয়স্থলীকে তাঁহাদের বাবাজী যোগে কিরূপ কোলদ্বীপ বা মোদদ্রুমদ্বীপ হইতে খুঁড়িয়া বাহির করিবেন।

ক্রমশঃ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

বিংশ খণ্ড।

—*—

অশেষক্লেশবিশ্লেষিপরেশাবেশসাধিনী।
জীয়াদেষা পরা পত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী॥

অকিঞ্চন শ্রীবিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী

সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩১।

লেখক নামানুসারে

প্রবন্ধ সূচী।

—·—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার মুখপত্রী।

বিংশ বর্ষ—১১শ সংখ্যা।

অশেষক্লেশবিশ্লেষি-পরেশাবেশসাধিনী।
জীয়াদেষা পরাপত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী।

সজ্জন—শুচি।

রুচিভেদে শুচির ধারণা ভিন্ন ভিন্ন। যাহাকে কেহ শুচি বলিয়া আখ্যা দেন, তাহাই অপরের বিচারে অশুচি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। অন্যাভিলাষী যাহাকে পবিত্র বোধে শুচি বলিয়া নির্ণয় করেন, তাহা ভগবদ্ভক্ত স্বীকার করিতে পারেন না। কর্ম্মিগণ যাহাকে শুচি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহাও সজ্জনের শুচি সংজ্ঞার সহিত একত্ব লাভ করেনা। অহংগ্রহোপাসক নির্ভেদব্রহ্মজ্ঞানীর মতে যাহা শুচি তাহাই সজ্জনের বিচারে অপবিত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। কর্ম্ম ও জ্ঞান শাস্ত্রের সদাচারকে সজ্জনগণ শুচি বলিতে বাধ্য নহেন। অন্যাভিলাষির স্বার্থ, কর্ম্মীর ফলভোগ পিপাসা, জ্ঞানীর ত্যজনেচ্ছা ভক্তের নিকট সমভাবে আদৃত হয় না।

সজ্জনগণ বলেন অসজ্জনের রুচির বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা শুচি বিষয়ে নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য নহেন। যে স্থানে হরিকথার প্রসঙ্গ নাই সেই স্থানই অশুচি, যে কালে হরি সেবন নাই সেই কালই অশুদ্ধ, যে পাত্র ভজনের অনুষ্ঠানে বিরত তিনিই অশুচি। পরমপবিত্র মহাভারতের রামায়ণের ও বেদের আদি, মধ্য ও অন্ত্য ভাগে হরি সর্ব্বত্রই গীত হয়েন। ঐ সকল পবিত্র গ্রন্থে হরিগুণ গানের কথা আছে বলিয়া ঐ সকল শাস্ত্রই পবিত্র এবং ঐ সকল শাস্ত্র পাঠ করিয়া জীবগণ ধন্য হয়েন। সজ্জনগণ বলেন যেখানে হরি কথার আদর নাই সেখানে অশুচি অবস্থান করে। সজ্জনগণ সর্ব্বদা তাঁহাদের সকল চেষ্টায় হরিকে বিষয় রূপে বরণ করেন। যে স্থলে হরি বিষয় নহেন, সে স্থলে সজ্জনগণের দৃষ্টিতে শুচি লক্ষিত হয়না। কৃষ্ণেতর বিষয়কে সাধুগণ সর্ব্বদা অশুচি জ্ঞানে পরিত্যাগ করেন। ভগবানই একমাত্র সর্ব্বশুচির আধার। যেখানে ভগবৎ প্রসঙ্গের অভাব তাহাই অশুচি পূর্ণ বিষয়। মায়িক দর্শনে কর্ম্মী জল, অগ্নি ও সূর্য্যে শুচিত্ব আরোপ করেন, বস্তুতঃ তাহাতে হরি সম্বন্ধ না দেখিলে ঐ গুলি কখনই শুচির বিষয় হইতে পারে না। সজ্জনগণ বলেন কৃষ্ণেতর বিষয়ই অশুচির বাথান। কৃষ্ণই সকল শুচির কেন্দ্র এবং কৃষ্ণভক্তই বাস্তবিক শৌচগুণে পূর্ণ। কলা, মূলা থোড়ের শুচি অশুচি বিচার, আতপ ও উষ্ণের শুচি অশুচি ধারণা প্রভৃতি নানা প্রকার ভেদ শুচি বিচারে অবতারিত হয়। কিন্তু সজ্জনগণ হরি সম্বন্ধি বস্তুতে শুচি এবং হরি সেবার প্রতিকূল বস্তু গুলিকে অশুচি বলিয়া জানেন। বর্ণের বিচারে লৌকিক ব্যবহারের তারতম্যে শুচি অশুচির ধারণা গুলি তাৎকালিক; বৈষ্ণবের নিত্য ধারণা সর্ব্বতোভাবে শৌচাচার পুষ্ট।

———

বিগ্রহ ম্যাজিক।

সে দিন কুলিয়া মাঝে সুবিশাল জনস্রোত অসংখ্য লোকের হুড়াহুড়ি,
পণ্য শালা সুসজ্জিত,—লোকগৃহ—দেবালয় মহোৎসব সহরটা জুড়ি।
সব চেয়ে সুসজ্জিত বিগ্রহমন্দিরগুলি দুয়ারে মন্দির অধিকারী।
সুন্দর 'শ্রীবেত্র' হস্তে যমপ্রায় বিরাজিত খাশা বেশ মালা ঝোলা ধারি,
জপিছেন ঘন ঘন হরিনাম সংখ্যা মালা চাহিছেন শুধু লোক পানে
মুহুর্মুহু; ভেট কই—ভেট কই—শব্দ দ্বারা কাঁপাচ্চেন মন্দির প্রাঙ্গণে!
কখনো ছাড়িয়া মালা দেখিছেন পয়সা গুণে দেড়টাকা হল কিনা হল,
মদন মুদীর কাছে জামাইয়ের কাপড়ের, ধার ক্রমে বেশী হয়ে পলো।
কখনো বা ভাবিছেন ঠাকুরের ভোগ রাগ আর ক্রমে চলিলনা বুঝি,
ঠাকুরের ভেট গুলো—আমরা না খেয়ে ঐ—ঠাকুরের করে দেব রুজি?
হয়ত এ অবসরে অনাথ বালক কোন, মন্দিরে হটাৎ গেছে ঢুকে
ভেটগ্রাহী তাহা দেখে বেত্র খানি নিয়ে হাতে নির্ব্বোধেরে দিতেছেন ঠুকে
সঙ্গে চলিতেছে নানা কুবাক্য প্রয়োগ আর—বেত্র চলে পুনঃ পুনঃ জোরে
তোদের নিমিত্ত নহে এ মন্দির মূর্খ তুই! তোরা যাবি ঐ "মায়াপুরে"!
আবার হটাৎ যদি বড় লোক যান তথা, অতি মৃদু করুণ নয়নে।
মালা গাছি নেন্ হাতে, লাঠি গাছি রেখে দূরে, বসে রণ চেয়ে মাটি পানে।
ঐরূপ একদিন কুলিয়া সহর পরে চলিতেছে উৎসব প্রধান
নানা লোক সহ এক নিরীহ "ভদ্র" ও যেয়ে উৎসবে করেন যোগদান
অনেক মন্দির ঘুরে অর্থ গেছে ক্ষয় পেয়ে শেষে তিনি অর্থ শূন্য হাতে,
আরেক মন্দিরে গিয়ে প্রবেশিলা সমাদরে বিপদ! মন্দির বার্ হতে
ভেটগ্রাহী কহিলেন মহাশয়! ভেট যেটা সেটা কই? দিয়ে যান চলে!
ভদ্র কহিলেন প্রভো। ঢুকেছি যখন আমি ঢুকিনিত ভেট দেবো বলে
আপনিই কহিলেন—যান্ মাঝে চলে যান ঠাকুর দেখুন মন দিয়ে
মনে হ'ল কথা শুনে ভেট বুঝি লাগিবে না এবে দেখি দায় প্রাণ নিয়ে।

যাই হোক্ আজি আমি চলিনু। ঠাকুর? যদি ঠিকানাটা দেন দয়া করে,
বাড়ী গিয়ে ভেট গুলো না হয় পাঠিয়ে দেবো কাজ কিবা অত জোরে জারে?
সঙ্গে রয়েছেন মোর নারীজাতি তাই বলি কটুবাক্য বৃথা কেন বলা?
দ্বিগুণ উৎসাহে তবে গোঁসাই কহিলা বটে? নারী সাথে? ছাড়িছ না কলা
ভেট ফেল তবে যাও তা না হলে কিছুতেই হেথা বাপু! নিস্তার না পাবে
যথেচ্ছা করিতে পারি না দাও হে! ভেট যদি অত্যাচার শেষে খুব হবে
সঙ্গেও এনেছ নারী। যা ইচ্ছা করিব তাই। কথা শুনে এখনও বলি
ভেট ফেল সোজা রাস্তা যে সে দিকে ইচ্ছা তব ভদ্রবর। যাও শেষে চলি!
যা ইচ্ছা করিব তাই! শুনি এ ভীষণ কথা ভদ্রলোক পড়িলা চরণে
আজিকে করুন কৃপা কেন হেন কুবাক্যের প্রয়োগ চলিছে অকারণে?
মন্দির ভাঙ্গিয়া যেত আরেকটু চেঁচাইলে হেন রূপ বিকট শবদে
চেঁচাইয়া ভেট ভোজী কহিলেন অকারণে? ভেট দাও পাছে পড় পদে
কপাট হয়েছে বন্ধ। মাঝে ফেলি ভদ্রটীকে নানা রূপ কটুবাক্য দ্বারা
করিতেছে নিপীড়িত মন্দিরের অধিকারী। মন্দির কি? নহে ওটা কারা?
আজিকে করুন্ কৃপা তবু এই বুলি মুখে ভদ্রটীর। আর কেউ হলে
হয়ত প্রভুর শিরে অকৈতবে যষ্টি ক্ষেপ মুহুর্মুহু চলিত সবলে
যাই হোক ভদ্রটীর এই ছিল সুপ্রসন্ন কারা হতে সে দিন তাঁহার,
নিষ্কৃতি হইয়াছিল অনেক মিনতি ফলে এ অবস্থা ঘটে গেছে যাঁর
তিনিই এ অবস্থাটা উপলব্ধি করিবারে সক্ষম হবেন মনে হয়
আর এই ভদ্রলোক সক্ষম সুবৈষ্ণব ক্ষমাধার নির্ব্বিবাদে সইলা সমুদয়
এইকি ভক্তির ভাব? না কি এ ভক্তির চোট? খুলে দিয়ে বিগ্রহ ম্যাজিক
নহে এটা খাওয়া পরা? নাকি অসৎ কড়ি—সংগ্রহের ফিকির অলীক?
অবশ্য যাহারা অতি সহৃদয় দেবসেবী তাঁহাদের কথা এই খানে,
উঠে নাই, তাঁরা যেন লেখকের অনিষ্টার্থে না মাগেন ভিক্ষা দেবস্থানে
এই কি উচিত হায় যে গৌরাঙ্গ দীনবন্ধু নিখিলের উদ্ধার কারণে
সবে ধরি কোলে নিলা হরিবল ভাই বলে সেই গোরা মন্দির প্রাঙ্গণে

এই মত কদাচার "ম্যাজিকী" গণের পক্ষে আচরিত হওয়া নহে ঠিক
আমারই ভুল হল "ভাড়াটিয়া ভক্ত" যারা তাদেরিত ও সব ম্যাজিক ।
ভক্তি যার হবে মনে সে ব্যক্তিত অবশ্যই আপনিই চারি আনা কেনে,
চারি টাকা কি চল্লিশ চারি হাজারেরো বেশী গোরা নামে দিয়ে দেন দানে
অর্থদান ? —সেতো তুচ্ছ। আত্মদান দিতে, শ্রদ্ধা হলে কুণ্ঠিত না হন,
নিজেকেই গোরাপদে উৎসর্গ করেন যে গো দান দেন ভকতি রতন।
তেড়ে ফুঁড়ে ভক্তি দেওয়া টাকা নিয়ে ভক্তি দান ঠাকুর দেখানো ভেট নিয়ে
এগুলো নির্জ্জলা কেঠোভক্তিরই অভিব্যক্তি ভক্তিলভ্য চারি আনা দিয়ে ???
হে সৌম্য বৈষ্ণববর ! বড় আশা করে তুমি গেলে মহাপ্রভু দরশনে
মৃদু সুবৈষ্ণব তুমি নির্য্যাতিত হলে তবু দাও নাই শাস্তি প্রতিদানে
যে দুঃখ পাইলা আহা শ্রীগৌরাঙ্গ দ্বারে যেয়ে অথবা আটক খানা পশি
সে দুঃখ খণ্ডেছে তব মহাপ্রভু জন্মভূমি মায়াপুর শ্রীমন্দিরে আসি।
অবারিত দ্বার যেথা। ভেটের জুলুম নাই ভক্তিভেটে বিগ্রহ দর্শন
টিকিট করিয়া সেথা শাস্ত্র না শুনিতে হয় শ্রদ্ধা করি যে করে শ্রবণ

হে বৈষ্ণব তোমাকে ও সবারেই কহি ডাকি হে বৈষ্ণব ! হে শ্রদ্ধালুজন
এ পারে শ্রীমায়াপুরে এস লজ্জা দ্বিধা নাই হও পরা আনন্দে মগন।

কয়েকটী লক্ষণ আছে ভাড়াটিয়া ভক্তদের তাই দেখে কিছু যাবে চেনা।
এরূপ লক্ষণান্বিত যারা তারা মনে করে ভক্তিওটা কলা বেচা কেনা

ওরূপ ম্যাজিক খেলা শ্রীগৌরাঙ্গ পূতনামে অবশ্যই উচিত না হবে
জোর কোরে অর্থাদায় ! ! এ কেমন ধার্ম্মিকতা এফ্কিরি কদিনই বা রবে ?

বিগ্রহ স্থাপিয়া তারে ব্যবসার দ্রব্য ভাড়া সর্ব্বথা বিষম পাপাচার।
অন্য পাপে মুক্তি আছে। সুরধুনি তটে বসি এ পাপের নাহিক উদ্ধার।

ভাড়াটিয়াদের মাধব ভকতি মানসের অনুরাগে না
সকাম মলিন ভকতি তাদের প্রেম ভাব মনে জাগে না

গদ গদ ভাব সেটা অভ্যাস শিখারাখা সেটা ছাকা তেল
গাঁজার মাদকে ঢুলে ঢুলে পড়া কাঁদা ? সেতো দিয়ে চখে তেল

হরিনাম করা মানুষে দেখান, তিলকাদি আঁকা মাঝে ওর
হরি কই বলে পথে ছোটা পাওয়া সাহেব সুবার সুনজর ।।

টিপ্পনী

কুলিয়া সহরটাকে বর্ত্তমানে অনেকেই অংশ নবদ্বীপ বলে জানে
আদি নবদ্বীপ কিন্তু জন্মভূমি মায়াপুরে (ই) সুপ্রাচীন গ্রন্থের প্রমাণে

বঞ্চিত
শ্রীনারায়ণ দাস চট্টোপাধ্যায়
সাং আবুরি, নদীয়া।

শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভার

৪৩২ বার্ষিক বিবরণ।

কার্য্যসমিতির অধিবেশন।

বিগত ১৫ই চৈত্র ১৩২৪ বঙ্গাব্দ, ইংরাজী ২৯শে মার্চ্চ ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ, ৪৩২ শ্রীচৈতন্যাব্দ ২ বিষ্ণু শুক্রবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দিরে কার্য্যসমিতির একটি অধিবেশন হইয়াছিল। তথায় শ্রীযুক্ত ললিত লাল ভক্তিবিলাস, শ্রীযুক্ত পরমহংস ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী, শ্রীযুক্ত বনমালী দাস ভক্তানন্দ, শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভক্ত্যাশ্রম, শ্রীযুত চারুচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুত অমর নাথ বসু, শ্রীযুত ভূপেন্দ্র নাথ ঘোষ, শ্রীযুত ললিতাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযুত হীরালাল ভক্তিভূষণ, শ্রীযুত নকুলেশ্বর রায়, শ্রীযুত গয়ারাম ঘোষ, শ্রীযুত হরিদাস নন্দী এবং শ্রীযুত বরদাপ্রসাদ ভক্তিভূষণ উপস্থিত ছিলেন।

১। শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার ভক্ত্যাশ্রম মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত অমর নাথ বসু মহাশয়ের অনুমোদনে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত ললিত

লাল ভক্তিবিলাস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

২। বিগত বর্ষের সাধারণ ও কার্য্যসমিতির বিবরণী পঠিত হইলে বিগত বর্ষের শ্রীধামপ্রচারিণী সভার আয় ব্যয়ের হিসাব সহ তাহা সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৩। শ্রীযুত ললিতাপ্রসাদ দত্ত এম, আর, এ, এস মহাশয়ের প্রস্তাব করেন যে নিম্নলিখিত ভগবদ্ধর্ম্মপরায়ণ দুইটী মহাত্মা শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভার কার্য্যের উদ্দেশ্যে বিশেষরূপ সহায়তা করায় তাঁহাদিগকে কার্য্য সমিতির সভ্যপদে গ্রহণ করা হউক। ঐ প্রস্তাব শ্রীযুত বনমালী দাস ভক্তানন্দ মহাশয় সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহাদিগকে সভার সভ্য শ্রেণী ভুক্ত করা হয়।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ মহাশয়।
শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী পাইন ভক্তসুহৃদ মহাশয়।

৪। শ্রীযুত চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাবেও শ্রীযুত ভূপেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয়ের অনুমোদনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে শ্রীযুত বরদাপ্রসাদ ভক্তিভূষণ মহাশয় সভার সহকারী সম্পাদকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করায় তাহার স্থলে শ্রীযুত রাধিকাপ্রসাদ দত্ত মহাশয় নির্ব্বাচিত হইলেন। শ্রীযুত বরদাপ্রসাদ ভক্তিভূষণ মহাশয় সভার সেবা সমিতির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন।

৫। শ্রীযুত বরদাপ্রসাদ ভক্তিভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুত গয়ারাম ঘোষ মহাশয়ের অনুমোদনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে সভার তিনজন সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ আবশ্যক, এবং ঐ সকল পদে ভক্তানন্দ শ্রীযুত বনমালী দাস অধিকারী মহাশয়, ভক্তিতীর্থ শ্রীযুত সীতানাথ দাস মহাপাত্র মহাশয় ও শ্রীযুত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নির্ব্বাচিত হইলেন।

৬। শ্রীযুত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুত হীরালাল বিশ্বাস ভক্তিভূষণ মহাশয়ের অনুমোদনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে বিগতবর্ষের সার্ব্বভৌম পরীক্ষার ফল যাহা সজ্জনতোষিণী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহা গৃহীত হইল। ইহাতে শ্রীযুত গিরীন্দ্র নাথ সরকার মহাশয় ভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য ও শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী দাস অধিকারী মহাশয় সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য হইলেন।

৭। শ্রীযুত পরমহংস ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুত নকুলেশ্বর রায় মহাশয়ের অনুমোদনে এবং সর্ব্বসম্মতি ক্রমে স্থির হইল যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ভক্তিসূচক নাম প্রাপ্ত হইবার সর্ব্বতোভাবে যোগ্য, অতএব তাহাদিগকে ভক্তিসূচক নামে ভূষিত করা হউক এবং সাধারণ সভা হইতে তাঁহাদিগকে সম্মানিত করা হইবে।

ক। শ্রীযুত নটবর মুখোপাধ্যায়, ভক্তিরত্ন।

খ। „ বিষ্ণুদাস অধিকারী সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য, ভক্তিসিন্ধু।

গ। „ সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিভূষণ।

আরো স্থির হয় যে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সদনুষ্ঠানের জন্য সভা হইতে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইলেন।

ক। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও ভক্তি প্রচারে যত্ন করায় শ্রীযুত অবলাকান্ত বসু মহাশয় শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভার সাধুপ্রশংসাবাদ পাইলেন।

খ। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্ত বৈষ্ণবদিগের সেবা করায় শ্রীযুত রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুর মহাশয় শ্রীযুত গদাধর সাউ মহাশয় ও শ্রীযুত পরমেশ্বর সাহা মহাশয় শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভায় সাধুপ্রশংসা-বাদ পাইলেন।

গ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটা শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে পাকা নাট মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় শ্রীযুত তিনকড়ি নন্দী মহাশয় শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভার সাধু প্রশংসাবাদ পাইলেন।

৮। শ্রীযুত হরিদাস নন্দী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুমোদনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে বিগত বর্ষে শ্রীযুত শৈলজাপ্রসাদ দত্ত এল এম্, ই, ও শ্রীযুত অমরেন্দ্র নারায়ণ বসু মহাশয়দ্বয়ের উপর মন্দির সংস্কার সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দিবার ভার ছিল তাহা তাঁহারা দিয়াছেন, অতএব এক্ষণে ঐ সংস্কার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে অর্থ সংগ্রহ আবশ্যক। এমতে এই কার্য্যের জন্য দৌলতপুর নিবাসী শ্রীযুত বনমালী দাস ভক্তানন্দ মহাশয়, রামজীবনপুর নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুত অযোধ্যা নাথ রায় মহাশয় ও কলিকাতা যোড়া বাগান নিবাসী শ্রীযুত মণিমাধব মিত্র ভক্তিসুহৃদ মহাশয় একটী উপসমিতি গঠন করিয়া সাধারণের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া কার্য্য সমিতিতে অর্থ পাঠাইবেন।

৯। শ্রীযুত ললিত লাল ভক্তিবিলাস মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুত বনমালী দাস ভক্তানন্দ মহাশয়ের অনুমোদনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়টী স্থির হয়। "শ্রীনবদ্বীপধামের সন্নিহিত কয়েকটী সম্পত্তি ধামের উন্নতির জন্য কয়েক বৎসর হইতে কতিপয় ভক্তের দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে ঐ সম্পত্তিগুলি এক্ষণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর হওয়া আবশ্যক। এতদুদ্দেশ্যে সাধারণের নিকট আনুকূল্য গ্রহণ করিয়া সম্পত্তিগুলি যাহাতে শ্রীমন্মহা-প্রভুর হয় তজ্জন্য একটী সমিতি গঠিত হওয়া আবশ্যক। সম্প্রতি চারি জন ব্যক্তির দ্বারা এই উপসমিতি গঠিত হউক। ইহাঁরা ইচ্ছা করিলে তাঁহাদিগের সমিতিতে সভ্যসংখ্যা দ্বাদশজন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। শ্রীযুক্ত মণিমাধব মিত্র ভক্তসুহৃদ, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দাস অধিকারী

সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র ও সভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী মহাশয় চতুষ্টয় দ্বারা এই উপসমিতি গঠিত হইল।

১০। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

সাধারণ সভার অধিবেশন।

বিগত ১৫ই চৈত্র ১৩২৪ বঙ্গাব্দ, ইংরাজী ২৯শে মার্চ্চ ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ, ২ বিষ্ণু শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩২ শুক্রবার অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটা শ্রীশ্রীযোগপীঠ শ্রীমায়াপুরে শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভার চতুর্বিংশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভাটী বহু জনাকীর্ণ হইয়াছিল। তন্মধ্যে ভদ্র ও শিক্ষিত ভক্ত মহাত্মাগণের মধ্যে যে কয়েক জনের নাম পাওয়া গিয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত আশুতোষ তর্কভূষণ।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অজিত নাথ ন্যায়রত্ন কবিকুমুদ কলানিধি।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অবিনাশচন্দ্র ন্যায়রত্ন
" " রামগোপাল তর্কতীর্থ
" " তারানাথ সপ্ততীর্থ
" " শিবনাথ তর্কতীর্থ
" " ললিত মোহন কাব্যতীর্থ
" " শরচ্চন্দ্র কাব্যতীর্থ ভাগবতরত্ন
" " শৈলেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ
" " শশাঙ্ক ভূষণ তর্কতীর্থ
" " কালিপদ ব্যাকরণ তীর্থ
" " রামগোপাল গোস্বামী কাব্যতীর্থ
" " কৃষ্ণধন কাব্যতীর্থ

পরমহংস শ্রীযুক্ত ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
" নটবর মুখোপাধ্যায়
" শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" নৃসিংহ কুমার মুখোপাধ্যায়
" নবীনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
" ধীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" মাণিকলাল মুখোপাধ্যায়
" তিনকড়ি নন্দী
" অমর নাথ বসু
" অবলা কান্ত বসু
" প্রিয়নাথ সেন
" রাম গোপাল দত্ত এম, এ
" হরিপদ সেন বি, এ
" বিষ্ণুদাস অধিকারী সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য
" কুঞ্জ বিহারী দাস অধিকারী ঐ
" বনমালী দাস ভক্তানন্দ
" আশুতোষ ঘোষ
" রজনী কান্ত ব্রহ্ম
" বসন্ত কুমার ঘোষ ভক্ত্যাশ্রম
" নকুলেশ্বর রায়
" ললিতাপ্রসাদ দত্ত এম, আর, এ, এস
" রাস বিহারী সাহা
" পঞ্চানন হালদার
" উপেন্দ্র নাথ হুই চৌধুরী

„ আচার্য্য দাস দেবশর্ম্মা অধিকারী
„ ললিত মোহন সাহা
„ শিশুপাল দত্ত
„ শ্যামসুন্দর সরকার
„ হাজারি দাস প্রামাণিক
„ ভুজঙ্গ মোহন মিত্র
„ হীরালাল ঘোষ
„ শরচ্চন্দ্র সাহা
„ অনন্তবাস বসু
„ বরদা প্রসাদ ভক্তিভূষণ
„ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য
„ হরিমোহন রায়
„ অতুল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
„ যজ্ঞেশ্বর দাস অধিকারী
„ শশধর দত্ত
„ রাধানাথ দাস
„ সত্য চরণ দত্ত
„ শশী ভূষণ বিশ্বাস
„ যদু নাথ ঘোষ
„ রাজেন্দ্র নাথ বাগচী
„ শ্রীপতি চরণ রায়
„ কুঞ্জ বিহারী পাইন ভক্তসুহৃৎ
„ রাম দয়াল আঢ্য
„ গোষ্ঠ বিহারী আঢ্য

,, সত্যব্রত দত্ত বি, এ

,, গোষ্ঠ বিহারী দে

,, গয়ারাম ঘোষ

,, যতীন্দ্রনাথ পাইন

,, শরচ্চন্দ্র বসু

,, হীরালাল বিশ্বাস ভক্তিভূষণ

,, বৈষ্ণবদাস ব্রহ্মচারী

,, হরিদাস নন্দী

ইত্যাদি ইত্যাদি

(শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে ও পরমহংস ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী মহোদয়ের অনুমোদনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে কবিকুমুদ কলানিধি পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অজিত নাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।)

তৎপরে সাধারণ সভার সম্পাদক মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে কার্য্য সমিতির সহকারী সম্পাদক গৌর চরণাশ্রিত বৈষ্ণবজনরঞ্জক শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী মহাশয় সভাস্থলে সভার বিগতবর্ষের সাধারণ সভার ও কার্য্য-সমিতির অধিবেশনের বিবরণ পাঠ করিলেন। তাহাতে লিখিত বিষয়গুলি ও বিগতবর্ষের সভার আয় ব্যয়ের হিসাব সভাকর্ত্তৃক গৃহীত হয়।

সভাপতি মহোদয় কার্য্যসমিতির প্রস্তাবিত ভক্তিসূচক নাম সভা হইতে প্রদান করিবার জন্য শ্রীযুক্ত নটবর মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস অধিকারী সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ত্রয়কে আহ্বান করিলে তাঁহারা সভাপতি মহাশয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্ম্মাল্যপ্রসাদ ও সভাপতি মহোদয়ের আশীর্ব্বাদসহ ভক্তি সূচক নাম গ্রহণ করিলেন। রামজীবনপুর নিবাসী ও বর্ত্তমান ময়ূরভঞ্জে

কর্ম্মক্ষেত্রে অবস্থিত গৌরভক্ত শ্রীযুক্ত নটবর মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভক্তিরত্ন উপাধিতে ভূষিত হইলেন।

ভক্তঃ শ্রীমান্ নটবরো মুখবংশাবতংসকঃ ।
ভূষিতঃ শ্রদ্ধয়াঽস্মাকং ভক্তিরত্নসমাখ্যয়া ॥

খুলনা নিবাসী একান্ত গৌরভক্ত সুগায়ক শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস অধিকারী সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য মহাশয় ভক্তিসিন্ধু উপাধিতে ভূষিত হইলেন।

শ্রীমতে বিষ্ণুদাসায় ভক্তিরত্নাধিকারিণে ।
ভক্তিসিন্ধুরিতি খ্যাতিং দদৌ তস্মৈ সভা শুভং ॥

খুলনা জজের আদালতের সেরেস্তাদার গৌরগত প্রাণ দ্বিজবর শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভক্তিভূষণ উপাধিতে ভূষিত হইলেন।

বন্দ্যবংশাবতংসায় সতীশচন্দ্রশর্ম্মণে ।
ভক্তিভূষণ নামাস্মৈ মায়াপুরসভা দদৌ ॥

সভাপতি মহোদয় সভার কার্য্যসমিতির প্রদত্ত সাধু প্রশংসাবাদ যাহা শ্রীযুক্ত অবলা কান্ত বসু, শ্রীযুক্ত রায় রাধিকা চরণ দত্ত বাহাদুর, শ্রীযুক্ত গদাধর সাউ, শ্রীযুক্ত পরমেশ্বর সাহা এবং শ্রীযুক্ত তিনকড়ি নন্দী মহাশয়গণ পাইয়াছেন তাহা বিজ্ঞাপিত করিলেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারানাথ সপ্ততীর্থ মহাশয় উঠিয়া বলিলেন যে "শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান অদ্য আমার দর্শন হইল। মহাপ্রভু যে পূর্ণ তাহা আমি বিশ্বাস করি। এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধের কোন কারণ নাই।" তৎপরে তিনি গৌরাঙ্গো ভগবদ্ভক্তো ন চ পূর্ণো ন চাংশকঃ প্রভৃতি কয়েকটী বাক্য বিচার করতঃ ভগবানের ভক্তসম্বন্ধে এবং শুক্তিতে রজত ও রজ্জুতে সর্পভ্রম প্রভৃতি আলোচনা করিয়া বলিলেন যে মহাপ্রভুকে ভক্ত আরোপ করা মিথ্যা কারণ মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্। মহাপ্রভু নিজের ভক্তির দ্বারা জগৎকে ভক্তি শিক্ষা দিয়াছেন।

পণ্ডিত শ্রীশরচ্চন্দ্র গোস্বামী কাব্যতীর্থ মহাশয় উঠিয়া বলিলেন যে, গৌরাঙ্গ দেব যে স্বয়ং ভগবান্ তাহা তিনি যখন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তখনই সকলকে মানিতে হইয়াছিল। কলিতে তিনি হরিনাম প্রচারক ও যুগাবতার। কলিযুগে যুগাবতার পীতবর্ণ। গৌরাঙ্গ দেব এই নবদ্বীপ মায়াপুরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। রামচন্দ্রপুর প্রভৃতি স্থানে গৌরাঙ্গের জন্মস্থান নির্দ্দিষ্ট হইবার চেষ্টা কেবল ধর্ম্মের গ্লানি বৃদ্ধি করিতেছে, ইহা অতি দুঃখের বিষয়। বাবলা গাছ তলায় গৌরাঙ্গের জন্মস্থান বলিয়া মিথ্যা প্রচার ভাল কার্য্য নহে।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাম গোপাল গোস্বামী কাব্যতীর্থ উঠিয়া বলিলেন মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান কিনা তাহা শাস্ত্রের প্রমাণ দেখাইয়া দেয় না। ভগবানকে ভক্তগণ দেখান। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যাহা বলিয়াছেন তাহা আমাদের অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। জীব উদ্ধারের জন্য তিনি এই স্থানে অবতীর্ণ হইয়া জগতে হরিনাম দিয়া গিয়াছেন এবং ব্রজেন্দ্র নন্দনকে আরাধনা করিতে বলিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জ বিহারী অধিকারী সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য মহাশয় তৎপরে বৈষ্ণব আচার কি তৎসম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, যে স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ রঘুনন্দনের মতে বলেন সেরূপ বৈষ্ণব অথবা বৈষ্ণবাভিমানীগণ শ্রীযুক্ত গোপাল ভট্ট মহোদয়ের রচিত বৈষ্ণব স্মৃতি সৎক্রিয়াসার দীপিকার মতে যেন সকল কার্য্য করেন।

শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী মহাশয় উঠিয়া বলিলেন গৌরগুণমণি আমাদের নিজের জিনিস, আমরা যদি আমাদের নিজের জিনিস বিস্মৃত হই তাহা হইলে জগতের নিকট আমরা বিস্মৃত হইব। এই ভারতবর্ষে অনেক অবতার অবতীর্ণ হইয়াছেন কিন্তু বঙ্গদেশে স্বয়ং মহাপ্রভু ছাড়া অন্য কোন অবতার অবতীর্ণ হন নাই। কলির ঘোর অন্ধকারে হরিভক্তি প্রদায়িনী

সুরধুনীতীরে এই নবদ্বীপ মায়াপুর ধামে যে একটী কাঙ্গালের ঠাকুর অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত বাঙ্গালা দেশকে ভক্তিবন্যায় ভাসাইয়াছিলেন তাহার বোধ হয় ৪৫০ বৎসর পূর্ণ হয় নাই। এমনকি আমাদের দ্বাদশ পুরুষ তাঁহাকে দেখিয়া ধন্য হইয়াছেন। কিন্তু আমরা এতই দুর্ভাগা যে তাঁহার সুবিমল উপদেশ, তাঁহার পরম করুণা বিস্মৃত হইয়া প্রাকৃত সংসারের কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিতেছি।

আমরা সংসারী ব্যক্তি। এ সভায় উপস্থিত মহামান্য পণ্ডিত মণ্ডলী আমাদিগের কি পথে চলিতে হইবে আজ্ঞা করুন্। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই নিজ স্থানটী যাহাতে যথার্থ ভাবে প্রচারিত হয় তাহাতে আপনারা সাহায্য করুন্। তাহা হইলে আবার সার্ব্বজনীন প্রেম ধর্ম্মের সুমধুর ধ্বনিতে সমস্ত জগৎ জাগিয়া উঠিবে ও সপ্তকোটী নিনাদিত প্রাণ গৌর শব্দে প্রেমে মাতিয়া উঠিবে।

অবশেষে সভাপতি মহাশয় উঠিয়া বলিলেন যে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভা যখন স্থাপিত হইয়াছিল সেই অবধি আমি এ সভাতে আছি। এ সভাতে উপস্থিত না হইলে আমার মন অস্থির হয়। আমি আশীর্ব্বাদ করি যাঁহারা এখানে উপস্থিত আছেন তাঁহারা দীর্ঘজীবী হউন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা করুন্ এই মহাপ্রভুর জন্মস্থানে ভক্ত প্রবর শ্রীযুক্ত তিনকড়ি নন্দী মহাশয় পাকা নাট মন্দির করিয়া দিবেন এই কথা শ্রবণে আজ আমি বড়ই আনন্দিত হইলাম। আগামী পূজার পূর্ব্বে পাকা নাটমন্দির প্রস্তুত হইয়া যাইবে শুনিয়াছি। সেজন্য আপনাদিগকে আমি একটী শ্লোক বলিব। ইহার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ আস্বাদন করিয়া আপনারা পরিতৃপ্ত হউন।

আস্তাং মানবনাট্যমন্দিরমিদং নোবাস্তু দেবালয়ো
যস্মিন্ মানুষতাভিনীতিরথিলৈর্ভক্তৈর্মুদা তন্যতে।
সংস্কৃত্যৈ কিল তস্য কিঙ্কন নবদ্বীপেন্দুরানীতবান্
নির্ম্মূল্যং ত্রিকপর্দ্দিকং সুকৃতিভিঃ সেব্যং শিবং সেবধিং॥

এই শ্লোকটী ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়া সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত তিনকড়ি নন্দী মহাশয় ও তাঁহার যোগ্যপুত্র শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী মহাশয়কে এই সদনুষ্ঠানের জন্য বিশেষরূপ ধন্যবাদ দিয়া আসন পরিগ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত তিনকড়ি নন্দী মহাশয়, মহামহোপাধ্যায় সভাপতি মহোদয়কে অদ্যকার সভা কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলে পর ৮॥০ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।) P.D.67

বিপ্রলিপ্সা তৃতীয় দোষ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নদীয়া কাহিনীতে মায়াপুর নগরের প্রামাণিক যে ইতিহাসমূল লিখিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিবার পরে চাঁদেরা কিরূপে গোরাচাঁদকে অন্তর্দ্বীপ হতে টানিয়া বাহিরদ্বীপে বাহির করিবেন বুঝা যায় না।

ষ্টেশন হইতে আসিতে আসিতে বাগআঁচড়ার এক স্বার্থপর ছোক্‌রা বলিল "আমাদের দেশেই রামচন্দ্রপুর কেন না সাতকুলিয়া কুলিয়া স্থির হইলে তাহার পূর্ব্বতটেই নদীয়া। বাগআঁচড়াতেই দেওয়ানের নবচূড়ার মন্দির বাহির করিবার প্রত্নতত্ত্ব শীঘ্রই উদ্ভাবিত ও প্রকাশিত হইবে। আরোও গুজব মাতাপুরের কাছে দেওয়ানের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ হইতে খুঁড়িয়া এক প্রস্তরফলক বাহির হইতে পারে তাহাতে সংস্কৃত ভাষায় গৌরজন্মস্থানের নিদর্শন পাওয়া যাইবে তখন আমাদের সাতকুলিয়া বাতিল হইবে তাহাতেই আমাদের দুঃখ। কেহ বলিতেছে তাম্রফলক বাহির করিবার সমস্তই বন্দোবস্ত হইয়াছে। ফলক বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের সাতকুলিয়াকে কুলিয়া বলিয়া রাখিতে হইলে আমাদের

একটু সুবিধা হয়। আমার ভাগবত ব্যাখ্যাতাও বাবাজী সাতকুলিয়াকে কুলিয়া প্রমাণ করিবেন তবে সংস্কৃত গ্রন্থগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণিত না হইলে বাবাজীর কথাটা মিথ্যা হইবে। প্রেমদাস বলিয়াছেন কুলিয়া নদীয়ার মাঝখানে তাহা হইলে শান্তিপুরের দক্ষিণে রাণাঘাট বা কাঁচড়াপাড়ায় কুলিয়াকে লইতেও পারা যাইবে। "কুলিয়া বিচারশীর্ষক" প্রবন্ধ হাত কাঁপাইতে কাঁপাইতে শীঘ্রই লিখিয়া কুলিয়া গ্রামের সহিত কোলদ্বীপের সম্বন্ধ কাটাইয়া দিব তবে ভক্তিরত্নাকর ও প্রাচীন শ্লোকগুলো বড়ই প্রতিবন্ধকতা করিবে। কমিশনর শরচ্চন্দ্র রায়ের প্রমাণ ও সবজজকোর্টের দাখিলী কাগজগুলা ছাপা হওয়ায় আমাদের বড়ই ক্ষতির কথা হইয়াছে। তাহাতে বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ কোলদ্বীপ বলিয়া সর্ব্বতোভাবে প্রচুর প্রমাণ হইয়া যাওয়ায় আমাদের বড়ই বেগ পাইতে হইবে। সাতকুলিয়ায় মহোৎসব করিয়া বাবাজীর সহিত একমত হওয়া বড়ই কঠিন। তবে মহোৎসবে মল্লপূপ থাকিলে কতকটা ভরসা। বিশেষতঃ স্থানীয় জমিদারেরা মল্লপূপের ব্যয় দিয়াছেন কিন্তু এবার চাষের চালেই বাবাজীর মোচ্ছব সারাটা ভাল হয় নাই। জড়ীয় মধুর রসের বড়ই মাহাত্ম্য। বিপ্রলিপ্সা বশে পয়োগ্রামে শিয়ালদহে মিথ্যা ঘটনার মিথ্যা প্রচার হইতেই জানা যায় কল্পিত দলের আদৌ কোন ভিত্তি নাই নতুবা ধোঁকা দিবার ব্যবস্থা কেন ?

ক্রমশঃ

শ্রীঅনন্তবাস ব্রহ্মচারী।
সাং উল্টাডাঙ্গা, কলিকাতা।

ভ্রম বুদ্ধি।

সংসার সাগরাবর্ত্তে বিঘূর্ণিত হয়ে
জীববৃন্দে অরুন্তুদ ক্লেশ সহ্য করে
অনন্ত যাতনা যন্ত্রে সদা নিষ্পেষিয়ে
দেখান দীনের বন্ধু জীবকুল ওরে!

জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখ শোকার্ত্তি সঙ্কুল
পৃথিবীতে কুশাগ্রস্ত বারিবিন্দুসম
সুখের আশয় নাই। সকলই ভুল!
সুখ সেতো ক্ষণিকের দুঃখই চরম!

তথাপি মঙ্গল বাণী নাহি শুনে জীব,
সর্ব্বোত্তম বুঝি নিজ প্রাকৃত বুদ্ধিরে
অশুদ্ধ আচারে নিত্য উপার্জ্জে অশিব
পরিণামে কর্ম্মদোষে কষ্ট ভোগ করে

চিদানন্দসম সদা জড়ানন্দে ভাবে
যোষিৎ স্পর্শানন্দে বুঝে পরা অপ্রাকৃত
হরিসেবা সমুদ্ভূত আনন্দেরে ভবে
অশ্রাব্য অসংখ্য ভ্রমে সবে নিপতিত

কৃষ্ণসেবা কৃষ্ণনাম অপূর্ব্ব অমিয়া
মানবের নিত্য-সেব্য সেই কৃষ্ণনামে
কলুষ দূষিত দশ অপরাধার্পিয়া
উত্তম বলিয়া কেহ সাধে দেবীধামে।

সুশাণিত করবাল পেলে নিজকরে
শিশু যথা ভ্রম ক্রমে গলে বসাইতে,
চেষ্টা করে বুঝে নাকো কি যে হবে পরে
ধর্ম্ম-সেবিদলে তুল্য এই তুলনাতে।

আপ্তবাক্য নাহি মানে স্ববুদ্ধিক্রমেই,
তর্কযুক্তি ত্যক্ত যত কপোল কল্পিত
নিতান্ত অসার ভাবে পূর্ণ বুদ্ধিকেই
শ্রেষ্ঠ ভাবে। কৃষ্ণভক্তি হয় তিরোহিত।

হিংস্রহর্য্যক্ষ ভাবে পশিয়া নগরে,
নগর নিবাসী গণে নিত্য পাবে খেতে,
স্বপ্নক্রমে নাহি ভাবে নিজ ধ্বংসাগারে,
মনুষ্য সেবার্থে ভুলে এসেছে অজ্ঞাতে!

সেরূপ! এমন প্রায় অনেকই আছে
নব সৃষ্ট অপরা বুদ্ধিতে সমুদ্ভূত

জাল ধর্ম্ম জাল পাতে সদ্ধর্ম্মের নীচে
ভাবে, কালে পড়ে যাবে ইহাতে নিশ্চিত।

কিন্তু তাহা নাহি হয় কৃষ্ণের ইচ্ছায়
আপন জালেতে পড়ি আপনি আপন
অশেষ বিপদে পড়ি শেষে ভাবে হায়,
সুবুদ্ধি বিরোধী হয়ে এ কষ্ট এখন!

কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীজীব, শ্রীরূপ
ইহঁাদের প্রদর্শিত হরিভক্তিপথে
যেতে মনে করে সবে উহা অন্ধকূপ
আমাদেরি পথোজ্জ্বল ভক্তি কর পাতে

কপট বিধর্ম্মী হীন কর্ম্মাসক্ত যারা
ভক্তি কারে বলে তার নাম নাহি জানে
এতাদৃশ জীব যারা কেন বৃথা তারা,
মিছা ভক্তি প্রচারিয়া ফিরে গ্রস্ত মনে?

প্রতিষ্ঠা, কনক, কান্তা, অর্থ, লোভাতুর
যারা ভবে, তাহাদের কেন বিড়ম্বনা
ভ্রমভক্তি প্রচারের বাসনা প্রচুর
ফল যার আত্মনাশ জীবে প্রবঞ্চনা?

বেদান্ত নির্ঘোষে যোগী শঙ্কর ভারতে
ভ্রমপূর্ণ বৌদ্ধবাদ করি উন্মূলিত
মায়াবাদ স্থাপিলেন কৃষ্ণের আজ্ঞাতে
হ'ল যথা বৌদ্ধ ধর্ম্ম চির তিরোহিত

তদ্রূপ মোহান্ধ যত বিষয়ীদিগের
মোহ করি ধর্ম্মাচার খর খড়্গাঘাতে,
নাশিবে আপনি কৃষ্ণ আপন ভক্তের
শরীরে অর্পিয়া নিজ শক্তি যথামতে

বেদান্তোক্ত ভক্তিধর্ম্ম মহাপ্রভু নিজে
দেখাইলা নিজের জীবনে মানবেরে
মায়াবদ্ধ জীব কিনা মিছা-ভক্ত সেজে
ভকতি বিশুদ্ধ পথ, মিথ্যাতে আবরে।

কৃষ্ণভক্তিরূপ অগ্নি কন্থা ঢাকা দিয়া
কপট ভকতি ধর্ম্ম করি বিচরণ
নিজ যশঃ পন্থা চায় লইতে খুলিয়া
ভাবে, কোন শক্তি নাহি ভক্তিতে মগন !

অনন্ত নরক রাজ্যে চিরবাসতরে,
ভক্তি ছাড়ি ভক্তি নামে অভক্তিরেই সেবে

ভক্তিভাবে ভক্ত আখ্যা বাঞ্ছা করে নরে,
শুদ্ধভক্তি আচরে না মুক্তি যাচে সবে !

শুদ্ধবৈষ্ণবচরণরেণু পিয়াসী
দীনাধম শ্রীনারায়ণদাস চট্টোপাধ্যায়
সাং আবুরি, নদীয়া।

বৈষ্ণব লক্ষণ।

মস্তকে শিখা, গলায় ত্রিকণ্ঠ তুলসী মালা, দ্বাদশ অঙ্গে দ্বাদশ তিলক ধারণ করিলেই বৈষ্ণব হওয়া যায় না। শাস্ত্রে আছে ঃ—

"গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ ॥"

অর্থাৎ যিনি যথাবিধি শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া বৈষ্ণবী দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক বিষ্ণুপূজাপরায়ণ তিনি বৈষ্ণব নামে অভিহিত। কিন্তু এই কথায় যে উপরিউক্ত বৈষ্ণবোচিত চিহ্ন সকলের অপ্রয়োজনীয়তা দেখান হইল তাহা নহে। উক্ত চিহ্ন গুলি বৈষ্ণবের বাহ্য বেশ। বৈষ্ণব মহাজনগণ এই চিহ্নগুলি ধারণ কবিয়া উহার ধারণের একান্ত কর্ত্তব্যতা দেখাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণবপথোন্মুখী ব্যক্তিমাত্রেরই উক্ত বৈষ্ণবোচিত চিহ্নগুলি ধারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আধুনিক নূতন নূতন, মুখে বৈষ্ণবাভিমানী, অন্তরে ভুক্তি,মুক্তি বাঞ্ছাপূর্ণ কর্ম্মী, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের মতে উক্ত বৈষ্ণব-বেশ ধারণের নাকি কোন আবশ্যকতা নাই এইরূপ

আলোচনা শুনা যাইতেছে এবং সত্য সত্যই তাহারা এই স্বকপোল কল্পিত মত প্রচার করিয়া নিজেরাও সেইরূপ আচরণ করিতেছেন। "আমরা বেশ বুঝি" এই মিথ্যা ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা যে কিরূপ ভ্রমে পতিত হইয়া মহাজনপদে অপরাধী হইতেছেন, সে ধারণা তাহাদের নাই। প্রাকৃত, বিষয়সুখে মত্ত জীব, সর্ব্বদা ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব এই চতুর্ব্বিধ দোষে বিজড়িত। মহাজনগণ নির্দ্দোষ এবং উক্ত ভ্রম চতুষ্টয়ের হস্ত হইতে সর্ব্বদা মুক্ত। তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন :—

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

সুতরাং মহাজনগণ দর্শিত আচার ব্যবহার সকলের পক্ষে সর্ব্বথা পালনীয়। যদি আমরা, মহাজনদিগের আনুগত্য স্বীকার না করি এবং তাঁহাদের আচার ব্যবহার অনুকরণ না করি তাহা হইলে জানিয়া শুনিয়াও ভ্রান্তিতে পতন ছাড়া আর কি হয়। মহাজনপদে দোষিব্যক্তির সঙ্গ দুঃসঙ্গ বলিয়া পরিহার্য্য। উক্ত অপরাধীর পরিণাম বিচারে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন :—

মন তোরে বলি এ বারতা
অপক্ক বয়সে হায়, বঞ্চিত বঞ্চকপায়
বিকাইলে নিজ স্বতন্ত্রতা॥
সম্প্রদায়ে দোষবুদ্ধি, জানি তুমি আত্মশুদ্ধি
করিবারে হৈলে সাবধান।
না নিলে তিলক মালা, ত্যজিলে দীক্ষার জ্বালা
নিজে কৈলে নবীন বিধান॥
পূর্ব্বমতে তালি দিয়া, নিজমত প্রচারিয়া
নিজে অবতার বুদ্ধি ধরি।

ব্রতাচার না মানিলে, পূর্ব্বপথ জলে দিলে
মহাজনে ভ্রম দৃষ্টি করি ॥
ফোটা দীক্ষা মালা ধরি, ধূর্ত্ত করে সুচাতুরী
তাই তাহে তোমার বিরাগ।
মহাজন পথে দোষ, দেখিয়া তোমার রোষ
পথ প্রতি ছাড় অনুরাগ ॥
এখন দেখহ ভাই, স্বর্ণ ছাড়ি লৈলে ছাই
ইহকাল পরকাল যায়।
কপট বলিল সবে, ভকতি বা পেলে কবে
দেহান্তে বা কি হবে উপায় ॥

এবম্বিধ কপট, মিছা ভক্তের বাক্যে অস্তিত্ব না থাকায় তাহাদের মত গ্রহণীয় নহে।

বিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণানন্তর বিষ্ণুপূজাপরায়ণ ব্যক্তি বৈষ্ণব-পথোন্মুখী মাত্র। গুণ সমূহ বস্তুর পরিচায়ক। বৈষ্ণবোচিত গুণ সমূহ বৈষ্ণবের পরিচায়ক সুতরাং বৈষ্ণবোচিত গুণাধিকারী প্রকৃত শুদ্ধ বৈষ্ণব। কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু সজ্জন অর্থাৎ বৈষ্ণবগুণ কথনে শ্রীসনাতন প্রভুকেই বলিয়াছেন :—

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন ॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিতষড়্গুণ ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী।

উপরি উক্ত গুণ সমূহের অধিকারীকে বৈষ্ণব বলিয়া জানিতে হইবে কিন্তু যদি কোন ব্যক্তিতে উক্ত গুণ সমূহের কোন একটীর অভাব দৃষ্টহয়

তবে তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিতে হইবে কিনা বিচারে শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে দেখা যায় যে সকল বিষয়ের মুখ্য, গৌণ ভেদে দুইটী বিষয়ের ন্যায় বৈষ্ণব-গুণসমূহে মুখ্য ও গৌণ গুণ আছে। কৃষ্ণৈকশরণ গুণই মুখ্য তদিতর সকলই গৌণ। কৃষ্ণৈকশরণ গুণাধিকারত্বে বৈষ্ণবপরিচিত হইবেন। কৃষ্ণৈকশরণ অর্থ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্বজ্ঞানশূন্য এবং সতত প্রীতি পূর্ব্বক তাঁহাতে যুক্ত। এই গুণ থাকিলে আর সমস্ত গুণ আসিয়া উপস্থিত হয় যথা :—

"যস্যাস্তিভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।"

দুরাচার হইয়াও কৃষ্ণৈকশরণ গুণাধিকারী অবশ্য বৈষ্ণব বলিয়া সম্মানিত ও আদৃত হইবেন। তবে যে সে দুরাচারীই কৃষ্ণৈকশরণ বাচ্য নহে।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥

কিন্তু কৃষ্ণৈকশরণ গুণাভাবে, শ্রীশ্রীকৃষ্ণে সতত যুক্ত না হওয়ায় অন্যান্য গুণ সমূহের অধিকারী ব্যক্তি শুদ্ধ বৈষ্ণব সংজ্ঞা পাইতে পারেন না কারণ বৈষ্ণব শব্দের অর্থ "বিষ্ণু সেবাপর" এবং উপরিউক্ত ব্যক্তিতে সেই গুণেরই অভাব। সুতরাং তিনি বৈষ্ণব নহেন অবৈষ্ণব এবং তাহার অন্যান্য গুণ থাকা না থাকা একই কথা—

উপরি উক্ত শাস্ত্রের ও শ্রীভগবানের "অকিঞ্চনাভক্তি," "অনন্যভাক্" বাক্যদ্বয়ে কৃষ্ণৈকশরণ শব্দের প্রাধান্য দেখা যাইতেছে। সুতরাং কৃষ্ণৈক শরণ গুণই বৈষ্ণবের প্রকৃত লক্ষণ তাই শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"কৃষ্ণৈকশরণ হয় স্বরূপ লক্ষণ।"

শুদ্ধবৈষ্ণব কৃপাভিক্ষার্থী
দাস নয়নাভিরাম
খুলনা।

বৈষ্ণব দর্শন।

(নদীয়া সাহিত্য পরিষদে পঠিত)

দৃশ্যবস্তুসহ দ্রষ্টার সম্বন্ধ স্থাপনকে দর্শন বলে। সাধারণতঃ যে করণের সাহায্যে বস্তু পরিদৃষ্ট হয় দ্রষ্টার তাদৃশ ইন্দ্রিয়কে চক্ষু বলে। অক্ষি দ্বারা বস্তুর বাহ্যিক আকার ও রূপাদির অনুভূতি হয়। বস্তু সম্বন্ধে বাহ্য জ্ঞান লাভ করিতে চক্ষু নামক জ্ঞানেন্দ্রিয়াত্মক করণের সাহায্য আবশ্যক। কেবল চক্ষু থাকিলেই যে দর্শন কার্য্য সম্পন্ন হয় এরূপ নহে। কারণ-রূপে চক্ষুর অভিভাবক বা চালকরূপে অপর একটী বাহেন্দ্রিয়পতির অবস্থান আমরা বুঝিতে পারি। দর্শন ক্রিয়ার কারণরূপে চক্ষুর অধিষ্ঠান থাকিলেও তাহার কারণরূপে মনের প্রতিষ্ঠান অবশ্যই স্বীকার্য্য। চক্ষুর দর্শনে বাধা নাই এমত স্থলেও যাহার কর্তৃত্বাভাবে চক্ষু কার্য্য করে না তাহাই মন বলিয়া সংজ্ঞিত। মন যে কেবল একমাত্র চক্ষুর নায়ক তাহাও নহে। মনের অধীনে চক্ষুর ন্যায় আরও চারিটী জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে। তাহাদের দ্বারা মন বস্তু বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি সংগ্রহ করেন। বস্তুর বাহ্য আকার ও রূপাদি না থাকিলে বা ক্ষুদ্রতা নিবন্ধন বৃহত্ত্বশতঃ,অভিঘাত জন্য,আবরণ যুক্ত হইলে বা সুদূরাবস্থিতি জন্য অনেক সময় চক্ষুর দ্বারা অধিষ্ঠান সত্ত্বেও বাহ্য বস্তুও প্রতীত হয় না। বাহ্য বস্তুর অধিষ্ঠান অপর চারিটী ইন্দ্রিয় সাহায্যেও উপলব্ধ হয়। জ্ঞানসংগ্রহোপ-যোগী করণ বা ইন্দ্রিয় সাহায্যে ইন্দ্রিয়পতি মন, ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের স্বতন্ত্র ভাবে নিজ নিজ অননুভূত বস্তুর ও ধারণা করিতে সমর্থ হন। মুখ্যভাবে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি যে অনুভব সংগ্রহ করিতে অসমর্থ তাহাও করণসমষ্টিবলে মন প্রত্যক্ষ পন্থা ব্যতীত অনুমিতি পন্থায় নিরাকরণ করিতে পারেন।

দর্শনাদি প্রত্যক্ষ যদিও একমাত্র স্বানুভব পথ, অনুমিতি, দোষ দুষ্ট না হইলেও প্রত্যক্ষের সহায়তা করে। প্রত্যক্ষও কোন কোন সময় সত্যের অপলাপ করিয়া মনকে বস্তুর সত্য অনুভূতি বিষয়ে বঞ্চনা করে। মাদক দ্রব্যাদির সহযোগে করণের দ্বারা অনুভূতি অনেক সময়ে ভ্রান্তির কারণ হয়। 'দর্শন শব্দে দেখা বুঝাইলেও অপরেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত বস্তু প্রতীতিও দর্শন নামে আখ্যাত হয়। জড়বস্তু সত্তা মাত্র দর্শনকে জড় :বিজ্ঞান এবং জড়াতীত চেতনময় বস্তুসত্তা দর্শনকে মনোবিজ্ঞান বলিয়া উক্ত হয়। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র সমূহে মনের কারণরূপে অহঙ্কার এবং অহঙ্কারের কারণরূপে বুদ্ধি বা মহত্তত্ব এবং বুদ্ধির কারণরূপে প্রকৃতি বা অব্যক্ত তত্ত্বের নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন অংশাংশীরূপে ক্রমান্বয়ে অবস্থিত। দ্রব্যে কর্ত্তৃসত্তার অভাব থাকিলে তাহাকে দ্রষ্টৃশক্তি রহিত জড় এবং দ্রব্যে কর্ত্তৃসত্তার অস্তিত্ব বা দ্রষ্টৃত্ব পাওয়া গেলে তাহাই বুদ্ধি, অহঙ্কার বা মনরূপে কথিত হয়।

পুরাকালে ভারতে ছয়টী বিভিন্ন দর্শন প্রসিদ্ধি লাভ করে। কপিলের সাংখ্য দর্শন, কণাদের বৈশেষিক দর্শন, পতঞ্জলীর যোগদর্শন, গৌতমের ন্যায়দর্শন, জৈমিনীর মীমাংসা দর্শন এবং ব্যাসের বেদান্ত দর্শন। এতদ্ব্যতীত মধ্যযুগে চার্ব্বাকের ঔলুক্য দর্শন, নাকুলেয় পাশুপতদর্শন, রসেশ্বর দর্শন, অর্হৎ দর্শন, সুগত দর্শন প্রভৃতি আরও দশ প্রকার দার্শনিক মত সমূহের পরিব্যাপ্তি সায়নাচার্য্যের গ্রন্থ হইতে জানা যায়। এস্থলে প্রত্যেক দর্শনের স্থাপ্য বিষয়গুলির তারতম্যগত গবেষণা সম্যগ্‌ভাবে আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে বলিয়া আমরা তদালোচনা করিতে অগ্রসর হইলাম না। কেবলমাত্র উত্তর মীমাংসা বা ব্যাসকৃত বেদান্ত দর্শনের প্রারম্ভিক আলোচনা আমাদের আরব্ধবিষয়ের মূলজ্ঞানে তৎসম্বন্ধে কিছু বলিবার আবশ্যক আছে।

বেদের শিরোভাগ উপনিষৎ বলিয়া পরিচিত। ঐ উপনিষৎ তাৎপর্য্য ধারাবাহিক প্রকৃত দ্রষ্টার দর্শনে উপলব্ধ হইবে না বলিয়া উপনিষৎ অবলম্বনেই ব্যাস ব্রহ্মসূত্র নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন উহাই উত্তরমীমাংসা শারীরক বা বেদান্ত দর্শন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অন্যান্য দার্শনিকগণের পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন করিয়া আপ্তবাক্যকে প্রত্যক্ষ ও অনুমিতির সোদর জ্ঞানে প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণপূর্ব্বক এই মীমাংসা দর্শনে সিদ্ধান্ত বর্ণন করিয়াছেন। ভারতীয় বৈদিক ধর্ম্ম প্রণালী সমূহ ন্যূনাধিক বেদান্তদর্শন অবলম্বনে গঠিত। এই শারীরক মীমাংসার ব্যাখ্যাকর্ত্তৃরূপে আমরা অসংখ্য ভাষ্যকার, বার্ত্তিককার দেখিতে পাই। তন্মধ্যে প্রাচীন ব্যাখ্যাতৃ বোধায়ন, টঙ্ক, ভারুচি দ্রমিড় প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি অনেকেই শারীরক ভাষ্য প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া বেদান্তাচার্য্য বলিয়া আদৃত আছেন। পারমহংস্য সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতকে ও এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বলিয়া উদাহৃত হয়। যাদবাচার্য্য প্রভাকর ও ভাস্করভট্ট প্রভৃতি মনীষিগণ ও বেদান্তের শিক্ষক রূপে কতিপয় গ্রন্থ ও মতভেদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের অনুগামি সম্প্রদায়ের মধ্যে ও আমরা আনন্দগিরি, সায়ন মাধব প্রভৃতি এবং বাচস্পতি মিশ্রের ভামতী টীকাদিতে কেবলাদ্বৈতমতের পুষ্টি লক্ষ্য করি। ব্রহ্মসূত্র বা উত্তরমীমাংসাবলম্বনে নির্ব্বিশেষ বিশ্বাসভরে কেবলা-দ্বৈতমতের প্রসারণ ব্যতীত ব্রহ্মে সবিশেষত্ব লক্ষ্য করিবারও কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে অনেকগুলি শেমুষীসম্পন্ন ভগবৎপরায়ণ আচার্য্যের উদয় হইয়াছিল। তাঁহারাই সবিশেষ দর্শনের রক্ষাকর্ত্তা ও প্রচারক। ইহাঁরা কেবলমাত্র খণ্ড দার্শনিক নহেন পরন্তু সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট সিদ্ধান্ত পারঙ্গত সুতরাং বস্তু সম্বন্ধীয় অভিধেয় ও প্রয়োজন দর্শনেও বিমুখ ছিলেন না।

পুরাকালে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ এরূপ ধারণা করিতেন যে এই বিশ্বের কেন্দ্রেই আমাদের আধার ও আবাসস্থলী ধরণী অবস্থিতা এবং আমাদের ভূমিকেই কেন্দ্রত্বে বরণ করিয়া সূর্য্য, গ্রহ ও নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কপুঞ্জ আবর্ত্তন করিতেছেন। কিন্তু অভিজ্ঞতা ও সূক্ষ্মালোচনা ফলে তাঁহাদের সেই ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়া তাঁহারাই জানিয়াছেন যে প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের বক্ষে করিয়া যে মহীতল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলকেন্দ্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন তাঁহাকে বুধ গ্রহ বা শুক্র গ্রহের ন্যায়, শুক্রগ্রহ ও কুজগ্রহের মধ্যাকাশে সূর্য্যদেবকে প্রত্যেক সৌরবর্ষে একবার করিয়া পরিভ্রমণ করিতে হয়। পৃথ্বীস্থ দ্রষ্টা নিজ স্থানে বিশ্বের কেন্দ্র স্থাপন করিতে গিয়া যে ভ্রমজ্ঞান আশ্রয় করিয়াছিলেন সেইরূপ বিশ্বাসভরে জড়বৈজ্ঞানিক, নিজ স্থূলশরীরকেই ভোগের কেন্দ্র জ্ঞানে ভোক্তৃত্বে বা বিষয়ত্বে বিশ্বাস করিয়াছেন। মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণ জড়বিজ্ঞানে ও মনের প্রভুত্ব দেখিতে পাইয়া সেই জড়শরীরের কেন্দ্রে মনের অবস্থান এবং দ্রষ্টা মনশ্চক্ষে জড়কে দৃশ্য স্থানীয় জানিয়া সুষ্ঠুভাবে অবলোকন করিতেছেন। জড়, মনকে দেখেন না বুঝিতেছেন, মনই জড়কে দেখে এই প্রতীতি তাঁহার প্রবল হইতেছে। মনন শক্তির অভাবে, জড়ে চক্ষুর জড়োপাদান মাত্র অবস্থিত হওয়ায় তাদৃশ দর্শন শক্তি রহিত জড়োপাদান, মনকে বা স্বচক্ষুকে দেখিতে পায় না। জীবের পরলোকে বিশ্বাসহীন চার্ব্বাক, জড়রসানন্দী এপিকিউরাস, অজ্ঞেয়তাবাদী এগ্‌নষ্টিক হাক্সলে, পারলৌকিক বিশ্বাসে সন্দেহবাদী স্কেপ্টিক্‌গণ দিব্যজ্ঞান বাদী হেগেল সপেনহুয়ার ও ক্যাণ্ট প্রমুখ মনীষিবৃন্দ, সক্রেটিস্‌, প্লেটো, এপ্লাটুন, প্রভৃতি প্রাচীন দার্শনিক সমূহ এবং অস্মদ্দেশীয় দার্শনিকগণ অনেকেই মনোবিজ্ঞান বা দর্শন শাস্ত্রের সেবায় জীবনাতিবাহিত করিয়াছেন এবং নিজ নিজ অভিজ্ঞতা জগৎকে দেখাইয়া স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক কৈঙ্কর্য্যে

বস্তু দর্শন করিতে শিখাইয়াছেন। তাঁহারা নিজ নিজ মনোময় অভিজ্ঞতাকে বহুমানন বা চিন্তাস্রোতের কেন্দ্রে বসাইয়া, বস্তু দেখাইতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানস্থিত দ্রষ্টৃবর্গের চক্ষে ভ্রান্তিময় বিভিন্ন চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন মাত্র। এক প্রকার দৃষ্টি অন্যের দর্শনের সহিত বিরোধ করায় নানাপ্রকার বিবদমান দর্শন সমূহ শ্রোতৃবর্গকে স্ব স্ব বিপণীতে টানিয়া লইবার প্রযত্ন করিতেছেন। যাহার চিত্তবৃত্তিরূপ আবাসস্থলী যে দার্শনিকের গৃহের সন্নিকট তিনি পুরাকালের অজ্ঞ জ্যোতিষিগণের মত তাহাকে দর্শন রাজ্যের কেন্দ্রে অবস্থিত বলিয়া ভ্রমময় ধারণার পুষ্টি সাধন করিতেছেন। যাঁহারা দার্শনিক মণ্ডলীর বিভিন্ন বিপণীস্থ বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য দেখিতেছেন তাঁহাদের যোগ্যতারূপ সেই সেই দ্রব্যে নিজের ক্ষুদ্র বিপণীকে সমৃদ্ধ করিতেছেন।

যেরূপ জ্যোতিষীগণ পুরাকালে আমাদের পৃথিবীকেই অন্যান্য সকল জ্যোতিষ্কের মধ্যবর্ত্তি মনে করিতেন, যেরূপ মানবগণ পুরাকালে আমাদের শারীরিক আধারকেই সকল অনুভবের মধ্যবর্ত্তী মনে করিতেন, সেরূপ দার্শনিকগণ ও প্রাথমিকজ্ঞানবিকাশে দ্রষ্টাকেই আত্মা বা যাবতীয় বস্তু-কেন্দ্র জ্ঞান করিতে আরম্ভ করেন। তাদৃশ বিচারফলেই বেদান্তদর্শনে ও অহংগ্রহোপাসনা বা মায়াবাদ স্থান পাইয়াছিল। বেদান্ত বলিলেই কেবলাদ্বৈত বাদ, জীবেশ্বরৈক্য বাদ, জড়চিদৈক্যবাদ, বিবর্ত্তবাদ, নিঃশক্তিকবাদ, ব্যতিরেক বাদ, নির্ভেদ ব্রহ্মবাদ, নির্ব্বিশেষ বাদ প্রভৃতি সঙ্কীর্ণ মতসমূহ উদার বিশ্বজনীন বিচার পুষ্ট বলিয়া দর্শনশাস্ত্রার্থীর নয়নাবরণ করিয়াছিল। সবিশেষ অনুভূতি, বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধদ্বৈত শুদ্ধাদ্বৈত, ও দ্বৈতাদ্বৈত প্রভৃতি বেদান্তের প্রতিপাদ্য নহে বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অসংখ্য চেষ্টা ও সঙ্কীর্ণতা উদার বিশ্বজনীন অসাম্প্রদায়িকতাকে বিপন্ন করিয়াছিল। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয় কাল হইতে আরম্ভ করিয়া

বিদ্যারণ্য ভারতীর শেষদশা পর্য্যন্ত কেবলাদ্বৈত বৈদান্তিকগণের সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে জীবাত্মাকে পরমাত্ম প্রতিপাদন, জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন, আংশিক-দর্শন বা খণ্ডজ্ঞান সাহায্যে পূর্ণতার কল্পনা, জড়ীয় অখণ্ড দেশ কালাদিকে পূর্ণ বস্তুত্বে স্থাপন এবং বিষয়াশ্রয় বিবেকাভাবে বস্তুকে নীরসতার আধার বলিয়া স্থাপনপ্রয়াসে জগতের বৃথা কালক্ষেপ মাত্র হইয়াছে। বস্তুদর্শনের ছলনায় আংশিক জ্ঞানকে পূর্ণ জ্ঞান, মিথ্যাকে সত্য জ্ঞান প্রভৃতি কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকায় পরমসত্যদর্শন আচ্ছাদিত করা হইয়াছিল। যদিও শ্রীশঙ্করপ্রমুখ দার্শনিক মনীষিগণ বেদান্ত দর্শন করিয়া জড়ীয় ভেদ-দর্শন সমূহ নিরাস করিয়াছেন তাহা হইলেও দ্রষ্টৃ, ভোক্তৃ বা বিষয়রূপে জীবাত্মাকে এবং দৃশ্য, আশ্রয়, ভোগ্যরূপে জগৎকে প্রতিষ্ঠা করায় পরম সত্য হইতে দূরে অবস্থিত। এই পরম সত্য দর্শন প্রদর্শন করিবার জন্যই স্বয়ংরূপ বস্তু স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে অন্য শক্তির অপেক্ষায় বা সহায়তায় প্রকাশিত হইতে হয় নাই। জড় হইতে প্রত্যক্ষ পন্থায় ও পরোক্ষ পন্থায় বস্তু নির্দ্দেশ করিবার প্রতিপক্ষে অপরোক্ষ পন্থার মহিমা একমাত্র বৈষ্ণব দর্শনেই নিহিত আছে। বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যা স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ব দর্শন শিরোমণি এবং যাবতীয় দার্শনিক তথ্য তাহাতেই বিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। আপেক্ষিক অস্মিতা, আপেক্ষিক কর্ম্ম আশ্রয় করিয়া,আপেক্ষিক করণের সহায়তায়, আপেক্ষিক বস্তুকে সম্প্রদান করিয়া, আপেক্ষিক বস্তু হইতে নিরপেক্ষ থাকিয়া, আপেক্ষিক বস্তু সম্বন্ধে, আপেক্ষিক আধারে দর্শন করিতে গেলে পরম সত্য বস্তু দর্শন ঘটে না ইহা প্রত্যেক দ্রষ্টা বস্তুদর্শনকালে বিশেষরূপে নিরপেক্ষ না হইলে বস্তু হইতে অভিন্ন সচ্চিদানন্দ দর্শনে বিমুখ হইবেন। যাঁহারা মায়াদ্বারা বা খণ্ডজ্ঞান প্রতীতিতে বস্তুদর্শনে ব্যস্ত তাঁহারা

মায়াবাদী বৈদান্তিক আর যাঁহারা মায়াবাদীর দাস্যবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বস্তু দর্শন করেন তাঁহারা তত্ত্ববিৎ বা বৈষ্ণব। সেই তত্ত্ব কেবল মায়া নহেন কিন্তু অখণ্ড পরম সত্য, অবিমিশ্রপূর্ণ চিৎ ও অনুপাদেয়-রহিত ঘনানন্দের অদ্বয় জ্ঞান।

মায়াবাদী বস্তু দর্শন করিতে গিয়া কেবল মায়া আশ্রয়ে দৃশ্য দর্শন করেন। বাস্তব দর্শনের পরিবর্ত্তে ব্যবহারিক পরিচয়ের মিথ্যাত্ব প্রবল হইয়া তাঁহাকে বস্তু দেখিতে দেয় না। খণ্ডজ্ঞানে খণ্ডজ্ঞানী কখনই সত্য বস্তু দেখিতে পান না সুতরাং বিচার আসিয়া তাঁহাকে খণ্ড বস্তুর ভ্রমময় দ্রষ্টা এবং খণ্ডবস্তু প্রতীতির মিথ্যাত্ব ও নিত্য সত্যজ্ঞান হইতে বিপথগামী করেন। তত্ত্ববিৎ জগতকে মিথ্যা মনে করেন না, বস্তুর বাহ্যখণ্ড প্রতীতি জন্য তাৎকালিক বা নশ্বর বলিয়া থাকেন। যাহাকে পরিমিত করা যায় তাহাই মায়াগঠিত সঙ্কোচধর্ম্মযুক্ত। দ্রষ্টা যখনই তত্ত্ব ভুলিয়া মায়ার সাহায্যে বাহ্য বস্তু নিরীক্ষণ করেন তখনই জাড্য আসিয়া দৃশ্য বস্তুর বিশেষত্ব দেখাইয়া তাঁহাকে বিষয় এবং দৃশ্য বস্তুকে আশ্রয়, অবলম্বন বা দর্শনের আধার মনে করায়। মায়া বা পরিমিতিশক্তি বস্তুর শক্তি বিশেষ। সেই শক্তি পরিচালিত হইয়া বস্তুকে নানাত্বে প্রদর্শন করে এবং তাহাদের মধ্যে বিশেষ বা ভেদ প্রদর্শন করে। বস্তুর বাহ্য প্রসবিনী মায়া শক্তির ক্রিয়া দ্রষ্টাজীবের অস্মিতায় কার্য্য করিবার অবকাশ পাইলেই তাহাকে বুদ্ধিরূপে পরিণত করে। বুদ্ধি পরিণত হইয়া অহঙ্কার ও করণপতি মনে পরিণত হয়। মায়াবাদী মায়ার আশ্রয়ে ভেদজ্ঞান যুক্ত হইয়া বলেন দ্রষ্টা দৃশ্য ও দর্শনে বাস্তব ভেদ নাই এবং বস্তুতে সজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ নাই। তত্ত্ববাদী অদ্বয়জ্ঞানাশ্রয়ে বলেন তত্ত্ববস্তু ভগবানে সজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত ভেদিকা পূর্ণা ও উপাদেয়া শক্তি নিত্য বিরাজমানা। তত্ত্ববাদী অদ্বয় জ্ঞানাশ্রয়ে ব্রহ্ম ও পরমাত্মাকে ভগবত্তা হইতে তত্ত্বে পৃথক্

দর্শন করেন না। তত্ত্ববাদী বস্তুকে সচ্চিদানন্দ বিষ্ণুতত্ত্ব দর্শন করেন। বিষ্ণুতত্ত্বে স্বগত লীলাময় নিত্যবৈচিত্র্য আছে, চিচ্ছক্তি বস্তু প্রকাশে সজাতীয় এবং অচিচ্ছক্তি পরিণত বহির্জগতে বিজাতীয়ভেদ দৃষ্ট হয়। বস্তু ও তচ্ছক্তি ভিন্ন না হইলে অচিন্ত্যশক্তিবলে সেই বিষ্ণুতেই চিৎ প্রকাশকারিণী ও অচিৎ সর্গের উভয় শক্তিই নিত্য বর্ত্তমান। বেদান্ত দর্শন কেবল মায়াবাদী-গণের কাল্পনিক মায়িক আংশিক দর্শন মাত্র নহেন পরন্তু বেদান্ত দর্শনেই চিদচিদীশ্বর বিষ্ণুতত্ত্বই ত্রিবিধ বিভিন্ন অবস্থায় স্থিত দৃষ্ট হন। শ্রুতিতে লিখিত আছে তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিব্যসূরিগণ দৃশ্য বস্তুকে সর্ব্বদাই বিষ্ণুর পরম পদ বলিয়া দেখেন। তবে অনুপাদেয়, দেশকাল বিচ্ছিন্ন অচিদ্দর্শনে বিষ্ণুত্ব বা বস্তুত্ব আবদ্ধ করেন না। চিদ্ বা অচিদ্ বিষ্ণুশক্তিপরিণত বস্তুপ্রতীতিকে বিষ্ণু বলেন না এবং বিষ্ণু ব্যতীত তাঁহাদের অন্যাধিষ্ঠান ও স্বীকার করেন না। বিষ্ণু সম্বন্ধ যেথানে উন্মুখ তদ্বস্তু প্রতীতিকে বা বস্তুসত্তাকে চিৎ এবং বিষ্ণুবিমুখ তদ্বস্তু প্রতীতিকে বা বস্তুসত্ত্বাকে অচিৎ বা জড়সংজ্ঞায় ভেদ করেন। এরূপ নিত্য ভেদ দর্শন করেন বলিয়া যে তাঁহারা বহ্বীশ্বরবাদী এরূপ নহে। বৈষ্ণবগণ একেশ্বর বিষ্ণুবস্তুই দর্শন করেন। তদ্বস্তু বিষ্ণু এবং তদীয় বৈষ্ণবগণ।

বিষ্ণু ও বৈষ্ণব উভয়েই নিত্য শক্তিমান ও শক্তি পরিণাম বা বিষয় ও আশ্রয় স্বরূপ হইয়া নিত্য রসের উপাদান এবং অন্যোন্য সম্বন্ধময়। উভয়ের সেব্যসেবন বৃত্তি নিত্য, কালক্ষোভ্য না হওয়ায় বিনাশি বা কর্ম্মায়ত্ত নহে পরন্তু অনাদি। জড়কাল, বিষ্ণু বা বৈষ্ণবের উপর আধিপত্য করিতে অসমর্থ। নিত্য শক্তিমান্ বিষ্ণুদর্শনরহিত মায়াবাদীর অস্তিত্ব অনিত্য ও কালক্ষুব্ধ; বৈষ্ণবের স্থিতি নিত্য তাঁহার দর্শন ও নিত্য কালে পরিবর্ত্তন যোগ্য নহে। চেতনময় সর্গ সমূহে এবং জড়ময় যাবতীয়

বস্তুতে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান থাকায় তাহাদের অস্তিত্ব সিদ্ধ সুতরাং সকল গুলিই বৈষ্ণব। চেতনময় সর্গ যাহা জড়জগতে বদ্ধাবস্থায় দৃষ্ট হয় তাহা প্রাকৃত অপেক্ষাযুক্ত সুতরাং বিষ্ণুসেবনোন্মুখ না হওয়ায় গুণান্তর্গত। প্রকৃতির অতীত রাজ্যে মুক্তাবস্থায় যে বিষ্ণুর চিৎ সর্গ তাহা মায়ার কোন প্রকার বশ্যতার অধীন নহে। এই জগতে জীবমাত্রেই বৈষ্ণব কিন্তু জড় বস্তুর এবং জড় ভোগের অভিনিবেশক্রমে হরিবিমুখ ও জড়ের ভোক্তা বলিয়া নিজ সত্তা ন্যূনাধিক বিস্মৃত। হরিসেবনোন্মুখ চেষ্টাময় চেতন সর্গ ত্রিবিধ অবস্থায় আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়া অবগত হন।

বৈষ্ণবের সামান্যাধিকারে ভগবান্ বিষ্ণুই তাঁহার একমাত্র সেব্য। নির্দ্দিষ্ট উপকরণাবলী দ্বারা ভগবৎ অর্চ্চনই তাঁহার লক্ষীভূত চেষ্টা। অধিকার উন্নতিক্রমে তিনি বিষ্ণুভক্তিনিরত ব্যক্তির কায়মনোবাক্যে এবং ভগবদর্চ্চায় উভয়ত্র বিষ্ণু দেখিয়া প্রেমবিশিষ্ট ভগবদ্ভক্তের প্রতি তাঁহার বন্ধুতা অকৃত্রিম, সমগ্র জগৎ হরিসেবায় নিযুক্ত হউন এরূপ চেষ্টাবিশিষ্ট এবং বিষ্ণুবিমুখ বিদ্বেষীর সঙ্গত্যাগে তাঁহার যত্ন পরিদৃষ্ট হয়। উত্তমাধিকারে স্থূল শরীরের দ্বারা ভোগ করিবার বাসনা রহিত হইয়া জড়বস্তুকে নিজ ভোগের উপাদান আদৌ মনে না করিয়া সকল বস্তুই প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবৎসেবনোন্মুখ হরিসম্বন্ধি বস্তু জ্ঞানে দর্শন করেন। দৃশ্য বস্তু মাত্রই শক্তি পরিণতি বৈষ্ণব সহ অভিন্ন বিষ্ণু। জগতে সকল বস্তুই বিষ্ণুতে অবস্থিত, বিষ্ণুর উদ্দেশেই সর্ব্বদা নিযুক্ত।

বৈষ্ণব বলিলে বর্ত্তমান কালে সমাজের যে সম্প্রদায়বিশেষকে লক্ষ্য করা হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে বৈষ্ণব সংজ্ঞা তাদৃশ সামাজিকগণেই আবদ্ধ নহে। নীতি ও পুণ্য বর্জ্জিত হইয়া শিক্ষামন্দিরের সহিত যাহাদের বৈরিতা, শৌক্রবর্ণ ভেদ যাঁহারা স্বীকার করেন বা স্বীকার করেন না, মৃত ব্যক্তির সৎকারোপলক্ষে যাহারা গীত নাট্য নৃত্যাদিতে নিযুক্ত হইয়া

জীবিকার্জ্জন করেন, মার্দ্দঙ্গিক, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মসমূহ লাঞ্ছনা করিয়া যাহাদের যথেচ্ছাচার বৈধ সামাজিকগণের সর্ব্বদা কটাক্ষের বিষয় এবং যাঁহারা সংযোগী বা জাতি বৈষ্ণব পরিচয়বিশিষ্ট তাঁহাদের মধ্যেই বৈষ্ণব সংজ্ঞা আবদ্ধ নহে।

আবার এই জাতি বৈষ্ণবের গুরু ও পৌরোহিত্যকার্য্যে নিরত, মন্ত্রাদি ব্যবসায়াবলম্বনে স্বীয় জীবিকানির্ব্বাহে তৎপর, ধর্ম্মের উপদেশ, শাস্ত্র পাঠ, বিগ্রহ ব্যবসা দ্বারা অর্থোপার্জ্জন প্রিয়, হিন্দু সমাজে উন্নত বর্ণগণের মধ্যে পুত্র কন্যা আদান প্রদানাদি করিয়া থাকেন, ইন্দ্রিয় সংযমে লক্ষ্য না করিয়া ইন্দ্রিয় তর্পণের চেষ্টাকেও হরিসেবা জানেন, বা গোস্বামীসন্তান, অধিকারী, আচার্য্যসন্তান বা গুরু পরিচয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিতেই বৈষ্ণবসংজ্ঞা আবদ্ধ নহে।

হিন্দুসমাজে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পরিচয় দিয়া বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষিত হইয়া বংশ-পরম্পরাগত বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী বা পঞ্চোপাসকগণের বিষ্ণু দেবতার সেবনতৎপর, মুক্তিতে নির্ব্বিশেষত্ব বিশ্বাসী তাঁহারাই যে কেবল বৈষ্ণব সংজ্ঞা লাভ করিবেন এরূপ নহে।

ডোর কৌপীনাদি সন্ন্যাসবেশে বিভূষিত, বৈধ সংসারে বিধি-গর্হনশীল আখড়া মঠ দেবালয়াদিতে অবস্থিতিপরায়ণ, শাস্ত্রাদি দর্শনে বিতৃষ্ণ, অথচ প্রাকৃত ভোগবাসনার ফল্গুনদী যাঁহাদের অন্তরে ধীরে ধীরে বহিতেছে তাঁহারাই যে কেবল বৈষ্ণব সংজ্ঞা লাভ করিতে অধিকারী, বৈষ্ণবগণ তাহা মনে করেন না।

কৃষ্ণ-সেবোন্মুখতাই বৈষ্ণব সংজ্ঞার মুখ্য পরিচয়। যাঁহার অখিল চেষ্টা, ভগবৎ সেবায় সর্ব্বাত্মা দ্বারা অনুক্ষণ নিযুক্ত, যিনি কায়মনোবাক্যে হরিসম্বন্ধি বস্তু দ্বারা, হরিসেবনোপযোগী মানসী চেষ্টা দ্বারা যে কোন অবস্থায় অবস্থিত থাকিয়া হরির অনুশীলনপর, যাঁহার প্রাপ্যবোধে ধর্ম্ম,

অর্থ কাম বা মুক্তি অভিলাষ হরিসেবার উদ্দেশ্য নহে তিনি উপরি উক্ত যে কোন পরিচয়ে পরিচিত থাকুন না কেন তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া সকলেই জানিতে পারিবেন। যাবতীয় সদ্গুণাবলী নিত্যভাবে বৈষ্ণবেই দেখিতে পাওয়া যায়। অবৈষ্ণবে সদ্গুণ সমূহ স্থায়িভাবে অবস্থান করিবার অবকাশ নাই। বৈষ্ণব পরিচয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেই প্রকৃত প্রস্তাবে বৈষ্ণব সংজ্ঞার যোগ্য না হইলেও আপনাদিগকে তাদৃশ সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। বৈষ্ণবের লৌকিকবৃত্তিগত সদাচারে আমরা দুইটি বিষয় লক্ষ্য করি। প্রথমটী তিনি সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর নিত্যদাসাভিমানী এবং দ্বিতীয়টী তিনি যোষিৎসঙ্গী নহেন। বৈষ্ণব কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম, নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন, সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ, অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিতষড়্গুণ, মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী, গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ এবং মৌনী। বৈষ্ণব প্রকৃত প্রস্তাবে এই সকল গুণভূষিত হইলেও তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়া নানাকারণে বৈষ্ণবপরিচয়াকাঙ্ক্ষী অবৈষ্ণবগণ তাঁহার গুণসমূহ বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। অনেক সময় বৈষ্ণবের নিষ্কপট দৈন্য বুঝিতে অসমর্থ হইয়া, সরল মানব বৈষ্ণবের শিক্ষক সজ্জায় নিজ অসৎ স্বার্থ পোষণ করিতে গিয়া বৈষ্ণবকেও কপট দৈন্য শিখাইতে অগ্রসর হন। অবৈষ্ণব বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া নিজ বৈষ্ণববিরোধী ভাবসমূহ বৈষ্ণবেরও ভূষণ হউক, এরূপ প্রার্থনা করেন। স্বয়ং বৈষ্ণব না হইলে প্রকৃত বৈষ্ণবের স্বরূপ বুঝিবার সামর্থ সাধারণ মনুষ্যে সম্ভব হয় না। প্রকৃত বৈষ্ণব কোনদিন সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা পোষণ করেন না। তাঁহাকে না বুঝিয়াই, উদারতার ছলনায়, বিশ্বজনীন ভাবের কপটতায়, পরমোদার আদর্শ বৈষ্ণবকে সাম্প্রদায়িক মনে করিয়া নিজের সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দেন মাত্র।

বৈষ্ণবদর্শনে তত্ত্ববস্তুকে ভগবান্ বলা হইয়াছে। ভগবান বলিতে

অবৈষ্ণবগণ যেমন মায়ার অন্তর্ভুক্ত নশ্বর বস্তু সংজ্ঞা বিশেষ মনে করিয়া লন সেরূপ নহে। মায়ার অন্তর্গত বস্তু মাত্রের সংজ্ঞা, রূপ গুণ ও ক্রিয়ার পরস্পর ভেদ আছে কিন্তু মায়াতীত ভগবানের নাম, আকার, গুণ ও লীলার মধ্যে সেরূপ ভেদ নাই। তিনি অদ্বয় জ্ঞানময়। মায়িকজ্ঞানে ভগবানের সহ পরমাত্মা ও ব্রহ্মের পার্থক্য কল্পিত হয় কিন্তু অপ্রাকৃত বিচারে সেরূপ মায়ার ক্রিয়া লক্ষিত হইতে পারে না।

বৈষ্ণবদর্শনে কথিত হইয়াছে যে ভগবান সৎ এবং অসৎ উভয় প্রকার প্রকাশ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং স্বতন্ত্র অধিষ্ঠিত। তিনি কাল রচিত হইবার পূর্ব্বে কালের জনকস্বরূপ বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহা হইতে সৎ এবং অসৎ উভয়ই উদিত হইয়াছে। এই দুই সর্গের অপ্রকাশ কালেও তিনিই থাকিবেন। যেখানে ভগবৎ সত্তার অধিষ্ঠান নাই, ভগবৎ সত্তায় যাহার অধিষ্ঠান নাই তাহাই ভগবানের মায়া। সেই মায়া প্রকাশমানা হইয়া আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় বদ্ধজীব ও ত্রিগুণাত্মক জড় বলিয়া কথিত। বিশিষ্টাদ্বৈত দর্শনে ঈশ্বর চিৎ ও অচিৎ ত্রিবিধ বিভাগে স্বীয় শক্তিদ্বারা নিত্য প্রকাশমান বলিয়া প্রচারিত হইয়াছেন। বস্তুর অদ্বয়তায় ব্যাঘাৎ না করিয়া বস্তুশক্তির বৈচিত্র্যে ভগবান্ তিন প্রকারে লীলাবিশিষ্ট। চিৎ ও অচিৎ উভয়ের ঈশ্বর ভগবান্। তিনি অনন্ত নিত্যশক্তিমান্ সবিশেষ বস্তু। স্বগত সজাতীয় বিজাতীয় বিশেষত্রয়ে নিত্য বিরাজমান। শুদ্ধ দ্বৈত দর্শনে সর্ব্বশক্তিমান্ রসময় ভগবান্ ও আশ্রয়রূপ ভক্তে নিত্য সেব্যসেবক সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। আশ্রয়রূপ জড়বস্তু সেব্যসেবক সম্বন্ধ রহিত হইয়া তৃতীয়। বিষয় এক হইলেও আশ্রয়ের বহুত্ব নিবন্ধন ভক্ত অসংখ্য এবং জড়বস্তু ও অসংখ্য। এইরূপে পাঁচপ্রকার নিত্য ভেদ সত্তা ভগবানে নিত্য বৈচিত্র্য সর্ব্বদা প্রদ-র্শন করে। দ্বৈতাদ্বৈত দর্শনে চিন্ময় রসবিগ্রহ ভগবান্ বিষয় ও আশ্রয়গত

সামগ্রী রূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। যেখানে নির্ম্মল আশ্রয়গত চিৎসত্তা সেখানে নিত্যসত্তায় ঘনানন্দের সম্বেত্তারূপে ভগবান্ লীলাময়। যেখানে নশ্বর সমল আশ্রয়রূপ জড়সত্তা সেখানে ভগবানের লীলা কুণ্ঠ দর্শনে সঙ্কোচিত। বৈকুণ্ঠ হইলেও প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিতে মায়িক অনিত্য মাত্র দৃষ্ট হয়। শুদ্ধাদ্বৈত দর্শনে ভগবত্তায় জড়ের হেয়তা ও ভেদ আরোপিত হয় না। ভগবদুন্মুখ হইলেই চিদ্দর্শনে জড়ের ভেদগত সত্তা দর্শকের সত্যদর্শনে বাধা দেয় না। আবার চিদ্বৈচিত্র্যের নিত্য অস্তিত্বের হন্তারকও হয় না। বিভুচৈতন্যের সহ অণুচৈতন্যের সেব্য সেবকভাবে লীলা অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাতকারক নহে। নশ্বর জড়সত্তাকে নিত্য সত্তাজ্ঞান অদ্বৈত দর্শনে দৃষ্ট হয় নাই বলিয়া চিদ্বৈচিত্র্য অস্বীকৃত নহে।

ভগবানের ব্যক্তিগত সত্তার বিরোধীদলকেই অবৈষ্ণব দার্শনিক বলা যায়। নির্ব্বিশেষবাদে চিন্ময়বিশেষকেও বলপূর্ব্বক মায়িক বলা হইয়াছে। ভগবানের নাম, আকার, গুণ ও লীলা মায়ার রচিত বলিয়া দেখিলে ভগবত্তার কল্পনা হয়। ভগবানের নিত্য বিশেষ মায়া উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেও ছিল, মায়ার ক্রিয়া সমাপ্ত হইলেও থাকিবে এবং মায়াতে সেই বিশেষত্বের সামান্য প্রতিফলন ধর্ম্মমাত্র প্রদত্ত হইয়াছে এরূপ বুঝিবার পরিবর্ত্তে ভগবত্তাকে মায়িক মনে করা সূক্ষ্ম দর্শনভাব বলিতে হইবে। মায়ার রাজ্যেই বৈকুণ্ঠ বস্তুকে বাস করিতে হইবে, ভগবানে শক্তির অভাব আছে, যাহা জীব স্বীয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিমাণ করিতে অসমর্থ সেরূপ ভগবদধিষ্ঠানের নিত্য স্থিতি নাই এরূপ আত্মম্ভরিতা লইয়া পরমার্থতত্ত্বের দর্শন সম্ভবপর নহে। বিভু চৈতন্য ভগবান্ বিষ্ণু মায়ার অধীশ্বর, অণু-চৈতন্য দাস বৈষ্ণব মায়ার বশ্য। বিভু চৈতন্য এক হইয়া অনন্ত অসংখ্য নিত্য মূর্ত্তিতে নিত্যকাল নিত্যধামে প্রকাশ আছেন, অণু চৈতন্য ভিন্ন ভিন্ন এবং অনেক হইয়া তাঁহার নিত্য সেবায় নিত্যকাল ব্যাপৃত। অণু-

চৈতন্য মায়াকে স্বীয় ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া মায়ার অনিত্য সেবায় মনোভি-নিবেশ করিলেই তিনি নিজ স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া বিভুচৈতন্য হইবার উদ্দেশ্যে মায়াবশ হইয়া পড়েন। অণুচৈতন্যে স্বরূপে নিত্য বৃহত্ত্বাভাববশতঃ সেব্য ধর্ম্ম তাঁহাতে কোন দিনই নাই। তাঁহার স্বতন্ত্র চিন্ময় বৃত্তিতে ভগবদ্দাস্যই নিত্যকাল বিরাজমান। যখন তিনি হরিসেবাবিমুখ তখনই তাঁহাকে মায়ার সেবকরূপে মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে অনিত্য ভোগে ব্যস্ত দেখা যায়। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে দেবতা বা মানবরূপে অণুচৈতন্যের অধিষ্ঠান তাঁহার নিরতিশয় ক্লেশের কারণ জন্য দণ্ডভোগ মাত্র। হরিবিমুখ হইয়া স্বর্গভোগ বা নিরয়লাভ উভয়েই তাঁহার নিত্য সুখের বিঘ্নকারক। এই সকল অনিত্য সুখ বাসনা বা ক্লেশ পরিহারেচ্ছা জীবের অত্যন্ত উপাদেয় প্রাপ্তির অন্তরায় মাত্র।

ভগবানের নিজাবরণী শক্তির নাম মায়া। জীবকে আবরণ করিতে তিনি সমর্থ। জীবের ভোগবুদ্ধির প্রাবল্যে, কৃষ্ণদাস্যের অভাবে তিনি মায়িক সর্গের সেব্যরূপে আপনাকে জ্ঞান করেন তাঁহার এই বৃত্তি তাঁহাকে অবিদ্যাশ্রিত অভক্ত করিয়া স্থাপন করে। আবার হরিসেবাই তাঁহার নিত্য একমাত্র ধর্ম্ম বুঝিতে পারিলে এইগুলি শ্লথ হইয়া পড়ে। মায়া এই ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান কারণরূপে কথিত হন। উপাদান কারণ বলিয়া সংজ্ঞিত হইলেও ভগবানের উপাদান শক্তি মায়ায় আহিত হয় মাত্র। জ্বলন্ত লৌহ যেরূপ অগ্নির নিকট দাহিকাশক্তি লাভ করিয়া অপর বস্তু দহনে সমর্থ সেরূপ মায়া ভগবানের নিকট হইতে উপাদান লাভ করিয়া জগতের উপাদান কারণরূপে বরিতা হন। যাবতীয় বিচিত্রতা মায়া হইতে নিঃসৃত হয় এবং বস্তু নিঃশক্তিক একথা অবৈষ্ণব মায়াবাদী বলিয়া থাকেন। মায়িক বৈচিত্র্যে অপ্রাকৃত ভ্রান্তি মায়াবাদীর অবশ্যম্ভাবী। বৈষ্ণবগণ তাদৃশ বিশ্বাসকে প্রাকৃত বা সহজিয়া বিশ্বাস বলেন। যাঁহার

ত্রিধাতুক মৃতকে আত্মভ্রান্তি, কলত্রপুত্রাদিতে মমত্বভ্রান্তি, জড়ে অপ্রাকৃত, চিদ্বুদ্ধি এবং সলিলে তীর্থবুদ্ধি তিনি প্রাকৃত বা অবৈষ্ণব। আবার অনাসক্ত হইয়া যথাযোগ্য বিষয় স্বীকারপূর্ব্বক বিষয় সমূহে নিজ ভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণ সম্বন্ধে সম্বন্ধবিশিষ্ট জানিলে দ্রষ্টা প্রাকৃত বিশ্বাসের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া অপ্রাকৃত হরিসেবোন্মুখ হন। তখন তিনি মুমুক্ষু মায়াবাদীর ন্যায় হরিসম্বন্ধময় বস্তু সমূহকেও কৃষ্ণসেবার উপকরণ জানিয়া তাঁহাদিগকে নিজভোগময় অপর প্রাপঞ্চিক বিষয়ের সহ সমজ্ঞানে ত্যাগের পরামর্শ করেন না। সংসারে জীবগণ কৃষ্ণবিমুখ হইয়া কৃষ্ণসেবা বিস্মৃতি-বশতঃ প্রাকৃত অভিমানে মত্ত হইয়া অন্যান্য বস্তুগণের সহ শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর রসস্থাপন পূর্ব্বক জড়রসে রসিক হইয়াছেন। তাঁহারা যখন বুঝেন যে জড়রসের আশ্রয়গুলি অল্পকাল স্থায়ী ও অনুপাদেয় তখন কৃষ্ণ ভিন্ন বিষয়গুলির সহিত সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহারা বিষম ভ্রান্তিতে পড়িয়াছেন। তাঁহাদের অভীষ্টসিদ্ধির অন্তরায়রূপ জীব ও ভগবানের মধ্যে বিকৃতরস ও আশ্রয় গুলিই প্রতিবন্ধক স্বরূপ। তখন বিষয়জ্ঞানে মায়িক বস্তু-সঙ্গত্যাগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে গিয়া কেহ কেহ নির্ব্বিশেষবাদকেই আবাহন করিয়া পুনরায় হরিবৈমুখ্য সংগ্রহ করেন। ধর্ম্ম অর্থ কাম ফলের পরিবর্ত্তে মুক্তিই তাঁহাদের আরাধ্য বিষয় হয়। চিন্ময় রসরাহিত্যকেই শ্রেয়স্কর জানিয়া ভগবান্‌কে রসময় বলিতেও শঙ্কিত হন। নিত্যকাল পরলোকে তমিস্রময় বিচিত্রতাহীন অবস্থার নিত্যাস্তিত্ব বিশ্বাসই তাঁহাকে কংস শিশুপালাদির আরাধ্য লোকে লইয়া গিয়া স্বীয় আত্ম-বিনাশ সাধন করায়। প্রাকৃত বিশ্বাস বশে কৃষ্ণসেবাবিমুখ বিচারকগণ পূতনাদি কপটচারিণীর ন্যায় কৃষ্ণসেবা প্রদর্শন করিয়া মায়াবাদী হন আবার জীবনান্তে চিদ্বিশেষ রহিত হইয়া নির্ব্বিশেষত্বে লীন হন। প্রাকৃত ভোগময় রসের বিপর্য্যয়ে জগতে যে অনিত্য অসম্পূর্ণ বিড়ম্বনার হস্তে জীব

পুড়িয়াছিলেন তাহা হইতে রসকে সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করিতে না পারিয়া নীরস মায়াবাদের অবতারণা করিয়া নিজ অমঙ্গল আনয়নপূর্ব্বক রসময়ের নিত্যরস হইতে নিত্যবিদায় গ্রহণ করা বিশেষ বিচারপুষ্ট বলিয়া, বৈষ্ণবদার্শনিকগণ মনে করেন না। তাঁহারা দেখেন যে নিত্যরসময় বস্তু হইতেই বিকৃত প্রতিফলনক্রমে এই ভোগময় অনিত্য অনুপাদেয় জগতে রসের বিকার নানাপ্রকারে বিশৃঙ্খলতা উৎপাদন করিয়াছে। সেই অনর্থ সমূহ অতিক্রম করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে অপ্রাকৃত নিত্য রসময় হরিলীলায় অনুপ্রবেশ করিতে পারিলে তাঁহার নিত্য মঙ্গল হইবে। তখন প্রবঞ্চনার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া বৈষ্ণবদার্শনিকের নিরপেক্ষ গীতটী তাঁহার মনে সর্ব্বদা নৃত্য করিতে থাকিবে।

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥

তখন বৈষ্ণব দার্শনিকের উক্তিটীও উপরিকথিত গীতের সহায়তা করিবে।

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ যদপাশ্রয়াম্।
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে।
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে॥

শ্রীশিক্ষাষ্টক।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণং॥

ভুবনমঙ্গল শ্রীকলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং আস্বাদন ছলে আটটি শ্লোকে জগজ্জীবের পরম গতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই শ্রীমুখনিঃসৃত শ্লোকাষ্টকই শ্রীশিক্ষাষ্টক নামে প্রসিদ্ধ। নিখিল বেদ-প্রতিপাদ্য নিজ শ্লোকাষ্টকের বিশদ বিবৃতি শক্তিসঞ্চার পূর্ব্বক শ্রীরূপ সনাতন জীব ভট্টযুগ দাস গোস্বামী, কর্ণপূর, কবিরাজ গোস্বামী এবং শ্রীপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি নিজ প্রিয় পারিষদবৃন্দদ্বারা বহু গ্রন্থে প্রকাশিত করতঃ ভক্তির ধারাবাহিক সাধন জগতে আবিষ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। ভক্তাধীন গৌরহরি ভক্তের সম্মান বর্দ্ধনের জন্য, নিজদাস ভক্তবৃন্দের কৃতিত্ব জগৎকে দেখাইয়া জগজ্জীবকে ভক্তিপথে চালিত করিবার জন্য নিজ নিত্যসিদ্ধ ভক্তবৃন্দ দ্বারাই অধিকতর রূপে, অশেষ বিশেষে নানা প্রকারে ব্রহ্মার বাঞ্ছিত ভক্তিযোগ আপামর সাধারণ নর-মাত্রের প্রাপ্য হইতে পারে এরূপ সুগম পন্থা আবিষ্কৃত করাইয়াছেন। শ্রবণ কীর্ত্তন জনিত শুদ্ধচিত্তে উদয়যোগ্য অপ্রাকৃত শ্রীনামকেও এই প্রাপঞ্চিক বিশ্বে উদিত করাইয়া অপ্রাকৃতীভূত সাধককে অদ্ভুত অষ্টসাত্ত্বিক বিকারে বিকৃত করিয়া অপার বৈকুণ্ঠানন্দ ভোগ করিবার সুযোগ দিয়াছেন; অধিক কি নিজাঙ্গ বাসিনী কমলা ও দুষ্প্রাপ্য চতুর্ব্বিধ ব্রজভাব নরমাত্রে পাইবার সুযোগ আবিষ্কার করিয়া কৃপায় পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর অবতীর্ণ না হইলে কি দুর্গত মর্ত্ত্যজীব উন্নতির চরম সীমায় অধিরোহণ করিবার সুযোগ পাইত? না, ভক্তিযোগের ধারাবাহিক

সাধন ও আচরণ জগতে কখন আবিষ্কৃত হইতে পারিত? তাই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত প্রণেতা শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন, "চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার" ॥

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর মুখকমলনিঃসৃত শিক্ষাষ্টকের প্রথমশ্লোক যথা :—

১। "চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনং" ॥

আদৌ সৌভাগ্যফলে সাধুসঙ্গজনিত শ্রদ্ধা উদিত না হইলে জীবের শ্রবণ কীর্ত্তন সম্ভব হয় না যথা, "সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথা। তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মণি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।" অতএব কীর্ত্তন বলিলেই শুদ্ধ কীর্ত্তন অর্থাৎ সাধু মুখ হইতে শ্রবণানন্তর শ্রদ্ধার সহিত কীর্ত্তন বুঝায়। ব্যবধানযুক্ত, দেহ-দ্রবিণজনতা লোভ পাষণ্ড মধ্যে নিক্ষিপ্ত কীর্ত্তন, শ্রীনাম কীর্ত্তন নহে। এই তত্ত্ব এস্থলে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকের চতুর্থ পাদে "পরম" শব্দে সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট করিয়াছেন। এ পরম শব্দে সৎসঙ্গানন্তর ভজনক্রিয়ান্তর্গত শ্রীনাম কীর্ত্তন জানিবে। কেবল জড় অক্ষর বুদ্ধিতে প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাসের অন্তর্গত কীর্ত্তন, শ্রীমন্মহাপ্রভু এই "পরম" শব্দ প্রয়োগে নিরাস করিয়াছেন। নিজ সঙ্গোপনের পর ন্যূনাধিক চারিশত বর্ষ মধ্যে জীব এই শুদ্ধ তত্ত্ব ভ্রান্ত হইয়া শ্রীনামকে কেবল জড়াক্ষরাত্মক বলিয়া গগনভেদী চীৎকার করিতেছিল তাই ভুবনমঙ্গল প্রভু আমার জনৈক নিজ প্রিয় "সন্মোদন" ভাষ্যকার ভক্তপ্রবরকে পাঠাইয়া শুদ্ধ শ্রীনাম তত্ত্ব জগতে পুনর্দ্দীপ্যমান করিলেন।

"সন্মোদন" ভাষ্যকার বলিতেছেন, "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনস্য সর্ব্বমঙ্গল স্বরূপত্বাৎ

চতুর্থপাদান্তর্গত পরমিতশব্দেন শ্রদ্ধা সৎসঙ্গানন্তরং ভজনক্রিয়ান্তর্গত শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনমেবাত্রবোদ্ধব্যং ন তু প্রতিবিম্বভক্ত্যাভাসান্তর্গতহরিসংকীর্ত্তনম্” ॥

নবধা ভক্তির প্রথমেই শ্রবণ। এই শ্রবণাত্মিকা ভক্তি, যথা তথা হইতে যাহার তাহার নিকট হইতে শ্রুত হইলে তাহা শ্রীনাম শ্রবণ হইল না। শ্রীল রামানন্দমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকের সেই সুসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিলেন—

“জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয় বার্ত্তাং স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভির্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥” ব্রহ্মা বলিতেছেন, “সন্মুখরিতাং শ্রুতিগতাং ভবদীয়বার্ত্তাং”— সদ্ভিঃ মহাভাগবতৈঃ, মুখরিতাং নিসর্গপ্রকটিতাং, শ্রুতিগতাং কর্ণকুহরপ্রাপ্তাং ভবদীয় বার্ত্তাং হরিনাম রূপ গুণ লীলাময়াং কথাং; অর্থাৎ সাধুমুখ নিঃসৃত কথা শ্রবণই ভক্ত্যঙ্গের প্রথম। শ্রীল রামানন্দের এই তত্ত্ব নির্ণয়ের শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন, “এহো হয় আগে কহ আর।” অর্থাৎ “ঐরূপ শ্রবণই ভক্ত্যঙ্গের আরম্ভ বটে, উহা হইতে উচ্চতর ভক্তির কথা এখন বল।”

শ্রীনাম অপ্রাকৃত তত্ত্ব। অতএব উহা প্রাকৃত শ্রবণ রসনাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা শ্রুত বা উচ্চারিত হইতে পারেন না। শাস্ত্র শ্রীনামের স্বরূপ বলিতেছেন, “নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধোনিত্য-মুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম নামিনোঃ। এই শাস্ত্র বচন উল্লেখ করিয়াই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত করিতেছেন, “অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবো-ন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥”

“অভিন্নত্বান্নামনামিনঃ” এই প্রমাণানুসারে শ্রীনামই শ্রীকৃষ্ণ। বাস্তব বস্তু শ্রীকৃষ্ণকে যখন আমাদের এই প্রাকৃত নয়ন ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন ভগবদভিন্ন কৃষ্ণনাম প্রাকৃত শ্রবণ রসনাদি ইন্দ্রিয়ের

গোচর কিরূপে হইতে পারে? তবে কৃষ্ণনামাদি কি এই প্রাপঞ্চিক জগতে একেবারেই পাওয়া যাইবে না? না, তাহা নয়। কৃতকর্ম্মা মনীষিবৃন্দ বলিতেছেন, "সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।" অর্থাৎ আনুগত্য নিবন্ধন সেবাবুদ্ধি জাগরিত হইলে তখন ভগবদভিন্ন শ্রীনাম কৃপা পূর্ব্বক এই জিহ্বা শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ে স্বয়ং স্ফুরিত হইয়া সাধককে কৃতার্থ করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভ্রমণ কালে দক্ষিণ মথুরা বা বর্ত্তমান মাদুরাস্থ এক বিরক্ত রামভক্ত ব্রাহ্মণ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন; প্রভু ভিক্ষা করিয়া রামভক্ত ব্রাহ্মণকে উপবাসী ও খেদান্বিত দেখিয়া তাঁহার উপবাস ও খেদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে

বিপ্র কহে "মোর জীবনে নাহি প্রয়োজন।
অগ্নিজলে প্রবেশিয়া ছাড়িব জীবন॥
জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরাণী।
রাক্ষসে স্পর্শিল তাঁরে ইহা কাণে শুনি॥
এ শরীর ধরিবারে কভু না যুয়ায়।
এ দুঃখে জ্বলে দেহ প্রাণ নাহি যায়॥
প্রভু কহে "এ ভাবনা না করিহ আর।
পণ্ডিত হঞা মনে কেনে না কর বিচার॥
ঈশ্বর-প্রেয়সী সীতা চিদানন্দ মূর্ত্তি।
প্রাকৃত ইন্দ্রিয় তাঁরে দেখিতে নারে শক্তি॥
স্পর্শিবার কার্য্য আছুক না পায় দর্শন।
সীতার আকৃতি মায়া হরিল রাবণ॥
রাবণ আসিতে সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়া সীতা পাঠাইল॥

অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।
বেদ পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥

এই প্রসঙ্গান্তর শ্রীমন্মহাপ্রভু সেতুবন্ধ দর্শনে গমন করিয়া তথায় কূর্ম্ম পুরাণ অন্তর্গত পতিব্রতা উপাখ্যানে, "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর" এই-সিদ্ধান্তের অনুকূল নিম্নলিখিত শ্লোক শ্রবণানন্তর পরম সন্তুষ্ট হইলেন।

"সীতয়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়া সীতামজীজনৎ।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা॥
পরীক্ষাসময়ে বহ্নিং ছায়া-সীতা বিবেশ সা।
বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় তৎপুরস্তাদনীনয়ৎ॥ কূর্ম্ম পুরাণ।

অনন্তর মহাপ্রভু পাঠক ব্রাহ্মণ স্থানে ঐ শ্লোকময় পত্র চাহিয়া আনিয়া সেই রামভক্ত ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই কূর্ম্ম পুরাণের পত্র আনয়ন লীলায় "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর" এই সৎসিদ্ধান্ত আরও স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন "কৃষ্ণসংকীর্ত্তনং বিজয়তে।" এখন প্রশ্ন হইতেছে মায়াপ্রসূত এই প্রাপঞ্চিক বিশ্বে শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের কিরূপে বিজয় হইবে? প্রপঞ্চে হরিকীর্ত্তনের কিরূপ প্রক্রিয়া তাহা উক্ত হইতেছে। মায়ামুগ্ধ জীব বারংবার সংসার ক্লেশ পাইয়া যখন সৎপ্রসঙ্গে শাস্ত্রার্থ বিশ্বাসী অথবা ভগবন্মাধুর্য্যে লোভান্বিত হন তখন স্বরূপ শক্তির হ্লাদিনী সার বৃত্তি-ভূতা ভক্তিতে তাঁহার অধিকার হয়। তখন সেই জাতশ্রদ্ধ জীবের সৎগুরু-চরণাশ্রয়রূপ সৎসঙ্গপ্রভাবে হরিকথা শ্রবণ ঘটে, যে পরিমাণে শ্রবণ সুষ্ঠু হয় সেই পরিমাণে কীর্ত্তন হইয়া থাকে। তখন মায়া দমিত হইয়া জীবের পূর্ব্বস্বরূপ পুনর্লক্ষিত হয়। প্রপঞ্চে হরিকীর্ত্তন উদয়ের ইহাই প্রক্রিয়া।

এই প্রকার কীর্ত্তনের সাত প্রকার ফল শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন। ১ম চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হইয়া জীবের স্বরূপ প্রকাশিত হয়, চিত্তদর্পণ

মার্জ্জিত হইলে স্বরূপ যাথার্থ্য দৃষ্ট হয়। স্বরূপ দর্শন হইলে স্বধর্ম্মোপলব্ধি হইয়া থাকে। ভগবানের দাস্যই জীবের স্বধর্ম্ম। সেই স্বধর্ম্মে অর্থাৎ কৃষ্ণ-দাস্যে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইলে সংসার প্রবৃত্তিও কৃষ্ণসেবায় পরিণত হইয়া পড়ে। তখন তিনি জীবনযাত্রায় উপযোগী বস্তু মাত্রেই প্রাপঞ্চিক বুদ্ধি না করিয়া তৎসমূহ কৃষ্ণসম্বন্ধীয় করতঃ অনাসক্তভাবে দিন যাপন করেন।

কৃষ্ণ কীর্ত্তনের ২য় ফল :—ভবরূপ মহা দাবাগ্নি নির্ব্বাপণ। ভব শব্দে এই প্রপঞ্চে জন্মে। জঠরে অবস্থানকালে জীব দাবাগ্নির ন্যায় উত্তাপে দগ্ধ হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন উদিত হইলে সেই ভব মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ গমনাগমন জ্বালা আর হয় না, সে অবস্থায় যে জন্ম মরণ দৃষ্ট হয় তাহা কৃষ্ণের ইচ্ছায়। তাহা দুষ্কৃত জীবের জন্ম মরণের ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক দাবাগ্নি বিশেষ নহে। ব্রহ্ম সাযুজ্য মুক্তি দ্বারা যে জন্মাদি নিবারণ শ্রুত হয় তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে দাবাগ্নি অপেক্ষা আরও ভীষণ। অতএব ভব অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক জন্ম নিবারণ, প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষ্ণ কীর্ত্তন ব্যতীত হয় না।

কৃষ্ণ কীর্ত্তনের ৩য় ফল :—শ্রেয়রূপ কৈরব অর্থাৎ কুমুদের চন্দ্রিকা স্বরূপ। অর্থাৎ কীর্ত্তন উদিত হইলে জীবের কৃষ্ণ সেবারূপ শ্রেয়ঃলাভ হয়।

কৃষ্ণ কীর্ত্তনের চতুর্থ ফল :—বিদ্যালাভ বিদ্যা ভগবানের শক্তির বৃত্তি বিশেষ। বস্তুতঃ ভগবানের শক্তি এক। তাহার দুইটী বৃত্তি, বিদ্যা ও অবিদ্যা জড় মায়া। কৃষ্ণ কীর্ত্তন উদিত হইলে জড় মায়া বিনষ্ট হয়, এবং যোগমায়া প্রভাবে স্থূল লিঙ্গ দেহ অপসৃত হইয়া স্বরূপগত শুদ্ধ চিদ্দেহ প্রকাশিত হয়। এমন কি মধুর রসের আস্বাদন যোগ্য গোকুলে গোপী দেহও প্রকটিত হইয়া থাকে। বিদ্যাবধূজীবনং এই বিশেষণ সুতারং সার্থক হইতেছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণব কৃপাকাঙ্ক্ষী

শ্রীগৌর গোবিন্দ দাসাধিকারী (ভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য)

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী।

শ্রী, ভূ, নীলা এই হরির শকতি ত্রয়মাঝে
ভূদেবী হইয়া রা'জ দেবি পরানন্দে
মো সম অধম দীনের সাধ্য কি আছে
বর্ণিতে তব গুণ গাথা ভাষা-বন্ধে
তব সমতুল তুলনা স্বরগে মরতে
নাহি মিলে তুমি ভাষার তুলনা অতীতা
তব পূত নাম অখিলের পাপ হরিতে
শকতিবন্ত!   তুমি যে গৌর বনিতা!
মায়াপুরে তুমি ব্রজপুরপতি গোরারে
পতিরূপে লভি পরম ধন্যা হয়েছ
ভুবন পরম মঙ্গল ননী চোরারে
গোরা অবতারে সেবা অধিকারে লভেছ
লাখো লাখো মুনি সংখ্যা অতীত বরষে
যাঁর পদ দুটী সব ছাড়ি করে ধারণা
শঙ্কর হৃদি পুর বাসী সেই পুরুষে
পতি রূপে তুমি লভেছ কমল চরণা
তোমার চরণে ভকতি থাকিলে সেধনে
সাধনবিহীন দীন হীন পথভিখারী
অতি অক্লেশে লভি, দিবা নিশি বদনে
কহিতে শিখয়ে গোরা গীতি সদা ফুকারি।
তুমি গৌর চরণে শ্রদ্ধা ভকতি রূপিণী
দীনজনে কর করুণা অশেষ প্রকারে

তুমি মায়া প্রলুব্ধ জীব বন্ধনহারিণী
ভূদেবি! প্রণমি, প্রণমি, প্রণমি তোমারে
শুদ্ধ ভকতে সতত সজল নয়নে
লীলাস্মৃতি তব স্মরিয়া তোমারে বন্দে
পূজিতেছ তুমি গোঁরার সে দুটী চরণে
শয়নে, স্বপনে, ভোজনে, অশেষ ছন্দে
ভিতরে প্রাকৃত বাহিরে ভকত সাজিয়া
জ্ঞান অভিমানী যত মূঢ় তোমা নিয়ত
অত্যভিনব প্রাকৃত করিয়া গড়িয়া
প্রচারিতে হয় 'অবিচারী' দলে নিরত
পারে কি কথন প্রাকৃত ব্যক্তি কভুও
প্রাকৃত অতীত চিন্ময় লীলা লখিতে?
করয়ে চেষ্টা প্রাকৃত ভাবেই তবু ও
মায়া কিঙ্কর না পারে এভাব বুঝিতে
যতদিন লোক মায়ালোকে রবে মজ্জিত
ভ্রমিবে মায়ার করাল কবল মাঝারে
ততদিন পূত চিন্ময় ভাবে বর্জ্জিত
থাকিবে পশিতে না পাবে আনন্দ বাজারে
দিবাকর কর উজ্জ্বল দিনে যেমতি
আঁধার বিচারি পেচকের বড় অপ্রীতি
চিন্ময় কর আলোকিত ভাবে তেমতি
প্রাকৃত আঁধার বাসীদের (ও) বড় বিরতি
এহেন জনেও কপটতা ছেড়ে শ্রীপদে,
যদি কিছু করে আকুতি তাহলে—গোরাতে—

শুদ্ধা ভকতি লভে উত্তরে বিপদ্দে
সংসার ঘোরে না ঠেকে ভকতি প্রভা'তে।
ভকতের তুমি চির নমস্যা ভুবনে
ভকতে তোমারে করেন ভকতি পরম
ভকতি প্লাবিত ভক্তের হৃদি ভবনে
দেও জাগাইয়া শুদ্ধ ভকতি ধরম
নিবেদন এক আছে দেবি তব চরণে
বিশ্বে রয়েছে হরি বিমুখের যত দল
সকলেই আহা! রূপানুগ পূত ধরণে
লভুক হৃদয়ে গোরাচাঁদ পদ শত দল,
কর্ত্তন করি মায়া বন্ধন সকলে
মজে যাক্ হরিনাম গান সুধা রসেরে
মায়া পাশ কাটি কৃষ্ণের প্রেম শিকলে
ফাঁসি লেগে যাক্ সবার গণ্ড দেশেরে
গোরার পাদুটী সবারই হোক ধ্যান ধন
বিষ্ণু প্রিয়া দেবি! এই মোর নিবেদন
নিখিল প্রেমের সাগর স্বরূপ গোরাচাঁদে
তোমার কৃপায় সকলেই লাভ করে হৃদে।

শ্রীরূপানুগ কিঙ্কর
শ্রীনারায়ণ দাস চট্টোপাধ্যায়
সাং আবুরি, (নদীয়া)

সাময়িক প্রসঙ্গ।

প্রপন্নাশ্রমে ইষ্টগোষ্ঠী।

বিগত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ হইতে ১৩ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত দৌলতপুর প্রপন্নাশ্রমস্থিত শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শুদ্ধভক্তগণের ইষ্টগোষ্ঠী হইয়াছিল। শ্রীসনাতন শিক্ষা ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধু কিয়দংশ পাঠ, সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিকীর্ত্তন ও শুদ্ধ হরিকথায় ভক্তগণ পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতা, যশোহর, খুলনা, নদীয়া, বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা প্রভৃতি স্থানের অনেক ভক্ত ইষ্টগোষ্ঠীতে যোগদান করিয়াছিলেন। এই ইষ্টগোষ্ঠীর ফলে হরিবিমুখ সংসারের কয়েক মহাত্মার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনে অনেকের বিস্ময় উৎপন্ন করিয়াছিল। প্রপন্নাশ্রমের অধিকারী ভক্তানন্দ শ্রীযুক্ত বনমালী দাস মহাশয়ের অহৈতুকী সেবাপ্রবৃত্তি অনেকের হরিসেবায় উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিল। ভক্তানন্দ মহাশয়ের শুদ্ধভক্তিপ্রবৃত্তিপ্রভাবে অনেক গুলি ভক্ত শ্রীনীলাচলদর্শনে সুযোগ লাভ করিতেছেন। তাঁহারা নীলাচল পথে সাউরী প্রপন্নাশ্রম, কোয়ামারা, রেমুণা, বালেশ্বর, কটক, ভুবনেশ্বর সাক্ষীগোপাল প্রভৃতি স্থান দর্শন ও শ্রীনামকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীনীলাচলপতির নিকট উপস্থিত হইয়া রথাগ্রে শ্রীমহাপ্রভুর স্মরণ মহোৎসব উপলক্ষ্যে নৃত্য কীর্ত্তনোৎসব করিবেন। এবারে তাঁহারা শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীভক্তিকুটীতে ২৪শে আষাঢ় ১৪ই বামন ৮ই জুলাই তারিখে শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের চতুর্থ বার্ষিক বিরহ মহোৎসব সম্পাদন করিবেন।

শ্রীগোদ্রুমে সমাধিমন্দির।

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবসাধারণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে শ্রীনবদ্বীপ ধামের অন্যতম গোদ্রুমদ্বীপে শুদ্ধভক্তিপ্রচারকবর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। আশা হইতেছে ২৪শে

আষাঢ়ের পূর্ব্বেই শ্রীসমাধিমন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা হইবে। যাঁহারা শুদ্ধভক্তের সেবায় নিজের বিত্তের স্বার্থকতা করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা অবিলম্বে স্ব স্ব ভক্তিপরিমিত অর্থ প্রেরণ করিতে পারেন। শ্রীসমাধির বর্ত্তমান সেবায়েত পরমভাগবত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্তিদাস বাবাজী মহাশয়ের নিকট যে কোন অর্থ প্রেরিত হইবে তাহা এই মহৎ অনুষ্ঠানে ব্যয়িত হইতে পারিবে। প্রদত্ত অর্থাদির যথারীতি হিসাব শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। ভগবৎসেবা অপেক্ষা তদীয় নিজজনের সেবা কৃষ্ণের অধিক প্রীতির বিষয় এবং ভগবদ্ভক্তের উন্নতাধিকারের পরিচয়। উৎকৃষ্ট উপাদান দ্বারা উৎকৃষ্ট স্থপতির সাহায্যে শ্রীযুক্ত বনমালি দাস ভক্তানন্দ অধিকারী মহাশয়ের চেষ্টায় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের যাবতীয় অনুকম্পিত ভক্ত-গোষ্ঠীর সহৃদয়তায় এই মন্দিরের সুষ্ঠু সম্পাদন অচিরেই সম্পূর্ণতা লাভ করিবে। যিনি শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের জন্য এবং অশুদ্ধ মত নিরসনের জন্য তাঁহার একমাত্র সেব্য শ্রীগৌরসুন্দর কর্ত্তৃক প্রপঞ্চে শুভাগমন করিয়া স্বকার্য্য সাধনানন্তর স্বধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন তাঁহার নিত্যস্মৃতি সংরক্ষণের জন্য যাঁহাদের অকৃত্রিম চেষ্টা তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্য প্রিয়জন।

সার্ব্বভৌম উপাধি পরীক্ষার ফল।

সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য। জেলা যশোহর পাঁজিয়া পোঃ নারায়ণপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত অবলাকান্ত বসু মধ্যম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি প্রথম উত্তর পত্রে ৪৪ সংখ্যা এবং দ্বিতীয় উত্তর পত্রে ৬০ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পঞ্চরাত্রাচার্য্য। জেলা যশোহর চৌগাছা মাধবপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত আচার্য্য দাস দেব শর্ম্মাধিকারী সাধারণ বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি, প্রথম উত্তর পত্রে ৪৫ সংখ্যা এবং দ্বিতীয় উত্তর পত্রে ২২ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বর্ষ শেষ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবের অপার করুণায় এবং শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের হার্দ্দ অনুকম্পায় শ্রীপত্রিকার বিংশবর্ষ সম্পূর্ণ হইল।

প্রাকৃত রসিকদল এবং অভিনব গৌরনাগরীগণ স্ব স্ব দুর্দ্দমনীয় বিষয় চেষ্টা সমূহ প্রদর্শন করা সত্ত্বেও শ্রীপত্রিকা শুদ্ধাভক্তি সেবায় বিমুখিনী হন নাই। নাগরী ও প্রাকৃত সহজিয়াদিগের তাণ্ডব নর্ত্তনোৎসাহ খর্ব্ব হওয়ায় ভক্তগণ দুইহস্ত তুলিয়া তোষণীর কল্যাণ কামনা করিয়াছেন। এই বর্ষে আরও দুইটী ভক্তিবিরোধী উপসম্প্রদায় উঠিবার উপক্রম করিতেছে। প্রথমটী শুদ্ধাভক্তি প্রচারের বিরোধী অপরটী শুদ্ধভক্ত হইবার বিরোধী। এতদ্ব্যতীত বিপ্র-লিপ্সা অবলম্বন করিয়া এক সম্প্রদায় শ্রীনিত্যধামের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের কোন যোগ্যতা না থাকিলেও নানা অসৎপথ অবলম্বন করিয়া সত্যের অপলাপ এবং সাধুজনের অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছে। উদর ও উপস্থবেগ জয় না করিতে পারিলে নানা প্রকারে বাক্য-জাল বিস্তার ও সত্য আবরণের পন্থা উদ্ভাবন করিতে হয়। মোদদ্রুমদ্বীপের অন্তর্গত রামচন্দ্রপুরের গঙ্গা-গর্ভকে নদীয়া বলিয়া জাহির করিবার চেষ্টা এবং

সাতকুলিয়াকে কুলিয়া বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা সকল পণ্ডিতমণ্ডলী গর্হণ করিয়াছেন। এমন কি মূর্খ কৃষকগণও বুঝিতে পারে যে রামচন্দ্রপুর নদীয়া হইলে মাওগাছী কুলিয়া হয় এবং সাতকুলিয়া কুলিয়া হইলে বাগআঁচড়া নদীয়া হয়। মূর্খ চাষীতেও যে কথা বুঝিতে পারে তাহা বৈষ্ণবের পোষাকে অবান্তর উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া লোককে ভ্রমে পাতিত করিবার চেষ্টা প্রশংসনীয় নহে। এবৎসর কতিপয় ব্যক্তি নামাপরাধকে নাম বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়াছে, চৈতন্যাব্দে ১ বৎসর ভ্রম করিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়াছে, রামচন্দ্রপুরকে মায়াপুর বলিয়া এবং সাতকুলিয়াকে কুলিয়া বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়াছে, সহজিয়াও নাগরী মতকে বৈষ্ণব ধর্ম্ম বলিয়া প্রচলনের চেষ্টা করিয়াছে। শ্রীপত্রিকায় এই সকল বিরুদ্ধ চেষ্টা প্রশমনের যথাযোগ্য প্রবন্ধাদি লিখিত হইয়াছে। আমাদের আশা শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তির পরিপন্থিগণকে সদ্বুদ্ধি দিয়া তাঁহার নিজ অপ্রাকৃত সেবায় নিযুক্ত করুন এবং যেন আমাদের আর বহির্ম্মুখগণের আলোচনায় শ্রীপত্রিকার কলেবর পূরণ করিতে না হয়।

উড়িষ্যায় নামহট্ট প্রচার।

পরমহংস, পরিব্রাজক শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী মহোদয় ২৪ জন ভক্ত সঙ্গে লইয়া উড়িষ্যায় শুদ্ধাভক্তি ও শ্রীনাম প্রচার উদ্দেশ্যে ১০ই জুন তারিখে কলিকাতা হইতে রওনা হয়েন। মেদিনীপুর জেলায় কাঁথি রাস্তার উপর সাউরী প্রপন্নাশ্রমে, ময়ূরভঞ্জ ষ্টেটের উপর কুয়ামারা ও সন্নিহিত গ্রাম সমূহে এবং রেমুণায় শ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথ জীউর মন্দিরে কয়েক দিবস কীর্ত্তন পাঠাদি করিয়া সকলে ১৭ই জুন তারিখে বালেশ্বরে ধর্ম্মশালায় আসিয়া সেখানে ৩ দিন কীর্ত্তনাদি করেন। ১৯শে তারিখে বালেশ্বর হরিসভা ময়দানে একটি বিরাট অধিবেশন হয়। তাহাতে ভাগবতাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক ব্যাখ্যা করেন। ভক্তগণ মধ্যে শ্রীযুক্ত হরিপদ সেন অধিকারী কবিভূষণ বি এ "জীবে দয়া" এবং আচার্য্য শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ দাসাধিকারী শ্রীনাম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং খুলনার আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দাসাধিকারী ভক্তিসিন্ধু শ্রীনাম কীর্ত্তনে সমাগত ভক্তবৃন্দের পরমানন্দ বর্দ্ধন করেন। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে পরমভাগবত রায় শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র বাহাদুর (ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট) রায় সাহেব শ্রীযুক্ত গৌরশ্যাম মহান্তি বি এ (সদর ডেপুটী) বালেশ্বরের রাজকুমার শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ দেব, জিলা স্কুলের হেড মাষ্টার, স্থানীয় ষ্টেশন মাষ্টার প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দৃষ্ট হইয়াছিলেন। ২০শে জুন প্রাতে সম্প্রদায়টী প্রচারকল্পে কটক যাত্রা করেন।

অকিঞ্চন শ্রীশ্রীনাথ দাসাধিকারী।